চে গেভারার ডায়রি

॥ অনুবাদক ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

Mukherji, Subhas.

জয়দীপ পাবলিকেশনস

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা বারো

চে কি রোমান্টিক ছিলেন? হ্যাঁ। তবে বিপ্লবী রোমান্টিক। লেনিন বলেছিলেন: 'এ কথা না বললেও চলে যে, রোমান্টিকতা ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। রোমান্টিকতায় ঘাটতি পড়ার চেয়ে বরং একটু বেশি থাকা ভালো। যাঁরা বিপ্লবী রোমান্টিক তাঁদের সম্পর্কে সব সময়ই আমরা দরদ বোধ করি, এমন কি তাঁদের সঙ্গে যখন আমাদের মতে মেলে না তখনও।'

অনুবাদের কথা

ডায়রির শেষ তারিখ ৭ই অক্টোবর। চে গেভারার জীবনের শেষদিন ৮ই অক্টোবর। ১৯৬৭ সাল। আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে। কিন্তু তাঁর ডায়রির ওপর পাঠকের টান একটুও কমে নি।

বই হিসেবে ডায়রি বার হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬৮ সালে 'ধ্বনি' পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে আমি অনুবাদ শুরু করি। কাজটা খুব সহজ হয় নি। ডায়রিতে অনেক কথাই বলা হয়েছে সাঁটে। তাছাড়া খণ্ডিত জায়গাও আছে। আমি পুরোটা অনুবাদ করলেও কপিরাইটের ভয়ে সম্পাদক বাদ দিয়ে দিয়ে ছাপিয়েছিলেন। ভয়টা ছিল অমূলক। কেননা ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে কিউবার সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই ডায়রি পূর্ণ আকারে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় যে কেউ ছাপাতে পারবে। খবরটা তখন আমাদের অজানা ছিল। কিন্তু 'ধ্বনি'-তে অংশত ছাপা হওয়ার ফলে এবং পাণ্ডুলিপির হদিশ করতে না পারায় বর্জিত সমস্ত অংশই এ বইয়ের জন্যে পরে আমাকে আবার নতুন ক'রে তর্জমা করতে হয়েছে। এ সত্ত্বেও প্রুফ দেখার অনবধানতায় গোড়ার দিকে একটি ছাড় আর কিছু ভুল থেকে গেছে। এই ভুলগুলো পাঠকেরা নিজগুণে শুধরে নেবেন। যেমন, গোড়ার দিকে ২৯শে নভেম্বরের পর ১০ পৃষ্ঠায় এই ছোট অংশটি যোগ হবে :

৩০শে

আর দূরের একটা খাঁড়ি খুঁজে-পেতে দেখার নির্দেশ নিয়ে বিশেষ কাজে চলে গেল মারকস, পাচো, মিগোয়েল আর পম্বো ; দিন দুই ওদের ঠাঁইনাড়া হয়ে থাকতে হবে। বৃষ্টি হল বেশ ঝমঝম ক'রে। বাড়িটাতে যথা পূর্বং তথা পরম্।

তাছাড়া যথাক্রমে ৩৯, ৪৩, পৃষ্ঠায় ১৩, ৭, লাইনের পর যথাক্রমে ২৩শে, ৩০শে, তারিখগুলো পাঠকেরা দয়া করে বসিয়ে নেবেন।

এই ভুলগুলো ঠিক ক'রে নিলে ডায়রিটি হবে সম্পূর্ণ। অন্য কোথাও আমার জ্ঞানত ডায়রির একটি লাইনও বাদ পড়ে নি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নভেম্বর

৭ই

আজ এক নতুন পর্ব শুরু হচ্ছে। খামারবাড়িতে এসে পৌঁছুলাম রাত্রে। পথে একেবারেই কোনো ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হয় নি। পাচুন্গো আর আমি এমনভাবে বেশবাস করে নিয়েছিলাম যাতে কেউ দেখে চিনতে না পারে। কোচাবাম্বার দিক দিয়ে ঢুকে প'ড়ে যেখানে যেখানে যার যার সঙ্গে দরকার আমরা আসবার সময় যোগাযোগ করি। দুটো জিপে ক'রে আমরা এসেছি দু ঘণ্টায়।

খামারটার কাছাকাছি এসে আমরা দাঁড়ালাম। দুটোর মধ্যে মাত্র একটি জীপ এগিয়ে গেল—কাছাকাছি এক জমিদার থাকে, তার যাতে সন্দেহের উদ্রেক না হয়। লোকটা আমাদের নামে রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে আমরা বোধহয় কোকেন তৈরির ব্যাবসা করি। আশ্চর্য ব্যাপার, তুমাইনি যে তুমাইনি সেই নাকি আমাদের দলের কেমিস্ট। দ্বিতীয় ট্রিপের সময় খামারটার কাছাকাছি এসে পাহাড়ের ওপর একেবারে খাদের ধারে জীপটাকে রেখে বিগোতেস্ প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। ও একটু আগে আমার আসল পরিচয় জানতে পেরেছিল। আমরা প্রায় ২০ কিলোমিটার হেঁটে কতকটা মাঝ রাত্তির পেরিয়ে খামারে এসে পৌঁছুলাম। পার্টির তিনজন কর্মী সেখানে থাকে।

বিগোতেস স্পষ্টাস্পষ্টি বলল যে, পার্টি যাই করুক তার ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে কাজ করার। তবে সে মন্গের অনুগত। মন্গেকে সে শ্রদ্ধা করে এবং মনে হল তাঁর প্রতি তার টান আছে। ও বলল, রোদল্ফোও ইচ্ছুক এবং কোকোও তাই। তবে সেই সঙ্গে বলল, লড়াইয়ের ব্যাপারে পার্টিকে বুঝিয়ে রাজী করানোর চেষ্টা করাটা জরুরী। আমাদের সাহায্য করার জন্যে ওকে আমি বললাম এবং অনুরোধ করলাম, মন্গে, বুলগারিয়া থেকে সফর শেষ করে না

ফেরা পর্যন্ত পার্টিকে সে যেন না জানায়। দুটোতেই সে রাজী হল।

৮ই

খাঁড়ির ধারে ঘন গাছে ঢাকা একটা এলাকা—বাড়িটা থেকে ১০০ মিটারও নয়। সারা দিনমান আমরা সেখানে কাটালাম। এক ধরনের গাছে-থাকা হাঁস জাতের পাখি আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল—তারা ঠোকরায় না বটে, কিন্তু জ্বালিয়ে মারে। এখানে এসে অবধি যেসব প্রাণী আমাদের চোখে পড়েছে, তা হল: ভেড়া আর গরু-ছাগলদের গায়ের এঁটুলি, গাছে-থাকা হাঁসজাতের পাখি, ডাঁশ, এক ধরনের গুবরে পোকা আর মশা। আরগানারাজের সাহায্যে বিগোতেস তার জীপটাকে টেনে তুলল আর কথা দিল যে তার কাছ থেকে কিছু শুয়োর আর মুরগি কিনবে। ঘটনাগুলোর একটা রিপোর্ট লিখব ব'লে ঠিক করেছিলাম। দ্বিতীয় গ্রুপের আসবার কথা আসছে সপ্তাহে। ওরা এসে যাক, তারপর লিখব।

৯ই

সারাদিন কিছুই ঘটে নি।

তুমাইনিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা নাকাহুয়াজ (আসলে একটা খাঁড়ি) নদীর স্রোত ধরে খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু উৎসে পৌঁছতে পারলাম না। নদীটা জায়গায় জায়গায় খাড়া নিচে নেমে গিয়েছে। দেখে মনে হয় না ও অঞ্চলে লোকজন বড়-একটা যাওয়া-আসা করে। যথেষ্ট নিয়মনিষ্ঠা থাকলে তবে এ জায়গায় দীর্ঘ সময় থাকা যায় প্রচণ্ড বৃষ্টির দরুন বন থেকে বেরিয়ে আমাদের বাসায় চলে আসতে হল। আমি গা থেকে ছ'টা এঁটুলি ছাড়ালাম।

১০ই

পাচুন্গো আর পম্বো খোঁজখবর করতে গেছে। বলিভিয়ান কমরেডদের মধ্যে একজন সেরাফিল। তাকেও তারা সঙ্গে নিয়ে গেছে। আমরা যতটা গিয়েছিলাম, ওরা গিয়েছিল তার চেয়েও

কতকটা এগিয়ে। খাঁড়ির (আর সোঁতার) ফ্যাকরা যেখানে, সেই পর্যন্ত তারা গিয়েছিল। জায়গাটা ভাল ব'লে মনে হচ্ছে। ফিরে এসে ওরা অনর্থক বাড়ি ব'সে সময় নষ্ট করেছে। যারা সওদায় গিয়েছিল তাদের নিয়ে ফিরে এসে আরগানারাজের ড্রাইভার ওদের দেখতে পায়। আমি ওদের খুব তুড়ুং ঠুকে দিলাম। আর ঠিক হল, পরদিন সকালে জঙ্গলে চলে গিয়ে সেখানেই পাকাপাকিভাবে আমাদের ঘাঁটি বসাব। তুমাইনির নিজেকে না লুকোবার কারণ হ'ল তাকে এই খামারেরই আর পাঁচজন কর্মচারীর একজন ব'লে গণ্য করা হয়। এতে চলবে না : জানা দরকার, ওরা আমাদের আরও লোকজন আনতে দেবে কিনা—অন্তত আমাদের নিজেদের লোকজন। ওরা থাকলে আমি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব।

১১ই

বাড়িটার অন্য দিকে নতুন ক্যাম্পে রাত্রে আমরা ঘুমিয়েছি। সেখানে দিনটা ঘটনাহীনভাবে কাটল।

জ্বালিয়ে মারছে পোকাগুলো। মশারির নিচে ঝোলানো বিছানায় গা বাঁচানো ছাড়া উপায় নেই (যা একমাত্র আমারই আছে)।

আরগানারাজের কাছে গিয়ে তুমাইনি মুরগি, টার্কি ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিস গস্ত করে এনেছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওর মনে এখনও সে রকম বড় ধরনের কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয় নি।

১২ই

আরো একটা ঘটনাহীন দিন।

দ্বিতীয় গ্রুপের ছ'জন এসে গেলে, যে জমিটাতে ক্যাম্প বসবে আমরা সেই জমিটা একটু দেখেশুনে এলাম। জায়গাটা বাছা হয়েছে একটা টিবির ওপর। গোরস্থানের যেখানে আরম্ভ সেখান থেকে জায়গাটা প্রায় একশ মিটার। তার কাছে একটা গড়খাই মতো জায়গা। সেখানে বেশ কয়েকটা গর্ত খুঁড়ে রসদ এবং অন্যান্য জিনিস রাখা যাবে। দুজন দুজন করে দলটাকে যে ভাগ করা হয়েছে,

তার প্রথম তিনটে গ্রুপ ইতিমধ্যে এসে যাওয়া উচিত। আসছে সপ্তাহের শেষাশেষি খামারে তাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা। আমার চুল বড় হচ্ছে, যদিও পাতলা ভাবে। পাকাচুলগুলো সোনালী হয়ে পড়তে শুরু করেছে ; আমার দাড়ি বড় হচ্ছে। আর মাস দুয়েকের মধ্যে আবার আমি নিজের চেহারা ফিরে পাব।

১৩ই

রবিবার।

একদল শিকারী, আরগানারাজের খামারের মজুররা আমাদের আস্তানার পাশ দিয়ে চলে গেল। মালিকের প্রতি বুকভরা ওদের ঘৃণা ; দলে টানার পক্ষে ওরা আদর্শ। ওদের কাছ থেকে জানা গেল নদী উজিয়ে মাইল চব্বিশ গেলে ঘরবাড়ি মিলবে। ছোটখাটো কিছু পাহাড়ী নদীতে সেখানে জলও আছে। আর কোনো খবর নেই।

১৪ই

ক্যাম্পে এক সপ্তাহ।

পাচুন্গোকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে নি, মনটাও ভার ভার, তবে ওকে এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে। আজ আমরা একটা সুড়ঙ্গের কাজে হাত দিয়েছি। সন্দেহজনক যা কিছু সমস্তই এর মধ্যে আমরা রেখে দেব। ভেতরে যাতে জল না যায় তার যথাসাধ্য ব্যবস্থা থাকবে। ওপরে লম্বা লোহার শিক দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা হবে। দেড় মিটার গভীর কূপ ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে।

১৫ই

সুড়ঙ্গের কাজ এগোচ্ছে।

পম্বো আর পাচুন্গো সকালে, আর তুমাইনি আর আমি বিকেলে। ছ'টার সময় যখন আমরা 'কাজ শেষ করলাম তখন দু'মিটার খোঁড়া হয়ে গেছে। রাত্তিরে বৃষ্টি পড়ায় আমাকে দড়ির

ঝোলানো বিছানা ছেড়ে পালাতে হল। কেননা নাইলনের জালে বৃষ্টি আটকায় না'। নতুন কোনো খবর নেই।

১৬ই

সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে।

ঢোকার মুখটা ভালভাবে ঢাকা হয়েছে। এবার রাস্তাটা চোখের আড়াল করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুলো এই ছোট আস্তানায় এনে কাল জমা করে রাখবো। ঢুকবার মুখটা কাঠি আর কাদার তাল দিয়ে বুঁজিয়ে দেব। আগামীকালের পর যে কোনো সময় লা-পাথ থেকে কোনো খবর এসে যেতে পারে।

১৭ই

সুড়ঙ্গে সব জিনিস ভর্তি করে রাখা হল। কিছু টিনের খাবার সুদ্ধ। বাড়িতে সন্দেহজনক বলে মনে হতে পারে এমন সব কিছুই। ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থাটা বেশ ভালোই হয়েছে।

লা-পাথ থেকে নতুন কোনো খবর নেই। এ বাড়ির কিছু ছোকরা আরগানারাজের কাছ থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে এনেছে। তার সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে। কোকেনের ব্যবসাতে যাতে তাকেও নেওয়া হয়, তার জন্যে সে পই পই ক'রে বলেছে।

১৮ই

লা-পাথ থেকে নতুন কোনো খবর নেই।

পাচুনুগো আর পম্‌বো আবার খাঁড়িটা খুঁটিয়ে দেখে এল। এটা যে ক্যাম্পের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা সে বিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। সোমবার তুমাইনির সঙ্গে আবার আমরা জায়গাটা দেখতে যাব। আরগানারাজ এসেছিল এবং অনেকক্ষণ ছিল। রাস্তা মেরামত আর নদী থেকে পাথর আনার কাজে সে সাহায্য করল। সব কিছুই একঘেয়ে ভাবে ঘটে চলেছে; মশা আর এঁটুলিগুলো কাম্‌ড়ে কামড়ে ক্রমেই বিশ্রী ঘা করে তুলেছে। ভোরের দিকটায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে।

১৯শে

লা-পাথ থেকে কোনো খবর নেই। এখানেও নতুন কোনো খবর নেই ঃ আজ শনিবার, শিকারীরা চারপাশ ঢুঁড়ে বেড়াবে—তাই সারাদিন আমাদের লুকিয়ে থাকতে হল।

২০শে

দুপুরে মার্কস আর রোলান্দো এসে পৌঁছুল।

এবার আমরা ছ জন হলাম। সঙ্গে সঙ্গে আম্‌রা বসে গেলাম আমাদের সফরের খুঁটিনাটি আলোচনায়। ওদের আসতে দেরি হওয়ার কারণ গত সপ্তাহের আগে ওরা খবর পায় নি। আসছে সপ্তাহের আগে আর চারজন এসে পৌঁছতে পারবে বলে মনে হয় না। রোদল্‌ফো ওদের সঙ্গে এসেছে। ওকে দেখে শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। বাইরে থেকে মনে হল, সব কিছু ভেঙে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে বিগোতেসের চেয়েও সে ঢের বেশি দৃঢ়সঙ্কল্প। পাপি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ওকে এখানে আমার উপস্থিতির কথা জানিয়েছে। এবং কোকোও তাই করেছে ; এটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যাপারে একটা ঈর্ষার বিষয় বলে মনে হচ্ছে। মানিলাকে আমি লিখেছি এবং সেই সঙ্গে কয়েকটা সুপারিশ করেছি। এবং পাপিকেও তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চিঠি লিখেছি। খুব ভোরবেলায় ফিরেছে রোদল্‌ফো।

২১শে

পরিবর্ধিত দলের আজ পয়লা দিন।

খুব জোর বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নতুন জায়গায় যেতে গিয়ে আচ্ছা রকম ভিজেছি। তাঁবুটা দেখা গেল একটা ট্রাক ছাইবার ক্যানভাস, জল পড়লে জবজবে হয়ে ভিজে যায়। তবে, কিছুটা আমাদের মাথা বাঁচে। আমাদের ঝোলানো দড়ির বিছানা নাইলনে ছাওয়া। আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র এসেছে। মার্কসের কাছে আছে হাতবোমা, স্টক থেকে একটা এম-১ রোলান্দোকে দেওয়া হবে।

ইয়র্গে আমাদের সঙ্গে থাকল। তবে বাড়ির মধ্যে। খামারের উন্নতির ব্যাপারে কাজকর্মের সে তদারকি করবে। রোদল্‌ফো যেন আমাদের জন্যে একজন নির্ভরযোগ্য কৃষি-বিশেষজ্ঞ পাঠায়। আমি সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছি। এটা যাতে যথাসম্ভব দীর্ঘদিন বজায় থাকে তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

২২শে

তুমা, ইয়র্গে আর আমি নাকাহুয়াহু নদী বরাবর হেঁটে নব-আবিষ্কৃত খাঁড়িটা পরিদর্শন করে এলাম। কালকের বৃষ্টির দরুন নদীটা চিনে ওঠা যায় নি এবং অভিপ্রেত জায়গাটিতে পৌঁছানো দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এটা জলের একটা ছোট সোঁতা; বহির্গমনের মুখটিও বেশ বন্ধছন্দ। ভালোভাবে তৈরি করতে পারলে এ জায়গায় পাকাপাকিভাবে ক্যাম্প বসানো যায়। অন্ধকারে ন'টার কিছু পরে আমরা ফিরলাম। এখানে সবই যথাপূর্বম।

২৩শে

খামারের ছোট বাড়িটার মাথা ছাড়িয়ে পাহারা বসাবার ব্যবস্থা করলাম যাতে তদন্তে এলে কিংবা গোলমেলে লোকজন এলে আগে-ভাগে টের পাওয়া যায়। যখন দুজনে খোঁজখবর নিতে বেরোবো, বাকীরা তিন ঘণ্টার গার্ড ডিউটি দেবে। পম্‌বো আর মার্কস্‌ খাঁড়ি পর্যন্ত আমাদের ক্যাম্প পত্তনের ব্যাপারে খোঁজখবর করে এল। খাঁড়ি এখনও টইটুম্বুর।

২৪শে

পাচো আর রোলান্দো খাঁড়ি দেখতে বেরিয়ে গেল; ওদের কালকের মধ্যে ফেরবার কথা। কাল রাত্রে আরগানারাজের দুজন ক্ষেতমজুর 'বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়েছিল' এবং আমাদের 'অপ্রত্যাশিত দর্শন' দিয়েছিল। অবশ্য এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। এণ্টনি গিয়েছিল অভিযানে আর তুমা সরকারীভাবে বাড়িটাতে থাকে; ওরা দুজনে ছিল অনুপস্থিত—অজুহাত: শিকার।

২৫শে

পাহারাদারদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, তু-তিন জন লোক নিয়ে একটা জীপ এসেছে। দেখা গেল, ওরা ম্যালেরিয়া নিবারণী বিভাগের লোক। রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ওরা চলে গেল। পাচো আর রোলান্দো এসে পৌঁছুল অনেক রাত্তিরে। ম্যাপের চিহ্নিত খাঁড়িটা ওরা খুঁজে পেয়ে দেখে-শুনে এসেছে। নদীর স্রোত বরাবর এগোতে এগোতে যে জায়গায় ওরা পৌঁছোয়, সেখানে পরিত্যক্ত কয়েকটা তাঁবু দেখতে পায়।

২৬শে

আজ শনিবার, তাই আমরা কেউই ঘর ছেড়ে বেরোই নি। ইয়র্গেকে বললাম ও যেন ঘোড়ায় চড়ে দেখে আসে নদীর খাত কতদূর অবধি গেছে; ঘোড়া এখানে ছিল না, ফলে দোন্ রেম্‌বের্তোর কাছ থেকে একটা ঘোড়া যোগাড়ের জন্যে ইয়র্গে পায়ে হেঁটে গেল (২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার)। রাত্তির হল, এখনও সে ফেরে নি। লা-পাথ থেকে কোনোই খবর নেই।

২৭শে

ইয়র্গের এখনো দেখা নেই।

সারা রাত জেগে পাহারা দেবার কথা আমি বলেছিলাম। কিন্তু রাত ৯টায় লা-পাথ থেকে প্রথম জীপ এল। হোয়াকিন আর উর্বানো এল কোকোকে নিয়ে, ওরা একজন বলিভিয়ানকেও নিয়ে এল। নাম এরনেস্তো, মেডিকেল পড়ে। ও এসেছে থাকতে। কোকো ফিরে গিয়ে নিয়ে এল রিকার্দো, ব্রাউলিও, মিগোয়েল এবং আরেকজন বলিভিয়ানকে, তার নাম ইন্তি, সেও এসেছে থাকতে। এখন বিদ্রোহীদের সংখ্যা হল মোট বারো, তাছাড়া ইয়র্গে, যার মালিকের ভূমিকা; কোকো আর রোদল্‌ফোর ওপর ভার পড়ল

যোগাযোগ রক্ষার। রিকার্দো একটা খবর এনেছে, তাতে বিচলিত বোধ করছি: ই-১ চিনো এখন বলিভিয়ায়; সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং ২০ জন লোক পাঠাতে চায়। এতে নানারকম মুস্কিল দেখা দেবে, কারণ এস্‌তানিস্‌লাওকে বিবেচনার মধ্যে না এনে আমরা এই সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক করে তুলবো। আমরা ঠিক করলাম ওকে সান্তাক্রুজে পাঠানো হোক এবং কোকো সেখান থেকে ওকে তুলে নিয়ে এখানে আনবে। খুব ভোরে কোকো একটা জীপ নিয়ে চলে গেল আর রিকার্দো আরেকটা জীপ নিয়ে লা-পাথের দিকে রওনা হল। যাবার সময় কোকো রেম্‌বের্তোর কাছে ইয়র্গের খবরটা নিয়ে যাবে। ইন্তির সঙ্গে আগে একবার যখন কথা হয়েছিল, ইন্তি বলেছিল, সে মনে করে না, এস্‌তানিস্‌লাও বিদ্রোহে যোগ দেবে, তবে এটা মনে হয়েছে যে, যোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে সে মন স্থির করে ফেলেছে।

২৮শে

সকালে ইয়র্গেরও দেখা মেলে নি, কোকোও ফিরে আসে নি। ওরা এল পরে; কোন কিছু ঘটে নি, ওরা এমনিই রেমবার্তোর আস্তানায় থেকে গিয়েছিল। ঈষৎ দায়িত্বজ্ঞানহীন।

সেদিন বিকেলে বলিভিয়ানদের দলটাকে ডাকলাম। এবং ২০ জন পেরুভিয়ানকে পাঠাবার প্রস্তাবটাও ওদের কাছে রাখলাম; ওরা সবাই তাতে সায় দিল, তবে বলল যে আগে আমরা কাজ শুরু করে দিই তারপর ওরা আসুক।

২৯শে

নদীর কতটা কী সম্ভাবনা এবং খাঁড়িটা খুঁটিয়ে দেখার জন্যে আমরা বেরোলাম। শেষ পর্যন্ত সেটাই হবে আমাদের নতুন আস্তানা। দলে ছিলাম তুমাইনি, উর্বানো, ইন্তি আর আমি। তুমাইনি পড়ে গিয়ে তার পায়ের গোড়ালিটা মচকেছে। হাড় ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে। নদীটা মাপজোক করে আমরা রাত্রে

ক্যাম্পে ফিরলাম। এখানে যথাপূর্বং তথা পরং ; কোকো সান্তাক্রুজে চলে গেল। সেখানে চিনোর জন্যে সে অপেক্ষা করবে।

মাসিক বিশ্লেষণ

সবকিছুই ভালোয় ভালোয় উৎরে গেছে, আমি নির্বিঘ্নে এসে পৌঁচেছি, আমাদের দলবলের অর্ধেক নিরাপদে পৌঁছে গেছে, যদিও তাদের কিছুটা দেরি হয়েছে ; রিকার্দোর প্রধান সহযোগীরা সমস্ত বাধা সত্ত্বেও লড়ে যাবে। এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের পটভূমি চমৎকার ; সব কিছু দেখে শুনে মনে হচ্ছে এখানে আমরা একরকম যতদিন দরকার ততদিন থেকে যেতে পারব।

আমাদের পরিকল্পনা : বাকী লোকদের জন্যে অপেক্ষা করা, বলিভিয়ানদের সংখ্যা বাড়িয়ে কম্‌পক্ষে ২০ করা এবং কাজ শুরু করে দেওয়া। এখনও আমাদের দেখা দরকার মন্‌গের কী প্রতিক্রিয়া হয় এবং গেভারার লোকজনেরাই বা কী আচার-আচরণ করে।

ডিসেম্বর

১লা

ঘটনাহীনভাবে দিনটা কেটে গেল। রাত্রে এল মার্‌কস আর তার একদল সঙ্গীসাথী। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ওরা অযথা অনেকখানি পথ ঘুরে এসেছে। রাত দুটোয় আমাকে জানানো হল যে, কোকো আর তার এক কমরেড এসে পৌঁচেছে। রাতটা কাটুক, তারপর কাল সকালে যা করতে হয় করা যাবে।

২রা

চিনো খুব গদ্‌গদ ভাব নিয়ে সাতসকালে এসে হাজির। সারাদিন আমরা বকর বকর করলাম। মোদ্দা কথাটা হল, চিনো কিউবায় যাচ্ছে ; কিউবায় গিয়ে নিজের মুখে এখানকার সব খবরাখবর জানিয়ে

আসবে। আর দু মাসের মধ্যে পেরুর ৫ জন লোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে ; তার মানে, লড়াইপর্ব শুরু হয়ে গেলে পর। আপাতত আসবে দুজন ; একজন রেডিও-যন্ত্রবিদ্ আর একজন চিকিৎসক, আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকে যাবে। অস্ত্রশস্ত্র চাওয়ায় আমি বললাম একটা বি-জেড, কিছু মাউজার আর হাতবোমা ওকে দেব আর একটা এম-১ ওদের জন্যে কিনে দেব। পুনোর কাছাকাছি একটা এলাকায় তিতিকাকার ওধার থেকে অস্ত্র পাচার করার ব্যাপারে যোগাযোগ ব্যবস্থা পত্তনের জন্যে ওরা যাতে পেরুর ৫ জন লোককে পাঠাতে পারে, সে ব্যাপারেও আমি ওদের সাহায্য করব বললাম। পেরুতে ওর নানা ঝঞ্ঝাটঝামেলার কথা চিনো আমাকে বলল ; তার মধ্যে একটা ছিল, কালিক্স্তোকে মুক্ত করার এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ; আমার কাছে একটু উদ্ভট ব'লে মনে হল। ওর বিশ্বাস, গেরিলাদের মধ্যে যারা এখনও বেঁচেবর্তে আছে তারা ঐ এলাকায় খুচখাচ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—এ বিষয়ে অবশ্য চিনো একেবারে স্থিরনিশ্চয় নয়, কেননা ওরা ও-অঞ্চলে এখনও গিয়ে উঠতে পারে নি। বাকি সময়টা আমরা যে যার জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প বলে কাটালাম। বিদায় নিয়ে চিনো লা-পাথে রওনা হল ; সঙ্গে নিয়ে গেল আমাদের ফটো। যাবার সময়ও দেখলাম চিনোর সেই একই উৎসাহ-উদ্দীপনা। কোকোর ওপর নির্দেশ আছে, সাঙ্কেথের (দেখা করবে পরে) সঙ্গে যোগাযোগ করার ; প্রেসিডেন্সির তথ্য দপ্তরের যিনি কর্তা, তিনি ইন্তি-র সম্বন্ধী ; সেই সুবাদে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন বলেছেন—তাঁর সঙ্গেও কোকোকে যোগাযোগ করতে হবে। সংগঠনের কাঠামোটা এখনও নেহাৎ মান্ধাতা আমলের।

ওরা

এখনও সেই থোড়বড়িখাড়া। শনিবার ব'লে অনুসন্ধানীর দল বেরোতে পারে নি। খামারের লোক তিনটি গেছে লাগুনিলাসে টুকিটাকি কাজে।

৪ঠা

যা চলছিল তাই। রবিবার ব'লে সবাই চুপচাপ। এমনি ব'সে আমি যুদ্ধের প্রসঙ্গে এবং যে বলিভিয়ানরা শিগ্‌গিরই এখানে এসে যাবে তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কী হবে তাই নিয়ে কিছুটা বললাম।

৫ই

নতুন কিছু নেই। আমরা আজ বার হব ভেবেছিলাম, কিন্তু সারাদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি। আগে থেকে না ব'লে ক'য়ে লোরো কয়েকটা গুলি ছোঁড়ায় খানিকটা বিপদের আশঙ্কা হয়েছিল।

৬ই

আপলিনার, ইন্তি, উর্বানো, মিগোয়েল্ আর আমি প্রথম খাঁড়ির কাছে দ্বিতীয় গর্তটার কাজ শুরু করবার জন্যে বেরিয়েছিলাম। পড়ে যাওয়ার পর তুমা এখনও সেরে না ওঠায়, তার জায়গায় এসেছে মিগোয়েল। আপলিনা খোলাখুলি বলে দিয়েছে যে, গেরিলাদের দলে সে যোগ দিচ্ছে; তবে লা-পাথে গিয়ে কয়েকটা ব্যক্তিগত কাজ সে সেরে আসতে চায়। ওকে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে বলা হয়েছে দিন কয়েক অপেক্ষা করতে। ১১টার কিছু আগে আমরা খাঁড়িতে গিয়ে পৌঁছুলাম, দাগ দেখে কেউ পাত্তা করতে না পারে তার জন্যে চোখে ধুলো দেবার ব্যবস্থা করা হল। খুঁজে দেখা হতে লাগল ঠিক কোন্ জায়গায় গর্তটা খোঁড়া যায়। কিন্তু চারদিকেই পাথর। শুকিয়ে গেলে খাঁড়ির জল নিখাদ পাথরের খাতের ভেতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ে। অনুসন্ধানের কাজ আমরা মুলতুবি রাখলাম কালকের জন্যে। খাবারদাবার ফুরিয়ে এসেছে, শুক্রবার পর্যন্ত টেনেটুনে চালাতে হবে—ইন্তি আর উর্বানো কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়ল হরিণ শিকারে।

৭ই

মিগোয়েল আর আপলিনার একটা যুৎসই জায়গা খুঁজে-পেতে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজে লেগে গেল; যা যন্ত্রপাতি আছে, কাজের দিক

থেকে অপ্রতুল। ইস্তি আর উর্বানো ফিরে এল খালি হাতে। কিন্তু সন্ধ্যের মুখে উর্বানো এম-১ দিয়ে একটা টার্কি* মেরে আনল। আমাদের খাওয়াদাওয়া তখন শেষ; কাজেই কাল সকালে প্রাতরাশের জন্যে রেখে দেওয়া হল। আজ আমাদের এখানে বসবাসের প্রথম একটা মাস পূর্ণ হল। কিন্তু সুবিধের জন্যে ঠিক করেছি, সংশ্লেষণের কাজটা আমি প্রতিবার মাসান্তে করব।

৮ই

ইস্তিকে নিয়ে আমরা চলে গেলাম খাঁড়ির মাথায় পাহাড়ের ওপর যেখানে একপ্রস্থ সমতল জমি। মিগোয়েল আর উর্বানো গর্ত খোঁড়ার কাজে থেকে গেল। সন্ধ্যের দিকে আপলিনার এসে মিগোয়েলের জায়গা নিল। যখন অন্ধকার হয়ে আসছে, তখন মার্‌কস, পম্‌বো আর পাচো এসে পৌঁছুলো; পাচো কিন্তু ছিল অনেক পেছনে প'ড়ে; তার পা চলছিল না। মার্‌কস আমাকে বলল, পাচো যদি এভাবে চলে তাহলে ওকে আগুয়ান দল থেকে সরিয়ে দিতে হবে। গর্তে যাওয়ার রাস্তাটা আমি ছকে ফেললাম, ওটা পাওয়া যাবে ২নং নক্সায়। ওদের ওপর আমি ভারী ভারী কাজের দায়িত্ব দিলাম, এখানে থাকতে থাকতে কাজগুলো ওরা সারবে। মিগোয়েল ওদের সঙ্গে থেকে যাবে এবং কাল আমরা ফিরে আসব।

৯ই

সকালে ধীরেসুস্থে আমরা ফিরে এলাম; এসে পৌঁছুতে প্রায় ১২টা হয়ে গেল। দল ফিরে এলে পাচোর ওপর নির্দেশ হল থেকে যাবার। আমরা ২নং শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেরে ওঠা গেল না। এ ছাড়া আর কোনো নতুন খবর নেই।

১০ই

দিনটা চলে গেল। আজ প্রথম ঘরে-তৈরি পাঁউরুটি হল। নতুন ঘটনা বলতে শুধু এই। কতকগুলো জরুরী কাজের বিষয়ে

*পেরু-পাখি।

ইয়র্গে আর ইন্তির সঙ্গে কথা বললাম। লা-পাথ থেকে কোনোই খবর নেই।

১১ই

দিনের বেলাটা যে-কে-সেই ভাবে কেটে গেল, কিন্তু রাত্তিরে পাপিকে নিয়ে মূর্তিমান কোকোর আবির্ভাব। আলেয়ান্দ্রো, আর্তুরো আর একজন বলিভিয়ান কার্‌লস্‌কে সে এনেছে। অন্য জীপটা পেছনে রাস্তায় থেকে গেছে, সব বারেই যেমন থাকে। পরে ওরা চিকিৎসক মোরো, বেনিগ্‌নো আর তুজন বলিভিয়ানকে নিয়ে এল। বলিভিয়ান তুজন এসেছে কারানাভির খামার থেকে—ওরা তুজনে কাম্বা।* প্রথা অনুযায়ী রাত্রে পথপরিক্রমা এবং আন্তনিও আর ফেলিক্সের গরহাজিরা নিয়ে নানারকম মন্তব্য হল—ওদের তুজনেরই ইতিমধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। পাপির সঙ্গে কথা ব'লে ঠিক হল, রেনান আর তানিয়াকে আনবার জন্যে তাকে আরও তু'ট্রিপ দিতে হবে। বাড়ি আর গুদাম ঘরটা বেচে দিতে হবে এবং সাঙ্কেথকে সাহায্য বাবদ ১,০০০ ডলার দিতে হবে। ছোট ট্রাকটা সাঙ্কেথ রেখে দেবে আর আমরা একটা জীপ তানিয়াকে বেচে দিয়ে অন্যটা রেখে দেব। আরেকটা ট্রিপ দিতে হবে অস্ত্রশস্ত্র আনবার জন্যে। আমি সব কিছু একটা জীপে ক'রে আনবার নির্দেশ দিলাম—যাতে সরাসরির ব্যাপারটা এড়ানো যায়, নইলে সহজেই ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। চিনো পাড়ি দিয়েছে কিউবায় স্পষ্টতই খুব উৎসাহের সঙ্গে। ওর ইচ্ছে, ফিরে এসে এখানে একবার আসবে। কামিরিতে খাবার-দাবারের খোঁজে যাবে ব'লে কোকো এখানে থাকল। পাপি লা-পাথে রওনা হয়ে গেছে। একটা বিপদের ব্যাপার ঘটেছে। এক শিকারী—তার নাম এল্‌-ভালেগ্রান্দিনো—আমাদের একজনের পায়ের ছাপ খুঁজে পায়, পম্‌বোর হারানো একটা দস্তানা কুড়িয়ে পায়, রাস্তাঘাটগুলো

*বলিভিয়ার পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী।

দেখে এব, স্পষ্টতই কাউকে বলেছে। এল্‌-ভালেগ্রান্দিনো ওর হরিণ ধরার ফাঁদ দেখাবে ব'লে আন্তনিওকে নিয়ে কাল বার হবে। ইন্তি আমাকে বলল ছাত্র কার্‌লসকে সে বিশ্বাস করে না—এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই কিউবানদের যোগ দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে কার্‌লস্‌ আলোচনা জুড়ে দেয়, তার ওপর আগেই সে বলেছিল পার্টি না লড়াই করলে সে লড়বে না। রোদল্‌ফো ওকে পাঠিয়েছিল কারণ ও বলেছে, সবটাই ঘটেছে ভুলভাবে ব্যাখ্যা কবার দরুন।

১২ই

পুরো দলবলের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমি টানা বলে গিয়েছি যুদ্ধের বাস্তব রূপের ব্যাপারে। জোর দিয়ে বলেছি নিয়মানুগত্য আর সেনাপত্যের অখণ্ডতা সম্পর্কে। ভিন্ন পথে চলবার জন্যে পার্টি'র নিয়ম-শৃঙ্খলা অমান্য ক'রে বলিভিয়ানরা যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে, সে সম্পর্কে আমি তাদেব হুঁশিয়ার কবে দিয়েছি। এদের আমি এই কাজে নিয়োগ কবেছি: হোয়াকিন উপ-প্রধান সেনাধ্যক্ষ; বোলান্দো আর ইন্তি কমিসার; আলেয়ান্দ্রো ফৌজী ক্রিয়াকলাপের প্রধান; পম্‌বো, কর্মী-বিভাগ; ইন্তি, অর্থদপ্তর; নাতো, সরবরাহ ও অস্ত্রশস্ত্র; এবং আপাতত, মোরো, চিকিৎসার কাজ।

রোলান্দো আব ব্রাউলিও বেবিয়ে গেছে দলবলকে এই ব'লে সাবধান করতে যে, আন্তনিওর সঙ্গে অনুসন্ধান অথবা ফাঁদ পাতা সেরে এল্‌-ভালেগ্রান্দিনো না ফেরা পর্যন্ত তারা যেন চুপচাপ অপেক্ষা করে। ওরা ফিরে এল রাত্রে; ফাঁদ খুব বেশিদূর পাতা হয় নি। সে রাত্রে ওরা ওকে মদ খাইয়ে চুর ক'রে দিল এবং সিঙ্গানির পুরো বোতল পেটে পুরে পরমানন্দে সে হাঁটা দিল। কোকো ফিরল কারানাভি থেকে দরকার মত খাবার-দাবার কিনে। কিন্তু লাগুনিলাসে বেশ কিছু লোকের সে নজরে পড়েছে—রসদের যা বহর তাতেই তাদের চক্ষু ছানাবড়া।

পরে পম্‌বোর সঙ্গে মার্‌কস্‌ ফিরে এল। গাছের ডাল কাটতে গিয়ে মার্‌কসের ভুরুতে চোট লাগে। দু-দুটো সেলাই দিতে হল।

১৩ই

রোলান্দো আর ব্রাউলিওর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে হোয়াকিন, কার্লস আর ডাক্তার রওনা হল। পম্বোও ওদের সঙ্গে গেল, কিন্তু ওর ওপর নির্দেশ, আজকের মধ্যেই ওকে ফিরতে হবে। আমি বলেছিলাম পথের চিহ্ন আড়াল করে ওরা যেন আলাদা রাস্তা ধরে— একই জায়গায় যাত্রারম্ভ করবে, কিন্তু বেরিয়ে আসবে নদীর কিনারায়। এমন সুচারুভাবে ওরা নির্দেশ পালন করেছিল যে, ফেরবার সময় পম্বো, মিগোয়েল আর পাচো পথ হারিয়ে সমানে নদীর ধার বরাবর চলতে থাকে।

আপলিনার কিছুদিনের জন্যে ভিয়াচায় তার বাড়িঘরে যাবে, ওর সংসারের জন্যে ওকে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং একেবারে পুরোপুরি গোপনতা বজায় রাখার জন্যে ওকে পই-পই ক'রে বলা হয়েছে। কোকো তো পড়ন্ত বেলায় বিদায় নিয়ে গেল, কিন্তু ৩টের সময় বিপদের সঙ্কেত হল, কারণ চেঁচামেচি আর শিস্ দেওয়ার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল এবং একটা কুকুর ডেকে উঠেছিল; পরে জানা গেল, খোদ্ কোকোই তার মূলে—জঙ্গলে সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

১৪ই

কোনো ঘটনা নেই আজ। ফাঁদটা দেখবার জন্যে ভালেগ্রান্দিনোকে নিযে আন্তনিও যাতে যেতে পারে, তার জন্যে আন্তনিওকে জঙ্গলের পথ বাৎলে দেওয়া হয়েছিল।

১৫ই

নতুন কিছু নেই। এ জায়গা ছেড়ে (৮ জন) পাকাপাকিভাবে ২নং শিবিরে ঠাঁই নেবার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬ই

সকালবেলায় পম্বো, উর্বানো, তুমা, আলেয়ান্দ্রো, মোরো, আতু'রো, ইন্তি আর আমি ঘাড়েপিঠে মোটঘাট নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে

থাকতে গেলাম। যেতে আমাদের ঘণ্টা তিনেক লাগল। রোলান্দো আমাদের সঙ্গে থেকে গেল। হোয়াকিন, ব্রাউলিও, কার্লস্ আর ডাক্তার ফেরত চলে গেল। কার্লস্ যেমন খাসা হাঁটতে পারে, কাজেকর্মেও দেখা যাচ্ছে বেশ দড়। মোরো আর তুমা নদীর মধ্যে একটা গর্ত খুঁজে বার করেছে—গর্তটিতে বেশ বড় বড় মাছ। ওরা গোটা ১৭ ধরে ফেলল। মাছ দিয়ে খাওয়াটা বেশ ভালোই জমবে। একটা বাগ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মোরোর হাতে লেগে গেল। প্রথম গর্তটার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবার আমরা দ্বিতীয় গর্তটা কোথায় খুঁড়ব তার জায়গা খুঁজতে লাগলাম। আজকের কাজ এখানেই খতম। কাল আবার নতুন ক'রে কাজ শুরু করা যাবে। মোরো আর ইন্তি এবার নিজেরাই হরিণ শিকারের চেষ্টায় সারা রাত বাইরে ঘাপ্‌টি মেরে রইল।

১৭ই

মোরো আর ইন্তি একটিমাত্র টার্কি নিয়ে ফিরল। তুমা, রোলান্দো আর আমি—আমরা দ্বিতীয় গর্ত খোঁড়ার কাজে লেগে থাকলাম। গর্তটা কালকের মধ্যেই খুঁড়ে শেষ ক'রে ফেলতে হবে। আতুঁরো আর পম্‌বো রেডিও বসাবার একটা জায়গা খুঁজে বার করল। প্রবেশপথের রাস্তাটার বিশ্রী হাল দেখে ওরা রাস্তাটা ঠিকঠাক করতে গেল। রাত্রে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল—রাত পোহানো পর্যন্ত একনাগাড়ে একটানা।

১৮ই

বৃষ্টি সারাদিন ধরে চললেও, গর্ত খোঁড়ার কাজ সমানে চলতে থাকল। গর্ত ২.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার। প্রায় হয়ে গেছে। রেডিওর যন্ত্রপাতি বসাবার জন্যে আমরা একটা পাহাড়ে জায়গা খুঁজতে গেলাম। দেখে মনে হল খাসা জায়গা। তবু পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত আমরা ঠিক নিঃসংশয় হতে পারছি না।

১৯শে

আজও আবার সেই ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি। এ আবহাওয়ায় হাঁটতে খুব ইচ্ছে করে না। ১১টার কাছাকাছি ব্রাউলিও আর নাতো এসে খবর দিল যে, নদীর জল তখনও গভীর হওয়া সত্ত্বেও হেঁটে পার হওয়া যায়। বেরিয়ে আসবার মুখে মার্‌কস্‌ আর তার সেই আগুয়ান লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, যে থাকবে ব'লে এসেছে। সেই হবে কর্তাব্যক্তি, তার কাছে সম্ভবমত ৩ বা ৫ জন লোক পাঠাবার নির্দেশ এসেছে। গন্তব্যস্থলে আমাদের পৌঁছুতে তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লাগল। রিকার্দো আর কোকো এসে পৌঁছুলো রাতদুপুরে; ওদের সঙ্গে এল আন্তনিও আর এল্‌-রুবিও (গত বৃহস্পতিবার ওরা গাড়িতে জায়গার বন্দোবস্ত ক'রে উঠতে পারে নি); সেই সঙ্গে এসেছে আপলিনার। শেষ পর্যন্ত সে মন স্থির ক'রে আমাদের দলে যোগ দিতে এসেছে। তাছাড়া, একগাদা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে এসেছে ইভান। সত্যি বলতে কি, সারারাতই প্রায় দুচোখের পাতা আমি এক করতে পারি নি।

ডিসেম্বর

২০শে

এ-ও-তা নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, দেখা গেল সব কুছ ঠিক হ্যায়; এমন সময় ২নং ক্যাম্প থেকে একদল লোক এসে হাজির। তাদের পাণ্ডা আলেয়ান্দ্রো। ওরা এসে খবর দিল, ক্যাম্পের কাছে রাস্তার ওপর একটা হরিণ পড়ে রয়েছে—তার পায়ে ফিতে বাঁধা, গুলি করে কেউ হরিণটাকে মেরেছে। এক ঘণ্টা আগে হোয়াকিন ওখান দিয়ে গেছে; কই, সে তো কিছু জানায় নি। আমরা সবাই ধরে নিলাম, এ কাজ ভালেগ্রান্দিনোর। হরিণটাকে সে-ই ওখানে টেনে নিয়ে গেছে; তারপর যে কারণেই হোক, ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। পেছনে একজনকে পাহারায় মোতায়েন রেখে ছুটি

লোককে পাঠানো হল শিকারী ফিরে এলে তাকে ধরবার জন্যে। খানিক পরে খবর পাওয়া গেল, হরিণটা অনেক আগেই মরে ভূত হয়েছে—তার গায়ে কিলবিল করছে পোকা। পরে হোয়াকিন ফিরে এসে বলল—হ্যাঁ, লোকটাকে সে দেখেছে। ভালেগ্রান্দিনোকে কোকো আর লোরো ধরে নিয়ে এসে হরিণটা দেখাল ; দেখার পর সে বলল—হ্যাঁ, এই হরিণটাকেই সে বেশ কয়েকদিন আগে জখম করেছিল। ঘটনাটি এখানেই চুকে বুকে গেল।

তথ্য দপ্তরের সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে কোকো মোটেই গা লাগায় নি। ঠিক হল, কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে ; ইভান আর সেই ভদ্রলোকের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে মেগিয়া। ভদ্রলোক সম্পর্ক রাখবেন মেগিয়া, সাঙ্কেথ আর তানিয়ার সঙ্গে এবং সেইসঙ্গে পার্টির একজনের সঙ্গে—সে একজনকে পরে বেছে নেওয়া হবে। ভিলামন্তেসের একজনও হতে পারে, তবে পাকাপাকিভাবে এখনও ঠিক হয় নি। মনগে দক্ষিণ থেকে রওনা দিয়েছে, এই মর্মে মানিলা একটি তারবার্তা পাঠিয়েছে। ওরা যোগাযোগের এক রকম ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু আমার তাতে মন উঠছে না—কারণ, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, নিজের কমরেডরাই মনগেকে বিশ্বাস করে না। ওরা ইতিমধ্যেই মনগের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাকলে, রাত একটায় লা-পাথ থেকে একটা খবর পাঠাবে।

ইভানের কাজ হাসিল করতে পারার সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু ওর ঐ ন্যাতাজোবড়া পাসপোর্টটাই ওকে মেরে রেখেছে ; এর পরের কাজ হল, দলিলটা একটু ভালো করে নেওয়া। ওর উচিত মানিলাকে লেখা—মানিলার বন্ধুরা যাতে চটপট কাজটা উদ্ধার করে দেয়।

তানিয়া শিগ্‌গিরই এখানে এসে জেনে যাবে এরপর ওকে কী করতে হবে না হবে ; আমি হয়ত ওকে বি-এস্ এ-এসের কাছে পাঠাব।

এটা নিশ্চিতভাবে ঠিক হয়ে গেছে যে, জীপটা এখানে রেখে দিয়ে কোকো, রিকার্দো আর ইভান এরোপ্লেনে করে কামিরি যাবে।

ওরা ফিরে এসে লাগুনিলাসকে টেলিফোন করে পৌঁছুবার খবর দেবে; ইয়র্গে রাত্রে খবর আনতে যাবে এবং এসেছে জানলে ওদের খোঁজ করবে। ১ টার সময় লা-পাথ থেকে কোনো খবর পাওয়া গেল না। ওরা খুব ভোর-ভোর কামিরি রওনা হয়ে গেল।

২১শে

অভিযাত্রীর আঁকা মানচিত্রগুলো লোরোর কাছ থেকে আমি চেয়েও পাই নি। ফলে, এখনও আমার কোন ধারণা নেই ইয়াকি যাওয়ার রাস্তাটা কেমন। আমরা সকালবেলায় হাঁটাপথে রওনা হলাম। পথে কোনো রকম বিপদ আপদ ঘটে নি। ২৪ তারিখে আমাদের আসর বসবে, দেখতে হবে যেন ঐদিন অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি না হয়। রাস্তায় পাচো, মিগোয়েল, বেনিগ্‌নো আর কাম্বার সঙ্গে দেখা হল; ওরা বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্রপাতি আনতে যাচ্ছিল। বিকেল পাঁচটায় পাচো আর কাম্বা খালি হাতে ফিরে এল—যন্ত্রটি অতিরিক্ত ভারী বলে জঙ্গলের মধ্যে এমনভাবে ওরা রেখে এসেছে যাতে কারো নজরে না পড়ে। কাল ৫ জন লোক যাবে যন্ত্রটি আনতে। মাল মজুত করার গর্তটি তৈরি হয়ে গেছে; রেডিও বসানোর জন্যে গর্ত খোঁড়ার কাজে কাল আমরা হাত দেব।

২২শে

রেডিওর লোকটি যে গর্তে বসবে, সে গর্ত খোঁড়ার কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছিলাম; নরম মাটিতে গোড়ায় কাজ বেশ ভালো-ভাবেই এগোচ্ছিল। কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পরই কঠিন স্তরে আমাদের থেমে যেতে হল।

বিজলী-যন্ত্র ওরা ধরাধরি করে নিয়ে এল, যন্ত্রটি বিলক্ষণ ভারী —কিন্তু গ্যাসোলিনের অভাবে চালিয়ে দেখে নেওয়া যায় নি। লোরো জানিয়েছে, মুখে খবর পাঠানোর জন্যে ম্যাপগুলো সে দিতে পারছে না; কাল নিজে হাতে সে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

২৩শে

পম্‌বো আর আলেয়াান্দ্রোকে নিয়ে বাঁদিকের পাহাড়ের ওপরকার সমতল জমিটা আমরা দেখে আসতে গিয়েছিলাম। পথচিহ্ন আমাদের ভাঙচুর তো করতেই হবে, কিন্তু দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে সহজেই পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। দুজন সঙ্গীসাথী নিয়ে হোয়াকিন এল। এসে বলল, শুয়োর পালিয়ে যাওয়ায় লোরোকে বেরোতে হয়েছে শুয়োর খুঁজতে—ফলে সে আসতে পারে নি। এল্‌ লাগুনিলেরো সফরে যাওয়ার পর সে সম্পর্কে কিছু আর জানা যায় নি। বিকেলে বেশ প্রচুর পরিমাণ শুয়োরের মাংস এসে গেল, কিন্তু মদের ব্যাপারে ঢুঁঢুঁ। লোরোর এমন কি এ জিনিসগুলো জোটাবারও মুরোদ নেই ; লোকটা বড়ই অলবড্যে।

২৪শে

নচে বোয়েনার নামে উৎসর্গীকৃত দিন। যাদের ছুট্রিপ দিতে হয়েছে, তারা ফিরল দেরি করে—যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে ফুর্তি করা গেল। কেউ কেউ মাত্রা ঠিক রাখতে পারে নি। লোরো বলল, এল্‌ লাগুনিলেরোর যাওয়াটা ফলপ্রসূ হয় নি এবং একমাত্র কাজের কাজ হয়েছে নোটটুকু। তাও খুব যথাযথ নয়।

২৫শে

এখন আবার যে যার কাজে। প্রারম্ভিক ক্যাম্পে আজ কোনো ট্রিপ দেওয়ার ব্যাপার ছিল না। ক্যাম্পটির নামকরণ হয়েছে সি-২৪, বলিভিয়ান ডাক্তারের প্রস্তাবমত। আমাদের ডানদিকের পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যাবার জন্যে মার্‌কস্‌ বেনিগ্‌নো আর কাম্বা রওনা হল। ওরা বিকেলে ফিরে এসে বলল একটা ধূ ধূ করা নিষ্ফলা প্রান্তর ওদের চোখে পড়েছে—জায়গাটা এখান থেকে দু ঘণ্টার পথ। কাল ওরা সে জায়গায় যাবে। কাম্বা ফিরেছে জ্বর নিয়ে। রাস্তা গুলিয়ে

দেবার জন্যে মিগোয়েল আর পাচো বাঁ দিকে কয়েকটা রাস্তা খুলে দিয়ে রেডিওর গর্তের দিকে পায়ে চলার পথ করে দিল। ইন্তি, আন্তনিও, তুমা আর আমি রেডিও রাখার গর্তটা সমানে খুঁড়ছি; এক প্রস্থ পাথর হওয়ায় কাজটা ছিল খুবই কষ্টকর। পেছনের সারির লোকজনদের ওপর দেওয়া হয়েছে তাঁবু খাটানোর আর সম্মুখস্থ নদীর দুপ্রান্তেই পাহারার যুৎসই স্থাননির্বাচনের ভার। খাসা জায়গাটি।

২৬শে

ম্যাপে যে জায়গাটির নাম ইয়াকি, সেই পর্যন্ত ভালো ক'রে দেখে আসার জন্যে রওনা হয়েছে ইন্তি আর কার্‌লস্। যেতে আসতে ওদের দুটো দিন লেগে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে। রোলান্দো, আলেয়ান্দ্রো আর পম্‌বো গর্ত খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজটা খুবই দুরূহ। পাচো আর আমি মিগোয়েলের তৈরি রাস্তা দেখতে বেরোলাম; পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে যে রাস্তাটা করার কথা, সেটা নিয়ে আর না এগোনোই ভালো। গড়খাইতে যাওয়ার রাস্তাটা বেশ ভালো এবং পাত্তা করা শক্ত। দুটো বিষধর সাপ আগে মারা হয়েছিল, কাল আরও একটা মারা হল; জায়গাটাতে দেখছি বিস্তর সাপ আছে। তুমা, আতু'রো, রুবিও আর আন্তনিও শিকারে গেছে এবং অন্য ক্যাম্পটি পাহারা দেবার জন্যে ব্রাউলিও আর নাতো থেকে গেছে। ওরা এসে জানাল, লোরো জীপ উল্টে ফেলেছিল; মনুগের আসবার খবরটাও ওদের কাছ থেকেই পাওয়া গেল। মারক্‌স্, মিগোয়েল আর বেনিগ্‌নো পাহাড়ের মাথার ওপর রাস্তা তৈরি করতে সেই যে গেছে, সারা রাত ফেরে নি।

২৭শে

তুমার সঙ্গে আমরা বেরোলাম মার্‌কসের সন্ধানে; পশ্চিমদিকে ঘণ্টা আড়াই হাঁটবার পর আমরা যেখানে পৌঁছুলাম, সেখানে বাঁদিক থেকে একটা ঝর্ণা নেমে এসে ছোট একটা স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি

হয়েছে ; পায়ের ছাপ দেখে দেখে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা নামতে লাগলাম। ভেবেছিলাম এই দিক দিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছুনো যাবে, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটেও হদিশ পেলাম না। বিকেল ৫টার পর আমরা ১নং ক্যাম্পের ৫ কিলোমিটার নিচে নাকাহুয়াসুতে পৌঁছুলাম এবং ৭টায় পৌঁছুলাম ক্যাম্পে। আমরা জানতে পারলাম মার্কস্ কাল রাত্তিরে এখানে ছিল। আগে থেকে লোক পাঠিয়ে আমি এদের খবর দেবার ব্যবস্থা করি নি এই ভেবে যে, মার্কসের কাছ থেকে এরা নিশ্চয় আমার সম্ভাব্য পথপরিক্রমার কথা জানতে পারবে। ভাঙাচোরা জীপটা দেখলাম ; লোরো কিছু স্পেয়ার পার্টস্ আনতে কামিরিতে গেছে। নাতোর বক্তব্য হল, গাড়ি চালাতে চালাতে লোরো ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার ফলেই জীপটা উল্টে যায়।

২৮শে

যখন আমরা ক্যাম্পে যাব ব'লে বেরোচ্ছি, উর্বানো আর আন্তনিও এল আমার খোঁজে। মিগোয়েলকে নিয়ে মার্কস্ পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে ক্যাম্পে যাবার রাস্তা বার করতে গিয়ে এখনও ফেরে নি ; আমরা যে রাস্তায় এসেছি, সেই রাস্তা ধরেই বেনিগ্নো আর পম্বো আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। ক্যাম্পে গিয়ে দেখি মার্কস্ আর মিগোয়েল ফিরে এসেছে ; ক্যাম্পে ফিরে আসতে না পেরে পাহাড়ের মাথার ওপর ওরা ঘুমিয়েছে ; আমার প্রতি যে রকম ব্যবহার করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে মার্কস্ অনুযোগ করল। মনে হল, তার অভিযোগের লক্ষ্যস্থল হোয়াকিন, আলেয়ান্দ্রো আর ডাক্তার। ইন্তি আর কার্লস্ ফিরে এসে বলল লোকজন আছে এমন কোনো বাড়ি ওদের চোখে পড়ে নি ; থাকার মধ্যে আছে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি— ম্যাপে ইয়াকি বলে যেটা চিহ্নিত, সম্ভবত সেটা নয়।

২৯শে

চারপাশ খুঁটিয়ে দেখে নেবার জন্যে মার্কস্, মিগোয়েল আর

আলেয়ান্দ্রোকে নিয়ে আমরা ন্যাড়া পাহাড়ে গেলাম। মনে হল, এখান থেকে পাম্পা দেল্ তিগ্রের শুরু। ১,৫০০ মিটার উঁচুতে পরের পর পাহাড়; মাথায় সব এক; একটাতেও গাছপালা নেই। বাঁ দিকের পাহাড়ের মাথাটা নাকচ করতে হবে, কারণ খিলানের মত হয়ে নাকাহুয়াস্থুর দিকে সেটা নেমে গেছে। এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগল পাহাড় বেয়ে নেমে ক্যাম্পে পৌঁছুতে। আটজন লোককে পাঠানো হয়েছিল রসদ আনতে, পুরো মাল তারা এনে উঠতে পারে নি। ব্রাউনিং আর নাতোর জায়গা নিয়েছে রুবিও আর ডাক্তার। আসবার আগে রুবিও আরও একটা রাস্তা তৈরি করে এসেছে; নদীর কিছু নুড়ি দিয়ে এই রাস্তাটা শুরু হয়ে পাথরের ওপর দিয়ে নদীর ওপরে চলে গেছে, ফলে কোনো চিহ্ন থেকে যায় নি। আজ গড়খাইতে কোনো কাজ হয় নি। লোরো কামিরি রওনা হয়ে গেছে।

৩০শে

তুমুল বর্ষণে ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদী। জল হওয়া সত্ত্বেও ৪ জন লোককে পাঠানো হল ১নং ক্যাম্পে ফেলে আসা জিনিসপত্রগুলোর বিলিব্যবস্থা করতে; ক্যাম্প ঝেড়েপুঁছে আসা হয়েছে। বাইরের কোনো খবর নেই। ছ'জন লোক চলে গেল গড়খাইতে যা কিছু রাখবার রেখে আসতে। মাটি নরম ছিল বলে উনুন তৈরির কাজ শেষ করা যায় নি।

৩১শে

সাড়ে ৭টায় ডাক্তার এসে খবর দিল মন্‌গে এসে পৌঁচেছেন। ইস্তি, তুমা, উর্বানো আর অতুর্রোকে নিয়ে আমি গেলাম। অভ্যর্থনা হৃদ্যতাপূর্ণ হলেও, বেশ একটা কী-হয় কী-হয় ভাব। 'এখানে তুমি কী মনে করে?' এই প্রশ্নটা যেন হাওয়ায়। মন্‌গের সঙ্গে এসেছে নতুন রিক্রুট 'পান্ দিভিনো'; তানিয়া এসেছে ওকে কী

করতে হবে না হবে জেনে যেতে; আর রিকার্দো এসেছে এখানে থাকবে বলে।

মনৃগের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হল। গোড়ার দিকে শুধু কতকগুলো মোটা মোটা কথা। কিন্তু মনৃগে কিছুক্ষণের মধ্যেই আদত কথাটা পাড়লেন—সংক্ষেপে তাঁর তিনটি মূল শর্ত :

(১) পার্টির নেতৃত্ব থেকে মনৃগে পদত্যাগ করবেন, কিন্তু পার্টি যাতে নিরপেক্ষ থাকে তার ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন এবং লড়াইতে কর্মী জুটিয়ে আনবেন।

(২) যতদিন বলিভিয়ার জলমাটিতে বিপ্লব চলবে, ততদিন সংগ্রামের রাজনৈতিক আর সামরিক নেতৃত্ব থাকবে মন্‌গের হাতে।

(৩) অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকার পার্টিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা মনৃগের তত্ত্বাবধানে হবে; মুক্তি আন্দোলনে তাদের ক্রমশ সহায়ক করে তুলতে মনৃগে চেষ্টা করবেন (তিনি দৃষ্টান্ত দিলেন দগলাস ব্রাভোর)।

উত্তরে আমি বললাম পার্টির সম্পাদক হিসেবে প্রথম বিষয়টি তাঁরই বিবেচ্য, আমি অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তটি ভুল বলে মনে করি। এতে আছে তাঁর দোদুল্যচিত্ততা এবং সুবিধাবাদী মনোভাবের প্রকাশ। মাথা নোয়ানোর অপরাধে যাদের দণ্ডিত করা উচিত, মনৃগে এইভাবে তাদের ঐতিহাসিক নাম টিঁকিয়ে রাখার ব্যাপারে সুযোগ করে দিচ্ছেন। সময়ে প্রমাণ হবে আমিই ঠিক।

তৃতীয় বিষয়টি তিনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তবে ধোপে টিঁকবে না। কোদোভিলাকে তিনি বলবেন দগলাস ব্রাভোকে সাহায্য করতে; এ যেন তাঁকে বলা পার্টির ভেতরের বিদ্রোহকে তিনি ক্ষমা-ঘেন্না করুন। এ ক্ষেত্রেও সময়ই হবে বিচারকর্তা।

ঠিক হল, মনৃগে ভেবে দেখবেন এবং বলিভিয়ার কমরেডদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। নতুন ক্যাম্পে আমরা গেলাম; সেখানে প্রত্যেকের সঙ্গেই মনৃগে কথাবার্তা বললেন। তিনি বললেন হয় তারা থেকে যাবে, নয় পার্টিকে সমর্থন করবে—দুইয়ের একটি পথ

তাদের বেছে নিতে হবে। প্রত্যেকেই চাইল থেকে যেতে; ব্যাপার দেখে মনুগে হতভম্ব হলেন।

১২টার সময় আজকের তারিখটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে আমরা টোস্ট করলাম। মন্‌গের কথাগুলোর সুযোগ নিয়ে প্রত্যুত্তরে আমি এটাকে মহাদেশীয় বিপ্লবের 'গ্রিতো দ্য মুরিলো' বলে চিহ্নিত করে বললাম—সামনে যখন বিপ্লবের কর্তব্য, তখন তুচ্ছ আমাদের জীবন।

মাসিক বিশ্লেষণ

কিউবানদের দলটি এখন নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ, মনোবল ভালো এবং সমস্যা যা আছে তা নিছক ছোটখাটো। বলিভিয়ানরা চমৎকার, অবশ্য সংখ্যায় তারা খুবই কম। মনুগের মনোভাব একদিক থেকে ঘটনার গতি রুখে দিতে পারে, আবার অন্যদিক থেকে আমাকে রাজনৈতিক জট থেকে মুক্তি দিয়ে ত্বরান্বিতও করতে পারে। বলিভিয়ানদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়াও, এর পরের ধাপ হল গেভেরা আর আর্জেন্টিনার লোকজনদের সঙ্গে, মরিসিও আর হোয়ামির (মাসেত্তি আর বিরুদ্ধ মতের পার্টি) সঙ্গে কথা বলা।

জানুয়ারি

১লা

সকালবেলায়, আমার সঙ্গে এ নিয়ে কোনোরকম আলোচনা না করেই, মনুগে বললেন যে, তিনি ফিরে চলে যাচ্ছেন এবং ৮ই জানুয়ারি পার্টির নেতাদের কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করবেন। তাঁর মতে, যে কাজে তিনি এসেছিলেন সে কাজ চুকে গেছে। এমন একটা ভাব করে তিনি চলে গেলেন যেন কেউ তাঁকে শূলে চড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। মনুগের যুক্তিতর্কে কোনো সামঞ্জস্য ছিল

না ; তাই যখনই তিনি কোকোর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, মূলনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে নড়ানো যাবে না—আমার ধারণা, তখনই তিনি এটাকে ভাঙন ধরাবার কাজে ব্যবহার করলেন।

বিকেলবেলায় আমি সবাইকে ডেকে এক জায়গায় করলাম এবং মন্‌গের মনোভাবের কথা বুঝিয়ে বললাম। জানিয়ে দিলাম, যারা বিপ্লব করতে চায় তাদের সকলের সঙ্গে আমরা হাত মেলাতে রাজী ; আগে থেকে হুঁশিয়ার করলাম এই ব'লে যে, বলিভিয়ানদের কপালে অনেক দুঃখ আছে এবং মানসিক দিক থেকেও তাদের নানারকম জ্বালাযন্ত্রণা পেতে হবে, আমরা যৌথভাবে ব'সে অথবা রাজনৈতিক কমিসার মারফত তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করবার চেষ্টা করব।

মরিসিও আর হোয়ামির সঙ্গে এখানে যাতে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে আলাপআলোচনা করবার জন্যে তানিয়াকে আমি আর্জেন্টিনায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম। সাঙ্কেথের ওপর কোন্ কোন্ কাজের ভার দেওয়া হবে সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ; সকলে একবাক্যে ঠিক করল, আপাতত রোদল্‌ফো, নোয়োলা আর রেম্‌বের্তো লা-পাথেই থাকবে, লোয়োলার এক বোন থাকবে কামিরিতে আর কল্‌ভিমন্তে থাকবে সান্তাক্রুজে। সুকৃরে অঞ্চলের আশপাশে ঘুরে মিতো ঠিক করবে কোথায় সে আস্তানা গাড়বে। লোয়োলার ওপর থাকবে টাকাকড়ির ভার ; পাঠানো হবে মোট ৮০ হাজার, তার মধ্যে ২০ বরাদ্দ হবে কাল্‌ভিমন্তের ট্রাক কেনা বাবদ। সাঙ্কেথ কাউকে ধ'রে গেভারার সাক্ষাৎপ্রার্থী হবে। কোকো সান্তাক্রুজে গিয়ে কার্‌লসের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বলে আসবে যে, হাভানা থেকে যে তিনজনের আসবার কথা আছে তাদের অভ্যর্থনার ভার নিতে হবে। আমি ফিদেলের কাছে সেইমত বার্তা পাঠালাম ; বার্তাটি ২নং দলিলে পাওয়া যাবে।

২রা

সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠিটা লিখতে গিয়ে সারা সকাল চলে গেল। অন্যেরা (সাঙ্কেথ, কোকো আর তানিয়া) বিদায় নিল বিকেলে, ফিদেলের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর। ফিদেল এমনভাবে আমাদের কথা উল্লেখ করলেন যে জানি না সম্ভব কিনা, তবে আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা যেন আরও বেড়ে গেল।

ক্যাম্পে কাজের মধ্যে হল শুধু গর্ত সংক্রান্ত কাজ, বাকি সবাই অন্য ক্যাম্পে গেল জিনিসপত্রের খোঁজে। মার্কস, মিগেল আর বেনিগ্নো বেরিয়ে গেছে উত্তরে কী আছে না আছে দেখতে, ইন্তি আর কার্লস লোকের অগোচরে নাকাহুয়াসুর অন্ধিসন্ধিগুলো যথাসম্ভব দেখে এসেছে; হোয়াকিন আর এল্-মেডিকোর উচিত লোকচক্ষু এড়িয়ে যতদূর সম্ভব ইয়াকি নদীর মুখ অবধি দেখেশুনে আসা। ওদের সকলেরই হাতে আর সময় আছে বড় জোর পাঁচ দিন।

মন্গেকে যারা পোঁছুতে গিয়েছিল, তারা ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল, এল্ লোরো এখনও ফেরে নি।

৩রা

গর্তের ছাদ তৈরির কাজে দিনটা গেল; তবু আমরা পেরে উঠলাম না। কাল আমাদের শেষ করতেই হবে। মাত্র দুজন লোক গিয়েছিল বোঝা বওয়ার কাজে; তারা এসে খবর দিল, কাল রাত্তিরে সবাই রওনা হয়ে গেছে। বাকি সঙ্গীসাথীর দল রান্নাঘর ছাইতে লেগে গেল; রান্নাঘর এখন তৈরি।

৬ই

মারকস, হোয়াকিন, আলেয়ান্দ্রো আর আমি সকালে পাহাড়ের ন্যাড়া মাথার ওপর চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি স্থির করলাম: এল্-কাম্বা আর পাচোকে সঙ্গে নিয়ে মারকস চেষ্টা করবে ডানদিকে

নাকাহুয়াস্থতে পৌঁছুতে—কেউ যেন তাদের দেখতে না পায়; ব্রাউলিও আর আনিসেতোকে নিয়ে মিগোয়েল পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে এমন একটা পথ খুঁজে বার করবে যেটা হবে প্রধান পায়ে-চলার-রাস্তা। বেনিগ্‌নো আর ইন্তিকে সঙ্গে নিয়ে হোয়াকিন যাবে রিও ফ্রিসে যাওয়ার গিরিসঙ্কটের খোঁজে; ম্যাপ অনুযায়ী, পাহাড়ের মাথার অন্য পাশটাতে তিগ্রে পাম্পা না হয়ে যায় না এবং গিরি-সঙ্কটটি নাকাহুয়াস্থুর সমান্তরালভাবে চলে গেছে।

বিকেলে এল্-লোরো দুটো খচ্চর নিয়ে এল; দাম নিয়েছে দু হাজার পেসো। জিনিস ভালো পেয়েছে; খচ্চর দুটো যেমন নিরীহ, তেমনি শক্তসমর্থ। লোরো যাতে কালই রওনা হতে পারে তার জন্যে ব্রাউলিও আর পাচোকে খুঁজে আনতে বলা হল। ওদের শূন্যস্থান পূরণ করবে কার্‌লস আর মেদিকো।

ক্লাসের পর, গেরিলা যোদ্ধার প্রয়োজনীয় গুণাবলী এবং অধিকতর শৃঙ্খলার আবশ্যকতা—এই বিষয়টি আমি তুলে ধরলাম। বুঝিয়ে বললাম, সব ফেলে ছেড়ে আমাদের ব্রত হল এমন একটা বজ্রকঠিন প্রাণকেন্দ্র গড়ে তোলা লোকের কাছে যা দৃষ্টান্তস্থল হয়ে থাকবে এবং প্রসঙ্গত এও বললাম যে, ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনের কথা মনে রেখে পড়াশুনো করাটা কেন খুব জরুরী। এরপর গ্রুপগুলোর যারা নেতা—হোয়াকিন, মার্‌কস্, আলেয়ান্দ্রো, ইন্তি, রোলান্দো, পম্‌বো, এল্-মেদিকো, এল্‌-নাতো আর রিকার্দোকে ডেকে এক জায়গায় বসালাম। আমি বুঝিয়ে বললাম কেন হোয়াকিনকে উপ-সেনাধ্যক্ষ হিসেবে বাছা হয়েছে; মার্‌কসের দিক থেকে কিছু ভুলত্রুটি হওয়ার জন্যেই এমন ঘটেছে, কেবলি সেসব ভুলের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে; নববর্ষের দিন মিগেলের সঙ্গে যা ঘটেছে, তার দরুন হোয়াকিনের মনোভাবের আমি সমালোচনা করলাম; সংগঠনের উন্নতির জন্যে কী কী কাজ আমাদের করতে হবে, উপসংহারে তাও কিছু কিছু ব্যাখ্যা করে বললাম। শেষে রিকার্দো আমাকে জানাল, তানিয়ার সামনেই ইভানের সঙ্গে ওর এমন কিছু হয় যাতে

ওরা দুজনেই দুজনকে গালমন্দ করে এবং রিকার্দো ইভানকে জীপ থেকে নেমে যেতে বলে। কমরেডে কমরেডে এইসব বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটায় আমাদের কাজ মাটি হচ্ছে।

৭ই

সন্ধানকারীরা রওনা হয়ে গেল। গন্দোলার* সওয়ারী বলতে শুধু আলেয়ান্দ্রো আর নাতো, বাকি সবাই ক্যাম্পে ডিউটি করছে; ইলেকট্রিক প্ল্যাণ্ট এবং আতুরোর যাবতীয় জিনিস সরিয়ে আনা হয়েছে; গর্তের ওপর একটা বাড়তি ছোট ছাদ তৈরি করা হল এবং কুয়োটা সারানো হল। তাছাড়া খাঁড়ির ওপর দিয়ে একটা ছোট্ট সাঁকো বানানো হল।

১০ই

পুরনো ক্যাম্পে স্থায়ী প্রহরার ব্যাপারটাতে একটু পরিবর্তন করা হয়েছে—কার্‌লস আর এল্‌-মেদিকোর জায়গায় দেওয়া হয়েছে রুবিও আর আপলিনারকে। নদীর জল নামলেও এখনও ফুলে ফেঁপে আছে। এল্‌-লোরো সেই যে সান্তাক্রুজে গিয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই।

এল্‌-মেদিকো (মোরো), তুমা আর আমি তিগ্রে পাম্পায় উঠলাম। সঙ্গে আন্তনিও ছিল; ওর থাকবার কথা ক্যাম্পের ভার নিয়ে। আমাদের ক্যাম্পের পশ্চিমদিকে কোনো খাঁড়ি থাকলে সন্ধানের ব্যাপারে আন্তনিওকে কী কী করতে হবে না হবে সব বুঝিয়ে দিলাম। মার্‌কসের পুরনো যে পথ, এখান থেকে সেই পথে কী ক'রে যাওয়া যায় আমরা তার উপায় খুঁজতে লাগলাম; পথ বলতে গেলে সহজেই পাওয়া গেল। সন্ধানী দলের ছ'জন ভোর হতেই এসে গেল : ব্রাউলিও আর আনিসেতোকে নিয়ে মিগোয়েল এবং বেনিগ্‌নো আর ইন্তিকে নিয়ে হোয়াকিন। মিগোয়েল আর ব্রাউলিও

---

* বলিভিয়ায় লোকে মোটরবাসকে বলে 'গন্দোলা'

এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল যেখান থেকে একটা নদী বেরিয়ে পাহাড়ের মাথা ফুঁড়ে অন্য একটা নদীতে গিয়ে পড়েছে—মনে হচ্ছে ওটাই নাকাহুয়াস্থ্। হোয়াকিন নদী বরাবর নেমে গেল, এ নিশ্চয় এল্-ফ্রায়াস নদী ; হোয়াকিন নদী বরাবর আরও খানিকটা গেল। আরেকটি দলও নিশ্চয় এই একই রাস্তা ধরে এগিয়েছিল, তার মানে আমাদের ম্যাপগুলো ততটা খারাপ নয়—কেননা নদী দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষাচ্ছাদিত একটি অঞ্চল এবং তারা পৃথক খাতে বয়ে এল্-গ্রাদেতে গিয়ে পড়েছে। মার্কস্ এখনও ফিরে এল না।

হাভানা থেকে বেতারবার্তা এসেছে ; তাতে বলা হয়েছে, এল্-চিনো আর এল্-মেদিকো ১২ তারিখে এবং রেডিও-যন্ত্রকুশলী আর রিয়া ১৪ তারিখে রওনা হবে। তাতে আমাদের অন্য দুজন কমরেডের কোনো উল্লেখ নেই।

১১ই

কার্লস আর আর্তুরোকে নিয়ে আন্তনিও রওনা হল সন্নিহিত খাঁড়ি এলাকার খোঁজখবর নিতে। আন্তনিও ফিরে এল রাত্রে, তার কাছ থেকে খবরের মত খবর পাওয়া গেল একটাই। সেটা এই যে, চারণভূমির যেখানে আমরা শিকার করি তার সামনে নাকাহুয়াস্থুতে গিয়ে সোঁতাটি শেষ হয়েছে।

আর্তুরোর গর্তঘরে ব'সে আলেয়ান্দ্রো আর পম্বো ম্যাপ তৈরি করছিল ; তারা এসে আমাকে খবর দিল যে, আমার বইগুলো ভিজে গেছে ; কিছু বই তো একেবারেই নষ্ট। আর রেডিওর সাজসরঞ্জাম ভিজে জং ধরে গেছে। একে তো এই ব্যাপার, তার ওপর দু-দুটো রেডিও ভাঙা—এ থেকে আর্তুরোর আক্কেল বোঝা যায়।

মার্কস এসে পৌঁছুল রাত্রে। প্রত্যাশিত জায়গাটিতে নাকাহুয়াস্থু নদীর দেখা মেলে নি এবং যে শাখানদীটাকে ফ্রিয়াস নদী ব'লে আঁচ করা হয়েছিল, সেই শাখানদীতেও নাকাহুয়াস্থু এসে

পড়ে নি। আমরা তরিতরকারি আর ফলের চাষের জন্যে জমি তৈরির অনুশীলনে মন দিলাম ; এ-বিষয়ে আমাদের গুরু হল আনিসেতো আর পেদ্রো।

বোরো পোকার দিন : মার্কস, কার্লস, পম্বো, আন্তনিও, মোরো আর হোয়াকিনের গা থেকে উড়ুক্কু পোকার শুঁয়োগুলো বার করা হল।

১২ই

বাকি জিনিসগুলো আনার জন্যে গন্দোলা পাঠানো হল। এল্-লোরো এখনও ফেরে নি। আমরা আমাদের খাঁড়ির পাহাড়গুলো বেয়ে ওঠবার রেওয়াজ করলাম, তার মানে কিন্তু পাশের দিকগুলোতে দু তিন ঘণ্টা আর কেন্দ্রস্থলে মাত্র ৭ মিনিট ; এই হল জায়গা যেখান থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা চালাতে হবে। হোয়াকিন বলল সেদিনকার মিটিঙে মার্কসের ভুলভ্রান্তির উল্লেখ করায় মার্কস মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে।

১৩ই

মার্কসের সঙ্গে কথা হল ; বলিভিয়ানদের সামনে সমালোচনা করা হয়েছে, এটাই ওর অনুযোগ, ও যে যুক্তি দেখাল তার কোনো মানে হয় না। ওর ভাবাবেগের দিকটাই যা বিবেচনা করে দেখার মত ; এছাড়া আর কিছুর কোনো গুরুত্ব নেই।

মার্কস জানাল : আলেয়ান্দ্রো ওর সম্বন্ধে কয়েকটা জঘন্য উক্তি করেছে। ব্যাপারটার মীমাংসা করা হল ; একটু রংতামাসা করা ছাড়া এর পেছনে অন্য কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না বলেই মনে হল। মার্কসের রাগ খানিকটা পড়ল।

ইন্তি আর মোরো শিকারে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরল শুধু হাতে।

খচ্চরের পিঠে চড়ে যাওয়া যায় এমন একটা জায়গায় গর্ত খুঁড়বার জন্যে দলগুলো চলে গেল ; কিন্তু সেদিক থেকে তারা

কিছুই করে উঠতে পারল না। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি একটা কুঁড়েঘর বানানো হবে ঠিক হল। প্রবেশপথ কিভাবে সুরক্ষিত করা যায়, সে বিষয়ে খুঁটিয়ে দেখে আলেয়ান্দ্রো আর পম্বো কোথায় কোথায় গড়খাই কাটা হবে দাগ দিয়ে মার্কা করে দিল ওদের ; এ কাজ কালকেও চলবে। রুবিও আর অ্যাপলিনার ফিরছে ; ব্রাউলিও আর পাচো গেল পুরনো ক্যাম্পে। লোরোর কোনো খবর নেই।

১৪ই

বেনিগ্‌নো বাদে মার্‌কস্‌ তার আগুয়ান দলটিকে নিয়ে ভাটির দিকে চলে গেল ছাউনি তৈরি করতে। ওদের ফিরে আসতে রাত্তির হওয়ার কথা, কিন্তু বৃষ্টির দরুন ঘর তৈরি শেষ না করেই দুপুর নাগাদ ওদের চলে আসতে হল।

গড়খাইয়ের কাজে হাত দিয়েছে যে দলটা, তার নেতা হোয়াকিন। খাঁড়ির ডানদিকে পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে থেকে যে রাস্তাটা আমাদের ঘাঁটির সীমানা হবে, সেই রাস্তাটা তৈরি করবার জন্যে বেরিয়েছিলাম আমি, মোরো, ইন্তি আর উর্বানো। কাজটা সুবিধেমত হল না এবং দেখা গেল, তার জন্যে বেশ বিপজ্জনক পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ওঠা দরকার। দিনের মধ্যাহ্নে বৃষ্টি শুরু হল ; ফলে, সব কাজ শিকেয় উঠল।

১৫ই

শহরের কর্মীদের লিখে জানাতে হবে তারা কী করবে না করবে ; আমাকে তার জন্যে ক্যাম্পে থেকে যেতে হল। আজ রবিবার ব'লে আমরা কেবল আধবেলা কাজ করেছি ; আগুয়ান দলটিকে নিয়ে মার্‌কস্‌ ছিল ঘর গাঁথার কাজে এবং পেছনের আর মধ্যের দলটা থেকেছে গড়খাইয়ের কাজ নিয়ে। কাল যে পথটি খোলা হয়েছে, সেটিকে আজ ভালো করবার চেষ্টা করেছে রিকার্দো, উর্বানো আর আন্তনিও, কিন্তু কোনো ফল হয় নি ; কারণ, যে পাহাড়

হয়ে নদীতে যেতে হয় আর অনুভূমিক যে পর্বতশীর্ষ, দুইয়ের মাঝখানে রয়েছে দুরারোহ খাড়াই।

পুরনো ক্যাম্পে আজ কোনো ট্রিপ দেওয়া হয় নি।

১৬ই

আজও গড়খাই সংক্রান্ত কাজ হল; কাজ এখনও শেষ হয় নি। মার্কস্‌ের ওপর যে কাজের ভার ছিল, মার্কস্ প্রায় তা সম্পূর্ণ করে ফেলেছে; ছোটখাটো ভারি সুন্দর একটা বাড়ি সে তৈরি করেছে। ব্রাউলিও আর পেদ্রোর জায়গা নিয়েছে এল্-মেদিকো আর কার্লস; ওরা এসে খবর দিল লোরো ফিরে এসেছে এবং খচ্চরের দলের সঙ্গে আসছে; আনিসেতো ওর সঙ্গে দেখা করতে গেল। এ সত্ত্বেও লোরোর কোনো পাত্তা নেই। উপসর্গ দেখে মনে হচ্ছে আলেয়ান্দ্রোর ম্যালেরিয়া হয়েছে।

১৭ই

ঠাঁইনাড়ার ব্যাপারটা আজ যৎসামান্য; পয়লা-সারির ট্রেঞ্চগুলো আর কুটিরটির কাজ ফতে।

এল্-লোরো এল তার সফরপর্বের রিপোর্ট দিতে। কেন গিয়েছিল জিগ্যেস করায় লোরো বলল, ওর যাওয়ার ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ওর মনে হয়েছিল; সেইসঙ্গে এও কবুল করল যে, সেখানে ওর এক মেয়েমানুষ আছে তার সন্দর্শনে ও গিয়েছিল। খচ্চরের সাজসরঞ্জাম সঙ্গে করে আনলেও খচ্চরটিকে নদীর ভেতর দিয়ে হাঁটিয়ে আনা ওর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কোকোর কোনো খবর নেই; এত দেরি দেখে বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে।

১৮ই

ভোরবেলা থেকেই আকাশ মেঘলা; আমি তাই ট্রেঞ্চ পরিদর্শনে

আর গেলাম না। উর্বানো, নাতো, ডাক্তার (মোরো), ইন্তি, আনিসেতো আর ব্রাউলিও গন্দোলায় করে রওনা হল। অসুস্থ বোধ করায় আলেয়াম্রো কাজে যায় নি।

খানিকক্ষণ পরেই তেড়ে বৃষ্টি এল। প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় করে লোরো এসে আমাকে জানাল, আরগানারাজ কী নাকি আন্তনিওকে বলেছে; তার বক্তব্যের নিহিতার্থ হল, আরগানারাজ নাকি অনেক কিছুই জানে এবং আমাদের কোকেন বা অন্যবিধ যে কোনো কাজে সে শরিক হতে চায়; 'অন্যবিধ যে কোনো কাজ'—এই কথায় সে বোঝাতে চেয়েছে যে, সে সন্দেহ করছে এর ভেতর অন্য কোনো ব্যাপার আছে। লোরোকে আমি বললাম ওকে কথা দেওয়া হোক, কিন্তু কিছু দেয়া-থোয়া নয়, ওর জীপে আনা-নেওয়া বাবদ ওর যা পাওনা হয়েছে শুধু সেইটুকু; সেইসঙ্গে ওকে এই ব'লে শাসাতে হবে যে, আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে ওকে মরতে হবে। এত বেশি বৃষ্টি হচ্ছিল যে জল বেড়ে গিয়ে পাছে নদী পেরোতে না পারে সেই ভয়ে লোরো তৎক্ষণাৎ ফিরে চলে গেল।

রাত ৮টা; গন্দোলা তখনও ফিরে না আসায় গন্দোলার লোকজনদের খাবার খেয়ে ফেলবার অনুমতি দেওয়া হল; সঙ্গে সঙ্গে সব খাবার গলাধঃকরণ হয়ে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে এসে হাজির হল ব্রাউলিও আর নাতো; ওরা বলল, নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার মধ্যে ওরা আটকা পড়ে। সবাই মিলে যখন হেঁটে আসবার চেষ্টা করছিল তখন ইন্তি জলে পড়ে যায়; রাইফেলটা খোয়া যায় এবং ইন্তি জখম হয়। এরা দুজন অতিকষ্টে ফিরে এসেছে এবং দলের বাকি সবাই সেখানেই রাত কাটাবে ব'লে ঠিক করেছে।

১৯শে

দিনের শুরু রোজকার মত। আত্মরক্ষার জন্যে আর ক্যাম্পের উন্নতির জন্যে যা যা করা দরকার। মিগোয়েল অসুখে পড়ল। তার

গা পুড়ে যাচ্ছে। ম্যালেরিয়ার যাবতীয় উপসর্গ। সারাদিন আমি শীতে কোঁ কোঁ করেছি, কিন্তু অসুখ আমাকে পেড়ে ফেলতে পারে নি।

যে চারজন দলছুট হয়ে পড়েছিল, তারা সকাল ৮টায় এল। ওরা প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা এনেছে। রাত্তিরটা ওরা আগুনের চারপাশে পুঁটুলি হয়ে বসে কাটিয়েছে। রাইফেলটা উদ্ধার করার জন্যে নদীর জল নেমে যাওয়া পর্যন্ত ওদের অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তখন বোধহয় বেলা চারটে। রুবিও আর পেদ্রো চ'লে গিয়েছিল অন্য ক্যাম্পে পাহারা দেবার জন্যে। এই সময় চারজন সাদা পোশাকের পুলিশ নিয়ে লেফটেনাণ্ট ফার্ণান্দেজ একটা ভাড়া-করা জীপে চড়ে এল কোকেন কারখানার খোঁজে। ওরা শুধু ওপর-ওপর বাড়িটা দেখল। কিছু কিছু জিনিস ওদের চোখে একটু অদ্ভুত ঠেকল—যেমন, আমাদের বাতি জ্বালাবার জন্যে আনা ক্যালসিয়াম কারবাইড, যা আমাদের গর্তজাত করা হয় নি। লোরোর কাছ থেকে ওরা পিস্তলটা নিল। কিন্তু মাউজার আর টু-টু রেখে দিয়ে গেল। ওরা আরগানারাজের কাছ থেকে টু-টু নেবার 'ভান' করল, লোরোকে সেটা দেখাল। তারপর চলে যাবার আগে এই ব'লে শাসিয়ে গেল যে, ওদের কিছুই জানতে বাকি নেই এবং আমরা যেন ওদের ব্যাপারে বুঝে সমঝে চলি। লেঃ ফার্ণান্দেজ লোরোকে বলেছে কামিরিতে গেলে পিস্তলটা সে ফেরত পেতে পারে। বলেছে, 'একবার এসে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রো, যেন পাঁচজনে না জানে এমনভাবে।' সেইসঙ্গে 'ব্রাজিলে যার বাড়ি' তার সম্বন্ধেও খোঁজখবর করে।

লোরোকে বলা হল সে যেন এল্-ভালেগ্রান্দিনো আর আরগানারাজকে ভয় দেখায়; গোয়েন্দাগিরি আর লাগানোভজানো নিশ্চয়ই ওদের কাজ। আর লোরোকে বলা হল সে যেন পিস্তল উদ্ধারের অছিলা ক'রে কামিরিতে গিয়ে কোকোর (আমার খুব সন্দেহ, কোকো বোধহয় ধরা পড়েছে) সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমাদের এখন যথাসম্ভব বেশি জঙ্গলে থাকা দরকার।

২০শে

জায়গাগুলো ভাল করে দেখেশুনে এসে আমি আত্মরক্ষার পরিকল্পনা চালু করে দেবার আদেশ দিলাম। কাল রাত্রে আমি এই পরিকল্পনাটা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এর মূলকথা হল, নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটির দ্রুত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। নদীটা গিয়ে পড়েছে পশ্চাদ্ভাগে একটি নির্গমপথে। নদীর সমান্তরালভাবে অগ্রভাগের যে লোকজনেরা মোতায়েন রয়েছে, তাদের প্রতিআক্রমণের ওপর নির্ভর করবে এই প্রতিরক্ষা।

আমরা চেয়েছিলাম একটি অনুশীলনী মহড়া। কিন্তু পুরনো শিবিরের অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। এক 'মদেশী' তার এম-টু দিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে খামারবাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল ; আরগানারাজের সে 'জনৈক বন্ধু' এবং দিন কয়েকের ছুটি কাটাতে তার বাড়িতে এসে উঠেছে। অনুসন্ধানকারী দলবল পাঠানো হচ্ছে এবং আমরা আমাদের শিবির আরগানারাজের বাড়ির কাছ বরাবর কোথাও উঠিয়ে নিয়ে যাব। যদি বেগতিক কিছু হয়, এই এলাকা ছাড়বার আগে ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে।

মিগোয়েলের জ্বর এখনও তেমনি খুব বেশি।

২১শে

নকল যুদ্ধের অনুশীলন হল ; কতক কতক জায়গায় যে রকমটি হওয়া উচিত ছিল হয় নি, তবে মোটের ওপর ভালো। পিছু হটার ব্যাপারটাতে জোর দিতে বলা দরকার, অনুশীলন পর্বের ঐখানটাই সবচেয়ে কাঁচা। ভারপ্রাপ্ত কর্মীদল যে যার চলে গেল ; ব্রাউলিওর নেতৃত্বে একদল গেল পুবের সমান্তরাল পায়ে-চলার রাস্তা বার করতে, আরেকটি গেল একই রকম কাজের ভার নিয়ে পশ্চিমে। পাচো গেল ন্যাড়া পাহাড়টায় রেডিওর সাজসরঞ্জামগুলো পরখ করতে ; আরগানারাজের ওপর নজর রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার, তাই আনিসেতোকে নিয়ে মার্‌কস্ গেল তার একটা হিল্লে করতে।

কথা ছিল, মার্‌কস্ বাদে আর সবাই ভুটোর আগে ফিরবে। বেতার-যন্ত্রটির পরীক্ষা আর পথ তৈরি, ভুটোই ভালভাবে উৎরে গেল। বৃষ্টিতে চোখে কিছু দেখা যাচ্ছিল না ব'লে মার্‌কস্ অনেক আগেই ফিরে এল। পেদ্রো এসে পৌঁছুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে; তার সঙ্গে এসেছে কোকো আর তিনজন রিক্রুট—বেঞ্জামিন, ইউসেবিও আর ওয়াল্টার। প্রথমজন এসেছে কিউবা থেকে; অস্ত্রশস্ত্রের জ্ঞান থাকায় সে জায়গা নেবে অগ্রবর্তী দলে। অন্য দুজন থাকবে পেছনের দলে। কিউবা থেকে এসেছে যে তিনজন মারিও তাদের মন্‌গে ব'লে ক'য়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন তারা যাতে গেরিলা বাহিনীতে যোগ না দেয়। মন্‌গে পার্টি কমিটি থেকে পদত্যাগ করা দূরে থাক, উল্টে ফিদেলের কাছে এতৎসংলগ্ন দলিলটি পাঠিয়েছেন (৪নং দলিল)। তানিয়ার কাছ থেকে একটা চিরকুট পেলাম তাতে সে তার যাওয়ার বিবরণ দিয়েছে এবং ইভানের অসুস্থতার কথা লিখেছে; আরেকটি পেলাম মন্‌গের কাছ থেকে, সেটি এইসঙ্গে আটকানো রইল (৫নং দলিল)। রাত্তিরে দলের সবাইকে ডেকে দলিলটি পড়ে শোনালাম, প্রস্তাবাবলীর (ক) আর (খ অংশের ভুলগুলো ধরিয়ে দিলাম এবং তারপর বেশ খানিকটা মনের ঝাল ঝাড়লাম। ওদের মধ্যে বিলক্ষণ সাড়া জেগেছে ব'লে মনে হল। নতুন ৩ জনের মধ্যে দুজনের বিশ্বাস যেন বেশ বদ্ধমূল; যে কাজ তারা করছে সে সম্পর্কে তাদের কোনো সংশয় নেই। সবার ছোটটি আয়মারান* চাষী, তার বেশ শক্তসমর্থ জোয়ান চেহারা।

২২শে

একটি ১৩ জনের গন্দোলা পাঠানো হল; ব্রাউলিও আর ওয়াল্টার তাদের সঙ্গে জুটে প'ড়ে পেদ্রো আর এল্-রুবিওর জায়গায় বদলি দিতে গেল। গন্দোলার লোকজনেরা বিকেলে ফিরল; সরবরাহের

* আয়মারা—বলিভিয়ার মালভূমি অঞ্চলের ইণ্ডিয়ান উপজাতির লোক; তাদের দেশী ভাষা।

পুরো জিনিস না নিয়েই। ফিরতি পথে এল্-রুবিও ভয়ঙ্করভাবে পড়ে যায়, তবে তার আঘাতটা গুরুতর নয়।

ফিদেলের উদ্দেশে আমি একটা, ৩নং, দলিল লিখলাম—এখানকার হালচাল ব্যাখ্যা করে বলার এবং চিঠিপত্র পাঠানোর যোগসূত্রটি পরখ করে দেখবার জন্যে। ২৫শে তারিখে কামিরিতে গেভারা যদি যথানির্দিষ্টমত আসে, তাহলে তার মারফত এটি লা-পাথে পাঠাতে হবে।

শহরের কর্মীদের জন্যে একটি নির্দেশপত্র লিখলাম (৩নং দলিল)। গন্দোলার দরুন ক্যাম্পে কাজকর্ম বিশেষ কিছু হয় নি। মিগোয়েল এখন আগের চেয়ে ভালো, কিন্তু কার্লসের এদিকে প্রবল জ্বর। আজ টিউবারকুলিন পরীক্ষা হল। কিছু লোক শিকারে গিয়ে দুটো টার্কি মেরে এনেছে এবং ফাঁদে একটা জানোয়ার পড়েছিল, দড়ির ফাঁসে পায়ের খুর কাটা যাওয়ায় সে পালিয়েছে।

ক্যাম্পের কাজকর্ম আর কিছু কিছু তত্ত্বতল্লাশির কাজ ভাগ করে দেওয়া হল ঃ ইন্তি, রোলান্দো আর আতু'রোকে পাঠানো হল একটা গোপন আশ্রয়স্থলের খোঁজে, পরে যেটাকে ডাক্তার আহতদের জন্যে ব্যবহার করবে। মার্কস্, উর্বানো আর আমি গেলাম সামনেকার পাহাড়টি ঢুঁড়তে, এমন একটা জায়গা বার করতে যেখান থেকে আরগানারাজের বাড়িটার ওপর নজর রাখা যায়। কাজটি ভালভাবেই হাসিল হল।

কার্লসের এখনও জ্বরভাব ; এক্কেবারে ম্যালেরিয়া।

২৪শে

৭ জন লোক নিয়ে গন্দোলাটি যাত্রা করেছিল, পুরো ভার নিয়ে ফিরে এল সকলে—সেইসঙ্গে কিছু শস্যদানা চাপিয়ে। এ যাত্রায় ডিগবাজিটা জুটল হোয়াকিনের কপালে—তার গারান্দ্টা খোয়া গিয়েছিল, পরে অবশ্য খুঁজে পাওয়া গেল। এল্-লোরো ফিরে এসেছে এবং লুকিয়ে আছে ; কোকো আর আন্তনিও এখনও বাইরে.

কাল বা পরশু নাগাদ গেভারার সঙ্গে এখানে ওদের এসে যাওয়া উচিত।

একটি রাস্তা ভালো করা হল। পরে যদি এই ঘাঁটিগুলো আগলাবার জন্যে পাহারাদার বাহিনীকে বেষ্টন করে রাখতে হয় তাহলে এই রাস্তাটা কাজে আসবে। সেদিনকার অনুশীলনী সংক্রান্ত জবাবদিহি প্রসঙ্গে কয়েকটা ভুল সংশোধন করে দেওয়া হল।

২৫শে

যে রাস্তাটা নিয়ে যাবে সটান আক্রমণকারীদের পেছনে, মার্কসের সঙ্গে আমরা সেই রাস্তাটা দেখে আসতে গেলাম। পৌঁছুতে এক ঘণ্টার মত লাগল, কিন্তু বড় তোফা জায়গা।

আরগানারাজের বাড়ির মুখোমুখি পাহাড়টা থেকে ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি চালিয়ে দেখবার জন্যে আনিসেতো আর বেঞ্জামিন বেরিয়েছিল, কিন্তু রাস্তা হারিয়ে ফেলে—তার ফলে যন্ত্রটা তারা পরখ করতে পারে নি। অনুশীলনীর পুনরাবৃত্তি অবশ্যই করতে হবে। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখবার জন্যে অন্য একটি গর্ত খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। এল্-লোরো এসে গেছে; ওকে আগুয়ান দলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোরো আরগানারাজের সঙ্গে কথা বলেছে এবং আমি কী ভাবছি তাও জানিয়েছে। 'ভালেগ্রান্দিনো'টিকে সে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছিল, এ কথা কবুল করল; কিন্তু পুলিশে খবর দেওয়ার ব্যাপারে তার যে কোনো হাত আছে, এটা সে অস্বীকার করল। আরগানারাজ তাকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছিল, সেই কারণে ভালেগ্রান্দিনোকে কোকো এমন ভয় দেখাল যে, সে আর ওবাড়িমুখো হল না। মানিলার কাছ থেকে এই মর্মে একটি খবর পাওয়া গেল যে, সমস্তই ঠিকমত যথাস্থানে পৌঁচেছে এবং সিমন রেয়েস যেখানে অপেক্ষা করছে কোলে সেখানে যাবে ব'লে রওনা হয়ে গেছে। ফিদেল আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সব শুনবেন কিন্তু ওদের প্রতি কঠোর হবেন।

২৬শে

নতুন গর্তটার কাজে সবে আমরা হাত দিতে যাচ্ছি, এমন সময় খবর এল—লোয়োলাকে সঙ্গে করে গেভারা এসে পৌঁচেছে; মধ্যবর্তী ক্যাম্পে ছোট বাড়িটাতে যাব ব'লে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এবং বেলা ১২টায় সেখানে পৌঁছুলাম।

গেভারার কাছে আমি আমার শর্তগুলো পেশ করলাম; গ্রুপ উঠিয়ে দিতে হবে, কারো কোনো পদমর্যাদা থাকবে না, আপাতত কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয় এবং জাতীয় আর আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অনৈক্য নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ এড়িয়ে চলতে হবে। অকপট আন্তরিকতায় গেভারা সব শর্তই মেনে নিল। গোড়ার দিকের অনুৎসাহের ভাব কেটে গিয়ে বলিভিয়ানদের সঙ্গে সহৃদয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

লোয়োলা মেয়েটিকে দেখে বেশ ভালো মনে হল। বয়স খুব কম এবং ভদ্র, কিন্তু ওর দৃঢ়চিত্ততার মধ্যে যে কোনো গলদ নেই, একটু লক্ষ করলেই তা ধরা যায়। যুব আন্দোলন থেকে অচিরেই ওকে তাড়ানো হবে, তবে ওরা চাইছে ওকে দিয়ে পদত্যাগ করাতে। কর্মীদের নির্দেশাবলী এবং দলিলপত্র দিলাম এবং যে টাকা খরচ হয়েছে তা পূরণ করে দিলাম, টাকার পরিমাণ দাঁড়াল ৭০ হাজার পেসো। ক্রমশ আমাদের টাকায় টান পড়ছে।

আমাদের গ্রন্থিজালের কর্তা হিসেবে ডাঃ পারেজার নাম প্রস্তাবিত হল এবং ১৫ দিনের মধ্যে রোদল্ফো এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

ইভানকে নির্দেশ দিয়ে একটি চিঠি পাঠালাম (৬নং দলিল)।

কোকোকে জীপটা বেচে দেবার নির্দেশ দিলাম, তবে বলে দিলাম খামারবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের যেন নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকে।

রাত্তির হয়ে আসায় আমরা ৭টা আন্দাজ বিদায় নিলাম। কাল রাত্রে ওরা চলে যাবে এবং প্রথম ৪ জনের গ্রুপ নিয়ে গেভারা ফিরে আসবে ১৪ই ফেব্রুয়ারি। তার আগে সে আসতে পারবে না, কারণ

একে তো যাতায়াতের অসুবিধে, তাছাড়া কার্নিভালের উৎসব অনুষ্ঠানের জন্যে লোকজনেরা হাওয়া হয়ে যাবে।

বার্তাপ্রেরণের জন্যে আরও শক্তিশালী বেতারযন্ত্র আসবে।

২৭শে

একটা সাঁজোয় গন্দোলা পাঠানো হয়েছিল, তাতে বলতে গেলে ঝেড়েপুঁছে সব আনা হয়েছে। কোকো এবং সংবাদবাহকদের আজ রাত্রে রওনা হওয়ার কথা, ওরা কামিরিতে থেকে যাবে এবং কোকো জীপ বিক্রির ব্যবস্থা করতে আর ১৫ই তারিখের পরেকার প্রস্তুতি-পর্বের জন্যে সান্তাক্রুজে চলে যাবে।

সমানে গুহা খোঁড়ার কাজ চলেছে। ফাঁদে একটা টাটু* ধরা পড়েছিল। যাত্রাপথে যে সরবরাহের দরকার হবে, তার প্রস্তুতিপর্ব শেষ করা হচ্ছে। মোদ্দা কথা, কোকো ফিরে এলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

২৮শে

পুরনো শিবির থেকে যথাসর্বস্ব গন্দোলায় চালান করে দেওয়া হল। খবর পাওয়া গেল, ফসলের ক্ষেতটি প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে 'ভালেগ্রান্দিনো'টি ধরা পড়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সটকান দেয়।

সব কিছু থেকেই এটা আঁচ করা যাচ্ছে যে, খামারবাড়ি সম্পর্কে কী করা হবে না হবে চূড়ান্তভাবে তা স্থির করার মুহূর্ত আসন্ন।

১০ দিনের পদযাত্রার সরবরাহ সব তৈরি এবং তারিখও ধার্য হয়েছে; কোকো ফিরে আসার দু-একদিন পরে অথবা ২রা ফেব্রুয়ারি।

২৯শে

রান্না, শিকার আর পাহারার লোকজনেরা ছাড়া, আর সকলেরই

* আর্মাডিলো—আমেরিকার অদন্তী একরমের প্রাণী, গায়ে হাড়ের বর্ম।

আজ শুয়ে-বসে আয়েস করার দিন। কোকো এসে গেল বিকেলে। সান্তাক্রুজে না গিয়ে কোকো গিয়েছিল কামিরিতে। রাস্তায় এক জায়গায় লোয়োলাকে একা ফেলে কোকোকে চলে যেতে হয়; লোয়োলা সেখান থেকে লা-পাথের বাস ধরবে। ময়হেস্ বাসে চেপে সুক্রেতে যাবে। রবিবার দিনটা জনসংযোগের জন্যে ধার্য হয়েছে।

যাত্রারম্ভের দিন হিসেবে সাব্যস্ত হল ১লা ফেব্রুয়ারি। গন্দোলায় ১২ জনের দলবল এবং খাবার দাবারের বেশির ভাগটাই যাচ্ছে গন্দোলায়। অবশিষ্টাংশ আনতে ৫ জন লোক লাগবে।

শিকারীর দল ফিরে এল শুধু হাতে।

যার যার নিজের নিজের জিনিসপত্র রাখবার জন্যে যে গুহাটি কাজে লাগানো হবে, সে গুহাটি খুব সুবিধের নয়।

৩১শে

ক্যাম্পে আজ শেষ দিন। পুরনো শিবির খালি করে গন্দোলায় সব কিছু উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পাহারার লোকজন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আন্তনিও, নাতো কাম্বা আর আতু'রো থেকে গেল। ওরা পরে যাবে। ওদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হল: অন্তত তিনদিন পর পর ওরা যেন যোগাযোগ করে; ৪ জন যতক্ষণ আছে, দুজন থাকবে সশস্ত্র; পাহারার কাজে যেন কিছুতেই ঢিলে দেওয়া না হয়; নবাগতদের সাধারণ নিয়মানুসারেই তালিম দিতে হবে, কিন্তু যেটুকু না জানলে নয় তার বেশি যেন তাদের জানানো না হয়; কারো ব্যক্তিগত মালপত্র এখানে যেন না থাকে, অস্ত্রশস্ত্রগুলো বনের মধ্যে ক্যানভাস চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে। অতিরিক্ত টাকাকড়ি সবসময় ক্যাম্পেই যেন মজুত থাকে, দলের একজন সেটা নিজের কাছে রাখবে। খুলে-দেওয়া পথঘাট আর আশপাশের খাঁড়িগুলো সম্পর্কে খুঁটিয়ে খবর নিতে হবে। যদি অকস্মাৎ এ জায়গা ছেড়ে যেতে হয়, তাহলে আন্তনিও আর আতু'রো যাবে আতু'রোর গুহায়;

নাতো আর কাম্বা খাঁড়ির রাস্তা দিয়ে সরে পড়বে এবং একজন একটা জায়গায় খবর দিয়ে যাবে—কোন্ জায়গা সেটা কাল ঠিক করা হবে। লোকসংখ্যা যদি ৪ জনের বেশি হয়, তাহলে একদল ভাঁড়ারের গুহাটি পাহারা দেবে।

সৈন্যদলকে ডেকে অভিযান সংক্রান্ত সর্বশেষ নির্দেশ দিলাম। কোকোর সঙ্গেও কথা হল ; তাকে কী করতে হবে না হবে চূড়ান্ত-ভাবে বললাম (৭নং দলিল)।

মাসিক বিশ্লেষণ

এমনটা হবে আগেই আঁচ করেছিলাম—গোড়ায় মন্‌গের মনোভাবটা ছিল ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের, পরে তা বেইমানির রূপ নিয়েছে।

পার্টি এখন আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে এবং জানি না এর কী পরিণাম হবে, তবে আমাদের পক্ষে সেটা একটা অগ্নিপরীক্ষা হবে না এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তার ফল শুভ হতে পারে (এ ব্যাপারে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ)। সব চাইতে সাচ্চা সংগ্রামী মানুষেরা আমাদের সঙ্গে আছে—যদিও মাঝে মাঝে নিজেদের বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে তাদের যুঝতে হয়।

এ পর্যন্ত গেভারার কাছ থেকে ভালোরকম সাড়া পাওয়া গেছে। গেভারা এবং তার লোকজনেরা ভবিষ্যতে কী ধরনের আচরণ করে আমাদের দেখতে হবে।

তানিয়া চলে গেছে, কিন্তু আর্জেন্টিনার লোকগুলোর আর তানিয়ার দিক থেকে একদম কোনো সাড়াসুড়ি নেই। এতদিনে এবার প্রকৃত গেরিলা পর্ব শুরু হচ্ছে ; সৈন্যদের আমরা বাজিয়ে দেখব। শেষ পর্যন্ত কী ফল দাঁড়াবে এবং বলিভিয়ার বিপ্লবের কী ভবিষ্যৎ হবে—উত্তরকাল তার জবাব দেবে।

আগে থেকে যা যা হবে ব'লে ভেবে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে

হতে সবচেয়ে বেশি সময় নিল বলিভিয়ান যোদ্ধাদের এসে দলে ভেড়ার ব্যাপারটা।

ফেব্রুয়ারি

১লা

প্রথম পর্যায় শেষ হল। লোকজনেরা খানিকটা দম নিকলে যাওয়া অবস্থায় ফিরল, তবে যার ওপর যা দায়িত্ব ছিল তারা মোটের ওপর ভালো ভাবেই পালন করেছে। আমার আর মোরোর ন্যাপ্‌স্যাক ঘাড়ে করে আন্তনিও আর নাতো এসে হাজির— ম্যালেরিয়া থেকে উঠে মোরো এখনও পুরোপুরি সারে নি। আত্মপক্ষ নির্ণয়ের জন্যে সাঙ্কেতিক শব্দ ঠিক করতে ওরা এসেছিল।

রাস্তার কাছে এক গাছতলায় একটা বোতলের মধ্যে বিপদ্‌জ্ঞাপক কল বসানো হয়েছে।

হোয়াকিন বোঝার ভারে পথ আটকে পড়ে যাওয়ায় পশ্চাদ্ভাগরক্ষীদের পুরো দলটা আর এগোতে পারে নি।

২রা

মন্থর গতিতে চলা শ্রমসাধ্য দিন। অভিযাত্রীদের আস্তে চলার জন্যে কতকাংশে ডাক্তার দায়ী, তবে এমনিতেই সাধারণভাবে গতিটা ধীর। ৪টের সময় আমরা শেষ জায়গায় গিয়ে আস্তানা গাড়লাম যেখানে জল আছে। আগুয়ান দলটির ওপর নির্দেশ ছিল নদী পর্যন্ত (সম্ভবত ফ্রিয়াস নদী) যাওয়ার, কিন্তু তারাও তেমন দ্রুত পায়ে এগোতে পারে নি। রাত্রে বৃষ্টি হল।

৩রা

যখন সকাল হল তখনও বৃষ্টি। কাজেই আমরা আমাদের যাত্রাকাল পিছিয়ে ৮টা করলাম। আমরা হাঁটতে শুরু করার পর

আনিসেতো দড়ি নিয়ে উপস্থিত হল—দুর্গম গিরিখাত পার হতে আমাদের যাতে সাহায্য হয়। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার বৃষ্টি এল। ১০টায় ভিজে জাব হয়ে আমরা খাঁড়িতে পৌঁছুলাম এবং ঠিক হল, আজ আর আমরা পদযাত্রায় বার হব না। খাঁড়িটি ফ্রিয়াস নদী হতেই পারে না, ম্যাপে এর আদৌ অস্তিত্ব নেই।

আগুয়ান দল আগামী কাল পাচোকে সামনে নিয়ে যাত্রা করবে এবং আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

৪ঠা

সকালবেলায় বেরিয়ে পড়ে বিকেল ৪টে অবধি আমরা হাঁটলাম; মধ্যে দুপুরে সুপ খেতে শুধু দু ঘণ্টার বিরতি। নাকাহুয়াসুর ধার দিয়ে ধার দিয়ে রাস্তা; রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভালো, তবে পায়ে জুতো থাকলে মারাত্মক—ইতিমধ্যেই বেশ কিছু কমরেড পা প্রায় খালি করে ফেলেছে।

সৈন্যেরা হাঁপিয়ে পড়েছে, কিন্তু যাকে যা বলা হয়েছে প্রত্যেকেই শুনেছে। আমার বোঝা থেকে প্রায় ১৫ পাউণ্ড ভার লাঘব করা হয়েছে, এখন আমি স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারছি কিন্তু আমার কাঁধের ব্যথা সময় সময় সহ্য করা দুষ্কর হয়ে উঠছে।

কিছুকালের মধ্যে নদীর ধারে কোনো জনপ্রাণী পদার্পণ করেছে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে ম্যাপ দেখে মনে হচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে আমাদের সামনে লোকালয় এসে যেতে পারে।

৫ই

সকালবেলায় ৫ ঘণ্টা হাঁটার পর (১২।১৪ কিলোমিটার), আগুয়ান দলটি হঠাৎ এসে আমাদের বলল ওরা কিছু জন্তুজানোয়ার দেখতে পেয়েছে (পরে দেখা গেল, একটি মাদী ঘোড়া আর তার ছোট ছোট বাচ্চা)। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং খোঁজখবর নেবার নির্দেশ দিলাম—যাতে এই সম্ভাব্য জনবসতিপূর্ণ জায়গাটি

আমরা এড়াতে পারি। আমরা কি এখন হুরিপিতিতে? না, ম্যাপে সালাদিল্লো ব'লে চিহ্নিত শাখানদীর ধারে? এই নিয়ে আলোচনা চলল। পাচো ফিরে এসে খবর দিল, সামনে নাকাহুয়াস্থর চেয়ে কয়েকগুণ বড় একটা নদী রয়েছে এবং সে নদী হেঁটে পার হওয়া যাবে না। আমরা সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম প্রকৃতপক্ষে এটাই সেই রিও গ্রাদো নদী—জলে টইটম্বুর হয়ে আছে। ইতস্তত জীবন-যাত্রার নিদর্শন রয়েছে বটে, তবে কিছুটা পুরনো; রাস্তাগুলো খানিকটা গিয়ে ঘাসে-ঢাকা মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গেছে, জীবনের সেখানে কোনো চিহ্ন নেই। জলের সুবিধের জন্যে নাকাহুয়াস্থর কাছে একটা ওঁছা জায়গায় আমরা আস্তানা গাড়লাম, কাল আমরা নদীর (পুব আর পশ্চিম) তুদিকেই অনুসন্ধানের কাজ চালাব, যাতে বিভিন্ন জায়গা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল হতে পারি; অন্য একটি দল নদী পার হওয়ার চেষ্টা করবে।

৬ই

দিনটা বিনা ঝড়ঝাপ্টায় কাটল; হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করা গেল। ওয়াল্টার আর ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে হোয়াকিন বেরিয়েছিল রিও গ্রাদো নদী সংক্রান্ত তদন্তের কাজে; তারা নদী বরাবর ৮ কিলোমিটার গিয়েও এমন একটি জায়গা খুঁজে পায় নি, যেখান থেকে হেঁটে নদী পার হওয়া যায়—তাদের চোখে পড়েছিল লবণজলে ভর্তি কেবল একটি খাঁড়ি। স্রোত উজিয়ে মারকস্ বেশিদূর এগোতে পারে নি ব'লে ফ্রায়াস পর্যন্ত পৌঁছোয়নি; তার সঙ্গে ছিল আনিসেতো আর লোরো। আলেয়ান্দ্রো, ইন্তি আর পাচো সাঁতরে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। এর চেয়ে কিছুটা যুতসই জায়গার খোঁজে আমরা প্রায় এক কিলোমিটার পেছনে সরে গেলাম। পম্বোর শরীরটা তত ভাল নেই।

কাল আমরা একটা ভেলা বানাবার কাজে হাত দেব। তারপর ভেলায় ক'রে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করব।

৭ই

মারকসের তত্ত্বাবধানে ভেলা তৈরি হল; ভেলাটা অতিরিক্ত রকমের বড় হয়ে গেছে, সরানো নড়ানো এক সমস্যা। ১টা-৩০ মিনিটে আমরা নদীর দিকে যেতে শুরু করলাম এবং ভেলা ছাড়ল ২টা-৩০ মিনিটে। আগুয়ান দল দু খেপে ওপারে পেঁৗছে গেল। মাঝের দলের অর্ধেক লোক আর সেই সঙ্গে আমার কাপড়-চোপড়, হ্যাপস্যাক্‌টি বাদে, নদী পার হল তৃতীয় খেপে। মাঝের দলটির বাকি সবাইকে নিয়ে পরের বার নদী পার হওয়ার সময় রুবিওর হিসেবে ভুল হয়; তার ফলে, ভাঁটার টানে প'ড়ে ভেলাটা ভেসে চলে যায়। আগের ভেলাটি নষ্ট হওয়ায় হোয়াকিন তখন আরেকটি ভেলা তৈরি করতে লেগে গেল। যখন সেটি তৈরি হল, তখন রাত ৯টা। বৃষ্টি না হওয়ায় এবং নদীর জল ক্রমশ কমে যেতে থাকায় রাত্রে নদী পার হওয়া এমন কিছু জরুরী নয়। মাঝের দলের মধ্যে এপারে পড়ে রইলাম আমি, তুমা, উর্বানো, ইন্তি আর আলেয়ান্দ্রো। আমি আর তুমা মাটিতেই ঘুমোলাম।

১০ই

ইন্তির সাকরেদ সেজে চাষীদের সঙ্গে আমি কথা বলতে গেলাম। আমার ধারণা, ইন্তির জড়সড় হয়ে থাকা ভাবের জন্যে অভিনয়ে তেমন ফল হল না।

একজন জাতচাষীর সঙ্গে আমরা কথা বললামঃ লোকটা আমাদের কাজে সহায় হতে পারে, কিন্তু তাতে যে বিপদের আশঙ্কা আছে সেটা তার মাথায়ই ঢুকবে না—সেই কারণেই, ভবিষ্যতে লোকটা আমাদের বিপদে ফেলতে পারে। কৃষকদের বিষয়ে লোকটা আমাদের কিছু কিছু হদিশ দিল, কিন্তু নিশ্চয়তার অভাবে তার কথাগুলো খুব সুনির্দিষ্ট হল না।

যে-সব ছোট ছেলেমেয়ে কৃমিতে ভুগছে, ডাক্তার তাদের ওষুধপত্র

দিল। আরেকটি লোকেরও চিকিৎসা করা হল, মাদী ঘোড়ায় তাকে চাট মেরেছিল। অতঃপর আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। বিকেলে আর রাত্তিরে ব'সে তৈরি করা হল উমিতা* (খেতে ভাল নয়)। রাত্রে সব কমরেডকে ডেকে পরের দশটি দিন সম্পর্কে আমার বক্তব্য বললাম। আসলে আমি চাই আরও দশটা দিন হেঁটে মাসিকুরির দিকে যেতে, কমরেডরা সবাই যাতে কাছ থেকে সেপাই-পল্টনদের দেখতে পায়। পরে আমরা ফ্রায়াস নদীর দিক দিয়ে ফেরবার চেষ্টা করব, যাতে আরেকটি পায়ে-চলা-পথ আমরা রেখে যেতে পারি।

(কৃষকটির নাম রোজাস)

১১ই

নদীর পাড় বরাবর পায়ে-চলা-পথের সুস্পষ্ট ছাপ। আমরা সেই চিহ্ন ধ'রে এগোতে এগোতে এমন জায়গায় এলাম যা প্রায় অনতিক্রম্য এবং মাঝে মাঝে পথের কোনো নিশানাই নেই। দুপুরে আমরা যে জায়গাটায় এলাম, তার পাশে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ বড় একটা নদী। এ থেকে আমার হঠাৎ মনে হল, এই বোধহয় সেই মাসিকুরি। একটা খাঁড়ির ধারে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম; মার্‌কস্ আর মিগোয়েল উজানের দিকে চলে গেল নদীর জল কোথা দিয়ে বেরোচ্ছে দেখতে। এইভাবে আমরা স্থিরনিশ্চয় হলাম যে, এটাই মাসিকুরি। মনে হল, ভাটির পথে আরও নেমে গেলে হেঁটে নদী পেরোনোর প্রথম ঘাট। সেখানে একদল চাষী ঘোড়ার পিঠে মালপত্র তুলছে, দূর থেকে দেখা গেল। ওরা খুব সম্ভব রাস্তায় আমাদের পায়ের ছাপ দেখেছে। কাজেই এখন থেকে আমাদের বেজায় হুঁশিয়ার হতে হবে। চাষীটি যা বলেছিল, তাতে এখান থেকে আরেনালেসের দূরত্ব এক বা দু লীগা† হবে।

(* মাংসের পুর-দেওয়া ভুট্টার রুটি) †লীগ = ৩১/২ মাইল

১২ই

আগুয়ান দলটি কাল ছ কিলোমিটার পথ হেঁটেছে, খুব দ্রুত হাঁটার পর পায়ের দাগ ভাঙা হল আস্তে আস্তে। বিকেল ৪টের সময় আমরা বড় রাস্তা পেয়ে গেলাম—সম্ভবত এই রাস্তাটাই আমরা খুঁজছিলাম। নদীর ওপারে যে বাড়িগুলো আমাদের ঠিক সামনে, সেগুলো আমরা বাদ দেব ঠিক করলাম; তার বদলে ঠিক হল, এপারের একটি বাড়ি আমরা দেখব। এ বাড়িটা হওয়া উচিত মন্তানোর, যেটা সম্পর্কে রোজাসের সায় ছিল। ইন্তি আর কোকো উঠে গেল বাড়িটা দেখে আসতে, বাড়িতে তারা কারো দেখা পেল না—তবে সব দেখেশুনে মনে হল এই সেই বাড়ি। সাড়ে ৭টায় আমরা নৈশ অভিযানে বেরিয়ে বুঝতে পারলাম আরও কী কী জিনিস আমাদের জানবার আছে। আনুমানিক ১০টায় ইন্তি আর লোরো সেই বাড়িটাতে আবার ঢুঁ মেরে এল; তারা যে খবর আনল সেটা খুব সুবিধের নয়, লোকটি মদ খেয়ে টুপভুজঙ্গ হয়ে আছে এবং আদৌ মিশুক প্রকৃতির নয়; বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে শুধু শস্যের দানা। নদীর ওপারে যেখানে হেঁটে পার হওয়ার ঘাট, সেখানে কাবালেরোর বাড়ি থেকে লোকটি মদ খেয়ে এসেছে। কাছাকাছি একটা জঙ্গলে আমরা রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার শরীর আর বইছিল না, তার কারণ উমিতা আমার পেটে ঠিক সহ্য হয় নি; সেইজন্যে সারাদিন আর কিছুই দাঁতে কাটি নি।

১৩ই

মাঝরাত্রের পর মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। সকাল অবধি সমানে চলল। নদী উঠল ফুলে ফেঁপে। একটু ভালো খবর মিলল: গৃহকর্তার যে ছেলে, তারই নাম মন্তানো; বছর ষোল বয়েস। মন্তানোর বাবা বাড়িতে নেই, তার ফিরতে এখনও এক সপ্তাহ। নদীর নিম্নাংশ এখান থেকে এক লীগ দূরে; সেই অবধি পর্যাপ্ত পরিমাণে যথাযথ খবর তার কাছ থেকে পাওয়া গেল। নদীর বাঁ-দিক

দিয়ে তীর বরাবর একটা টানা রাস্তা আছে, তবে রাস্তাটা ছোট। একমাত্র পেরেথের ভাই থাকে এ পারে; মধ্যম বর্গের চাষী সে। তার মেয়ের সঙ্গে সেনাবাহিনীর একজনের খুব দহরম-মহরম। খাঁড়ি আর ভুট্টাক্ষেতের ঠিক পাশে নতুন একটি ক্যাম্পে আমরা চলে এলাম। মার্কস্ আর মিগোয়েল বড় রাস্তায় পড়বার জন্যে একটা পায়ে-চলা রাস্তা বানিয়েছে।

উচ্চতা=৬৫০ মি (দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া)

১৪ই

একই তাঁবুতে দিনটা নিরুপদ্রবে কেটে গেল। ঐ বাড়ির সেই ছেলেটি তিন তিনবার এল; এসে এই ব'লে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেল যে, কয়েকটি শুয়োরের খোঁজে জনকয়েক লোক নদী পেরিয়ে ওপারে গেছে, কিন্তু বেশিদূর যায় নি। ফসলের ক্ষেত নষ্ট হওয়ার জন্যে ওকে আরও কিছু টাকা দেওয়া হল। পায়ে-চলার রাস্তা বার করতে সারাদিন গেল। একটা বাড়িঘরও আর নজরে পড়ল না। ওদের হিসেবে, ৬ কিলোমিটারের মত রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। কালকের অর্ধেক কাজ আজকেই সারা।

হাভানা থেকে আসা একটি দীর্ঘ সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করা হল। কোলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের খবরটাই তার মোদ্দা কথা। কোলে সেই সাক্ষাৎকারে বলেছে যে, এই কর্মকাণ্ডের বিরাট মহাদেশজোড়া গুরুত্ব সম্পর্কে আগে তাকে অবহিত করা হয় নি। কাজেই এরকম একটি পরিকল্পনায় হাত মেলাতে সে রাজী আছে। পরিকল্পনাটির চরিত্র সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে তাকে বলা হয়। কোলে, সিমন, রদ্রিগেথ এবং রামিরেথ—এরা সব আসবে। আমাকে জানানো হয়েছে; সিমন বলেছে যে, পার্টি যে সিদ্ধান্তই নিক্, আমাদের সাহায্য করবে ব'লে সে মন স্থির করে ফেলেছে।

ওরা আরও জানিয়েছে যে, এল্-ফ্রান্সেস নিজস্ব পাসপোর্ট নিয়ে

২৩শে তারিখে লা-পাথে গিয়ে পৌঁছুবে এবং পারেহা কিংবা রিয়ার বাড়িতে উঠবে। সংকেতলিপিতে একটি অংশ আছে, যার পাঠোদ্ধার এখনও করা যায় নি।

আমরা কিভাবে এই নতুন সালিসীমূলক আক্রমণের মহড়া নেব, তা ভেবে দেখতে হবে। অন্যান্য খবর ঃ মের্সির দর্শন পাওয়া গেছে, ডাকাতি হয়েছে ব'লে দাবি করায় টাকাটা পাওয়া যায় নি ; তহবিল তছরূপ হয়েছে ব'লে সন্দেহ করা হচ্ছে—আবার এও ভাবা হচ্ছে যে, এর পেছনে তার চেয়েও গুরুতর কোনো ব্যাপার থাকতে পারে। লাচিন যাচ্ছে, গিয়ে সে টাকাপয়সা আর ট্রেনিং চাইবে।

১৫ই

আজকের পদযাত্রায় বলবার মত কিছু ঘটে নি। রাস্তা পত্তনকারীরা যে পর্যন্ত পৌঁচেছিল, আমরা সকাল ১০ টায় সেইখানে এসে গেলাম। পরের দিকে সব কিছুই ঢিমেতালে চলল। ৫ টার সময় শোনা গেল যে, একখণ্ড আবাদী জমি নাকি দেখতে পাওয়া গেছে এবং ৬টার সময় জানা গেল খবরটা সত্যি। ইন্তি, লোরো আর আনিথেতোকে আমরা পাঠালাম কৃষকটির সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ; পরে জানা গেল, তার নাম মিগেল পেরেথ ঃ ধনী চাষী নিকোলাসের ভাই। কৃষকটির অবস্থা মোটেই ভালো নয়, তাই ভাই তাকে রীতিমতো শোষণ করে। সুতরাং মিগেল আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী। অনেক বেলা হয়ে যাওয়ায় আমরা আর খেলাম না।

১৬ই

যাতে সেই ভাইটির অনুসন্ধিৎসু চোখে আমরা না পড়ি, তার জন্যে কিছুটা পথ ঘুরে আমরা গেলাম। একটা পাহাড়ের ওপর আমরা ঘাঁটি করলাম। পাহাড়ের সামনে ঠিক ৫০ মিটার নিচে নদী। এইদিক থেকে ভালো যে, কেউ আচমকা আমাদের আক্রমণ করে বসতে পারবে না। নইলে জায়গাটা খুব সুখকর নয়। নদী

পেরিয়ে শৈলশ্রেণীর ওপর দিয়ে রোসিতার দিকে আমরা পাড়ি দেব। তার জন্যে বিস্তর খাবারদাবার লাগবে, আমরা সেই খানা পাকানোর কাজে লেগে গেলাম।

বিকেলে শুরু হয়ে সারা রাত ধরে চলল একটানা মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা যেসব মতলব ভেঁজেছিলাম সব মাটি ঃ নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় আবার আমরা আটকা পড়ে গেলাম। শুয়োর কিনে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করবার জন্যে কৃষকটিকে ১,০০০ ডলার ধরে দেওয়া হবে ঃ ওর পুঁজিবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

১৭ই

সকালেও বৃষ্টি ছাড়ল না ঃ ১৮ ঘণ্টা একনাগাড়ে বৃষ্টি। সবকিছু ভিজে জবজবে হয়ে আছে। নদী বেজায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মিগোয়েল আর ব্রাউলিওকে সঙ্গে নিয়ে মার্কস্‌কে পাঠালাম রোসিতায় যাবার রাস্তা খুঁজে বার করতে। ৪ কিলোমিটার রাস্তা কেটে ওরা ফিরল বিকেলে। মার্কস্ জানাল, আমরা যাকে পাম্পা দেল্ তিগ্রে বলি ঠিক সেই রকমের একটা পাহাড়ের ন্যাড়া মাথা এদিকেও তারা দেখেছে।

ইন্তির শরীর ভালো নেই, পেট ঠুসে খাওয়ার ফল।

উচ্চতা = ৭২০ মি (অস্বাভাবিক আবহাওয়া)।

হোসেফিনার জন্মদিন (৩৩)।

১৮ই

আংশিক ব্যর্থতা। আমরা আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম ; যারা রাস্তা বার করতে করতে এগোচ্ছিল, তাদের সঙ্গে সমান গতিতে। দুটোর সময় আমরা পাহাড়ের মাথার ওপরকার অধিত্যকায় এসে গেলাম। সেখানে ঝোপঝাড় ভাঙার ব্যাপার থাকল না। আমাদের আরো খানিকটা দেরি হয়ে গেল এবং ৩টের সময় একটা জলের জায়গা দেখে তার কাছেই আমরা তাঁবু ফেললাম—ভাবলাম কাল সকাল

বেলায় পাহাড়টা টপকানো যাবে। মার্‌কস্‌ আর তুমা গেল খোঁজখবর করতে, ওরা ফিরে এল বেজায় দুঃসংবাদ নিয়ে। পাহাড়ের গা এমন ঢালু যে, এমন কোনো ধার নেই যেখান দিয়ে নামা যায়। এখান থেকে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

উচ্চতা=৯৮০ মি।

১৯শে

দিনটা বৃথা গেল। পাহাড় থেকে নেমে খাঁড়ির জায়গাটায় এলাম; তারপর সেখান থেকে পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম ওঠা সম্ভব নয়। নতুন দিকটা দিয়ে ওঠবার জন্যে মিগেল আর আনিথেতোকে পাঠালাম। ওরা অন্য পাশে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের হার মানতে হল। আমরা সারাদিন ওদের অপেক্ষায় বসে থাকলাম; ফিরে এসে ওরা বলল এদিকেও সেই একই রকম পাহাড়ের খাড়া গা—যা পার হওয়া অসাধ্য। পশ্চিমদিকের খাঁড়ি পার হয়ে (অন্য খাঁড়িগুলো দক্ষিণে এবং সেখানেই পাহাড়ের শেষ) আমরা শেষ পাহাড়ের মাথায় কাল উঠতে চেষ্টা করব।

উচ্চতা—৭৬০ মি।

২০শে

সারাদিন টিকিয়ে টিকিয়ে চলা আর দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা: ভুট্টা-ক্ষেতের পাশে নদীতে গিয়ে পড়বার জন্যে মিগোয়েল আর ব্রাউলিও রওনা হয়েছিল পুরনো রাস্তাটা ধরে; সেখানে গিয়ে ওরা রাস্তা হারিয়ে ফেলে। শেষকালে সন্ধ্যে হয়-হয় এমন সময় খাঁড়িতে ফেরে। পরের খাঁড়িটাতে পৌঁছে আমি রোলান্দো আর পম্‌বোকে বললাম পাহাড়ের ধার অবধি দেখে শুনে আসতে; ৩টে বেজে গেল, তবু ওরা ফিরল না দেখে আমরা মার্‌কসের চিহ্নিত পথ ধরে এগিয়ে গেলাম। পেদ্রো আর এল্‌-রুবিওকে রেখে এলাম ওদের ফিরে

আসার অপেক্ষায়। সাড়ে ৪টের সময় ভুট্টা ক্ষেতের পাশের খাঁড়িতে এসে সেখানেই আমরা তাঁবু ফেললাম। সন্ধানীর দল ফিরে আসে নি।

২১শে

উজানমুখো আস্তে আস্তে হেঁটে যাওয়া। পমবো আর রোলান্দো ফিরে এসে জানাল, ওদিকের খাঁড়িটা হেঁটে পার হওয়া যায়; কিন্তু মার্কস্ বলল, এ খাঁড়িটাও হেঁটে পার হওয়া যাবে। আমরা ১১টায় রওনা হলাম; দেড়টা নাগাদ কয়েকটা ডোবা দেখতে পেলাম; জল সেখানে এমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হয়ে আছে যে, কারো সাধ্য নেই হেঁটে পার হয়। লোরোকে এগিয়ে গিয়ে খবর নিয়ে আসতে পাঠানো হল; ওর দেরি হচ্ছে দেখে পশ্চাৎরক্ষীদের দল থেকে ব্রাউলিও আর হোয়াকিনকে পাঠালাম। লোরো ফিরে এসে বলল, সামনে আরও এগিয়ে খাঁড়িটা এর চেয়েও ঢের প্রশস্ত এবং সেখান থেকে পার হওয়াও ঢের সহজসাধ্য। ওর কথা শুনে আমরা ঠিক করলাম হোয়াকিনের মুখ থেকে খবর শোনার জন্যে অপেক্ষা না করেই আমরা এগিয়ে যাব। ৬টার সময় যখন আমরা তাঁবু খাটিয়ে বসেছি, হোয়াকিন এসে জানাল - পাহাড়ের মাথার ওপর ওঠা সম্ভব এবং বিভিন্ন রাস্তায় ওঠা যেতে পারে।

ইন্তি অসুস্থ; বায়ুতে পেট ফুলে উঠেছে, এক সপ্তাহে এই দ্বিতীয়বার।

২২শে

সারাদিন গেল অতিকষ্টে পাহাড়ের মাথায় উঠে; মাথাগুলো ঘন ঝোপঝাড়ে দুর্ভেদ্য। দিনভর শরীরের ওপর এত ধকল গেছে যে, ওপরে ওঠবার আগেই এসে গেল আমাদের তাঁবু খাটাবার পালা; হোয়াকিন আর পেদ্রোকে পাঠালাম। ওরা একাই দেখে আসুক। ৭টার সময় ওরা ঘুরে এসে বলল, ঝোপ কেটে পরিষ্কার করতে অন্তত তিনটি ঘণ্টা সময় লাগবে।

উচ্চতা = ১,১৮০ মি।

মাসিকুরিতে প্রবহমান যে খাঁড়ি, আমরা এখন তার উৎসমুখে এসে পৌঁচেছি, তবে দক্ষিণের দিকে।

২৩শে

আমার আজ দিনটাই খারাপ, দম্ নিকলে গিয়েছিল, তবু হাল ছাড়ি নি—সে কেবল নেহাৎ নাছোড়বান্দা বলে। মার্কস্, ব্রাউলিও আর তুমা গিয়েছিল পথঘাটের ব্যবস্থা করতে; আমরা ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম ক্যাম্পে। ক্যাম্পে বসে আমরা একটা নতুন সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার করলাম; তাতে বলছে, ওরা আমার পাঠানো খবর ফ্রেঞ্চ বক্স মারফৎ পেয়েছে। ১২টায় আমরা যখন বেরোলাম সূর্য তখন এত তেতে আছে যে, পাথরে চিড় ধরে যাচ্ছে; কিছুক্ষণ পরে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠে আমার মনে হল, এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাব এবং তারপর আমি যে হেঁটেছি, সে কেবল নিতান্তই মনের জোরে। এই এলাকাটির সর্বাধিক উচ্চতা ১,৪০০ মিটার; এখান থেকে রিও গ্রান্দে, নাকাহুয়াসুর নদীমুখ এবং রোসিতার একাংশ—এইসব নিয়ে বিরাট একটি অঞ্চল দেখা যায়। ম্যাপে যে ভূ-সংস্থান দেখানো হয়েছে, এখান থেকে সেটি ভিন্ন রকমের মনে হল। একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা পেরিয়ে যেন হঠাৎ একটা বৃক্ষাচ্ছাদিত অধিত্যকা মতন জায়গায় এসে পড়া—৮।১০ কিলোমিটার বিস্তৃত যে জায়গাটির প্রান্তে রোসিতা নদী বয়ে চলেছে; তারপর এই শৈলশ্রেণীর মতই উঁচু আরেক সার পাহাড় পেরিয়ে দূরে দেখা যাবে সমতল ভূভাগ। পাহাড়ের গা বেশ ঢালু হলেও আমরা একটা যুতসই জায়গা দেখে নামব বলে ঠিক করলাম—যাতে আমরা নদীর স্রোত অনুসরণ করে যেতে পারি; নদীটি গিয়ে পড়েছে প্রথমে রিও গ্রান্দেতে এবং সেখান থেকে রোসিতায়। দেখে মনে হল, নদীর ধারে কোনো বাড়িঘর নেই, ম্যাপের বিপরীত। মরতে মরতে ৯০০ মিটারে এসে আমরা তাঁবু ফেললাম; এক ফোঁটা জল নেই, তার ওপর অন্ধকার হয়ে আসছিল।

কাল ভোরবেলায় আমার কানে এসেছিল, মার্কস্ একজন কমরেডকে বলছে—জাহান্নামে যাও। আবার আজ সেই একই কথা আরেকজনকে বলতে শুনলাম। মার্কসের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা দরকার।

এর্নেস্তিকোর জন্মদিন (২)

২৪শে

রসকষহীন কঠিন পরিশ্রমের দিন। জলের অভাবে কাজ খুব সামান্যই এগোল, যে সোঁতাটি ধরে আমরা হাঁটছিলাম তাতে জল ছিল না। ১২টার সময় রাস্তা পত্তনকারীরা এলিয়ে পড়ায় তাদের জায়গায় বদলী লোক দেওয়া হল; বেলা দুটো নাগাদ কিছুটা বৃষ্টি হওয়ায় পাত্রগুলো ভরে নেওয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে জল জমে থাকা একটা অগভীর জায়গা মিলল এবং ৫টার সময় জলের ঠিক ধারে একটা ছোট সমান জমিতে আমরা তাঁবু ফেললাম। মার্কস্ আর উর্বানো অনুসন্ধানের কাজে আরো প্রায় দু কিলোমিটার দূরে। কিন্তু খাঁড়ির পাশ দিয়ে রাস্তাটা গেছে, সেটা খুব খারাপ; কেননা খাঁড়িটা একটা জলাভূমির আকার নিয়েছে।

উচ্চতা=৬৮০ মি।

২৫শে

দিনটা খারাপ। আমরা খুব সামান্যই এগোতে পেরেছি; তার ওপর, মার্কস্ ভুল রাস্তায় চলে গিয়ে সকালটা নষ্ট করেছে। মার্কস্ বেরিয়েছিল মিগোয়েল আর লোরোকে নিয়ে। ১২টার সময় এই খবরটা দিয়ে সে বদ্‌লী লোক চেয়ে পাঠাল এবং কাজে অংশ নেওয়ার জন্যে ব্রাউলিও, তুমা আর পাচো সেইমত চলে গেল। দু ঘণ্টা পরে পাচো ফিরে এসে বলল ওরা আর আদৌ কানে শুনতে পারছে না ব'লে মার্কস্ তাকে পাঠিয়ে দিল। সাড়ে ৪টের সময় বেনিগ্‌নোকে আমি পাঠালাম মার্কস্‌কে এই কথা পই পই ক'রে বলতে যে, ৬টার মধ্যে

নদী খুঁজে পাওয়া না গেলে ওরা যেন ফেরত চলে আসে। বেনিগ্‌নো চলে গেলে পাচো এসে আমাকে বলল যে, মার্‌কস্‌ তাকে গা-জুরি হুকুম করেছে, মাচেতে উঁচিয়ে ভয় দেখিয়েছে এবং বাঁট দিয়ে মুখে মেরেছে। পাচো ফিরে গিয়ে যখন মার্‌কস্‌কে বলেছে যে, আর কাজ করবে না—মার্‌কস্‌ তখন আবার তাকে ভয় দেখিয়েছে। এমনভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে যে, তার জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে।

ব্যাপার ঘোরালো হয়ে উঠেছে দেখে ইন্তি আর রোলান্দোকে ডেকে পাঠালাম; মার্‌কসের স্বভাবের দরুন অগ্রবর্তীদের দলে খারাপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, এটা তারা দুজনেই স্বীকার করল; কিন্তু সেইসঙ্গে তারা এ কথাও বলল যে, পাচো নিজেও কিছু কিছু হঠকারী কাজ করেছে।

২৬শে

সকাল বেলায় মার্‌কস্‌ আর পাচোকে ডেকে ওদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইলাম; ওদের বক্তব্য শোনার পর স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মার্‌কস্‌ অপমান আর দুর্ব্যবহার করেছে ঠিকই, তবে কাটারি তুলে ভয় দেখালেও তার মারের কথাটা ঠিক নয়। পাচোরও দোষ ছিল; মুখ খারাপ করে সে কথার জবাব দিয়েছে এবং তার বলার মধ্যে ধাষ্টামোর ভাব ছিল; তার এ ধরনের আচরণ আগেও দেখা গেছে। সবাই এক জায়গায় জড়ো হওয়ার পর আমি বললাম রোসিতায় পৌঁছুবার এই যে চেষ্টা, তার মানে কী। আমি সবাইকে বুঝিয়ে বললাম যে, ভবিষ্যতে যে ক্লেশ আমাদের ভোগ করতে হবে, এ কষ্টটা তার সূচনা; সেইসঙ্গে এও বোঝালাম যে, নিয়মশৃঙ্খলা না থাকলে—যেটা দুজন কিউবার লোকের মধ্যে ঘটেছে, সেই রকমের নির্লজ্জ ঘটনা ঘটতেই পারে। মার্‌কসের মনোভাবের আমি সমালোচনা করলাম এবং পাচোকে স্পষ্টভাবে বললাম যে, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে গেরিলা দল থেকে মাথা মুড়িয়ে বার করে দেওয়া হবে। পাচো যোগাযোগ সংক্রান্ত-যন্ত্রপাতির কাজে লেগে থাকতে

শুধু অস্বীকার করে নি, সটান চলে এসেছে এবং আমাকে সে বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানায় নি, এবং আমাকে পরে, যতদূর মনে হয়, মারকসের মারের ব্যাপারটা বানিয়ে বলেছে।

বলিভিয়ানদের আমি বললাম, যদি তাদের বিশ্বাসের জোর কমে গিয়ে থাকে তাহলে বাঁকাচোরা রাস্তায় না গিয়ে আমাকে যেন তারা সোজাসুজি বলে এবং সে ক্ষেত্রে আমি তাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবার অনুমতি দেব।

রিও গ্রান্দেতে পৌঁছুবার চেষ্টায় আমরা হাঁটতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে, নদীর ধার বরাবর এক কিলোমিটারের ওপর পাড়ি দেবার পর, পাশ কাটানো অসম্ভব বলে আবার আমাদের পাহাড় বেয়ে উঠতে হল। বেঞ্জামিনকে মুশকিলে ফেলেছিল ওর ন্যাপস্যাকটা, তার ওপর শরীরটাও এলিয়ে পড়েছিল; ফলে বেঞ্জামিন আবার পেছনে পড়ে গেল। ও যখন আমাদের দিক্‌টাতে পৌঁছুলো, আমি ওকে সমানে চলবার নির্দেশ দিলাম; আমার কথামত ৫০ মিটার খানেক যাওয়ার পরে বেঞ্জামিন ওপরে ওঠার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। ওপরে তাকিয়ে রাস্তাটা দেখবার জন্যে সে তখন পাহাড়ের ধারে একটা সরু খাঁজে পা রাখতে যাচ্ছিল। উর্বানোকে যখন আমি বলতে যাচ্ছি ওকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে, বলতে না বলতেই বেঞ্জামিন পা ফস্‌কে সটান পড়ে গেল নদীতে। বেঞ্জামিন সাঁতার জানত না। ও যখন উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, তখন স্রোতের টানে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল; আমরা দৌড়ে গেলাম ওকে বাঁচাতে। কিন্তু আমাদের জাব্বাজোব্বা খোলবার আগেই মন্থর স্রোতের মধ্যে সে তলিয়ে গেল। রোলান্দো সাঁতার কেটে গিয়ে সেখানে ডুব দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু জলের তোড়ে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। ৫ মিনিট পর আমাদের সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিতে হল। ছেলেটা ছিল ক্ষীণজীবী, এ কাজের একেবারেই অনুপযুক্ত; কিন্তু সে চেষ্টা করেছিল মনের জোরে জয়ী হতে; তার দেহটা তার মনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে নি। রিও গ্রান্দে

নদীর ধারে এ এক অদ্ভুতভাবে মৃত্যুর হাতে আমাদের অভিষেক হল। রোসিতায় আজ আর পৌঁছুনো গেল না। তার আগেই পড়ন্ত বেলায় ৫টার সময় আমরা এক জায়গায় তাঁবু ফেললাম। কালো বরবটির শেষ বরাদ্দটুকু আমরা আজ খেয়ে শেষ করলাম।

২৭শে

আরও একদিন উপকূল বরাবর হেঁটে, পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত ঘর্মাক্ত কলেবরে রোসিতা নদীতে এসে পড়লাম। নাকাহুয়াসুর চেয়ে বড় হলেও মাসিকুরির চেয়ে এ নদীটা ছোট এবং এর জল লালচে ধরনের। যে রসদটা আলাদা ক'রে রাখা হয়েছিল, তার শেষ বরাদ্দটুকুও আজ আমরা খেয়ে ফুরিয়ে ফেললাম। যেখানে আমরা আছি, সেখান থেকে জনপদ আর সড়ক খুব দূরে নয়— অথচ এখানে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

উচ্চতা = ৬০০ মি।

২৮শে

আজ কতকটা শুয়ে ব'সে দিনটা কাটল। প্রাতরাশের (চা) পর, বেঞ্জামিনের মৃত্যুর ব্যাপারটা বিশ্লেষণ ক'রে এবং সিয়েরা মায়েস্ত্রার ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা উল্লেখ ক'রে অল্প কয়েকটা কথা আমি বললাম। আমার বলা শেষ হওয়ার পরই অনুসন্ধানীর দল যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ল। মিগোয়েল, ইন্তি আর লোরো রোসিতার উজানপথ ধ'রে চলে গেল, ওদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হল সাড়ে তিন ঘণ্টা হাঁটবার। আমি ভেবেছিলাম ঐ সময়ের মধ্যেই আবান-পোসিতো নদীতে ওরা পৌঁছুতে পারবে। কিন্তু পথের চিহ্ন না থাকার ফলে, দেখা গেল সময়ের হিসেবটা ঠিক হয় নি। ওরা এমন কিছু দেখে নি যা থেকে বলা যায় যে, ইদানীংকালের মধ্যে ওসব জায়গায় কেউ পদার্পণ করেছে। হোয়াকিন আর পেদ্রো সামনের পাহাড়গুলোতে উঠেছিল, কিন্তু কোনো চিহ্নই ওদের চোখে পড়ে নি।

—না রাস্তা, না রাস্তার কোনো চিহ্ন। আলেয়াল্রো আর রুবিও নদীর ওপারে গিয়েছিল, কিন্তু পায়ে চলার কোনো পথ দেখতে পায় নি ; ওদের দেখাটা হয়েছে ওপর-ওপর। মার্কসের তত্ত্বাবধানে একটা ভেলা তৈরির কাজ চলতে লাগল ; ভেলাটা তৈরি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর মুখের কাছাকাছি বাঁক দিয়ে রোসিতা নদী অতিক্রমের কাজ শুরু হয়ে গেল। ৫ জন লোকের বোঁচকাবুঁচকি ওপারে নিয়ে যাওয়া হল, পরের বার গেল মিগোয়েলের, তারপর যখন বেনিগ্নোর পালা এল—তখন দেখা গেল অন্যদের চেয়ে স্রেফ বিপরীত ব্যাপার ঘটল, আর বেনিগ্নোকে জুতোজোড়া ফেলে আসতে হল—এমন কাণ্ড !

ভেলাটা আর উদ্ধার করা গেল না ; দ্বিতীয় ভেলাটি তৈরি শেষ হয় নি ব'লে নদী পার হওয়ার ব্যাপারটা কালকের জন্যে তুলে রাখা হল।

মাসিক বিশ্লেষণ

ক্যাম্পের ভেতরে কী ঘটেছে আমার জানা না থাকলেও, সব কিছুই বেশ ভালোভাবে চলেছে ; ব্যতিক্রমও আছে, এ ক্ষেত্রে নিদারুণ।

বাইরের দিক থেকে, গ্রুপ পুরো করবার জন্যে যে ৬ জন লোককে পাঠাবার কথা ছিল তাদের সম্বন্ধে কোনো খবর নেই, ফরাসী দেশের লোকটির লা-পাথে ইতিমধ্যেই এসে যাওয়ার কথা এবং এখন যে কোনোদিন ক্যাম্পে এসে পড়তে পারে ; আর্জেন্টিনার লোকদের কাছ থেকে কিংবা চিনোর কাছ থেকে আমি কোনো খবর পাই নি ; দুদিকেই নির্বিঘ্নে সমস্ত কিছুর সংবাদ আসছে যাচ্ছে ; খুব নরম করে বললে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, পার্টির মনোভাবে দ্বিধাদুর্বলতা আর দুমুখোভাব এখনও বজায় রয়েছে—অবশ্য আরেকটি ব্যাখ্যাও থাকছে, নতুন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আমার কথা বলবার পর সেটাই হবে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা।

পদযাত্রার ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবেই উৎরেছিল—সব মাটি হল দুর্ঘটনার জন্যে, ফলে বেঞ্জামিনকে আমরা হারালাম ; লোকজনেরা এখনও একটুতেই ভেঙে পড়ে এবং বলিভিয়ানদের মধ্যে কিছু আছে যাঁরা ধোপে টিঁকবে না। গত কয়েকদিনের ভোঁচকানিতে দেখা যাচ্ছে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, এটা আরও প্রকাশ পায় যখন ওরা ভাগ ভাগ হয়।

কিউবা থেকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে একদল আছে, যাদের এর আগে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই ; সেই নতুনদের মধ্যে দুজন, পাচো আর রুবিও, নিজেদের তেমন এলেম দেখাতে পারে নি। তবে আলেয়ান্দ্রো নিশ্চয়ই পেরেছে, পাকাপোক্তদের মধ্যে মার্কস্কে নিয়ে হয়েছে জ্বালা আর রিকার্দো তার মোট বইছে না। আর সবাই ভালো ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

এর পরের পর্যায়ে হবে অসিতে অসিতে ঝঞ্চনা, সঙ্গে সঙ্গে জয়পরাজয়ও নির্ধারিত হবে।

মার্চ

১লা

সকাল ৬টায় বৃষ্টি শুরু হল। আমরা ঠিক করলাম বৃষ্টি থামবার পর নদী পার হব। কিন্তু বিকেল ৩টে পর্যন্ত সমানে বৃষ্টি পড়তে লাগল। ততক্ষণে নদী এমন ফুলতে ফাঁপতে শুরু করেছে যে, আমরা দেখলাম এ সময় নদী পার হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নদীর জল এখন বেশ উঁচুতে, শিগগির জল নামবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। একটা পরিত্যক্ত ছাউনি ছিল। জল ছেড়ে দূরে থাকার জন্যে আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম এবং এটা হল নতুন ক্যাম্প। হোয়াকিনও এই একই জায়গায় থাকল। সন্ধ্যেবেলা আমি খবর পেলাম, পোলো আর দুধের টিন আর ইউসেবিও দুধ আর সার্ডিন মাছের টিন হস্তগত করেছে। এরপর সবাইকে যখন খেতে

দেওয়া হবে, ওরা ছজন বসে আঙুল চুষবে—এটাই হবে ওদের শাস্তি।

২রা

ভোরবেলায় বৃষ্টি পড়ছিল ; আমার থেকে শুরু ক'রে সকলেরই মেজাজ টং। নদীর জল আরও বেড়ে গেছে। আমরা ঠিক করলাম বৃষ্টি ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব এবং নদীর সমান্তরালে থেকে যে রাস্তা ধরে এসেছিলাম সেই রাস্তা বরাবরই আমরা চলতে থাকব। আমরা রওনা হলাম ১২টায় ; সঙ্গে বেশ কিছু তালশাঁস। একটা পুরনো পায়ে চলার রাস্তা ছিল, সেটা এক জায়গায় এসে মিলিয়ে গেছে ; সুবিধে হবে ভেবে সেই রাস্তায় চলতে গিয়ে মূল রাস্তাটা থেকে আমরা সরে এসেছি। কাজেই সাড়ে ৪টের সময় আমরা পথ চলা থেকে ক্ষান্ত হলাম।

আগুয়ান দলটির কাছ থেকে এখনও কোনো খবর এল না।

৩রা

শুরুতে আমাদের বেশ উৎসাহ ছিল, হেঁটেওছি বেশ পুরোদমে ; কিন্তু যত সময় যেতে লাগল, ততই আমরা এলিয়ে পড়তে লাগলাম ; পাহাড়ের মাথায় পৌঁছুবার জন্যে দরকার হল সিধে ঠেলে ওঠার ; কেননা আমার ভয় হচ্ছিল, যে এলাকায় বেঞ্জামিন পড়ে গিয়েছিল সেখানে আবার দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নিচে থাকার সময় যে অঞ্চলে উঠতে আমাদের আধ ঘণ্টারও কম সময় লেগেছিল, সেই একই জায়গায় উঠতে এখন আমাদের চার ঘণ্টা লেগে গেল। খাঁড়ির কিনারায় আমরা পৌঁছুলাম ৬টায়। হাতে আমাদের মাত্র ৩টি তালশাঁস। মিগোয়েল আর উর্বানো, এবং পরে ব্রাউলিও, আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্যে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল, ওরা ফিরল রাত

৯টায়। ১২টা নাগাদ আমরা তালশাঁস (বলিভিয়ার ভাষায় 'তোতাই') খেলাম। ফলগুলো ছিল তাই বাঁচোয়া।

উচ্চতা—৬০০ মি

৪ঠা

মিগোয়েল আর উর্বানো সকালবেলায় বেরিয়ে পড়ে সারাদিন ধ'রে রাস্তা বার ক'রে বিকেল ৬টায় ফিরল। ওরা ৫ কিলোমিটার এগিয়েছিল; একটা খোলা জায়গা দেখে এসেছে, যেটা থাকায় আমরা আরও অনেকখানি যেতে পারব; রাস্তা আরও টেনে নিয়ে যেতে না পারলে তাঁবু ফেলার কোনো জায়গা নেই। শিকারীর দল তুটো বাঁদর, একটা কাকাতুয়া আর একটা ঘুঘু মেরে এনেছে; তালশাঁস দিয়ে সেগুলো খেয়ে ফেলা গেল। খাঁড়িতে বিস্তর তালশাঁস পাওয়া যায়।

লোকজনদের মনোবল কমে এসেছে এবং দৈহিক দিক দিয়ে দিন দিন নেতিয়ে পড়ছে। আমার পায়ে শোথরোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

৫ই

হোয়াকিন আর ব্রাউলিও বৃষ্টিতে বেরিয়েছিল রাস্তা বার করার কাজে; তুজনেই তুর্বল হয়ে পড়েছে বলে কাজ বেশিদূর এগোয় নি। বারোটা তালশাঁস জোগাড় হয়েছে আর বন্দুক দিয়ে গোটাকয়েক ছোট ছোট পাখি মারা হয়েছে; তার ফলে টিনের খাবারে আরও একদিন হাত না দিলেও চলবে। আমাদের হাতে থাকছে আরও তুদিনের মতন কিছু তালশাঁস।

৬ই

কিছুটা থেমে থেমে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আজ আমরা হাঁটলাম। মিগোয়েল, উর্বানো আর তুমারোর ওপর ছিল পথ বার করবার ভার। কিছুটা এগোনো গেছে; পাহাড়ের ওপরকার কয়েকটা জায়গা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে; জায়গাগুলো নাকাহুয়াসু অঞ্চলের বলে মনে

হয়। আজ পাওয়া গেছে একটিমাত্র ছোট্ট কাকাতুয়া—সেটি দেওয়া হল পেছনের দলটিকে। আমরা আজ মাংসের সঙ্গে তালশাঁস খেলাম। আমাদের হাতে আছে আর ৩ বারের মত যৎসামান্য খাবার।

উচ্চতা = ৬০০ মি।

৭ই

চার মাস হল। দলের লোকজনেরা ক্রমেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। কারণ, তারা দেখছে রসদ ফুরিয়ে আসছে অথচ পথ কিছুতেই ফুরোতে চাইছে না। আজ আমরা নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে ৪ কিংবা ৫ কিলোমিটার এগিয়েছি এবং শেষকালে একটা আশাপ্রদ রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। রসদ ৩½টি পাখি এবং অবশিষ্ট তালশাঁস, কাল থেকে শুধু টিনের খাবার। প্রত্যেক তিনজনের জন্যে একটি ক'রে টিনে ২ দিন হবে; তারপর দুধ এবং সেই সঙ্গে নটে-গাছটিও মুড়োবে। এখান থেকে নাকাহুয়াসু ২ কিংবা ২½ দিনের পথ।

৬১০ মি।

৮ই

চমকপ্রদ এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনাসহ আজকের দিনটাতে তেমন এগোনো যায় নি। রোলান্দো শিকারে বেরিয়েছিল; ওর জন্যে অপেক্ষা না ক'রে আমরা সকাল ১০টায় ক্যাম্প ছেড়ে চলে এসে-ছিলাম। মাত্র ঘণ্টা দেড়েক হেঁটে পথসন্ধানী আর শিকারীর দলটাকে (যথাক্রমে উর্বানো, মিগোয়েল, তুমা—মেদিকো আর চিন্‌চু) আমরা পেয়ে গেলাম, ওরা একগাদা কাকাতুয়া মেরেছিল এবং খনিজ জলের জায়গা দেখতে পেয়ে থেমেছিল। তাঁবু ফেলবার নির্দেশ দিয়ে আমি জায়গাটা দেখতে গেলাম। দেখে মনে হল এটা একটা অয়েল পাম্পিং স্টেশন। ইন্তি আর রিকার্দো জলে নেমে পড়ল, ওরা এমন ভান করল যেন ওরা শিকারী। ওরা সম্পূর্ণ পোশাক-পরা অবস্থাতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; ওদের মতলব ছিল দুটি পর্যায়ে নদী পার

হওয়ার। কিন্তু ইত্তি পড়ল মুশকিলে, ও প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। রিকার্দো এসে ওকে উদ্ধার করল এবং শেষ পর্যন্ত ওরা পাড়ে পৌঁছুলো ; ওদের হাঁক-ডাক সকলেরই কানে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা বিপদ্‌জ্ঞাপক কোনো সংকেত না ক'রে চোখের আড়াল হয়ে গেল। ১২টার সময় ওরা নদী পার হতে শুরু করে এবং ৩টে বেজে ১৫ মিনিটের সময় আমি যখন উঠে আসি তখনও পর্যন্ত ওরা যে বেঁচেবর্তে আছে এমন কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেল না। সারা বিকেল চলে গেল, তবু ওদের দেখা নেই। রাত ৯টা পর্যন্ত যে লোকটা শেষ পাহারায় ছিল, সে থাকা অবধি কোন রকম সংকেত পায় নি।

আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ২জন দামী কমরেড বিপদের আশঙ্কার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাদের কী হল আমরা জানি না। আমাদের মধ্যেকার সেরা সাঁতারু আলেয়ান্দ্রো আর রোলান্দো। ঠিক হল, কাল ভোরবেলায় ওরা দুজন নদী পার হবে। কাকাতুয়ার প্রাচুর্যে আর রোলান্দোর মারা দুটো ছোট বাঁদরের কল্যাণে তালশাঁস না থাকা সত্ত্বেও আগের দিনগুলোর চেয়ে খাওয়াটা আমাদের ভালই হল।

৯ই

সকাল সকাল আমরা নদী পেরোনো শুরু করে দিলাম, তার জন্যে অবশ্য একটা ভেলা বানিয়ে নিতে হল। তাতে বেশ খানিকটা সময় গেল। যে পাহারায় ছিল, সে আমাদের জানাল, নদীর ওপারে অর্ধনগ্ন লোকজন দেখা গেছে ; তখন ৮টা বেজে ৩০ মিনিট। নদী পার হওয়া তখনকার মত বন্ধ রাখা হল। একটা রাস্তা বার করা গেছে। যে রাস্তা দিয়ে ওপারে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুনো যাবে। কিন্তু যাবার সময় লোকে আমাদের দেখে ফেলতে পারে। সুতরাং খুব ভোরে, নদী যখন কুয়াশায় ঢাকা থাকে সেই সুযোগে আমাদের নদী পার হতে হবে। বেলা ৪টে নাগাদ সরবরাহকারী দলের লোকজনেরা (ইত্তি আর চিনচু) নদীতে ডুবসাঁতার দিয়ে অনেকখানি নিচের

দিকে এসে এপারে পৌঁচেছে। ওদের জন্যে ঠায় এক নাগাড়ে পাহারায় থাকতে হয়েছে, আমাকে থাকতে হয়েছিল সাড়ে দশটা থেকে। শুয়োরের মাংস, পাঁউরুটি, চিনি, কফি, কিছু টিনের খাবার, মজানো ভুট্টা ইত্যাদি ওরা এনেছে। কফি আর রুটি দিয়ে আমাদের ছোটখাটো একটা ভোজ হয়ে গেল। আমাদের ভাঁড়ারে যে মিষ্টি জমাট দুধের টিন ভবিষ্যতের জন্যে রাখা ছিল, সেটি খোলবার অনুমতি দেওয়া হল। ওরা বলল, প্রতি ঘণ্টায় তারা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে তারা লোকের চোখে পড়ে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি। মার্‌কস্ আর তার দলবল তিন দিন আগে ঐ পথ দিয়ে গেছে। এবং মার্‌কস্ তার স্বভাব অনুযায়ী প্রকাশ্যভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছে। ইয়াথিমিয়েন্তসের ইঞ্জিনিয়াররা ঠিক জানে না নাকাহুয়াসু কত দূরে, তবে তাদের ধারণা প্রায় ৫ দিনের পথ; তাদের ধারণা সত্যি হলে যা রসদ আছে তাতে অতদিন যাবে না। পাম্পটি একটি নির্মীয়মান পাম্পিং স্টেশনের।

১০ই

সকাল ৬টা বেজে ৩০মিনিটে আমরা রওনা হলাম। ৪৫ মিনিট হেঁটে পথসন্ধানীর দলটিকে আমরা পেয়ে গেলাম। ৮ টায় শুরু হল বৃষ্টি। ১১ টা পর্যন্ত সমানে। আমরা পুরোদমে প্রায় ঘণ্টা তিনেকের মত হেঁটে ৫ টায় ক্যাম্প করলাম। কয়েকটা পাহাড় চোখে পড়ল। নাকাহুয়াসু হওয়া সম্ভব। ব্রাউলিও জায়গাটা ঘুরে দেখে আসতে গেল। পরে ফিরে এসে বলল একটা পায়ে চলার রাস্তা আছে এবং নদী চলে গেছে সটান পশ্চিমে।

উচ্চতা = ৬০০ মি।

১১ই

দিনটা ভালোয় ভালোয় শুরু হল। আমরা পরিষ্কার রাস্তা ধরে ১ ঘণ্টার ওপর হাঁটলাম। হঠাৎ এক জায়গায় এসে রাস্তাটা আটকে

গেল। ব্রাউলিও কাটারিটা নিয়ে অতিকষ্টে এগিয়ে গিয়ে একটা বালিয়াড়ি দেখতে পেল। ব্রাউলিও আর উর্বানো রাস্তা বার করা অবধি আমরা অপেক্ষা করে রইলাম। যখন আবার আমরা যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় নদীতে হঠাৎ জল বেড়ে গিয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। নদীতে জল বেড়ে গেল প্রায় দু-মিটারের মত।

পথসন্ধানী দলটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আমরা বাধ্য হয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলাম। বেলা ১ টা বেজে ৩০ মিনিটের সময় আমরা হাঁটা বন্ধ করলাম। মিগোয়েল আর তুমাকে পাঠালাম আগুয়ান দলটির সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে এই নির্দেশ দেবার জন্যে যে, তারা যদি নাকাহুয়াসু বা অন্য কোনো ভালো জায়গায় পৌঁছে গিয়ে না থাকে তাহলে যেন ফিরে না আসে।

তিন কিলোমিটার রাস্তা ঠেঙিয়ে এবং একটা খাড়া পাহাড় বেয়ে ওরা ফিরল বিকেল ৬ টায়। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, আমরা আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গিয়েছি। তবে নদীর জল যদি নেমে না যায় তাহলে শেষের ক'দিন আমাদের হাড়ে দুর্বো গজাবে। তবে নদীর জল নামবে বলে তো মনে হয় না।

আমরা ৪।৫ কিলোমিটার হাঁটলাম। পেছনের দলটাতে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। এটা হয়েছে চিনি না থাকার জন্যে। দুটোর একটা ব্যাপার সন্দেহ করা হচ্ছে—হয় ঢের কম পরিমাণে চিনি বিলি করা হয়েছে, নয়তো ব্রাউলিও তা থেকে হাতিয়েছে। ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে হবে।

উচ্চতা = ৬১০ মি।

১২ই

কাল যে এলাকাটি খুলে দেওয়া হয়, আজ দেড় ঘণ্টা হেঁটে সেই পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি। যখন আমরা এসে পৌঁছুলাম, মিগোয়েল আর তুমা ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। খাড়া পাহাড়টার পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তাটা খুঁজে বার করতে; ওরা এসেছিল আমাদের আগে

আগে। দিনটা ঐ করতেই গেল ; আমাদের কাজের মধ্যে একমাত্র হল এইটুকু এইটুকু চারটে পাখি শিকার ; ভাত আর গেঁড়িগুগ্‌লির সঙ্গে আমরা সেসব খেলাম। আমাদের হাতে রইল আর দুবারের মত খাবার। মিগোয়েল ওপারে থেকে গেল ; দেখেশুনে মনে হচ্ছে, নাকাহুয়াসুতে যাওয়ার একটা রাস্তা চেষ্টাচরিত্র ক'রে সে কোনোরকমে বার করে ফেলেছে। আমরা ৩।৪ কিলোমিটার হাঁটলাম।

১৩ই

সকাল সাড়ে ছটা থেকে ১২টা পর্যন্ত মিগোয়েলের দেখানো রাস্তা বেয়ে আমরা দুরারোহ পাহাড়গুলোর ওপর উঠতে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলাম। মিগোয়েল রাস্তা বার ক'রে আসুরিক কাজ দেখিয়েছে। যখন আমরা ভাবছি নাকাহুয়াসুতে এসে গিয়েছি, সেই সময় আমরা এমন এবড়োখেবড়ো জায়গায় এসে পড়লাম যে ৫ ঘণ্টায় আমরা এগোলাম নামমাত্র। ৫ টার সময় আমরা একটা মাঝারি গোছের ঝর্ণার তলায় এসে ক্যাম্প করলাম। লোকজনেরা বেশ ক্লান্ত এবং আবার তারা রীতিমত মনমরা হয়ে পড়েছে। আর মাত্র একবারের খাবার আমাদের মজুত আছে। আমরা আরও ৬ কিলোমিটার পথ হাঁটলাম। কোনো ফল হল না।

১৫ই

আমরা মাঝখানের দলটা নদী পার হলাম। রুবিও আর মেদিকো আমাদের সাহায্য করল। নাকাহুয়াসুর মুখে গিয়ে পড়ব বলে আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছিল ভারী ভারী মালপত্র আর ছিল ৩ জন যারা সাঁতার জানে না। নদীর স্রোত আমরা আমাদের প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে ঠেলে নিয়ে গেল ; আগে ভেবেছিলাম ভেলায় উঠে নদী পার হব, এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হল না। আমরা ১১জন এপারে থেকে গেলাম। এবং মেদিকো আর রুবিও কাল আবার নদী পার হবে। খাওয়ার জন্যে ৪টে বাজপাখি মারা

হল। আরও খারাপ কিছু হতে পারত। লোকজনের মনোবল নিচু পর্যায়ে, মিগোয়েলের পা ছুটো ফুলে উঠেছে এবং আরও কয়েকজনের সেই একই উপসর্গ।

উচ্চতা = ৫৮০ মি।

১৬ই

ভয়াবহভাবে ফোলা রোগ দেখা দেওয়ায় আমরা ঠিক করলাম ঘোড়ার মাংস খাব। মিগোয়েল, ইন্তি, উর্বানো, আলেয়ান্দ্রো—এদের নানারকম রোগের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। আমি খুব বেশি রকম ছুর্বল হয়ে পড়েছি। আমাদের হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছে, কেননা আমরা ভেবেছিলাম হোয়াকিন ঠিক নদী পার হয়ে যাবে, কিন্তু তা ঘটে নি। আমাদের সাহায্য করবার জন্য মেদিকো আর রুবিও নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভাঁটার টানে ভেসে যাওয়ায় আমরা ওদের দেখতে পেলাম না। হোয়াকিন পার হওয়ার অনুমতি চাইল, ওকে অনুমতি দেওয়া হল; কিন্তু হোয়াকিনও ভাঁটার টানে ভেসে চলে গেল। ওদের ধরবার জন্যে আমি পম্‌বো আর তুমাকে পাঠিয়ে দিলাম। তারা ফিরে এসে বলল ওদের কাউকে খুঁজে পায় নি। বিকেল ৫টার সময় কব্জি ডুবিয়ে ঘোড়ার মাংস খাওয়া গেল, কাল সম্ভবত আমাদের এর ঠেলা সামলাতে হবে। হিসেব মতন রোলান্দোর আজ ক্যাম্পে ফিরে আসা উচিত। ৩২নং বার্তার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা হয়েছে, তাতে আছে একজন বলিভিয়ানের আসবার খবর, আরও এক বস্তা অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক (লিশ্‌মানিয়া) গ্লুকান্টাইন নিয়ে সে আমাদের দলে যোগ দেবে। এখন পর্যন্ত এর কোনোটাই আমরা পাই নি।

১৭ই

লড়াইয়ের মোকাবেলা করার আগে আরেক শোকাবহ ঘটনা। হোয়াকিন এসে হাজির হল ছুপুরবেলায়। মিগোয়েল আর তুমা

তার জন্যে ভালো ভালো কয়েক টুকরো মাংস নিয়ে গিয়েছিল।
জলের মধ্যে ওরা ভারি সংকটে পড়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও রাত্তিরে ভেলাটাকে বাগ মানাতে পারে নি। নাকাহুয়াস্থুর স্রোতের টানে ওরা ভাঁটির দিকে ভেসে যাচ্ছিল। শেষে একটা ঘূর্ণীর মধ্যে প'ড়ে ভেলাটা, ওদের মতে, বেশ কয়েকবার পাক খায়। তার ফলে তাদের হারাতে হয় বেশ কয়েকটা হ্যাপস্যাক, প্রায় সমস্ত বুলেট, ৬টা রাইফেল এবং একজন লোক, কার্লস্। কার্লস্ আর ব্রাউলিও একই ঘূর্ণীর টানে পড়ে, কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে ফল হল পৃথক। ব্রাউলিও কোনোরকমে পাড়ে পৌঁছোয় এবং দেখতে পায় কার্লস্ ঘূর্ণীর টানে তলিয়ে যাচ্ছে, তার পক্ষ থেকে যুঝবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হোয়াকিন ইতিমধ্যে লোকজনদের সব নিয়ে আরও এগিয়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে নদী পার হতে দেখে নি। এ পর্যন্ত পেছনকার দলের বলিভিয়ানদের মধ্যে কার্লস্‌কেই সকলের সেরা মনে করা হত—তার কারণ, সে ছিল সবচেয়ে ঐকান্তিক, সবচেয়ে নিয়মনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে উৎসাহী।

এইসব অস্ত্রশস্ত্র খোয়া গেছে: ১টি ব্রেনগান—ব্রাউলিওর; ২টি এম-১—কার্লস্ আর পেদ্রোর; ৩টি মাউজার—আবেল, ইউসেবিও আর পোলোর। হোয়াকিন আমাকে জানাল যে, ওপারে সে রুবিও আর মেদিকোকে দেখতে পেয়ে বলে দিয়েছে তারা যেন একটা ছোট ভেলা তৈরি ক'রে এপারে চলে আসে। ওরা বেলা দুটোয় বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হয়ে ফিরল। গায়ে জামা কাপড় নেই এবং রুবিওর খালি পা। প্রথম ঘূর্ণীতে ওদের ভেলা উল্টে যায়। আমরা যেখান দিয়ে পেরিয়েছি ওরা প্রায় একই পাড় দিয়ে এসে উঠেছে।

ঠিক করা হল, কাল খুব ভোরবেলা আমরা বেরিয়ে পড়ব। হোয়াকিন রওনা হবে দুপুর নাগাদ। কাল দুপুরবেলায় কোনো একটা সময় আমরা খবর পেয়ে যাব বলে আশা করছি, দেখে মনে হচ্ছে, হোয়াকিনের দলের লোকদের মনোবল বেশ ভালো আছে।

১৮ই

সকাল সকাল আমরা রওনা হয়ে গেলাম, হোয়াকিন থাকল ওর আধখানা ঘোড়া হজম করতে এবং রেঁধে রাখতে। ওকে ব'লে দেওয়া হল গায়ে জোর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন বেরিয়ে পড়ে।

একদল চাইছিল, পুরো মাংসটা খেয়ে ফেলা হোক। আমি বললাম খানিকটা মজুত করে রাখা হোক। এই নিয়ে তাদের সঙ্গে আমার একচোট বেধে গেল। রিকার্দো, ইন্তি আর উর্বানো সকালবেলার মাঝামাঝি সময়ে পিছিয়ে পড়ল, ওদের জন্যে আমাদের দাঁড়াতে হল। আমার পরিকল্পনা ছিল যাত্রারম্ভের জায়গায় যা কিছু বিশ্রাম নেওয়া হবে। কিন্তু সে পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। মোট কথা, আমরা খুব আজেবাজে ভাবে হেঁটেছি। বেলা আড়াইটেয় উর্বানো এলো রিকার্দোর মারা একটা হরিণছানা নিয়ে। আর তার ফলে, আমরা খানিকটা পেটের কষি আলগা করে খেতে পারলাম এবং সেইসঙ্গে ঘোড়ার পাঁজরাগুলো মজুত ক'রে রাখা গেল, ৪টে বেজে ৩০ মিনিটে আমরা মধ্যস্থলে পৌঁছে ঘুম দিলাম। জনকয়েক লোক সব সময় খুঁত খুঁত করে আর একটুতেই চটে যায়ঃ চিনুচু, উর্বানো আর আলেয়ান্দ্রো।

১৯শে

সামনের লোকেরা খাসা হেঁটেছে। এবং আমরা আগেকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১টায় থেমেছি, কিন্তু আলেয়ান্দ্রোকে নিয়ে রিকার্দো আর উর্বানো আবার পিছিয়ে পড়েছে। ওরা এসে পৌঁছুল বেলা ১টায় আরেকটা হরিণছানা নিয়ে। এবারও রিকার্দোই মেরেছে। হোয়াকিন ওদের সঙ্গে এসে পৌঁছুল। হোয়াকিন আর এল্-রুবিওর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে। রুবিওকে কড়া করে আমায় বলতে হল। যদিও দোষটা যে ওর সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই।

আমি ঠিক করেছিলাম যাই ঘটুক খাঁড়িতে পৌঁছুব। একটা ছোটমতন এরোপ্লেন আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিল, তবে সুবিধে করতে পারে নি। তাছাড়া ঘাঁটি থেকে কোনো খবর না আসায় আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম দূরত্বটা আরও বেশি। লোকজনদের ছিল গা-ছাড়া ভাব। এ সত্ত্বেও আমরা বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে গেলাম। আমাদের অভ্যর্থনা করলেন পেরুবাসী ডাক্তার, 'নিগ্রো'। উনি এসেছিলেন চিনো আর টেলিগ্রাফ অপারেটারটির সঙ্গে। বললেন বেনিগ্‌নো খাবারদাবারের জন্যে অপেক্ষা করছে, গেভারার দুজন লোক কেটে পড়েছে এবং খামারে পুলিশ গিয়েছিল। বেনিগ্‌নো খুলে বলল যে, সে চলে গিয়েছিল খাবারদাবার নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এবং ৩ দিন আগে রোলান্দোর সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। এখানে এই এলাকায়ও দুদিন ধরে ছিল, কিন্তু তারপর থাকে নি কারণ সৈন্যবাহিনী নদী বরাবর এগিয়ে আসতে পারত, কেননা ছোট প্লেনটা ৩ দিন ধরে চক্কর দিচ্ছিল। নিগ্রো ৬ জন লোককে খামারবাড়িতে চড়াও হতে স্বচক্ষে দেখেছে। আন্তনিও বা কোকো ওখানে ছিল না। কোকো কামিরিতে গিয়েছিল গেভারার আরেক দল লোকের সন্ধানে আর আন্তনিও সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল দলত্যাগের খবর দিতে। আমি মার্কসের কাছ থেকে বিস্তৃত বিবরণ পেলাম (দ-৮), তাতেও নিজের মতন ক'রে ওর আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছে। আমার সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য ক'রে ও খামারে এসেছিল ; আর আন্তনিওর কাছ থেকে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা-মূলক দুটো বিবরণ (দ-৯ আর ১০)।

এল্-ফ্রান্সেস, চিনো আর তার সঙ্গী-সাথীরা, এল্-পেলাদো তানিয়া, আর গেভারা, তার গ্রুপের প্রথমাংশকে নিয়ে, এখন ঘাঁটিতে রয়েছে। ভাত আর বিন্ দিয়ে হরিণের মাংস প্রচুর পরিমাণে খেয়ে মিগোয়েল চলে গেল না-আসা হোয়াকিনের খোঁজে আর পিছিয়ে-পড়া চিনুচুর পাত্তা করতে। মিগোয়েল ফিরল রিকার্দোকে সঙ্গে নিয়ে, আর

হোয়াকিন আমাদের বাকি সকলের সঙ্গে যোগ দিল রাত পুইয়ে সকালের দিকে।

২০শে

সকাল দশটায় আমরা জোর কদমে হাঁটা দিলাম। বেনিগ্‌নো আর নিগ্রো গেল আগে আগে মার্‌কসের কাছে একটা বার্তা নিয়ে। তাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে যেন প্রতিরক্ষার ভার নিয়ে আন্তনিওর ওপর প্রশাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। খাঁড়ির প্রবেশ-মুখের পথচিহ্নগুলো ঢেকেঢুকে হোয়াকিন ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এল। ওর দলের তিন জনের খালি পা। বেলা ১ টায় আমাদের যখন অনেকক্ষণ ধ'রে বিরতি চলেছে, পাচো এল মার্‌কসের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে। এতে বেনিগ্‌নোর বিবরণের সঙ্গে আরও কিছু নতুন খবর যোগ হল। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল আরও ঘোরালো—ভালেগ্রান্দিনোর পেছন পেছন ৬০ জন সৈন্য ঢুকে আমাদের একজন বার্তাবাহক সালুস্তিওকে ধরে নিয়ে গেছে। সালুস্তিও ছিল গেভারার দলের লোক। আমাদের একটা খচ্চর নিয়ে চলে গেছে এবং আমরা একটা জীপ খুইয়েছি। ছোট বাড়িটাতে পাহারা দেবার জন্যে লোরোকে রেখে·আসা হয়েছিল। তার কোনো খবর নেই। সে যাই হোক, আমরা ওসো শিবিরে পৌছুব ঠিক করলাম। ওখানে একটা ওসো মারা পড়েছিল সেই থেকে এখন ঐ নাম। আমরা মিগোয়েল আর উর্বানোকে ক্ষুধার্ত লোকজনদের জন্যে খাবার তৈরি পাঠিয়ে দিলাম। আমরা পৌছুলাম ভরসন্ধ্যেয়। দানৃতন, এল্-করতে পেলাও, আর চিনো—ওরাছিল ক্যাম্পে। ক্যাম্পে এ ছাড়া ছিল তানিয়া এবং একদল বলিভিয়ার লোক, যারা খাবার এনে দিয়ে সরে পড়ত—এইভাবে গন্দোলার মত ওদের কাজে লাগানো হত।

রোলান্দোকে পাঠানো হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে পশ্চাদপসরণ করবার নির্দেশ দিতে ; পরাজয়ের একটা আবহাওয়া আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সম্প্রতি অন্তর্ভুক্ত বলিভিয়ার একজন চিকিৎসক রোলান্দোর কাছে

একটি বার্তা নিয়ে এলেন। তাতে আছে যে, মার্কস্ আর আন্তনিও খনিজ জলের আস্তানায় রোলান্দোর জন্যে অপেক্ষা করছে এবং তাকে নিয়ে এক সভায় যাবে। যিনি খবর এনেছিলেন তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে ওদের বলে দিলাম যে, লড়াই জিততে হয় বুলেট দিয়ে এবং ওরা যেন পত্রপাঠ ক্যাম্পে চলে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করে। সব কিছু দেখেশুনে এই ধারণাই হচ্ছে যে, পুরোপুরি ছত্রখান অবস্থা; ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। আমি প্রথমে চিনোর সঙ্গে কথা বললাম। দশ মাস অবধি মাসে পাঁচ হাজার ডলার হিসেবে ও চেয়েছিল এবং হাভানায় ওকে বলা হয় আমার সঙ্গে কথা বলতে। ও একটি বার্তাও এনেছিল। কিন্তু অতিরিক্ত বড় ব'লে আতু'রা পাঠোদ্ধার করে উঠতে পারে নি। প্রস্তাবের সারবস্তুতে আমার সায় ছিল, ৬ মাসের মধ্যে পাহাড়ে চলে যাবে—এই ভিত্তিতে। আয়াকুচো অঞ্চলে এটা করবে ব'লে চিনো পরিকল্পনা করেছিল, সে প্রধান হবে এবং তার সঙ্গে থাকবে ১৫ জন লোক। তাছাড়া, এ বিষয়ে আমরা একমত হলাম যে, এখন সে পাবে পাঁচজন লোক এবং অল্প কিছুদিন পরে লড়াইয়ের তালিম নেওয়া আরও ১৫ জন লোককে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠানো হবে। আমাকে চিনোর পাঠাতে হবে গোটা দুই মাঝারি পাল্লার (৪০ মাইল) বেতার-প্রেরক যন্ত্র এবং স্থায়ী যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে আমরা একটা সংকেত উদ্ভাবনের কাজে হাত দেব। চিনোকে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী ব'লে বোধ হল।

২১শে

দিনটা আমি কথা ব'লে আর আলোচনা করে কাটালাম। চিনো, এল্-ফ্রান্সেস, এল্-পেলাদো আর তানিয়ার সঙ্গে কথা ব'লে অনেক জিনিস পরিষ্কার করা গেল। এল্-ফ্রান্সেস যে খবর আনল— মনুহে, কোলে, সিমন, রেয়েস ইত্যাদিদের সম্পর্কে আমাদের তা আগেই জানা ছিল। ফ্রান্সেস এসেছিল থাকতে, কিন্তু আমি ওকে গাঁটছড়ার মতন সহায়ক সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে ফ্রান্সে ফিরে যেতে বললাম।

আর যাওয়ার পথে সে কিউবায় যাক। আমি জানি ও তা চায়, বিয়ে করতে এবং সন্তান পেতে। সাত্‌র আর বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলকে আমাকে লিখতে হবে বলিভিয়াবাসীদের মুক্তি আন্দোলনে সাহায্যের জন্যে তাঁরা যেন ওদের দিয়ে আন্তর্জাতিক তহবিল গড়ার কাজ করিয়ে নেন। আরেকজন বন্ধুর সঙ্গেও ফ্রান্সেসের কথা বলা উচিত এবং সে তার সাধ্যমত সব কিছু দিয়ে ফ্রান্সেসকে সাহায্য করবে—বিশেষ ক'রে, টাকাকড়ি, ওষুধপত্র আর ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে, একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে আর সাজসরঞ্জাম দিয়ে।

এল্‌-পেলাও অবশ্য আমার নির্দেশমত চলতে রাজী। আর তাকে আমি প্রস্তাব দিয়েছি যে হোথামি, বেল্‌মান আর স্তামপনি-দের গ্রুপগুলোর মধ্যে আপাতত সে যেন একটা যোগসূত্রের মতন হয়ে থাকে এবং তালিম শুরু করার জন্যে যেন ৫ জন লোক পাঠায়। মারিয়া রোজা অলিভার এবং বুড়ো কর্তাকে সে যেন আমার শ্রদ্ধা জানায়। তাকে কাজ শুরু করে দেওয়ার জন্যে দেওয়া হবে ৫০০ পেসো এবং ঘোরাঘুরির জন্যে ১,০০০ পেসো। ওরা যদি রাজী থাকে, তাহলে অর্জেন্টিনার উত্তরভাগে তত্ত্বতল্লাসের কাজ শুরু করে দিয়ে ওরা যেন আমাকে একটা রিপোর্ট পাঠায়।

তানিয়া যোগাযোগ করে এবং লোকজনেরা আসে। কিন্তু তানিয়ার কথা হল, ওরা ওদের জীপে ক'রে তানিয়াকে এখানে আসতে বাধ্য করে। ওর অভিপ্রায় ছিল এখানে একদিন থাকার, কিন্তু সব কেমন জট পাকিয়ে গেল। হোথামি প্রথম বার থাকতে পারে নি এবং তানিয়া এখানে ছিল ব'লে দ্বিতীয়বার আর কাছে ঘেঁষে নি। ইভানকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। এর তলায় তলায় কী ব্যাপার আমি জানি না। লোয়োলার হিসেবপত্র পাওয়া গেছে ৯ই ফেব্রুয়ারী অবধি (১,৫০০ ডলার)।* ইভানের কাছ থেকে দুটো রিপোর্ট পাওয়া গেছে। একটি হল মিলিটারি একাডেমি সম্পর্কে,

* এবং যুবশক্তির নেতৃত্ব থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা সে রিপোর্ট করেছে।

সঙ্গে ফটোগ্রাফ, তার ভেতর আগ্রহ জাগার মত কিছু নেই। অন্যটিতে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে যেসব তথ্য আছে, তারও কোনো গুরুত্ব নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল, হাতের লেখা এমন যে মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না (দ-১৩)। আন্তনিওর কাছ থেকে একটা রিপোর্ট (দ-১২) পাওয়া গেছে। তাতে এই মনোভাবের সঠিকত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। রেডিওর একটি খবরে একজনের মৃত্যুর কথা ঘোষণা ক'রে পরে তা অস্বীকার করতে শোনা গেল ; তার মানে, লোরোর কাছ থেকে আমরা যা শুনেছি তা সত্যি।

২২শে

ক্যাম্প পরিত্যক্ত হল। আমরা চললাম (খণ্ডিত) কিছু খাবার জবরজংভাবে সরিয়ে রেখে (খণ্ডিত)।

১২ টায় আমরা তলায় পৌঁছুলাম। ৪৭ জন লোক নিয়ে আমাদের দল, বাইরের অতিথি অভ্যাগত এবং সবাইকে নিয়ে।

আসার পর ইন্তি বলল মার্‌কসের দিক থেকে মানমর্যাদার খানিকটা অভাব ঘটেছে ; ঘটনা শুনে আমি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলাম। মার্‌কস্‌কে বললাম যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে গেরিলা দল থেকে তাকে বের করে দেওয়া হবে, তার উত্তরে (খণ্ডিত) আগে গুলি করা হয়।

৫জন লোক নিয়ে ঘাপ্‌টি মারার হুকুম হয়েছিল। নদীর আরও ভাটিতে সেটা হবে ঠিক হয়। আন্তনিওর নেতৃত্বে মিগোয়েল আর লোরোর সঙ্গে অন্য তিনজনের এ ব্যাপারে সন্ধান নিতে যাওয়ার কথা। নজর রাখার জন্যে পাচো চলে গিয়েছিল ন্যাড়া পাহাড়ে, যার সামনেই আরগানারাথের বাড়ি। কিন্তু কিছু চোখে পড়ে নি। সন্ধানীর দলটা রাত্রে ফিরল এবং আমি ওদের ওপর খুব চোটপাট করলাম। ওলো আবেগচালিত হয়ে তাতে ক্ষোভ দেখাল এবং সব অভিযোগ অস্বীকার করল। সভায় ছিল উত্তেজনা আর তিরিক্ষে মেজাজ। ফলে তেমন সুফল হল না। মার্‌কস্‌ ঠিক কী বলেছিল এখনও পরিষ্কার নয়।

আমি রোলান্দোকে ডাকলাম। বললাম কেন্দ্র থেকে আসা ৩০ জনেরও বেশি লোক অভুক্ত; দলে কতজন নতুন ভর্তি হয়েছে, তাদের কার কী নম্বর এবং বিলিবন্দোবস্তের ব্যাপারটা সে যেন পরিষ্কার করে নেয়।

২৩শে

লড়াইয়ের ঘনঘটায় পূর্ণ দিন। মালপত্র উদ্ধারের জন্যে পম্বো চেয়েছিল পায়ে-চলা পথ বেয়ে একটা গন্দোলা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। আমি তাতে বাধ সেধে বললাম যে, তার আগে মার্কসের ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। সকাল ৮টার কিছু পরে কোকো ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে খবর দিল যে, সৈন্যবাহিনীর একাংশ আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে। এখন অবধি চূড়ান্ত ফলাফল হল—৬০ মিলিমিটারের ৩টি মর্টার, ১৬টি মাউজার, ২টি বি-জেড, ৩টি ইউ এস্.আই.এস, ১টি থ্রি-নট, ২টি রেডিও, বুট ইত্যাদি, ৭জন মৃত, ১৪ জন অক্ষতদেহে বন্দী আর ৪ জন আহত, কিন্তু আমরা কোনো খাবারদাবার দখল করতে পারি নি। ওদের লড়াইয়ের প্ল্যান আমরা হস্তগত করেছি, তাতে আছে নাকাহুয়াসুর দুই প্রান্ত থেকে এগোতে এগোতে মধ্যস্থলে এসে মেলবার কথা। আমরা আমাদের লোকজনদের চটপট অন্য পারে সরিয়ে দিয়েছি এবং কৌশল চালার জন্যে আমরা অগ্রবর্তীদের অধিকাংশের সঙ্গে মার্কস্কে রাস্তার শেষমুখে মোতায়েন করেছি; এদিকে পশ্চাৎরক্ষীদের মধ্যভাগ আর একাংশের হাতে দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এবং কৌশলের খাতিরে অন্য রাস্তাটার শেষে ঘাপ্‌টি দিয়ে থাকার ভার নিয়েছে ব্রাউলিও। রাত্তিরটা আমরা এইভাবে কাটাচ্ছি। দেখা যাবে সকালে নামজাদা বনরক্ষীর দল আসে কিনা। বন্দী করে আনা মেজর আর ক্যাপ্টেন তোতাপাখির মতন শেখানো বুলি আওড়ে গেল।

চিনোর মারফত পাঠানো বার্তাটির পাঠোদ্ধার করা হল। তাতে দেব্‌রের ঘুরতে আসার উল্লেখ আছে; ৬০,০০০ ডলারের কথা; চিনো যেসব জিনিসপত্তর চেয়েছিল তার কথা এবং ইভানকে

কেন তারা লেখে না তার জবাবদিহি। সান্‌কেথের কাছ থেকে আমিও একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে কয়েকটা জায়গায় মিতো বসাবার সম্ভাবনার কথা আমাকে জানানো হয়েছে।

২৪শে

লুটের মালের পূর্ণ তালিকা হল: ১৬টি মাউজার, ৬৪টি গোলাসহ ৩টি মর্টার, ২টি বি-জেড, মাউজারের ২,০০০ গুলি, ২টি ক'রে ক্লিপসহ ৩টি ইউ.এস.আই.এস্, ২টি বেল্টসহ ১টি থ্রি-নট। ৭ জন মৃত, ৪ জন আহত সহ ১৪ জন বন্দী। চুপিচুপি দেখে আসার জন্যে মার্‌কস্‌কে পাঠানো হয়েছিল। আমাদের বাড়ির কাছে প্লেন থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে। এছাড়া নতুন কিছু সে দেখে নি।

আমি ইন্তিকে পাঠালাম বন্দীদের সঙ্গে শেষবারের মত কথাবার্তা বলতে এবং ব্যবহারযোগ্য সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে ওদের ছেড়ে দিতে। অফিসারদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলা হয় এবং নিজের নিজের জিনিস তাদের নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। মেজরকে আমরা বললাম ২৭শে তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত সময় দেওয়া হল। তার মধ্যে মৃতদের তারা সরাতে পারে এবং তিনি লাগুনিলায় থাকলে পুরো এলাকা জুড়ে সন্ধির ব্যবস্থা হতে পারে— কিন্তু মেজর বললেন তিনি সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর নিতে চলেছেন। ক্যাপ্টেন বললেন যে, এক বছর আগে সৈন্যবাহিনীতে তিনি পুনঃপ্রবেশ করেছেন। এটা তিনি করেন পার্টির অনুরোধে। তাঁর এক ভাই কিউবায় পড়াশুনো করছে। এছাড়া তিনি আরও দুজন অফিসারের নাম দিলেন, যাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হবেন। বোমা পড়তে আরম্ভ করলে ওরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। ভয় আমাদেরও দুজন পেয়েছিল: রাউল আর ভালৃতার; ঘাপ্‌টি মেরে থাকার সময় ভালৃতার কাবুও হয়ে পড়েছিল।

মার্‌কস্ সারা এলাকা চুঁড়ে কিছুই পায় নি। যারা ধর্মের ষাঁড়

নাতো আর কোকো তাদের নিয়ে একটা গন্দোলায় ক'রে ওপরে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের ফিরিয়ে আনতে হল, কারণ তারা হাঁটতে চায় নি। ওদের বিদেয় করতে হবে।

২৫শে

আজ নতুন কিছু ঘটে নি। লিওন, উর্বানো আর আতুরোকে এমন জায়গায় নজর রাখার কাজে পাঠানো হল, যেখানে দুদিক থেকেই নদীর প্রবেশমুখ দেখা যায়। বেলা ১২ টায় মার্কস্ তার জায়গা থেকে সরে এল এবং সমস্ত লোকজনকে এনে জড়ো করা হল ঘাপ্‌টি মারার প্রধান জায়গায়। বিকেল সাড়ে ৬টায় দলের প্রায় সবাই যখন হাজির, আমি তখন যাওয়ার ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করি এবং তার অর্থ বোঝাই। মার্কসের ভুলগুলো আমি দেখিয়ে দিই এবং তাকে পদচ্যুত ক'রে অগ্রবর্তীদের প্রধান হিসেবে মিগোয়েলের নাম করি। সেই সঙ্গে পাকো, চিঙ্গোলো আর ইউসেবিও, আর পেপেকে বরখাস্ত করি। তাদের বলি যে, কাজ যদি না করো তো খেতেও পাবে না। আমি তাদের তামাকের বরাদ্দ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিই এবং ওদের ব্যক্তিগত জিনিসগুলো সবচেয়ে অভাবীদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করি। কী করা হবে না হবে এ নিয়ে আলোচনার জন্যে কোলের আসবার কথা আমি উল্লেখ করলাম আর ঠিক সেই সময়েই উপস্থিত যুব সদস্যদের বিতাড়নের কথা বললাম। এক্ষেত্রে আমরা দেখব ঘটনা। যেসব কথা ঘটনা হয়ে দেখা দেয় নি, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি একথাও বললাম যে, আমরা গরুটার খোঁজ করব এবং ক্লাসগুলো আবার শুরু হবে।

আমি পেদ্রো আর এল্‌-মেদিকোর সঙ্গে কথা বললাম। ওদের জানিয়ে দিলাম যে, গেরিলার পরীক্ষায় বলতে গেলে ওরা বিলকুল পাশ। আপলিনারের সঙ্গে কথা ব'লে ওকে খুব উৎসাহ দিলাম। যাত্রাপর্বে ভালৃতারের গা ঢিলে দেওয়ার ভাব, লড়াইয়ের সময়কার তার মনোভাব, এবং প্লেনগুলোর মুখোমুখি হয়ে যেভাবে

সে ভয়ের ভাব দেখিয়েছে—তার জন্যে ভালৃতারকে আমি খুব তুড়লাম। এই সমালোচনা সে ভালোভাবে নিল না। এল্‌-চিনো আর এল্‌-পেলাদোর সঙ্গে ব'সে খুঁটিনাটি কিছু জিনিস পরিষ্কার করে নিলাম। অবস্থা সম্পর্কে এল্‌-ফ্রান্সেসকে দীর্ঘ বিবরণ দিলাম। সভা চলাকালে এই গ্রুপটিকে বলিভিয়ার জাতীয় মুক্তি বাহিনী ব'লে অভিহিত করা হল। লড়াইয়ের ব্যাপার নিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করা হবে।

•

২৬শে

আন্তনিও, রাউল আর পেদ্রোকে নিয়ে ইন্তি সকাল সকাল বেরিয়ে গিয়েছিল। তিকুচা অঞ্চলে গরু শিকার ছিল ওদের লক্ষ্য। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক যাওয়ার পর তারা সৈন্যসামন্ত দেখতে পেয়ে ফিরে আসে। বোঝাই যায়, সৈন্যের দল ওদের দেখতে পায় নি। ওরা আমাদের খবর দিল যে, একটা প'ড়ো জমিতে ওরা পাহারা বসিয়েছে, চকচকে চালওয়ালা ওদের একটা বাড়ি, সেখান থেকে ছয়জন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। যাকে আমরা ইয়াকি নদী বলেছি, ওরা আছে তার কাছে। আমি মার্‌কসের সঙ্গে কথা ব'লে তাকে পশ্চাৎরক্ষী দলে পাঠিয়েছি; আমার মনে হয় না যে, ওর আচরণ শোধরাবে।

কাছাকাছি দূরত্বে গন্দোলা কাজে লাগানো হল, সেইসঙ্গে প্রথামত পাহারা; একটা হেলিকপ্টার মাটিতে নেমে এল এবং আরগানারাথের পাহারাস্থল থেকে ৩০ কি ৪০ জন সৈন্য দেখা গেল।

২৭শে

খবরটা আজ বেরিয়ে গেছে। বেতারের শব্দতরঙ্গের বেশির ভাগ জায়গা তো নিয়েইছে, আর সরকারী বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে বিস্তর, তার মধ্যে আছে বারিয়েন্তসের প্রেস কনফারেন্স। সরকারী বার্তায় মৃতের সংখ্যা আমাদের দাবির চেয়ে একটি বেশি এবং বলা

হয়েছে, আহত হওয়ার পর তাদের গুলি ক'রে মারা হয়েছে। আমাদের ক্ষতির সংখ্যা ওদের হিসেবে ১৫ জন মৃত আর ৪ জন বন্দী, তার মধ্যে তুজন বিদেশী। তারা আরও একজন বিদেশী সম্পর্কে বলেছে যে, সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। গেরিলাদলে কত জন আছে তারও হিসেবে দিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, দলত্যাগীরা বলেছে কিংবা বন্দীদের পেট থেকে কথা বার করা হয়েছে। কিন্তু তারা কতটা কী এবং কিভাবে বলেছে সেটা যথাযথভাবে জানা যায় নি। যাবতীয় ব্যাপার জোড়া দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে, তানিয়া সম্বন্ধে ওরা জেনে ফেলেছে। তার মানে, ধৈর্য ধ'রে তু বছরে এত যে ভালো কাজ হল সব মাটি। স্থানত্যাগ এখন খুব কঠিন হয়ে উঠছে। আমি দানৃতনকে একথা বলায় ও একটুও খুশি হল না। আমরা দেখব কী হয় না হয়।

বেনিগ্‌নো, লোরো আর হুলিও বেরিয়ে পড়ল পেরিয়েন্দায় যাওয়ার পায়ে-চলা-পথের খোঁজে; যেতে তুতিন দিন লাগে। ওদের বলা হল যেন পেরিয়েন্দায় ওদের কেউ দেখে না ফেলে। কেননা পরে গুতিয়েরেথে আরেকটি অভিযানে ওদের যেতে হবে। আমাদের চৌকির খবর ছিল, টহলদার প্লেন থেকে কয়েকজনকে শিকারের মাঠে প্যারাস্যুটে নামতে দেখা গেছে; সঙ্গে আরও তুজনকে দিয়ে তদন্তের জন্যে এবং লোকগুলোকে পাকড়াও করার চেষ্টায় আন্তনিওকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কিছুই দেখতে পাওয়া যায় নি।

রাত্তিরে আমাদের কর্মীগোষ্ঠীর একটা সভা হল। এই সভায় পরের কয়েকদিনের জন্যে পরিকল্পনা নেওয়া হল: ভুট্টা নিয়ে আসার জন্যে আমাদের ছোট বাড়িটাতে আগামী কাল একটা গন্দোলা পাঠাবার আয়োজন করতে হবে, পরে গুতিয়েরেথে আরেকটি গন্দোলা পাঠাতে হবে মালপত্র সওদা করে আনার জন্যে। সবশেষে, ওদের ধোঁকা দেবার জন্যে পিনুকাল আর লাগুনিলার মধ্যে যাতায়াতকারী যানবাহনের ওপর ছোটখাটো ধরনের একটু

আক্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। জঙ্গলের দিকটাতে এটা হওয়া সম্ভব।

১নং ঘোষণার মুসাবিদা তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই খসড়া যাতে কামিরিতে খবরের কাগজের সাংবাদিকদের হাতে পৌঁছোয় (দ-১৭)।

২৮শে

রেডিও এখনও গেরিলা সংক্রান্ত খবরে উপ্‌চে পড়ছে। ১২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ২,০০০ সৈন্য আমাদের ঘিরে ফেলেছে এবং গণ্ডিটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে; এর সঙ্গে আছে নাপাম বোমারর্ষণ। আমাদের হতাহত ১০ থেকে ১৫-র মধ্যে।

বাউলিওর অধীনে ৯জন লোক দিয়ে ভুট্টার খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। ওরা ফিরে এল সব উদ্ভট খবর নিয়েঃ (১) আমাদের আগে থেকে হুঁশিয়ার করার জন্যে কোকো আগে আগে বেরিয়ে গিয়েছিল, তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না; (২) বেলা ৪টের সময় খামারবাড়িতে পৌঁছে তারা দেখতে পায় গুম্ফায় খানাতল্লাসি হয়ে গেছে। তখন ভুট্টা তোলার কাজ শুরু করার জন্যে তারা ছড়িয়ে পড়ে। এমন সময় ৭জন রেড ক্রসের লোক, ২জন ডাক্তার এবং মিলিটারির বেশ কয়েকজন নিরস্ত্র লোকের সেখানে উদয় হয়। ওদের বন্দী করা হয় এবং বলা হয় যে, সন্ধির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও ওদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার এক্তিয়ার দেওয়া হল; (৩) এক ট্রাক সৈন্য এসে হাজির হয়, কিন্তু তাদের ওপর গুলি চালানোর বদলে তাদের দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হল যে, তারা ওখান থেকে সরে যাবে; (৪) সৈন্যেরা সুশৃঙ্খলভাবে সরে যায়। যেখানে পচা মড়াগুলো পড়ে ছিল, জনস্বাস্থ্যের অফিসারদের সঙ্গে আমাদের লোকজনেরা সেখানে যায়। তাঁরা বলেন যে, সব মড়া তাঁরা বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না; সুতরাং কাল তাঁরা আসবেন বাকিগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে। তাঁরা আরগানারাথের দুটি ঘোড়া বাজেয়াপ্ত ক'রে ফিরে

চলে যান। যেখান থেকে ঘোড়াগুলো আর তাঁদের অনুসরণ করতে পারে নি, সেখানে তাঁরা আন্তনিও, রুবিও আর আনিথেতোকে রেখে চলে যান। যখন এরা কোকোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই সময় কোকো এসে হাজির। দেখে মনে হল, কোকো কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়েছে।

এখনও বেনিগ্‌নোর কোনো খবর নেই।

এল্‌-ফ্রান্সেস এখান থেকে বাইরে গিয়ে কত কাজের হতে পারবে, সে কথার উল্লেখ করতে গিয়ে বড় বেশি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল।

২৯শে

আজ লড়ালড়ি বিশেষ হয় নি। কিন্তু খবর অনেক : সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে বিস্তর খবর মিলেছে, সত্যি হলে, খুব কাজে লাগবে। রেডিও হাবানা বাইরে খবর ফাঁস করে দিয়েছে। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ও-এ-এস্* সংস্থায় কিউবার বিষয় পেশ করতে গিয়ে ভেনেজুয়েলার কাজ সমর্থন করা হবে। এর মধ্যে একটি খবরে আমি উদ্বেগ বোধ করছি। খবরটা হল, পিরাবয় গিরিপথে এক সংঘর্ষে দুজন গেরিলা যোদ্ধা খুন হয়েছে। এটা পিরিরেন্দা যাওয়ার রাস্তায়। কথা ছিল, বেনিগনো এ জায়গাটার খোঁজ খবর নেবে। আজ ওর ফিরে আসা উচিত ছিল, কিন্তু আসে নি। ওকে ঐ গিরিপথের ভেতর দিয়ে যেতে বারণ করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন ধ'রে আমার নির্দেশ বারম্বার অমান্য করা হচ্ছে।

গেভারা তার কাজ নিয়ে ঢিমেতালে এগোচ্ছে ; ওকে ডিনামাইট দেওয়া হয়েছে, অথচ সারাদিনের মধ্যে ও তা ব্যবহার করে নি। একটি ঘোড়া মেরে তার মাংস কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া গেল—যদিও ওতে আমাদের চারদিন চলা উচিত। আরেকটা যে ঘোড়া আছে, সেটাকে আমরা এখানে তুলে আনার চেষ্টা করব। তবে কাজটা খুব সহজে হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। চিল শকুন দেখে মনে হচ্ছে,

* অর্গানিজেশন অব আমেরিকান স্টেট্‌স্।

মড়াগুলোকে এখনও পুড়িয়ে ফেলা হয়নি। গুহাটা ঠিকঠাক হয়ে গেলে আমরা এ জায়গা ছেড়ে উঠে যেতে পারি। এ জায়গায় থাকা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠছে। তাছাড়া অনেকেই এজায়গার কথা বিলক্ষণ জানে। আলেয়ান্দ্রোকে আমি বলেছি ও যেন এল্-মেদিকো আর হোয়াকিনকে (সম্ভবত এখন ওসো ক্যাম্পে) নিয়ে এখানে থাকে। রোলান্দোও খুব নেতিয়ে পড়েছে।

আমি উর্বানো আর তুমার সঙ্গে কথা বলেছি ; এবং আমি তুমাকে বোঝাতেই পারলাম না কেন আমি ওর সমালোচনা করেছি।

৩০শে

আবার দেখছি সব চুপচাপ। বেনিগ্‌নো আর তার সঙ্গীসাথীরা এল সকালের দিকের মাঝামাঝি সময়ে। ওরা পিরাবয় গিরিপথ ঠিকঠাক পার হয়েছিল। দুজন লোকের পায়ের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই তারা খুঁজে পায় নি। চাষীরা তাদের দেখতে পেলেও, তারা নির্বিঘ্নে তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে গিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পিরিয়েন্দায় যেতে ৪ঘণ্টার মত সময় লাগে এবং দেখেশুনে মনে হয়, বিপদের কোনো ভয় নেই। প্লেনগুলো অনবরত গুলি মেরে মেরে ছোট ছোট বাড়িগুলোকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে।

আরও দুজনকে সঙ্গে দিয়ে আন্তনিওকে উজান অঞ্চল আতিপাঁতি ক'রে দেখার জন্যে পাঠানো হল। খবর হল. সৈন্যের দল এক জায়গায় থিতু হয়ে রয়েছে। যদিও নদীর ধার দিয়ে দিয়ে অভিযানে বার হওয়ার চিহ্ন মিলল। বহু গড়খাই খোঁড়া হয়েছে।

পেছনে ফেলে আসা ঘোটকীটা এসে গেল। সুতরাং অবস্থা যদি সাংঘাতিক খারাপও হয়, আমাদের ৪ দিনের মাংস মিলবে। কাল আমরা বিশ্রাম নেব এবং পরশু দিন আমাদের অগ্রবর্তী দল পরের দুটো কাজ সম্পাদন করবে। তারা গুতিয়েরেথ দখল করবে এবং আরগানারেথ-লাগুনিলাসের রাস্তায় ওৎ পাতার ব্যবস্থা করবে।

বিশেষ কোনো ঘটনা নেই। গেভারা জানিয়ে দিয়েছে, গুহার কাজ কাল শেষ হবে। ইন্তি আর রিকার্দো এসে খবর দিল, সরকারী সৈন্যেরা কামান দেগে (মর্টার), ওপর থেকে বোমা ফেলে এবং আরও নানা উপায়ে প্রচণ্ড রকমের আক্রমণ চালিয়ে আমাদের খামারবাড়িটি আবার দখল করে নিয়েছে। সওদা করবার জন্যে আমাদের যে পিরিরেন্দায় যাওয়ার কথা ছিল, এর ফলে সে পরিকল্পনায় বাধা পড়ল ; কাজেই মান্নুয়েলকে বললাম তার লোকজনদের নিয়ে ছোট বাড়ির দিকে সে এগিয়ে যাক ; বাড়িটা ফাঁকা পেলে ওরা যেন দখল করে বসে এবং জন দুই লোক পাঠিয়ে আমাকে সে জানাল পরশুদিন আমরা চলে যেতে পারি ; আর ওটা যদি সৈন্যদের দখলে থাকে এবং অতর্কিতভাবে আক্রমণ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ওরা যেন ফিরে এসে পিন্‌কাল আর লাগুনিলাসের মাঝখানে কোথাও ওৎ পাতার জন্যে আরগানারাথের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা ক'রে দেখে। রেডিওতে অবিরাম কাড়ানাকাড়া বাজানো হচ্ছে এবং দ্রুত প্রেরিত বার্তার পর পরই অযাচিতভাবে লড়াই সংক্রান্ত ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে। ইয়াকি আর নাকাহুয়াসুর মধ্যে ওরা আমাদের অবস্থান একেবারে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করে ফেলেছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, ওরা এবার আমাদের বেড় দিয়ে ঠেসে ধরবার চেষ্টা করবে। বেনিগ্‌নোকে বললাম যে, বেরিয়ে আমাদের খোঁজ না করাটা ওর ভুল হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মার্‌কসের অবস্থার কথাও ওকে সব খুলে বললাম। বেনিগ্‌নো বেশ ভালোভাবে নিল।

রাত্রে লোরো আর আনিথেতোর সঙ্গে আমি কথা বললাম। খুব যাচ্ছেতাই ধরনের কথাবার্তা হল। লোরো বলল আমাদের অধঃপতন ঘটছে এবং যখন তাকে আমি চেপে ধরলাম, তখন সে মার্‌কস্ আর বেনিগ্‌নো পর্যন্ত এসে ছেড়ে দিল ; আনিথেতো ওর সঙ্গে আধাআধি একমত হল। কিন্তু পরে সে কোকোর কাছে স্বীকার করেছে যে, টিনজাত জিনিস চুরিতে ওরা ছিল দুষ্কর্মের সহযোগী এবং ইন্তির

কাছে বলেছে যে, মোটামুটিভাবে বেনিগ্‌নোর ব্যাপারে আর পস্তাবো এবং 'গেরিলাদলের সামগ্রিক অধঃপতন' বিষয়ে লোরোর উক্তি সে সমর্থন করে না।

এ মাসের সংক্ষিপ্তসার

এ মাসে ঘটনার ছড়াছড়ি। তবে মোটের ওপর ছবিটা হল এই ঃ গেরিলাদলের সংহতি আর শুদ্ধিকরণের পর্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন; কিউবা থেকে আসা লোকজন, যারা বেশ ভালো ব'লে মনে হয়েছে, এবং গেভারার লোকজন, সাধারণভাবে যারা কিছুটা দুর্বল ধরনের (২ জন দলত্যাগী, ১ জন বন্দী 'যে পেটের কথা বার করেছে', ৩ জন ফাঁকিবাজ এবং ২ জন রোগাপটকা)—এদের একীকরণের কাজ শ্লথগতিতে চলার পর্ব ; লড়াই শুরু করার পর্ব, যেমন দর্শনীয়ভাবে এবং যথাযথভাবে আক্রমণ হয়েছে, তেমনি আবার তার আগে পরে জাজ্বল্যমান অস্থিরচিত্ততার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে (মার্‌কসের পশ্চাদ-পসরণ, ব্রাউলিওর কাণ্ড) ; শত্রুপক্ষের প্রতিআক্রমণের সূচনা পর্ব, এ পর্যন্ত যার এই এই লক্ষণ দেখা গেছে ঃ (ক) এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, যাতে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, (খ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সোরগোল তোলা ; (গ) এ পর্যন্ত সর্বাঙ্গীণভাবে অসার্থকতা, (ঘ) কৃষকদের সামিল করা।

এটা স্পষ্ট যে, আমি যা ভেবে রেখেছিলাম তার আগেই আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে হবে, পেছনে একটি গ্রুপকে মজুত রেখে যেতে হবে এবং সেইসঙ্গে পেছনে টানবে ৪ জন সম্ভাব্য গুপ্তচর। সবদিক দিয়েই অবস্থা ভালো নয় ; তবে এবার গেরিলাদের সামনে অগ্নিপরীক্ষার আরেকটি পর্ব শুরু হচ্ছে, যেটা একবার উত্তীর্ণ হতে পারলে গেরিলাদের পক্ষে তার ফল ভালো হবে।

গড়নপিটন : অগ্র=প্রধান : মিগোয়েল, বেনিগ্‌নো, পাচো, লোরো, আনিথেতো, কাম্বা, কোকো, দারিও, হুলিও, পাবলো, রাউল।

পশ্চাৎ : প্রধান=হোয়াকিন ; সেগুন্দো, ব্রাউলিও, রুবিও, মার্কস্, পেদ্রো, মেদিকো, পোলো, ভাল্তার, ভিক্তর, (পেপে, পাকো, ইউসেবিও, চিঙ্গালো)।

মধ্য : আমি, আলেয়ান্দ্রো, রোলান্দো, ইন্তি, পম্বো, নাতো, তুমা, উর্বানো, মোরো, নিগ্রো, রিকার্দো, আতু'রো, ইউস্তাকিয়ো, গেভারা, ভিলি, লুইস্, আন্তনিও, লিয়ন (তানিয়া, পেলাদো, দানুতন, চিনো—দর্শনার্থী), সেরাপিও (শরণার্থী)।

এপ্রিল

১লা

আগুয়ান দল সকাল ৭টায় রওনা হল। ওরা বেরোতে দেরি করেছে। এল্-নাতোর সঙ্গে কাম্বা গিয়েছিল এল্-ওসো গুম্ফায় অস্ত্রশস্ত্রগুলো লুকিয়ে রেখে আসতে ; ওরা ফেরে নি। তুমা চৌকিতে ছিল ; বেলা ১০টায় এসে খবর দিল, শিকারীদের যাবার জায়গা 'পাম্পিতা'য় সে ৩ কি ৪ জন সৈন্য দেখেছে। আমরা জায়গায় জায়গায় মোতায়েন হয়ে গেলাম। চৌকি থেকে ভাল্তার আমাদের জানাল, ৩ জন সেপাইকে সে দেখেছে—তাদের সঙ্গে হয় একটা খচ্চর, নয় একটা গাধা ; তারা কিছু একটা বসাচ্ছে ; আঙুল দিয়ে দেখাল, কিন্তু আমি তো কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। যত যাই হোক, ওরা আক্রমণ করবে না, কাজেই থাকার আর কোনো দরকার নেই—এই ভেবে বেলা ৪টেয় আমি চলে এলাম। আমার বিশ্বাস, ভাল্তারের দিক থেকে নিশ্চয়ই রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটেছে।

নিদেনপক্ষে কালকের দিনের মধ্যে এখান থেকে পুরোপুরিভাবে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নিলাম। হোয়াকিন যতদিন না থাকছে, ততদিন পিছুকার দলের ভার নেবে রোলান্দো। এল্-নাতো আর কাম্বা ফিরল রাত ৯টায় ; যে ছ'জন থেকে যাচ্ছে, তাদের খাবারদাবার বাদে আর সব কিছুই তারা গুম ক'রে এসেছে।

থেকে যাওয়ার দলে ঃ হোয়াকিন, আলেয়ান্দো, মোরো, সেরাপিও, ইউস্তাকিও আর পোলো, কিউবান তিনজন আপত্তি করেছে। থেকে-যাওয়া ছ'জনকে শুখা মাংস যোগানোর জন্যে অন্য ঘোটকীটা মারা হল। এক বস্তা ভুট্টা নিয়ে আন্তনিও রাত ১১টায় ফিরে খবর দিল, সব কিছুই প্ল্যানমাফিক হয়েছে। চারজন অশক্ত লোকের (চিঙ্গালো, ইউসেবিও, পাকো, পেপে) পোঁটলাপুঁটলি ঘাড়ে ক'রে ভোর ৪টের সময় রোলান্দো রওনা হয়ে গেল। পেপে একটা অস্ত্র চাইছিল, ওর ইচ্ছে ছিল এখানে থেকে যাবার। কাম্বা ওদের সঙ্গে গেল। সকাল ৫টার সময় কোকো এসে জানাল, একটা গরু জবাই করা হয়েছে এবং ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি ওকে বললাম, পাহাড় বেয়ে নেমে খাঁড়িটা যেখানে খামারবাড়ির দিকে চলে গেছে, সেই জায়গায় পরশু দুপুরে আমাদের মোলাকাত হবে।

২রা

এত জিনিস আমরা জমা করেছি ভাবা যায় না। ফলে, সারা দিন লেগে গেল জিনিসগুলো বাছাই ক'রে যথাস্থানে রাখতে। কাজ শেষ করতে বেলা ৫টা বাজল। যথানিয়মে ৪ জনকে রাখা হল পাহারায়। সারাদিন জুড়ে যেন শ্মশানের স্তব্ধতা ; এমন কি মাঝেমধ্যে উড়োজাহাজ এসেও সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে নি। রেডিওর ঘোষকেরা জানাল, বেড়াজালের ঘের ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। গেরিলার দল নাকাহুয়াসুর সঙ্কীর্ণ গিরিখাতে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। ঘোষকেরা রেম্‌বার্তোর গ্রেপ্তার হওয়ার খবরও বলে এবং এও বলে যে, রেম্‌বার্তো তার খামারটি কোকোর হাতে তুলে দিয়েছে।

খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল ব'লে, ভোর তিনটে অবধি আমরা আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। সরাসরি নাকাহুয়াসু বরাবর ভাটির রাস্তায় গেলে পুরো একটা দিন আমরা হাতে পেয়ে যাব—যদিও যেখানে দেখা করব বলেছিলাম সে জায়গাটা থেকে

যাচ্ছে উল্টো দিকে। মোরোর সঙ্গে কথা হল; ওকে আমি বুঝিয়ে বললাম দলের একজন সেরা হিসেবে কেন ওর নাম আমি করি নি; করি নি এই কারণে যে, খাওয়ার ব্যাপারে ওর দুর্বলতা আছে এবং সঙ্গীসাথীদের নিয়ে স্থূল রসিকতা করবার একটা বিরক্তিকর ঝোঁক ওর মধ্যে দেখা যায়। এসব প্রসঙ্গ নিয়ে কিছুক্ষণ আমরা আলাপ করলাম।

৩রা

তালিকা অনুযায়ী সব কাজ যথাসময়ে নিষ্পন্ন হল, কোথাও ঠেকল না: ভোর সাড়ে ৩টেয় যাত্রা ক'রে মৃদুমন্দ গতিতে হেঁটে সকাল সাড়ে ৬টায় চোরবাটোর বাঁক পেরিয়ে সাড়ে ৮টায় খামার-বাড়ির ধারে এসে পৌঁছুলাম। ঘাপ্‌টি মেরে থেকে যে জায়গায় অতর্কিতে আক্রমণ চালানো হয়েছিল, সেই জায়গাটা পেরোবার সময় দেখা গেল, মৃতদেহগুলোতে অস্থিকঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নেই— শিকারী পাখির দল সব চেঁছেপুঁছে সাফ ক'রে তাদের যথাকর্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করেছে। দুজনকে (উর্বানো আর নাতো) আমি পাঠিয়ে দিলাম রোলান্দোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বিকেলে আমরা চলে গেলাম পিরাবয় গিরিবর্ত্মে; সেখানে ভুট্টা আর গোমাংস সাঁটিয়ে টেনে ঘুম দিলাম।

দানৃতন আর কার্লসের সঙ্গে কথা হল। ওদের সামনে ৩টি বিকল্প রাখলাম: আমাদের সঙ্গে চলে আসতে পারে, একা একা বেরিয়ে পড়তে পারে অথবা গুতিয়েরেথকে নিয়ে যেভাবে হোক একবার কপাল ঠুকে দেখতে পারে; তৃতীয়টি ওরা বেছে নিল। আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করব আগামী কাল।

৬ই

দিনটা কাটল নিদারুণ উত্তেজনায়। আমরা ভোর ৪টেয় নাকাহুয়াস্থু পার হয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম—সকালের

আলো ফুটে উঠুক, তারপর আবার চলতে শুরু করা যাবে। মিগোয়েল সুলুকসন্ধানের কাজ শুরু করল অনেক পরে; তার আগে দু-দুবার গিয়েও তাকে ফিরে আসতে হয়েছে, কারণ ভুল ক'রে আরেকটু হলেই আমরা সৈন্যদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছিলাম। সকাল সাড়ে ৮টায় রোলান্দো খবর দিল, যে গিরিবর্ত্ম'টি একটু আগে আমরা ছেড়ে চলে এসেছি তার সামনে এক ডজন সৈন্য এসে হাজির হয়েছে। আমরা আস্তে-আস্তে রওনা হয়ে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে বিপন্মুক্ত হলাম। রোলান্দো এসে খবর দিল, গিরিবর্ত্ম'টিতে ১০০ জনেরও বেশি সৈন্য পাহারায় মোতায়েন হয়ে গেছে।

রাত্রে খাঁড়িতে পৌঁছুবার আগেই নদীর দিক থেকে আমরা রাখালদের গলা শুনতে পেলাম। আমরা বেরিয়ে এসে চারজন চাষীকে পাকড়াও করলাম, তাদের সঙ্গে ছিল আরগানারাথের গোটা কয়েক গরু। সামরিক বাহিনীর ছাড়পত্র সঙ্গে নিয়ে তারা ১২টি হারিয়ে যাওয়া গরু খুঁজতে বেরিয়েছে; তার মধ্যে কয়েকটা ইতি-মধ্যেই নাগালের বাইরে চলে গেছে, সেগুলোকে পাওয়ার আর কোনো আশা নেই। আমরা নিজেদের জন্যে ২টি গরু নিয়ে নদীর নাবাল দিয়ে তাদের তাড়িয়ে আমাদের খাঁড়ির দিকে চললাম। বেসামরিক লোকজনদের মধ্যে দেখা গেল এক ঠিকাদার আর তার ছেলে; দুজন চাষী, একজন চুকিসেকার আর একজন কামিরির। কামিরির চাষীটি আমাদের কথাবার্তাগুলো বেশ কান পেতে শুনল ব'লে মনে হল এবং কথা দিল আমাদের ঘোষণাপত্রটি লোকজনদের মধ্যে বিলি করবে।

আমরা তাদের কিছুক্ষণ আটক রেখে তারপর ছেড়ে দিলাম। ওদের বলে দিলাম কাউকে যেন কিছু না বলে এবং ওরা কথা দিল কাউকে কিছু বলবে না।

খেতে খেতেই রাতটা কাবার হয়ে গেল।

৭ই

শেষ জীবিত গরুটিকে নিয়ে আমরা খাঁড়ি বরাবর আরও উজিয়ে

গেলাম। শুখা মাংস বানাব ব'লে গরুটিকে আমরা পরে জবাই করে ফেললাম। নদীর ধারে রোলান্দো থেকে গেল; ওর ওপর নির্দেশ দেওয়া থাকল, ওৎ পেতে বসে থেকে সামনে দিয়ে যে যাবে তাকেই গুলি করবে; সারাটা দিন চলে গেল, নতুন কিছুই ঘটল না। পিরিরেন্দায় যে পথে আমরা যাব, বেনিগ্নো আর কাম্বা সেই পথ ধরে গিয়েছিল—ওরা বলল, আমাদের খাঁড়ির কাছাকাছি গিরিসঙ্কটে তারা একটা করাতকলের মোটর চলার আওয়াজ পেয়েছে।

উর্বানো আর হুলিওর হাত দিয়ে হোয়াকিনের কাছে একটা বার্তা পাঠিয়েছি। ওরা সারাদিনেও ফিরল না।

৮ই

ঘটনাবিহীন দিন। বেনিগ্নো কাজে গেল এবং কাজ শেষ না করে ফিরে এল; এসে বলল, তার কাজ কালকেও শেষ হবে না। বেনিগ্নো ওপর থেকে যে গিরিসঙ্কটটি দেখেছিল, মিগোয়েল সেটা দেখে আসতে গেছে; এখনও ফেরে নি। উর্বানো আর হুলিও ফিরল পোলোর সঙ্গে। সৈন্যেরা ছাউনিটা দখল করে নিয়েছে এবং পাহাড়ে খানাতল্লাস করছে; ওরা গোলাবাড়ির পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। হোয়াকিন এসব সম্পর্কে এবং অন্যান্য সমস্যার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দলটিতে বিশদ বিবরণ দিয়েছে (দ, ১৯)।

আমাদের হেপাজতে বাছুরওয়ালা তিনটি গরু ছিল: কিন্তু একটি পালিয়ে যাওয়ায় ৪টি জানোয়ারে এসে ঠেকেছে। আমাদের কাছে অবশিষ্ট যা নুন আছে, তাই দিয়ে তাদের একটি কি দুটি থেকে আমরা শুখা মাংস বানিয়ে নেব।

৯ই

পোলো, লুই আর ভিলি একটা বিশেষ কাজে গেছে; হোয়াকিনকে একটা চিঠি দেবে এবং ওদের ফিরিয়ে এনে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে উঠে এসে কোনো একটা জায়গায় গোপন ঘাঁটি গেড়ে

বসতে সাহায্য করবে—জায়গাটা বাছাই করবে নাতো আর গেভারা। নাতোর মতে, আমরা এখন যেখানে আছি সেখান থেকে ঘণ্টাখানেক হেঁটে গেলে কিছু কিছু যুৎসই জায়গা মিলবে; জায়গাগুলোর একমাত্র দোষ—খাঁড়িটার বড় বেশি কাছে। মিগোয়েল এসে গেল; খোঁজখবর নিয়ে এসে ও বলল, গিরিবর্ত্ম'টি দিয়ে সোজা পিরিরেন্দায় গিয়ে পড়া যাবে; ঘাড়ে ঝোলা নিয়ে যেতে লাগবে একটি দিন। সেই শুনে বেনিগ্নোকে ব'লে দিলাম, ও যেন ওর স্লুলুকসন্ধানের কাজ বন্ধ ক'রে দেয়—কেননা ও-পথে যেতে কম ক'রে আরও একদিন বাড়তি লেগে যাবে।

১০ই

ভোর হল। সকালবেলায় খাঁড়িটি দূষিত না করে এবং কেব্রাদা দে মিগোয়েলের রাস্তায় পার হয়ে পিরিরেন্দা-গুতিয়েরেথে যাবার জন্যে আমরা যখন তোড়জোড় করছি, তখন পর্যন্ত বলবার মত কিছুই ঘটে নি। সকালবেলার মাঝামাঝি এল্-নিগ্রো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, ১৫ জন সৈন্য নদী বরাবর আসছে—সাবধান। ইন্তি চলে গিয়েছিল গোপন ঘাঁটিতে রোলান্দোকে হুঁশিয়ার করে দিতে: অপেক্ষা করা ছাড়া করবার কিছু ছিল না, কাজেই অপেক্ষাই করতে হল। তুমাকে বলে দিলাম ও যেন আমাকে খবর দেবার জন্যে তৈরি থাকে। প্রথম দুঃসংবাদ আসতে দেরি হল না; এল্-রুবিও, জেসুস সোয়ারেথ গায়োল সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে। আমাদের ক্যাম্পে মৃত অবস্থায় ও এল; মাথায় বুলেট। ঘটনাটি এইভাবে ঘটে: পেছনকার দলের ৮ জন, সেই সঙ্গে আগুয়ান দলের তিনজনের যুক্ত শক্তিকে নদীর এপারে ওপারে ছড়িয়ে দিয়ে অতর্কিত আক্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। ইন্তি যখন পনেরো জন সৈন্যের আসবার খবর নিয়ে এল্-রুবিওর পাশ দিয়ে আসছিল, তখনই তার নজরে পড়ে খুব খারাপ একটা জায়গায় সে দাঁড়িয়ে আছে—নদীর ধার থেকে তাকে পরিষ্কার দেখা যায়। সৈন্যেরা তেমন সাবধান না হয়েই এগোচ্ছিল;

পায়ে-চলা রাস্তার খোঁজে তারা নদীর ধারগুলো দেখে বেড়াচ্ছিল এবং এই করতে করতে তারা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লে ওৎ পাতার জায়গাটায় পৌছুবার আগেই ব্রাউলিও আর পেড্রোর সঙ্গে আচম্‌কা দেখা হয়ে যায়। গুলি চলে সেকেণ্ড কয়েক ; ১ জন নিহত আর ৩ জন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, সেই সঙ্গে ৬ জন বন্দী হয় ; কিছুক্ষণ পরে একজন অধস্তন অফিসারও ধরাশায়ী হয় এবং ৪ জন পালিয়ে যায়। আহতদের পাশে শুয়ে এল্‌-রুবিওকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে দেখা যায় ; তার গারান্দেটি জ্যাম হয়ে ছিল এবং তার পাশে প'ড়ে ছিল পিন-খোলা অবস্থায় একটি হাতবোমা। যে বন্দীটির অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় নি, খানিক পরে সে মারা গেল। লেফটেনাণ্ট ইন্‌ কমাণ্ডের যে দশা হয়েছিল তাই। বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে এই রকমের একটা ছবি পেলাম : নাকাহুয়াসুর উজানের দিকে মোতায়েন যে বাহিনী, এই পনেরোজন সেই বাহিনীরই লোক ; তারা গিরিসঙ্কট পেরিয়ে এসে গত বারের খণ্ডযুদ্ধের অবশিষ্টদের নিয়ে ক্যাম্প দখল ক'রে বসে। রেডিওর ঘোষণায় বলেছে সেখানে ওরা নাকি দলিলপত্র আর ফটো পেয়েছে। কিন্তু সেপাইরা বলল, কিছুই নাকি পাওয়া যায় নি। বাহিনীতে লোক ছিল ১০০ জন, তাদের মধ্যে এই ১৫ জনের দলটির ওপর ভার ছিল কাগজের লোকদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে উপস্থিত হওয়ার। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল সন্ধানের কাজে বেরিয়ে বিকেল ৫টায় ফিরে আসার। ওদের প্রধান বল রয়েছে পিন্‌কালে ; লাগুনিলাসে সৈন্যসংখ্যা মোটের ওপর ৩০। সেইসঙ্গে মনে করা হচ্ছে, যে গ্রুপটি পিরাবয়ে ছিল, তাদের গুটিয়ে-রেখে অপসারিত করা হয়েছে। তারা বলল, ভ্রাম্যমান এই গ্রুপটি পাহাড়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে জলাভাবে খুবই কাতর ; সুতরাং তাদের উদ্ধার করা দরকার। হিসেব করে দেখলাম, ফেরারী ফৌজদের আসতে দেরি হবে ; সুতরাং ঠিক করলাম ৫০০ মিটার আগে রোলান্দোর তৈরি আক্রমণের গোপন ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাব। পুরো

অগ্রবর্তী দলের সাহায্যের ওপর এখন সে নির্ভর করছে। গোড়ায় আমি ঘাঁটি থেকে অপসারণ করে আসার নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে মনে হল ওটা যেমন আছে সেভাবে রেখে দিয়ে আসাই যুক্তিযুক্ত হবে। বিকেল ৫টায় খবর এল, সৈন্যবাহিনী প্রচুর দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছে। অপেক্ষায় থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। পমবোকে পাঠালাম অবস্থাটা জেনেশুনে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে। মাঝে-মাঝে একেকবার বিচ্ছিন্ন গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পমবো ফিরে এসে বলল, ওরা আবার অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়েছে; কয়েকজন নিহত হয়েছে এবং একজন মেজরকে বন্দী করা হয়েছে। এবারের ঘটনা এইভাবে ঘটেছে; সৈন্যেরা নদীর ধার দিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, কিন্তু সতর্ক না হয়ে আসছিল; এবং (খণ্ডিত) ছিল সম্পূর্ণ। এবারকার আক্রমণে নিহত ৭ জন, আহত ৫ জন এবং মোট ২২ জন বন্দী। চূড়ান্ত ফলাফল হল: (মোট) (তথ্যের অভাবে হিসেব করা সম্ভব নয়)।

১১ই

সকালবেলায় আমরা আমাদের জিনিসপত্রগুলো সরাতে আরম্ভ করলাম এবং উপাদানের অভাবে এল্-রুবিওকে একটি ছোট অগভীর কবরে মাটি-চাপা দিলাম। বন্দীদের সঙ্গে থেকে ওদের মুক্তিদান করবার জন্যে পেছনকার দলে ইন্তিকে রেখে আসা হল; কোনো অস্ত্রশস্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে সেসব কুড়িয়ে আনতেও তাকে বলে দেওয়া হল। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে গারান্দেসহ আরও দুজনকে বন্দী করে আনা হল। সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দেবার কড়ারে মেজরের হাতে দুটি বার্তা (১নং) দিয়ে দেওয়া হল। ওদের মোট ক্ষয়ক্ষতি: নিহত ১০ জন, তার মধ্যে ২ জন লেফটেনান্ট; ৩০ জন বন্দী, তার মধ্যে একজন মেজর এবং কয়েকজন অধস্তন অফিসার, এবং বাকি সকলে জওয়ান, তার মধ্যে ৬ জন আহত, প্রথম-বারে ১ জন আর দ্বিতীয়বারে বাকি ক'জন। তারা ৪র্থ ডিভিশনের

আজ্ঞাধীন, কিন্তু পাঁচমিশেলি রেজিমেন্টের লোকও তাদের দলভুক্ত; তাদের মধ্যে আছে ঘোড়সওয়ার, ছত্রীসৈন্য এবং অঞ্চলের অতি সাধারণ সেপাইশাস্ত্রী।

আমরা গুহাটি খুঁজে পেলাম এবং তাতে সাজসরঞ্জাম বয়ে আনার কাজ শেষ করতে বিকেল গড়িয়ে গেল; কিন্তু গুহাটি এখনও ঠিক যথোপযোগী নয়। আসবার সময় শেষদিকে গরুগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় এবং আমাদের হাতে এখন সবেধন নীলমণি একটি বাছুর।

নতুন ক্যাম্পের জায়গায় যখন আমরা এসে পৌঁছুলাম, তার কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সদলবলে নেমে আসা হোয়াকিন আর আলেয়ান্দ্রোর সঙ্গে আমাদের দেখা হল। খবরাখবর শুনে মনে হয়, ইউস্তাকিও যে সৈন্যদের দেখেছিল, সেটা তার বিলকুল চোখের ভুল—এখানে আমাদের চলে আসাটা হয়েছে একেবারেই নিরর্থক।

রেডিওতে সরকারী প্রচারে 'নতুন' এক রক্তাক্ত সংঘর্ষের উল্লেখ ক'রে সৈন্যদলের ৯ জনের মৃত্যুর কথা বলেছে এবং আমাদের পক্ষের ৪ জনের মৃত্যুর 'পাকা' খবর দিয়েছে। চিলির একজন সাংবাদিক আমাদের পুরনো ক্যাম্পটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে বলেছে, আমার শ্মশ্রুহীন এবং পাইপ খাওয়া অবস্থার একটি ছবিও সে নাকি যোগাড় করেছে। তদন্ত করা দরকার কিভাবে পেল। ওপরকার গুহাটির অবস্থান ওরা জেনে ফেলেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যদিও জেনেছে ব'লে কিছু কিছু খবর আছে।

১২ই

পিছিয়ে পড়াদের ৪ জনকে বাদ দিয়ে সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী-দের সবাইকে সকাল সাড়ে ৬টায় এক জায়গায় জমায়েত করে আমরা এল্‌-রুবিওর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। প্রথম রক্ত দিয়েছে এক-জন কিউবান—এ কথাটি স্পষ্ট করে বলা হল। অগ্রবর্তী দলে একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছে কিউবানদের খাটো ক'রে দেখার; গতকাল

কাম্বার একটা মন্তব্যে এই ঝোঁকটি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল ; রিকার্দোর ওপর একটা ব্যাপারে চটে গিয়ে কাম্বা বলেছিল, কিউ-বানদের সম্পর্কে দিন দিন তার আস্থা কমে যাচ্ছে। আমি তাদের কাছে ঐক্যের ঐকান্তিক প্রয়োজনের কথা জানিয়ে আবার সানুনয়ে বললাম, ঐক্য ব্যতিরেকে আমাদের বাহিনী বড় করা যাবে না ; আমাদের বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপের শক্তি বেড়েছে এবং আমরা সংগ্রামে অভ্যস্ত হয়েছি, কিন্তু আমাদের বাহিনী আকারে বাড়ে নি, বরং ইদানীং আরও ছোট হয়েছে।

নাতো সুন্দরভাবে একটি গর্ত তৈরি করেছিল, লড়াই ক'রে পাওয়া জিনিসপত্রগুলো তার মধ্যে ভরে রেখে দুপুর দুটোয় আমরা ধীরেসুস্থে রওনা হলাম ; এতই ধীরেসুস্থে যে, আমরা আদৌ এগোলাম না বললেই হয় ; হাঁটা শুরু করার কিছুক্ষণ বাদেই একটা ছোট খনিজ জলের জায়গায় এসে আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে হল।

সরকারী সৈন্যবাহিনী এখন ১১ জন মৃত ব'লে কবুল করেছে ; তার কারণ বোধহয় এই যে, আরেকটি লাশ ওরা খুঁজে পেয়েছে অথবা আহতদের একজন মারা গেছে।

দেব্রের বইটির প্রসঙ্গে আমি একটি ছোট পাঠক্রমের অবতারণা করলাম।

একটি সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার করা হল ; খবরটি খুব কিছু মূল্যবান নয়।

১৩ই

আরও দ্রুত হাঁটার জন্যে পুরো দলটিকে দুভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া হল ; কিন্তু হলে কি হয়, চলার গতি সেই মৃদুমন্দই থেকে গেল ; শিবিরে একাংশ এসে পৌঁছুল বিকেল ৪টায়, বাকিরা এল আরও পরে—সাড়ে ৬টায়। মিগোয়েল এসে হাজির হয়েছে সকালে ; গুহাটি যেমন তেমনি ঢাকা প'ড়ে আছে, কোনো কিছুতে হাত দেওয়া হয় নি। বেঞ্চি, রসুইঘর, তন্দুর এবং বীজতলা যে-কে সেই।

আনিথেতো আর রাউল গিয়েছিল সুলুকসন্ধানের কাজে, সুবিধে করতে পারে নি ; কাল ওদের এর চেয়ে ভালো কাজ দেখাতে হবে, ইকিরা নদী অবধি যাওয়া দরকার।

উত্তর আমেরিকানরা এক ঘোষণায় বলেছে, বলিভিয়ায় ওদের সামরিক উপদেষ্টা পাঠানোর সঙ্গে গেরিলাদলের ঘটনার কোনো যোগ নেই, এই উপদেষ্টা পাঠানোর ব্যাপারটা নাকি আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। সম্ভবত এটি একটি নয়া ভিয়েতনাম বানাবার উদ্যোগপর্ব।

১৪ই

বৈচিত্র্যবিহীন একঘেয়ে দিন। অসুস্থদের জন্যে নির্দিষ্ট ভূগর্ভের ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু জিনিস বার ক'রে আনা হল, ওতে আমাদের ৫ দিনের খোরাক হবে। ওপরকার গড়খাই থেকে টিনের দুধগুলো আনা হল ; ২৩টি টিন রহস্যজনকভাবে হাওয়া। মোরো রেখে গিয়েছিল ৪৮টি এবং, মনে হয় না, এত কম সময়ের মধ্যে কারো পক্ষে সরিয়ে ফেলা সম্ভব। দুধ জিনিসটা আমাদের স্বভাবে একটা দুষ্টগ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছে। হোয়াকিন না আসা অবধি আমাদের বিশেষ গুহাটি থেকে একটি মেশিনগান এবং একটি মর্টার আনিয়ে আমাদের বলবৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হল। ক্রিয়াকলাপের ছকটি পরিষ্কার নয় বটে, তবে আমার মনে হচ্ছে, সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি সবাই মিলে চলে গিয়ে মুয়ুপাম্পা এলাকায় সক্রিয় হই এবং পরে উত্তরের দিকে পিছিয়ে যাই। অবস্থা বুঝে, সম্ভবপর হলে, দান্তন আর কার্লস্ সুক্রেকোচাবাম্বার দিকে সমানে এগিয়ে যাবে। বলিভিয়ান জনসাধারণের জন্যে লেখা হয়েছে ২নং প্রচারপত্র* এবং মানিলার জন্যে ৪নং রিপোর্ট—পৌঁছে দেবে এল্-ফ্রান্সেস্।

১৫ই

পেছনকার পুরো দল নিয়ে হোয়াকিন এসে গেছে এবং আমরা

* দ্র. ২১।

কাল রওনা হব ঠিক করেছি। হোয়াকিন বলল উড়োজাহাজগুলো এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে এবং যাবার সময় বনের ভেতর কামান থেকে গোলাবর্ষণ করেছে। দিনটি বিনা ঘটনায় কেটে গেল। দলটিকে পুরোপুরিভাবে অস্ত্রসজ্জিত করা হল, ৩০টি মেশিনগান পেছনের অংশে (মার্কস্) দেওয়া হল এবং পিছিয়ে-পড়া লোকজনেরা যোগাড়ে হিসেবে থাকল।

রাত্রে আমি অভিযান বিষয়ে এবং টিনের দুধ উধাও হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটা কথা ব'লে কড়া হুঁশিয়ারি দিলাম।

কিউবা থেকে আসা একটি দীর্ঘ বার্তার পাঠোদ্ধার করা হল। সংক্ষেপে, আমি কী করেছি সে সম্পর্কে লেচিন অবহিত আছেন এবং ২০ দিনের মধ্যে দেশে গোপনে প্রবেশ ক'রে সমর্থন জানিয়ে তিনি একটি ঘোষণা প্রচার করবেন।

সাম্প্রতিকতম খবর জানিয়ে ফিদেলের কাছে একটি চিরকুট (*৪) লিখলাম। চিঠিটি লেখা হল অদৃশ্য কালিতে সাংকেতিক ভাষায়।

১৬ই

আগুয়ান দলটি বেরিয়ে পড়ল সকাল সওয়া ৬টায় আর আমরা বেরোলাম সওয়া ৭টায়। ইকারা নদী অবধি যাওয়া হল বেশ পা চালিয়ে, কিন্তু তানিয়া আর আলেয়ান্দ্রো পড়ল পিছিয়ে। টেম্পারেচার নিয়ে দেখা গেল, তানিয়ার ১০২° জ্বর আর আলেয়ান্দ্রোর ১০০°-র ওপর। তাছাড়া, আমরা ঠিক পরিকল্পনামত হাঁটতে পারছিলাম না। ইকিরা নদী বরাবর এক কিলোমিটার এসে এল্-নিগ্রো আর সেরাপিওর কাছে ওদের দুজনকে রেখে দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। বেলে-ভিস্তা নামে একটা বিচ্ছিন্ন জনপদে উড়ে এসে আমরা জুড়ে বসলাম। জনপদ না ব'লে ৪ জন কৃষক বললেই ঠিক বলা হয়; তাদের কাছ থেকে আমরা আলু, শুয়োরের মাংস আর ভুট্টা কিনলাম। ওরা নিতান্তই গরিব চাষী, আমরা আসায় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

রাত্তিরটা আমরা কাটালাম রান্নাবান্না আর খাওয়াদাওয়া ক'রে। একেবারেই নড়াচড়া করলাম না। তিকুচার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের চালচলন দেখে যাতে কেউ ধ'রে ফেলতে না পারে, তার জন্যে আমরা কাল সেই রাত্তিরবেলায় রওনা হব।

১৭ই

খবর পাল্‌টাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তগুলোরও নড়চড় হতে থাকল ; চাষীদের মতে, তিকুচা দিয়ে যাওয়া মানে সময় বেশি লাগা। কম সময়ে মুয়ুপাম্পায় যাওয়ার একটা সরাসরি রাস্তা আছে, রাস্তার শেষ অংশটা গাড়িঘোড়া চলবার উপযোগী। আমরা ঠিক করলাম সরাসরি মুয়ুপাম্পার রাস্তা ধরব ; গোড়ার দিকে অবশ্য এ রাস্তায় যাওয়ার ব্যাপারে আমার নানা দ্বিধা হচ্ছিল। যারা পিছিয়ে পড়েছিল, তাদের আনবার জন্যে একজনকে পাঠানো হল ; ঠিক হল, তারা এসে হোয়াকিনের সঙ্গে থাকবে ; হোয়াকিনের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অতিরিক্ত চলাচল বন্ধ করার জন্যে সে যেন এলাকায় টনক নড়াবার ব্যবস্থা করে। হোয়াকিন যেন তিন দিন অপেক্ষা ক'রে থাকে ; তারপর এলাকাতেই থাকবে, কিন্তু সাক্ষাৎ-সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়ে আমাদের ফেরা অবধি অপেক্ষা করবে। রাত্তিরে জানা গেল, চাষীবাড়ির একটি ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—সে হয়ত লাগাতে ভজাতে গেছে। যাই হোক, ঠিক হল সব কিছু সত্ত্বেও আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে যাব, যাতে এল্‌-ফ্রান্সেস্‌ আর কার্‌লস্‌ বরাবরের মত এখান থেকে কেটে পড়তে পারে। দলছাড়া হয়ে পেছনে যাদের পড়ে থাকতে হল, তাদের সঙ্গে যোগ দিল ময়জেস্‌ ; পিত্তাশয়ের রোগ তাকে মোক্ষমভাবে পেড়ে ফেলেছিল। আমাদের অবস্থানের এই হল রূপরেখা।

একই রাস্তা দিয়ে ফিরে এলে লাগুনিলাসে সৈন্যবাহিনীর সামনে পড়ে গিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে ; কিংবা তিকুচা থেকে আসা সৈন্যদলটি আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে। আমরা যাই

করি, দেখতে হবে পিছনকার দলটি থেকে যেন আমরা কাটা পড়ে না যাই।

রাত ১০টায় বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে থেমে থেমে ভোর সাড়ে চারটের সময় ক্ষান্ত দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। আমরা ১০ কিলোমিটার মতন পথ পার হলাম। যত কৃষকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল, তার মধ্যে একজন, তার নাম সিমন—তার মধ্যেই যা একটু সহযোগিতার ভাব চোখে পড়ল, তাও তার বেজায় ভয়ডর। আরেকজন ছিল, তার নাম ভিদেস্—লোকটা বিপদের কারণ হতে পারে। সে হল এলাকার একজন 'রইস্ আদমী'। তাছাড়া, এটাও মনে রাখা দরকার যে, কার্‌লস্ রোদাসের ছেলেটি হাওয়া হয়ে গেছে এবং সে হয়ত চুকলি করতে পারে (অবশ্য এলাকার অর্থনৈতিক 'মুকুটমণি' ভিদেসের মন্ত্রণায়)।

১৮ই

আমরা অতি প্রত্যুষ অবধি হাঁটলাম, শেষের দিকে ঢুলুনি আসছিল এবং বেজায় শীত করছিল। সকালবেলায় আগুয়ান দল খোঁজখবর নিতে বেরিয়েছিল; তারা আদিবাসী 'গোয়ারানী'দের একটা বাড়ি দেখতে পেয়েছিল; গোয়ারানীরা বিশেষ কিছু বলতে চায় নি। আমাদের শাস্ত্রীর দল এক ঘোড়সওয়ারকে থামায়; পরে জানা গেল সে হল কার্‌লস্ রোদাসের (আর এক) ছেলে, চলেছিল ইয়াকুন্দের পথে। আমরা তাকে আটক করলাম। হাঁটা হচ্ছিল ঢিমেতালে; মাতাগালে এ পাদিলার বাড়িতে কোনোরকমে আমাদের পৌঁছুতে রাত ৩টে বেজে গেল। এখান থেকে ক্রোশ দুয়েক দূরে যে লোকটির বাড়ির ওপর দিয়ে আমরা এসেছি, এ ব্যক্তি তার দরিদ্র ভাই। এ. পাদিলা বেজায় ভয় পেয়েছিল এবং আমরা যাতে চলে যাই তার জন্যে যত রকমে পারে চেষ্টা করল। গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দিল বৃষ্টি; ফলে, তারই বাড়িতে আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই ক'রে নিতে হল।

১৭ই

জায়গাটাতে আমরা সারাদিন থাকলাম। এদিক বা ওদিক দিয়ে চাষীরা যারাই আসছিল, তাদেরই আমরা আটক করছিলাম। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, রকমারি বন্দী জুটে গেছে। দুপুর ১টায় শাস্ত্রীরা আমাদের এক 'ট্রয়ের ঘোড়া' দিয়ে গেল; লোকটি এক ইংরেজ সাংবাদিক, তার নাম রথ। কয়েকজন বাচ্চা লাগুনিলাস থেকে আমাদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে ওকে এনেছে। লোকটার পরিচয়পত্রে কোনো গোলমাল ছিল না, তবে তাতে সন্দেহজনক কয়েকটা জিনিস ছিল। যে অংশে পেশার উল্লেখ আছে, সেখানে 'ছাত্র' শব্দটি কেটে 'সাংবাদিক' বসানো হয়েছে (আসলে নিজেকে সে ফটোগ্রাফার বলে)। তার কাছে পুয়ের্তোরিকান ভিসা আছে এবং বোয়েনস্ ইরেজের একজন সংগঠকের একটি কার্ডের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে লোকটি স্বীকার করল যে, কলেজের ছাত্রদের সে স্প্যানিশ পড়ায়। লোকটি আমাদের বলল যে, সে ক্যাম্পে গিয়েছে এবং ব্রাউলিওর সফর আর অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত রোজনামচা তাকে দেখানো হয়েছে। সেই পুরনো ব্যাপার; চুলোয় গেছে শৃঙ্খলা, চুলোয় গেছে দায়িত্ববোধ। সাংবাদিকটিকে যে বাচ্চার দল পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, তাদের মুখ থেকে জানা গেল—কে যেন গিয়ে খবর দিয়েছিল; ফলে, সারা লাগুনিলাসের লোক প্রথম রাত্তির থেকেই এখানে আমাদের উপস্থিতির কথা জানত। রোদাসের ছেলেকে চাপ দিতেই সে কবুল করল; তার ভাই আর ভিদেসের এক পিওন গিয়েছিল ইনাম আনতে—ইনামের পরিমাণ ৫০০ থেকে ১০০০ ডলার। প্রত্যুত্তরে আমরা তার ঘোড়াটা বাজেয়াপ্ত করলাম এবং আটক চাষীদের সেটা জানিয়ে দিলাম।

এল্-ফ্রান্সেস্ চাইল ইংরেজটিকে সমস্যার কথা বলা হোক; ও যদি ভালো লোক হয়, তাহলে এখান থেকে ওদের বেরোবার ব্যবস্থা ক'রে দিক। অনিচ্ছার সঙ্গে কার্লস্ রাজী হল; আমি বললাম, আমি ওর মধ্যে নেই। আমরা রাত ৯টায় পৌঁছুলাম (খণ্ডিত)...

এবং মুয়ুপাম্পার দিকে চলতে থাকলাম ; কৃষকেরা যা বলল, তাতে মনে হয়—মুয়ুপাম্পা বিলকুল ঠাণ্ডা।

ইস্তির শর্তগুলো ইংরেজটি মেনে নিল ; তার মধ্যে ছিল আমার লেখা একটি ছোট্ট চুট্‌কি। যারা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল, তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে রাত পৌনে ১২টায় শহর আক্রমণের জন্যে আমাদের যাত্রা শুরু হল। পম্‌বো, তুমা আর উর্বানোকে নিয়ে আমি পেছনে থেকে গেলাম। তীব্র শীত পড়েছিল ; আমরা আগুন পোহানোর সামান্য একটু ব্যবস্থা করলাম। রাত ১টার সময় নাতো এসে খবর দিল, আক্রমণ রুখবার জন্যে শহরটি প্রস্তুত হয়ে আছে ; ২০ জনের একেকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে সৈন্যেরা ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে এবং নগররক্ষীরা টহল দিচ্ছে। একটি টহলদার দল ২টি এম-৩ আর ২টি রিভলভার নিয়ে আমাদের ফাঁড়িগুলোতে অতর্কিতে হানা দিয়েছিল, কিন্তু বিনাযুদ্ধে তারা আত্মসমর্পণ করে। আমার কাছে নির্দেশ চেয়ে পাঠালে আমি সরে আসতে বলি ; কারণ, তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সেই ইংরেজটিকে, এল্‌-ফ্রান্সেস্‌কে আর কার্‌লস্‌কে আমি বললাম ওরা যা ভালো বোঝে করুক, আমার আপত্তি নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, এ সত্ত্বেও ভোর ৪টেয় আমরা ফিরে আসতে শুরু করি। কিন্তু থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করল কার্‌লস্‌ ; এল্‌-ফ্রান্সেস তাকে অনুসরণ করল, এবারে ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

২০শে

সকাল ৭টা নাগাদ আমরা নেমেসিও কারাবালোর বাড়িতে পৌঁছুলাম। রাত্রে ওর সঙ্গে যখন আমাদের দেখা হয়, ও আমাদের কফি খাওয়াবে বলেছিল। কারাবালোকে পাওয়া গেল না ; বাড়িতে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে জনকয়েক চাকরবাকর ; তারা ভয়ে তটস্থ। ক্ষেতমজুরদের কাছ থেকে কিছু ভুট্টাদানা আর স্কোয়াশ কিনে এনে সেখানেই আমরা দক্ষিণ হস্তের

ব্যাপারটা সেরে ফেললাম। বেলা ১টা নাগাদ সাদা নিশান উড়িয়ে একটা ট্রাকে করে মুয়ুপাম্পার দারোগা, ডাক্তার আর পাদ্রী এসে হাজির। পাদ্রীটি জাতে জার্মান, ইন্তি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। ওরা এসেছে লড়াই মেটাবার মনোভাব নিয়ে। তবে ওরা চায় সামগ্রিকভাবে সারা দেশের শান্তি; সে ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে তারা ইচ্ছুক। ইন্তি তাদের জানিয়ে দিল, মুয়ুপাম্পার ব্যাপারে যুদ্ধাবসান হতে পারে—এই শর্তে যে, বিকেল সাড়ে ৬টার মধ্যে একটি ফর্দ অনুযায়ী জিনিসপত্র এনে হাজির করতে হবে। ওরা কোনো পাকা কথা দিল না; তার কারণ, ওরা বলল, শহর এখন সামরিক বাহিনীর দখলে। ওরা বলল আরও একটু বেশি সময় দেওয়া হোক, অন্তত সকাল ৬টা অবধি। ওদের প্রার্থনা মঞ্জুর হল না।

শুভাকাঙ্খার নমুনা হিসেবে ও এনেছিল ২ কার্টন সিগারেট। সেইসঙ্গে এই খবর যে, এখান থেকে যে তিনজন চলে যাচ্ছিল তারা ধরা পড়েছে এবং ভুয়া দলিল থাকায় দুজন অভিযুক্ত হয়েছে। কার্লসের কপালে দুর্ভোগ আছে; দানতনের বেরিয়ে আসাটা শক্ত হওয়া উচিত নয়।

বিকেল সাড়ে ৫টায় ৩টি এ-টি-৬ এসে যে-বাড়িতে আমাদের রান্নাবান্না হচ্ছিল সেই বাড়িতে বোমা ফেলে গেল। একটি বোমা পড়ল ১৫ মিটার দূরে; বোমার টুকরো লেগে রিকার্দো সামান্য জখম হল। যদি সৈন্যদের মনোবল একদম ভেঙে দিতে হয় তাহলে সরকারপক্ষ থেকে কী ব'লে বেড়ানো হচ্ছে তা জানতে হবে। ওদের পাঠানো লোকগুলো—এই যদি ওদের নমুনা হয়, তো সৈন্যেরা ভয়ে কেঁচো হয়ে আছে।

রাত সাড়ে ১০টায় আমরা দুটো ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম; একটি হল বাজেয়াপ্ত-করা ঘোড়া, আরেকটি ঘোড়া সেই সাংবাদিকের। রাত দেড়টা অবধি আমরা তিকুচা অভিমুখে হাঁটলাম। তারপর ঘুমোবার জন্যে এক জায়গায় আমরা থেকে গেলাম।

২১শে

খানিকটা হেঁটে রোজো কারাস্কোর বাড়ি পাওয়া গেল। লোকটা আমাদের খুব যত্নআত্তি করল এবং দরকারি জিনিসপত্র সবই তার কাছ থেকে আমরা কিনে নিলাম। রাত্রে মুয়ুপাম্পা-মন্তোয়াগুদোর যে মোড়, সেই পর্যন্ত বড় সড়ক বরাবর হেঁটে গিয়ে তাপেরিলাস্ ব'লে একটা জায়গা পাওয়া গেল। খনিজ জলের জায়গায় থেকে ঘাপ্‌টি মেরে অতর্কিতে আক্রমণ চালাবার একটা জায়গা খুঁজব এই ছিল প্ল্যান। আরও একটা কারণ ছিল ঃ রেডিওতে একজন ফরাসী, একজন ইংরেজ আর একজন আর্জেন্টিনাবাসী, এই তিন জন ভাড়াটে যোদ্ধার মৃত্যুর খবর বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিঃসংশয় হয়ে নিয়ে ওদের এমন মার মারতে হবে, যাতে বাকিদের প্রাণে ভয় ঢুকে যায়।

খেতে বসবার আগে ভার্গাসের সৎ বাবা রোদাস্কর্তার কাছে আমরা গেলাম ; ভার্গাস্ নাঁকাহুয়াসুতে জান খুইয়েছে। আমরা ওর মৃত্যুর যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা রোদাসের মনে ধরেছে ব'লে মনে হল। আগুয়ান দল না বুঝে সমানে রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যায় ; তাতে কুকুরের দল জেগে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে।

২২শে

ভুলের শুরু সেই ভোরবেলা থেকে। আমরা স'রে যাওয়ার পর রোলান্দো, রিগেল আর আন্তনিও অতর্কিত আক্রমণের জন্যে বনের আরও ভেতরে জায়গা দেখতে চলে যায়। তারা হঠাৎ দেখে, একটা ছোট ওয়াই-পি-এফ-বি ট্রাকে জনকয়েক লোক আমাদের পায়ের চিহ্নগুলো দেখে বেড়াচ্ছে। সেই সময় একদল কৃষক রাত্রে আমাদের উপস্থিতির কথা তাদের জানাচ্ছিল এবং তারা সিদ্ধান্ত করে যে, সবাইকে তারা গ্রেপ্তার করবে। এতে আমাদের কার্যক্রম বদল হয়ে গেল। আমরা তখন ঠিক করলাম দিনের বেলায় গোপন জায়গা থেকে অতর্কিতে হানা দিয়ে সরবরাহকারী যে ট্রাকই যাবে আটক করা

হবে এবং সৈন্যদল এলে আক্রমণ করা হবে। একটি ট্রাক যাচ্ছিল তাতে কিছু কিছু সওদার সঙ্গে ছিল প্রভূত পরিমাণে কলা আর বিস্তর চাষাভুষো মানুষ; ট্রাকটি আটক করা হল। কিন্তু তারা ইয়াসিমিয়েন্তসের অন্যান্য ছোট ট্রাকগুলোকে দিব্যি ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকল; তার মধ্যে এমন ট্রাকও ছিল, যারা আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে করতে চলেছিল। আমাদের বলা হয়েছিল যে, পাঁউরুটি আসছে; খাবারের লোভে আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু পাঁউরুটির টিকি দেখা গেল না।

ইয়াসিমিয়েন্তসের ছোট ট্রাকে সমস্ত খাবারদাবার চাপিয়ে আগুয়ান দলের সঙ্গে ৪ কিলোমিটার দূরে তিকুচার চৌরাস্তা পর্যন্ত এগোনো আমার অভিপ্রায় ছিল। বেলা পড়ে এলে একটি প্লেন আমাদের ঘাঁটির মাথার ওপর এসে টহল দিতে লাগল এবং আশপাশের বাড়িগুলোতে কুকুরের দল আরও জোরে সমানে ডাকতে শুরু ক'রে দিল। ওরা আমাদের পাত্তা পেয়ে গেছে; এ সত্ত্বেও রাত ৮টায় আমরা বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। সেই সময় ছোটখাটো একটা লড়াই বেধে গেল; শোনা গেল, ওরা কয়েকজন চিৎকার ক'রে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে। আমরা কেউই তাতে কান দিই নি; কী ঘটছিল না ঘটছিল, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। ভাগ্যিস, আমাদের যার যা জিনিস এবং যাবতীয় মালপত্র সমস্তই ট্রাকের ওপর। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব গোছগাছ হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র লোরো অনুপস্থিত, তবে সব দেখেশুনে ওর কিছু হয়েছে ব'লে মনে হয় না। কারণ গোলমালটা আসলে বেধেছিল রিকোর্দোর সঙ্গে; সেপাইশান্ত্রীর দল আমাদের ঘিরে ফেলবে বলে পাহাড়ের মাথার ওপর উঠছিল। একজন ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রিকার্দো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পথপ্রদর্শকটি জখম হয়ে থাকতে পারে। আমরা ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম; যে ক'টি ঘোড়া পাওয়া গেল আমরা সঙ্গে নিলাম; ঘোড়া ছিল সংখ্যায় মোট ৬টি। কিছু লোক পায়ে হেঁটে, কিছু লোক ঘোড়ায়

চেপে—এমনিভাবে আগেপরে পর্যায়ক্রমে পদাতিক আর ঘোড়-সওয়ার রইল এবং শেষের দিকে সবাই ট্রাকের ওপর আর আগুয়ান দলের ৬ জন ঘোড়ার পিঠে। রাত সাড়ে তিনটের সময় আমরা তিকুচায় এবং গর্তে আট্‌কে গিয়ে ভোর সাড়ে ছ'টায় পাদ্রীর খাসতালুক এল্‌-মেসনে পৌঁছুলাম।

লড়াইয়ের ফল হল নেতিবাচক। একদিকে দূরদৃষ্টি আর শৃঙ্খলার অভাব; অন্যদিকে দলের একজনকে খোয়ানো (আশা করি, নিতান্তই সাময়িকভাবে); পয়সা দেওয়াই সার হল, সওদাগুলো আর পাওয়া গেল না এবং সর্বশেষে পম্‌বোর থলি থেকে ডলারের একটা বাণ্ডিল পড়ে যাওয়া—সংঘর্ষের এই হল পরিণাম। আচম্‌কা যাদের আক্রমণের মুখে পড়ে গিয়ে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হলাম, তারা যে দলে খুব ভারী ছিল না—সেটা তো আমি ধরছিই না। আমাদের লোকজনদের মনোবল অটুট আছে; কিন্তু তাকে লড়াইয়ের শক্তিতে পরিণত করতে হলে আরও অনেক কাঠখড় পোড়ানোর দরকার।

২৩শে

বলেই দেওয়া হয়েছিল আজ সবাই বিশ্রাম নেবে; নতুন কিছু আজ ঘটে নি। দুপুরবেলায় এলাকার ওপর দিয়ে প্লেন (একটি এটি-৬) উড়ে বেড়াল; পাহারা জোরদার করা হল, তবে কোনো ঘটনা ঘটে নি। কালকের কাজগুলো রাত্রে বুঝিয়ে দেওয়া হল। বেনিগ্‌নো আর আনিথেতো যাবে হোয়াকিনকে খুঁজতে, তাতে ৪ দিন। কোকো আর কাম্বা রিওগ্রান্দে-র পথের সন্ধান ক'রে সেটাকে ব্যবহারযোগ্য করবার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন করছে, তাতে ৪ দিন; ফসলের কাছাকাছি আমরা থাকছি—সৈন্যরা আসে কিনা দেখা যাক। হোয়াকিন ফিরে না আসা অবধি আমরা আছি; বলে দেওয়া হয়েছে, পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে একজন যদি অসুস্থ থাকে, তাহলে শুধু তাকে রেখে বাকি সবাইকে যেন আনা হয়। হোয়াকিন ফিরে না আসা

অবধি আমরা আছি; বলে দেওয়া হয়েছে পিছিয়ে-পড়াদের মধ্যে একজন যদি অসুস্থ থাকে শুধু তাকে রেখে, সবাইকে যেন আনা হয়।

দানৃতন, এল্‌-পালাদো আর সেই ইংরেজ রিপোর্টার—ওদের সম্বন্ধে সংশয় থেকে যাচ্ছে, খবর সেন্সর হচ্ছে এবং আরেকটি সংঘর্ষের খবর প্রচার ক'রে বলা হল তাতে ৩ বা ৫ জন বন্দী হয়েছে।

২৪শে

সন্ধানকারীর দল রওনা হয়ে গেল। খাঁড়ির ১ কিলোমিটার উজিয়ে এমন একটা ঢিবি মতন জায়গায় আমরা আস্তানা গাড়লাম, যেখান থেকে চাষীদের শেষ বাড়িটা অবধি দেখা যায়। যেখানে পাদ্রীর খামারবাড়ি (ক্ষেতের মধ্যে আমরা গাঁজার গাছ দেখতে পেলাম), তার প্রায় ৫০০ মিটার আগে। খামারের মালিকটি আবার এসে হাজির হল; চারপাশে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াল। বিকেলের দিকে একটি এ-টি-৬ এসে দুবার বাড়িটার ওপর অগ্নিবৃষ্টি করে গেল। রহস্যজনকভাবে পাচো নিখোঁজ; অসুস্থ হয়ে সে পেছনে থেকে গিয়েছিল; আন্তনিও তাকে পথ ব'লে দিয়েছিল এবং সে রওনা হয়েছিল ঠিক দিকেই—৫ ঘণ্টার মধ্যে তার এসে পড়বার কথা, কিন্তু আসে নি। কাল ওর খোঁজ করা যাবে।

২৫শে

দিনটার পোড়াকপাল। সকাল ১০টায় পম্‌বো চৌকি থেকে ফিরে এসে হুঁশিয়ার ক'রে দিল—৩০ জন ফৌজ এ বাড়ির দিকে আসছে। আন্তনিও চৌকিতে থেকে গেছে। যখন আমাদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে, আন্তনিও এসে জানাল—ওরা দলে ৬০ জন, আসবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে যথেষ্ট সময় থাকতে খবর পেয়ে সাবধান হওয়া যায়; দেখা যাচ্ছে, সেদিক থেকে চৌকিটা কোনো কাজের হয় নি। আমরা ঠিক করলাম অবিলম্বে ক্যাম্পে আসার রাস্তায় ওৎ পাতার একটা ব্যবস্থা করতে

হবে। খাঁড়ির ধারের একটা জায়গা—যেখান থেকে ৫০ মিটার অবধি নজরে আসে—যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তেমনি একটি ছোট্ট জায়গা বেছে নিলাম। উর্বানো আর মিগোয়েলকে নিয়ে আমি সেখানে দাঁড়ালাম; আমাদের কাছে একটা অটোমেটিক রাইফেল। এল্‌-মেদিকো, আর্তুরো আর রাউল ডানদিকে মোতায়েন রইল—যাতে ওরা পালাতে না পারে বা এদিকে এগোতে না পারে। পার্শ্বদেশ সম্পূর্ণভাবে নিশানার মধ্যে রাখার জন্যে রোলান্দো, পম্‌বো, আন্তনিও, রিকার্দো, হুলিও, পাবলিতো, দারিও, ভিলি, লুই আর লিওন খাঁড়ির ওপাশ বরাবর দাঁড়িয়ে গেল। ইন্তি থেকে গেল নদীর খাতে; সেখানে ওদের কেউ ফিরে এসে ঠাঁই নিতে গেলেই ইন্তি তাকে আক্রমণ করবে। নাতো আর ইউস্তাকিও চলে গেল চৌকিতে; ওদের ব'লে দেওয়া হল, গুলি চলতে আরম্ভ করলেই ওরা যেন স'রে পেছনের দলে চলে আসে। এল্‌-চিনো ক্যাম্পের ভার নিয়ে পেছনের দলে থেকে গেল। আমার একেই লোকজনের ঘাটতি, তার ওপর আবার তিনজন কম—পাচো বেপাত্তা এবং তুমা আর লুই গেছে তাকে খুঁজতে।

একটু পরেই ওদের সামনের দল এসে গেল। আমরা দেখে অবাক হলাম, সর্বাগ্রে রয়েছে তিনটি মেষপালক জার্মান কুকুর আর তাদের মনিব। কুকুর তিনটি খুবই উত্তেজিত, কিন্তু আমাদের ধরিয়ে দেবে ব'লে মনে হল না; এ সত্ত্বেও ওরা সামনে এগিয়ে আসছিল। প্রথম কুকুরটাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লাম; গুলিটা ফসকে গেল। পথপ্রদর্শকটিকে গুলি করতে গিয়ে দেখি এম-২ বন্দুকের মুখ আট্‌কে গেছে। যতদূর দেখতে পেলাম, অন্য কুকুরটাকে গুলি ক'রে মেরেছে মিগোয়েল। আমাদের গোপন জায়গাতে আর কেউই ঘেঁষে নি। সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বদেশ লক্ষ্য ক'রে থেকে থেকে গুলি ছোঁড়া হতে লাগল। গুলিবর্ষণ বন্ধ হলে আমি উর্বানোকে পাঠালাম স'রে যাওয়ার নির্দেশ দিতে, কিন্তু উর্বানো ফিরে এসে জানাল রোলান্দো আহত হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে রোলান্দোকে যখন আনা হল, তখনই তার অবস্থা কাহিল; প্ল্যাজমা দেওয়ার শুরুতে

সে মারা গেল। বুলেটে তার উরুর হাড় ভেঙে গিয়েছিল আর স্নায়ুতন্ত্রের গোটা সংবহন-নালিকাগুচ্ছ ছিঁড়ে-কুটে গিয়েছিল; এত বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছিল যে, তখন আর কিছুতেই কিছু করা যায় না। গেরিলাদলের সেরা লোকটিকে আমরা হারালাম এবং স্বাভাবিকভাবেই সে ছিল এ দলের একটি স্তম্ভ। সেই কবে থেকে ও আমার সঙ্গী—আক্রমণপর্ব অবধি ও ছিল ৪র্থ সারির সংবাদ-বাহক (তখন, ও ছিল প্রায় বালক) আর তারপর এই নতুন বিপ্লবী অভিযান। এক প্রকল্পিত ভবিষ্যৎ কবে হয়ত রূপ পরিগ্রহ করবে, তারই জন্যে সকলের অজ্ঞাতে, সকলের অগোচরে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া—এ সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলা যায়ঃ

> "হে বীর, হে মহাবীর, তুমি তুচ্ছ শবদেহে ফেলে
> ধাতুরূপে ব্যাপ্ত হলে অন্তহীন বিরাট নিখিলে।"

তারপর যাবতীয় জিনিসপত্র কুড়িয়ে বাড়িয়ে এবং রোলান্দোর (সন লুই) শবদেহ নিয়ে আস্তে আস্তে আমরা রওনা হলাম। পরে পাচো এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল; পাচো রাস্তা ভুল ক'রে কোকোর জায়গায় গিয়ে পড়েছিল। রাত তিনটের সময় অল্প একটু মাটি খুঁড়ে রোলান্দোকে কবর দেওয়া হল। বেলা চারটের সময় বেনিগ্‌নো আর আনিথেতো এসে জানাল, ওরা ঘাপটি-মারা শত্রুর পাল্লায় পড়েছিল (কিংবা বলা যায় সৈন্যদের সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ হয়েছিল); ওদের ন্যাপস্যাকগুলো খোয়া গেলেও গায়ে আঁচড় লাগে নি। বেনিগ্‌নোর মুখ থেকে জানা গেল, ঘটনাটি ঘটে নাকাহুয়াসুর সামান্য আগে। যে দুটি স্বাভাবিক পথ, দুটিতেই প্রতিবন্ধক রয়েছে। রিও গ্রান্দের পথ দুটি কারণে সুবিধের হবে না; এক তো এটি প্রকৃতিদত্ত, তাছাড়া এতে হোয়াকিনের কাছ থেকে আমরা আরও দূরে সরে যাব; এখনও হোয়াকিনের কাছ থেকে কোনো খবরই পাওয়া যায় নি। কাজেই পাহাড় ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। রাত্রে আমরা নাকাহুয়াসু আর রিও গ্রান্দের রাস্তার সন্ধিস্থলে পৌঁছুলাম; ওখানেই ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। আমাদের

ছোট বাহিনীটিকে আবার একজোট করার জন্যে কোকো আর কাম্বা আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। লড়াইয়ের ফলাফলটা খুবই নেতিবাচক হল ; রোলান্দো মারা গেল, শুধু তাই নয় ; শত্রুসৈন্যের ক্ষয়ক্ষতি কখনই দুজনের বেশি নয় এবং বড় জোর একটি কুকুর ; তার কারণ, জায়গাটা ভালোভাবে দেখেশুনে নেওয়া হয় নি, কোনোরকম প্রস্তুতিও ছিল না এবং যাদের টিপ অব্যর্থ তারা শত্রুদের দেখে নি। শেষ কথা হল, কম আলোয় চোখে ভালো দেখতে পাওয়া যায় নি ; তার ফলে, যথাসময়ে তৈরি হতে পারা যায় নি।

পাদ্রীর বাড়ির ওপর দুবার হেলিকপ্টার নামে ; একজন আহত লোককে তারা স্থানান্তরিত করেছে কিনা জানা যায় নি। আমাদের পুরনো ঘাঁটিগুলোতে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলা হয়েছে ; এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওরা বেশি দূর এগোয় নি।

২৬শে

আমরা কয়েক মিটার হেঁটে গেলাম ; মিগোয়েলকে বলা হল ক্যাম্প ফেলবার মতন একটা জায়গা বার করতে। অন্য একজনকে আমরা পাঠালাম কোকো আর কাম্বাকে খুঁজে আনবার জন্যে ; সে ওদের দুজনকে নিয়ে দুপুরে ফিরে এল। ওরা বলল, রাস্তার কাজে ওরা ৪ ঘণ্টা খেটেছে, বোঝা বয়েছে ; পাহাড়ের মাথার ওপর ওঠার চেষ্টা করলে, সে চেষ্টা সফল হতে পারে। যে খাঁড়িটা নাকাহুয়াসু নদীতে গিয়ে পড়েছে, তার গিরিখাতের কাছে পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ওঠা যায় কিনা দেখবার জন্যে আমি বেনিগ্‌নো আর উর্বানোকে পাঠালাম ; সন্ধ্যের আগে ওরা ফিরে এসে বলল, রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। আমরা ঠিক করলাম, কোকো যে রাস্তা কেটেছে, সেটা ধ'রে এগিয়ে গিয়ে আমরা ইকিরিতে যাওয়ার রাস্তায় পড়ব।

আমাদের একটি পয়মন্ত জিনিস আছে : লোলো নামের একটি হরিণশিশু। দেখা যাক, হরিণছানাটা বাঁচে কিনা।

২৭শে

কোকোর চার ঘণ্টা শেষ পর্যন্ত আড়াই হয়ে দাঁড়াল। একটা জায়গা দেখা গেল, সেখানে প্রচুর তিৎকুটে কমলা গাছ; ম্যাপে মাসিকো ব'লে চিহ্নিত এই জায়গাটা চিনতে পেরেছি ব'লে মনে হল। উর্বানো আর বেনিগ্নো আর এক ঘণ্টা হাঁটার জন্যে রাস্তা তৈরির কাজ চালিয়ে গেল। রাত্রে পড়ল হাড়-কাঁপানো শীত।

বলিভিয়ার রেডিওতে প্রচারিত সংবাদে সামরিক বাহিনীর ইস্তাহারের উল্লেখ ক'রে স্বীকার করা হল যে, একজন বেসামরিক গাইড, কুকুরের একজন গুরুমশাই আর রায়ো ব'লে কুকুরটি মারা গেছে। আমাদের তরফের দুজন মারা গেছে ব'লে ওরা দাবি করছে: আমার যতদূর ধারণা, একজন কিউবার লোক—যার ডাক-নাম রুবিও এবং অন্যজন বলিভিয়ান। কামিরির কাছে দানৃতনের বন্দী হওয়ার খবরটা সঠিক ব'লে জানা গেল। অন্যেরাও যে তার সঙ্গে বেঁচে আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

উচ্চতা=৯৫০ মি

২৮শে

বেলা তিনটে অবধি আমরা আস্তে আস্তে হাঁটলাম। এ সময় নদী শুকিয়ে গিয়ে অন্য দিকে ঘুরে গেছে; কাজেই আমরা থেমে গেলাম। ঘুরে দেখার দিক থেকে অনেক বেলা হয়ে গেছে; কাজেই আমরা ক্যাম্প করার জন্যে জলের দিকে গেলাম। আমাদের চার দিনের যৎসামান্য খাবার আছে। ইকিরি হয়ে কাল আমরা নাকাহুয়াসুতে পৌঁছুবার চেষ্টা করব। তার জন্যে আমাদের পাহাড় ঠেঙিয়ে যেতে হবে।

২৯শে

আগের দেখা কয়েকটি গিরিখাত আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম। ফলাফল নেতিবাচক হল। যাই হোক, এইখানে আমরা নিখুঁত একটা

গিরিদরীতে এসে পড়েছি। কোকো মনে করে একটা আড়াআড়ি গিরিদরী ওর চোখে পড়েছে ; ভালো ক'রে অবশ্য তার খোঁজখবর নেয় নিঃ কাল আমরা সদলবলে গিয়ে ভাল ক'রে দেখে আসব। অনেক দেরিতে ৪৫নং বার্তাটির সম্পূর্ণভাবে পাঠোদ্ধার করা হয়েছে ; তাতে একটি অনুচ্ছেদে আমাকে বলা হয়েছে যে, ভিয়েতনামের স্বপক্ষে বার্ট্রাণ্ড' রাসেল প্রমুখের একটি বিবৃতিপত্রে আমি যেন নাম স্বাক্ষরের অনুমতি দিই।

৩০শে

আমরা পাহাড় বেয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম। অনুমিত গিরিদরীটি দুরারোহ পাহাড়ের খাড়াইতে হারিয়ে গেল ; কিন্তু একটা ফাটল দেখতে পেয়ে আমরা সেখান দিয়ে বেয়ে উঠলাম। চুড়োয় পৌঁছুবার কিছু আগে হঠাৎ রাত্তির এসে আমাদের পাকড়াও করল। আমরা সেখানে ঘুম দিলাম, তবে খুব কিছু ঠাণ্ডা লাগল না।

উর্বানোর অবিমৃষ্যকারিতার বলি হতে হল লোলোকে। মাথা সই ক'রে রাইফেলটা ছুঁড়ে দেওয়ায় লোলো বেচারা মারা গেল।

রেডিও হাবানা চিলির সাংবাদিকদের লেখা খবর তুলে দিয়ে বলছে যে, গেরিলারা এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, শহরগুলোকে পর্যন্ত তারা কাঁপিয়ে তুলেছে এবং সম্প্রতি রসদভর্তি মিলিটারি ট্রাক তারা আটক করেছে। রেভিস্তা সিয়েম্প্রে পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বারিয়েন্তস্ এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে, ইয়াঙ্কি মিলিটারি উপদেষ্টারা তাঁদের সঙ্গে আছে এবং বলিভিয়ার সামাজিক অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই গেরিলাযুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে।

মাসিক বিশ্লেষণ

যা কিছু ঘটেছে, সমস্তই স্বাভাবিক গণ্ডির মধ্যে। অবশ্য আমাদের পক্ষে ২টি প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে : রুবিও আর রোলান্দোর মৃত্যু। আমার

ইচ্ছে ছিল, ক্রমশ দ্বিতীয় একটি রণক্ষেত্র খুলে রোলান্দোর ওপর তার ভার দেওয়ার—রোলান্দোর মৃত্যু তাই বড় রকমের একটা আঘাত হয়ে দেখা দিল। আরও চারটি সংঘর্ষে আমরা লিপ্ত হয়েছি : চারটিই মোটের ওপর সদর্থক হয়েছে। একটি তো খুবই ভালো—শত্রুর ওপর অতর্কিত যে আক্রমণে এল্‌-রুবিওর প্রাণহানি ঘটে।

অন্যদিকে, আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। রোগ-ভোগে কিছু কিছু কমরেডের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার ফলে আমাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়তে হয়েছে; তাতে কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। আমরা এখনও হোয়াকিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারি নি। কৃষকদের মধ্যে এখনও ভিৎ গাড়তে পারা যায় নি; অবশ্য এটা দেখা গেছে যে, পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে কৃষকদের অধিকাংশকেই আমরা প্রথম চোটে নিষ্ক্রিয় ক'রে দিতে পারি; সমর্থন পরে পাওয়া যাবে। নতুন একজনও আমাদের দলে যোগ দেয় নি; মৃত্যুগুলো বাদে লোরোকে আমরা হারিয়েছি; তাপেরিলাসের লড়াইয়ের পর থেকেই সে নিখোঁজ।

সামরিক রণনীতির দিক দিয়ে এই এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া যায় : (ক) নিশ্চলত আর দুর্বলতার দরুন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাগুলো এখনও কার্যকর হয় নি; এতে আমাদের যাত্রাপথে বাধাবিঘ্ন ঘটলেও, আমাদের গতিরোধ করা যায় নি। তাছাড়া, কুকুরের পাল আর তাদের গুরুমশাইয়ের সঙ্গে শেষ বারের সংঘর্ষের পর এটা ধ'রে নেওয়া যায় যে, বৃক্ষাচ্ছাদিত অঞ্চলে ঢোকার ব্যাপারে এবার থেকে ওরা আরও সতর্ক হবে; (খ) সমানে হট্টগোল চলেছে, তবে এখন দুপক্ষ থেকেই; হাভানায় আমার প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার পর এখানে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় থাকবে না। উত্তর আমেরিকানরা এখানে নিশ্চয়ই সৈন্যসামন্ত নামাবে; তারা ইতি-মধ্যেই হেলিকপ্টার এবং, এখানে এ পর্যন্ত চোখে না পড়লেও, মনে হয় সবুজ টুপিওয়ালাদের পাঠাচ্ছে; (গ) ওদের সৈন্যবাহিনী (অন্তত একটি দুটি কোম্পানি) উন্নত ধরনের কৌশল গ্রহণ করেছে;

তাপেরিলাসে ওরা অতর্কিতে আমাদের ওপর হানা দিয়েছে এবং এল্-মেসনে ওদের মনোবল ভাঙে নি; (ঘ) কৃষকদের লড়াইতে সামিল করার ব্যাপারটাই নেই; শুধু খবর সংগ্রহের কাজেই ওদের যা লাগানো হচ্ছে—তাতে আমাদের কিছুটা বিরক্তির কারণ ঘটে। ওরা খুব চটপটেও নয়, খুব দক্ষও নয়; ওদের নিরপেক্ষ করা যায়।

এল্-চিনোর পদমর্যাদার বদল হয়েছে; দ্বিতীয় বা তৃতীয় রণাঙ্গন না হওয়া অবধি চিনো যোদ্ধা হিসেবে থাকবে। এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে দানৃতন আর কার্লস্ প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছিল; আমি ওদের ঠেকাবার জন্যে জোর করতে পারি নি; নিজেদের অতিব্যস্ততার কর্মফল এখন তারা ভোগ করছে; এর ফলে, কিউবার সঙ্গেযোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়েছে (দানৃতন) এবং আর্জেন্টিনায় (·কার্লস্) সংগ্রামের পরিকল্পনাটি নষ্ট হল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, গেরিলাদের অপরিহার্য পরিণামের কথা মনে রাখলে এ মাসে সব কিছুই ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে। গেরিলা সৈনিক হিসেবে যে যোদ্ধারা তাদের প্রাথমিক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের সকলেরই মনোবল যথেষ্ট ভালো আছে।

মে

১লা

রাস্তা খুঁজে বার করা—আজকের দিনটা এইভাবেই আমরা উদ্‌যাপন করেছি। তবে আমরা হেঁটেছি খুবই কম; জলবিভাজিকা রেখা অবধি এখনও আমরা পৌঁছুতে পারি নি।

হাভানায় আল্‌মিদা আমার কথা আর বলিভিয়ার বিখ্যাত গেরিলাদের কথা বলেছে। একটু বেশি লম্বা হলেও বক্তৃতাটি বেশ ভাল হয়েছে। আমাদের যা রসদ আছে তাতে তিনদিন হেসেখেলে

চলবে। নাতো আজ তার গুলতি দিয়ে একটা ছোট পাখি মেরেছে। এবার পাখির পর্বে আমাদের প্রবেশ।

২রা

আজ আমরা খুবই ঢিমেতালে এগিয়েছি। ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যাপারটাও ঘোলাটে ছিল। রাস্তা বার করার মুস্কিল থাকায় আমরা মাত্র ঘণ্টা দুই হাঁটার মত হেঁটেছি। একটা উচ্চসূত্র থেকে নাকাহুয়াসুর কাছ বরাবর একটা জায়গা আমি ঠাহর করতে পেরেছি। তার মানে, আমরা এখন অনেকখানি উত্তরের দিকে; কিন্তু তাহলেও ইকিরির কোনো দিশা পাওয়া যাচ্ছে না। মিগোয়েল আর বেনিগ্নোকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, সারাদিন রাস্তা বার করার কাজ চালিয়ে যেতে হবে—ইকিরিতে পৌঁছুবার চেষ্টা করতে হবে, কিংবা নিদেনপক্ষে জলের নাগাল পেতে হবে, কেননা জল ছাড়াই আমরা চলেছি। হাতে খাবারদাবার আছে ৫ দিনের, যদিও তা একেবারেই টায়েটুয়ে। হাবানা রেডিও বলিভিয়ার খবর দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, সংবাদগুলো বেশ ফোলানো-ফাঁপানো।

উচ্চতা=১৭৬০ মিটারে পৌঁচেছি, আমরা ঘুমোলাম বিকেল সাড়ে ৫টায়।

৩রা

এক নাগাড়ে সারাটা দিন কাটা-ছেঁড়া করার ফলে ২ ঘণ্টার কিছু বেশি দিব্যি হেঁটে চলে একটা খাঁড়িতে এসে পড়া গেল। খাঁড়িতে জল প্রচুর। মনে হল উত্তরবাহী। আগামী কাল আমরা একই সঙ্গে ঢুঁড়ে দেখব জলের ধারার কোনো বদল হয় কিনা এবং কাটার কাজ সমানে চলবে। আমাদের হাতে রয়েছে আর মাত্র দুদিনের খাবার এবং তাও নেহাত অল্প। এখন আমরা ১,০৮০ মিটার উঁচুতে, নাকাহুয়াসুর উচ্চতা থেকে ২০০ মিটার ওপরে। অনেক দূরে মোটর চলাচলের আওয়াজ ভেসে আসছে, ঠিক কোন্‌দিকে ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

৪ঠা

সকালে পথের কাজ সমানে চলল, সেই সঙ্গে কোকো আর আনিথেতো খাঁড়ির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে লাগল। ওরা ফিরল বেলা ১টা নাগাদ। পুব আর দক্ষিণে খাঁড়ি বাঁক নিয়েছে, এটা ওরা জোর দিয়ে বলল। সুতরাং এটা ইকিরি বলেই মনে হচ্ছে। আমি পথসন্ধানীদের ডেকে আনতে ব'লে নদীর ভাটি বরাবর হাঁটতে লাগলাম। আমরা যাত্রা করেছি বেলা দেড়টায়, তারপর যখন সত্যিই জানা হয়ে গেল যে সাধারণভাবে নদীটি পূর্ব-উত্তরবাহী, তখন বেলা ৫টায় আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম; সুতরাং, গতিপথের বদল না হলে এটা কক্ষণো ইকিরি হতে পারে না। সন্ধানীদের ফলশ্রুতিতে জানা গেল তারা জলের খোঁজ পায় নি এবং পাহাড়ের মাথায় কেবল ঢালাও সমতল দেখেছে; আমরা রিও গ্রান্দের দিকে চলেছি, এই ধারণা নিয়ে ঠিক করা হল যে, আমরা সামনের দিকে এগোতে থাকব। শিকারে জুটল মাত্র একটি কাকারে পক্ষী, বড্ড ছোট ব'লে সেটা কাতানওয়ালাদের দিয়ে দেওয়া হল। আমাদের সামান্যই খাবার আছে দুদিনের মত।

পায়ে চোট লেগে লোরোর আটক হওয়ার খবর রেডিওতে বলল। তার এজাহারগুলো এ পর্যন্ত ভালই। সব কিছু থেকে এটাই ধারণা হয় যে, সম্ভবত সে বাড়িতে জখম হয় নি—হয়েছে অন্য কোথাও, মনে হয় পালাতে গিয়ে।

৫ই

আমরা হাঁটার মত হেঁটেছি ৫ ঘণ্টা, ১২ থেকে ১৪ কিলোমিটার মতন রাস্তা, তারপর পৌঁছোই ইন্তি আর বেনিগ্‌নোর তৈরি শিবিরে। অতএব আমরা এখন কংরি খাঁড়িতে, ম্যাপে এর হদিশ নেই—আমাদের যা আন্দাজ ছিল, তার চেয়েও অনেকখানি উত্তরে। এ থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগছে: ইকিরিটা কোথায়? বেনিগ্‌নো আর আনিথেতো যেখানে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিল সেই জায়গায় কি?

আক্রমণকারীরা কি তবে হোয়াকিনের সাঙ্গোপাঙ্গ? আপাতত আমরা এল্‌-ওসোতে যাবার কথা ভাবছি, যেখানে দুদিনের মতন প্রাতরাশ জুটতে পারে এবং তারপর আমরা যাব পুরনো ক্যাম্পে। আজ দু-দুটো বড় আকারের পাখি আর সেই সঙ্গে একটি কাকারে মারা পড়েছে, তাতে আমাদের রসদ বাঁচিয়ে দুদিনের উপযোগী খোরাক রেখে দেওয়া যাবে; থলিতে আছে নিরুদক স্যুপ আর কৌটোর মাংস। ইন্তি, কোকো আর মেদিকো শিকারের আশায় ঝোপেঝাড়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে। খবরে বলল, গেরিলাদের চাঁই বা সংগঠক হিসেবে কামিরিতে এক সামরিক আদালতে দেব্রের বিচার হবে; তার মা কাল এসে পৌঁছুবেন এবং এ ব্যাপারে বিস্তর করবার আছে।

লোরো সম্পর্কে কিছুই বলল না।

উচ্চতা = ৮৪০ মি।

৬ই

এল্‌-ওসোতে পৌঁছুবার মাপজোক ভেস্তে গেল। খাঁড়ির ধারে ছোট বাড়িটার যে দূরত্ব হিসেব করা হয়েছিল, দেখা গেল আসলে তা অনেক বেশি এবং রাস্তা বন্ধ, কাজেই আমাদের নতুন রাস্তা বার করতে হল। ১,৪০০ মিটার পর্যন্ত চড়াই ঠেলে এবং অনিচ্ছুক লোক-জনদের হাঁটিয়ে ছোট বাড়িটাতে আমরা পৌঁছুলাম বিকেল সাড়ে ৪টেয়। শেষের আগের খাবারটা খেয়ে ফেলা হল, পরিমাণে যৎ-সামান্য; মাত্র একটা তিতির মারা হয়েছিল, আমরা সেটা কাতান-ওয়ালাকে (বেনিগ্‌নো) আর যে দুজন ঠিক তার পেছনে পেছনে হেঁটেছিল তাদের দাতব্য করলাম।

খবরের মোদ্দা কথা দেব্রের মামলা।

উচ্চতা = ১,১০০ মি।

৭ই

আমরা ভোর-ভোর পৌঁছুলাম ওসোর ক্যাম্পে এবং সেখানে

জুটে গেল ৮ কৌটো দুধ, তা দিয়ে আমাদের খাসা প্রাতরাশ হল। কাছের একটা গুহা থেকে কিছু জিনিসপত্র টেনে বার করা হল, তার মধ্যে নাতোর জন্যে ট্যাংক ফুটো করার গোলাসুদ্ধ একটা মাউজার। নাতো হবে আমাদের গোলন্দাজ। নাতোকে বমিতে ধরেছিল এবং এখনও তার শরীরটা বেজুত। ক্যাম্পে ফিরেই বেনিগ্‌নো, উর্বানো, লিওন, আনিথেতো আর পাবলিতো ছোট খামারটার পাত্তা করতে বেরিয়ে গেল। সুপ আর মাংসের যতটুকু যা বাকি ছিল আমরা খেয়ে ফেললাম, তবে গুহার মধ্যে যে চর্বি রাখা ছিল সেটাই এখন আমাদের রসদ। কয়েকটা পায়ের ছাপ আর ভাঙচুরের কিছু চিহ্ন দেখা গেল, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে পল্টনের দল এখানে হানা দিয়েছিল। খুব ভোর-ভোর সন্ধানকারীর দল খালি হাতে ফিরে এল; পল্টনের দল ছোট খামারে আড্ডা গেড়েছে এবং ফসলের বারোটা বাজিয়েছে। (আমি এখানে এসেছি এবং গেরিলা দলের আনুষ্ঠানিক গোড়াপত্তন হয়েছে আজ ৬ মাস।)

৮ই

ভোর-ভোর উঠেই আমি পই পই করে বলেছি যে, গুহাগুলো সারিয়ে ফেলতে হবে এবং চর্বির টিনটা নামিয়ে এনে বোতলগুলো ভরে ফেলতে হবে। কারণ খাবার বলতে ওটাই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। সাড়ে ১০টা নাগাদ ঝোপের ভেতর থেকে কয়েকটা ফুটফাট গুলির আওয়াজ শোনা গেল; দুজন নিরস্ত্র পল্টন নাকাহুয়াসুর দিকে উঠে আসছিল, অগ্রবাহিনী ভেবে পাচো তাদের জখম করে, গুলি একজনের পায়ে লাগে এবং আরেকজনের পেট আঁচড়ে যায়। তাদের বলা হয় যে, থামবার সংকেত করা সত্ত্বেও তারা থামে নি ব'লে গুলি ছোঁড়া হয়, স্বভাবতই তারা একবর্ণও শুনতে পায় নি। লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটাতে পারস্পরিক যোগাযোগের খুবই অভাব এবং পাচোর এই কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ আদৌ ভাল নয়। আন্তনিও আর জনকয়েককে ডানদিকে পাঠানোর ফলে অবস্থার উন্নতি হল।

সেপাইরা যা বলল তাতে দেখা গেল যে, ওদের আস্তানা ইকিরির কাছাকাছি ; আসলে ওরা মিথ্যেকথা বলেছে। ১২টার সময় আরও দুজন ধরা পড়ল, নাকাহুয়াসু থেকে হন্ হন্ ক'রে তারা নামছিল ; তারা বলল যে, তারা শিকারে বেরিয়েছিল এবং পরে ফিরে এসে যখন দেখে যে তাদের দলবল হাওয়া, তখন তারা তাদের খুঁজতে বেরোয় এবং তাই তারা হনহনিয়ে চলেছিল। ওরাও মিথ্যেকথা বলেছে ; আসলে শিকারভূমিতে ওরা আস্তানা গেড়েছিল এবং ওরা পালিয়ে যাচ্ছিল ; আমাদের খামারে ওরা আসছিল খাবারের খোঁজে, কেননা ওদের যোগানদার হেলিকপ্টার এসে পৌঁছোয় নি। আগের দলের কাছ থেকে একগাদা সেঁকা আর কাঁচা ভুট্টা এবং চিনি আর কফি ছাড়াও ৪ টিন ঘোড়ার মাংস জবরদখল করা হল ; চর্বিসহ-যোগে প্রচুর পরিমাণে এসব জিনিস গলাধঃকরণ ক'রে আজকের সমস্যা মেটানো গেল। কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল।

যারা পাহারায় ছিল, পরে তাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, পল্টনের দল দফায় দফায় সন্ধানে বেরিয়ে নদীর বাঁক পর্যন্ত পৌঁছে তারপর ফিরে গেছে।

২৭ জনের মতন পল্টনের একটা দল এসে পড়ায় প্রত্যেকেই বেশ টান টান হয়ে পড়ল। ওদের চোখে বিচিত্র ঠেকেছিল এবং ২য় লেফটেনাণ্ট লোরেদোর পরিচালিত দলটি আগুয়ান হল ; লোরেদো স্বয়ং গুলি করতে শুরু করল এবং তার দলের দুজন লোকসুদ্ধ খুন হল। রাত ঘনিয়ে আসছিল। আমরা এগোতে লাগলাম। ৬ জন সেপাই আমাদের হাতে ধরা পড়ল, বাকিরা পিছু হটল।

মোট ফল দাঁড়াল : ৩ জন মৃত আর ১৯ জন বন্দী, তার মধ্যে দুজন আহত ; ৭টি এম-১ আর ৪টি মাউজার, ব্যক্তিগত সাজ-সরঞ্জাম, গুলিবারুদ আর যৎসামান্য খাবার, তাতে চর্বিসহযোগে আমাদের ক্ষিধে মিটল। আমরা সেখানেই গড়ালাম।

৯ই

৪টেয় উঠে (আমি ঘুমোই নি) আমরা সেপাইদের বাক্যবাণে বিদ্ধ করে তারপর ছেড়ে দিলাম। জুতোগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে ওদের পোশাক বদ্‌লে দেওয়া হল এবং মিথ্যেবাদীগুলোর পরনে শুধু জাঙিয়া রেখে ফেরত পাঠানো হল। আহতকে নিয়ে ওরা খুদে খামারের দিকে রওনা হল। সাড়ে ৬টায় আমরা গুহা হয়ে, দখল করা মালপত্র সেখানে রেখে, বাঁহুরে খাঁড়ির দিকে পিছু হটার পর্বসমাধা করলাম। খাবার বলতে থাকল শুধু চর্বি। আমার মনে হচ্ছিল এখুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আমাকে ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিতে হল। তবে আমি কোনো রকমে টাল সামলে টিকিয়ে টিকিয়ে চলতে পারলাম। এই-ভাবে আমাদের পদযাত্রা চালাতে হচ্ছে। পয়লা খনিজ জলের জায়গায় আমরা চর্বির স্যুপ খেয়ে নিলাম। লোকজনেরা কাহিল হয়ে পড়েছে এবং আমাদের জনকয়েককে ফোলা রোগে ধরেছে। রাত্রে সৈন্যবাহিনী আমাদের লড়াইয়ের যে ভাষ্য দিল তাতে ওদের হতাহতদের নাম বলল, কিন্তু যারা ধরা পড়েছে তাদের কথা বলল না—ঘোষণা করল যে তুমুল লড়াই হয়েছে এবং আমাদের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

১০ই

আমরা টুক টুক করে সমানে এগোচ্ছি। যেখানে রুবিওর সমাধি, সেই ক্যাম্পে পৌঁছে আমাদের ফেলে-যাওয়া জমানো চর্বির দলা আর শুখা মাংস খারাপ হয়ে যাওয়া অবস্থায় পেলাম। সব কিছু আমরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিলাম; সৈন্যদের কোনো চিহ্ন নেই। আমরা সাবধানে নাকাহুয়াসু পার হলাম। মিগোয়েলের খুঁজে বার করা পাহাড়ী সোঁতার ধার দিয়ে দিয়ে পিরিরেন্দার রাস্তা বরাবর চলতে লাগলাম, কিন্তু তবু পায়ে-চলা পথের শেষ হল না। বিকেল ৫টায় আমরা ক্ষান্ত দিলাম। শুখা মাংস আর চর্বির দলা—এই দিয়ে আহার সারতে হল।

উচ্চতা = ৮০০মি

১১ই

আগুয়ান দল প্রথমে রওনা হয়ে গেল; আমি তখন খবর শুনছিলাম ব'লে থেকে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই উর্বানো এসে জানাল যে, বেনিগ্‌নো একটা বনশুয়োর (পেকারি) মেরেছে এবং সেইসঙ্গে আগুন জ্বেলে ছাল ছাড়ানোর অনুমতি চাইল; আমরা ঠিক করলাম শুয়োরটা খাওয়ার পর বার হব, ততক্ষণ বেনিগ্‌নো, উর্বানো আর মিগোয়েল উপত্যদের দিকে রাস্তা বার করার কাজ চালিয়ে যাবে। বেলা দুটোর সময় আবার আমরা পদযাত্রা শুরু করলাম, ৬টার সময় তাঁবু গাড়া হল, মিগোয়েল এবং অন্যেরা এগিয়ে গেল।

লড়াইয়ের দিন বেনিগ্‌নো এক টিন মাছ খেয়ে ফেলে পরে তা অস্বীকার করেছে এবং উর্বানো এক ভাগ শুখা মাংস রুবিওর ক্যাম্পে থাকার সময় খেয়েছে। বেনিগ্‌নো আর উর্বানোর সঙ্গে এই গুরুতর ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে হবে।

ওরা খবর দিল যে, এই এলাকায় কার্যরত ৪র্থ বাহিনীর কর্তা কর্ণেল রোচাকে বদ্‌লি করা হয়েছে।

উচ্চতা = ১,০৫০ মি.

১২ই

আমরা ধীরেসুস্থে হাঁটলাম। উর্বানো আর বেনিগ্‌নো পথ বার করছিল। বেলা ৩টেয় দেখা গেল উপত্যদের দূরত্ব তখনও ৫ কিলোমিটারের মতন। খানিকক্ষণ পরে একটা পুরনো পায়ে-চলা রাস্তার খোঁজ পাওয়া গেল। আরও এক ঘণ্টা পরে আমরা গ্রীষ্মের স্কোয়াশে (জাপালো) ভর্তি একটা প্রকাণ্ড ভুট্টাক্ষেত দেখতে পেলাম, কিন্তু সে জায়গায় জল ছিল না। খানিকটা চর্বি দিয়ে শীতকালের স্কোয়াশ (হোকো) ঝলসে নেওয়া গেল এবং খোসা ছাড়িয়ে ভুট্টার দানাগুলো ভেজে নেওয়া হল। যারা রাস্তা খুঁজতে গিয়েছিল তারা এসে খবর দিল যে, চিকোর বাড়িতে তারা ঢুঁ মেরে এসেছে।

লেফটেনাণ্ট হেনরী লোরেদোর ডায়রিতে বিশ্বস্ত বন্ধু ব'লে যার উল্লেখ ছিল, এ হচ্ছে সেই। চিকো ছিল না; বাড়িতে ছিল তার ৪ জন কামলা আর একজন ঠিকে ঝি আর ঠিক সেই সময় তার স্বামীটি এসেছিল স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে আটকানো হল। চাল আর বড়া দিয়ে একটা বড় শুয়োর রান্না করা হল আর তার সঙ্গে গ্রীষ্মের স্কোয়াশ। পম্বো, আতু'রো, ভিলি আর দারিও রয়ে গেল মালপত্রের পাহারায়। একমাত্র খারাপ ব্যাপার এই যে, বাড়িতে যেটুকু আছে সে ছাড়া জলের কোনো হদিশ করা হয় নি।

বেলা সাড়ে ৩টেয় আমরা আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলাম। প্রায় সকলেরই শরীর খারাপ। গৃহকর্তা তখনও ফেরে নি; একটা চিরকুটে আমরা লিখে রেখে এলাম কী কী জিনিস আমরা খরচ করেছি। মুনিশদের আর পরিচারিকাদের প্রত্যেককে তাদের কাজের জন্যে আমরা ১০ ডলার ক'রে পারিশ্রমিক দিলাম।

উচ্চতা = ৯৫০ মি.।

১৩ই

সারাদিন ধ'রে শুধু ঢেঁকুর, বায়ুনিঃসরণ, বমি আর উদরাময়; বাস্তবিকই এক ঐক্যতান বাদন। শুয়োরের মাংস পরিপাক করতে গিয়ে আমাদের হল একেবারে চলচ্ছক্তিহীন অবস্থা। আমাদের রয়েছে মাত্র দু টিন জল। আমি খুবই কাতর হয়ে পড়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত বমি ক'রে সোয়াস্তি পেলাম। রাত্রে খেলাম ভুট্টার চাপাটি আর টাটকা স্কোয়াশ ভাজা, সেই সঙ্গে আগের দিনের ভোজের বাসি কিছু ঝড়তি পড়তি, যা খাওয়ার মত অবস্থায় ছিল। সমস্ত রেডিও স্টেশন থেকে দফে দফে খবর দেওয়া হচ্ছে যে, ভেনেজুয়েলায় কিউবানদের অবতরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। লেওনির সরকার দুজন লোককে হাজির করেছে—তাদের নাম আর পদ বলা হল। আমি লোকদুটিকে চিনি না, তবে সব কিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হয়েছিল।

১৪ই

পম্বো আর বেনিগ্‌নো একটা পায়ে-চলা-রাস্তা খুঁজে বার করেছিল। পিরিরেন্দো উপহ্রদ পৌঁছুবার জন্যে খুব ভোরবেলায় সেই রাস্তায় নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আমরা পাড়ি দিলাম। রওনা হওয়ার আগে সবাইকে আমি এক জায়গায় জড়ো ক'রে বললাম আমাদের সামনে কী কী সমস্যা ছিল; একেবারে গোড়ায় ছিল খাদ্যের সমস্যা। এক টিন মাছ খেয়ে ফেলার পর সেকথা অস্বীকার করার জন্যে বেনিগ্‌নোকে সমালোচনা করা হল; আমাদের না জানিয়ে শুখা মাংস খাওয়ার জন্যে উর্বানোকে দোষ দেওয়া হল; যেখানে খাওয়ার গন্ধ পাবে সেখানেই ছোঁক ছোঁক করা এবং আর কোনো ব্যাপারে গা না ঘামানোর জন্যে আনিথেতোকে কথা শোনানো হল। যখন আমরা একত্র হয়ে এই সব বলা কওয়া করছি, সেই সময় কয়েকটা ট্রাক আসার আওয়াজ পেলাম। পরে দরকার হতে পারে ভেবে কাছাকাছি একটা গুপ্ত জায়গায় আমরা গোটা পঞ্চাশেক শীতের স্কোয়াশ আর ছাড়ানো আড়াই মণ ভুট্টা সরিয়ে রেখে দিলাম।

যখন আমরা রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে গাছ থেকে বিন্‌ তুলছি, সেই সময় কাছেপিঠে গোলা ফাটার আওয়াজ পেলাম। খানিক পরে দেখি বিমান থেকে 'আমাদের ওপর হিংস্রভাবে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে'—আমরা যে জায়গায়, সেখান থেকে ২।৩ কিলোমিটার তফাতে। একটা ছোট পাহাড়ে উঠতে উঠতে উপহ্রদটি দেখা গেল। তখনও সৈন্যের দল সমানে গোলাগুলি ছুঁড়ে চলেছে। সন্ধ্যে নাগাদ আমরা সদ্য পরিত্যক্ত একটা বাড়ির কাছে পৌঁছুলাম। বাড়িটাতে যথেষ্ট জিনিসপত্র এবং জল মজুত ছিল। আমরা খেলাম মুর্গী আর ভাতের অতি সুস্বাদু বিরিয়ানি। ভোর ৪টে অবধি থাকলাম।

১৫ই

বলার মত কিছু ঘটে নি।

১৬ই

হাঁটতে আরম্ভ করার পর আমার সাংঘাতিক পেট মোচড়াতে শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে বমি আর পেট খারাপ। ওরা ডিমেরল দিয়ে সেটা বন্ধ করল। অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে ওরা হ্যামকে শুইয়ে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। যখন চোখ খুললাম তখন শরীরে আর গ্লানি নেই, কিন্তু কোলের বাচ্চার মত চারদিক মাখামাখি হয়ে আছে। আমাকে ওরা একটা প্যান্ট ধার দিল, কিন্তু জল না থাকায় পঁচিশ হাত দূর থেকেও নাকে কাপড় দিতে হয়। সারাটা দিন আমরা সেখানে কাটালাম। আমার ঘুম-ঘুম ভাব। কোকো দক্ষিণ বা উত্তর বরাবর একটা রাস্তা খুঁজে বার করল। রাত্রে সেই রাস্তায় আমরা হেঁটে যাবার সময় জ্যোৎস্না উঠল। তখন আমরা বিশ্রাম নিলাম। ৩৬নং বার্তা এসে পৌঁছুল, তা থেকে আমাদের পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা আন্দাজ করা যায়।

১৭ই

দুপুর ১টা পর্যন্ত সমানে আমাদের অভিযান চলল। আমরা একটা করাতকল দেখতে পেলাম। লক্ষণ দেখে বোঝা গেল ওটা দিন তিনেক আগে পরিত্যক্ত হয়েছে। পিপের মধ্যে ছিল চিনি, ভুট্টা, চর্বি, আটা আর জল—দেখেই বোঝা যায় সব কিছুই বেশ দূর থেকে বয়ে আনা হয়েছে। আমরা সেখানে ছাউনি ফেললাম, সেই সঙ্গে এমন সব রাস্তার খোঁজ করা হতে লাগল যা দিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া যায়। হাঁটুতে ফোড়া হয়ে রাউল সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে, ফলে হাঁটতে পারছে না। ওকে একটা কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে এবং কাল ফোড়াটা গেলে দেওয়া হবে। আমরা ১৫ কিলোমিটার মত রাস্তা পাড়ি দিলাম।

উচ্চতা = ৯২০ মি.

রবার্তো-হুয়ান মার্তিন।

১৮ই

পাছে কলের মজুররা কিংবা সৈন্যবাহিনী এসে পড়ে, সেই ভয়ে আমরা সারাদিন গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম; কিছুই হল না। পাবলিতোকে নিয়ে মিগোয়েল বেরিয়ে পড়ল; পাশের একটা রাস্তা ধ'রে গিয়ে ওরা জল খুঁজে পেয়েছে—এখান থেকে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের পথ। রাউলের ফোড়া থেকে ৫০ সিসি পুঁজ বার করা হল; যাতে রোগ সংক্রমণ না হয় সেই মত ধরাবাঁধা ওষুধপত্র ওকে দেওয়া হয়েছে। রাউলের এক পাও নড়বার ক্ষমতা নেই। এই গেরিলা দলে আজ এই প্রথম আমি একটা দাঁত তুললাম; আমার হাতে প্রথম বলি; কাম্বা। একটা ছোট তন্দুরের আগুনে আমরা রুটি বানিয়ে খেলাম; রাত্রে এমন এক অসভ্য রকমের সুরুয়া পেটে পড়ল যে আবার আমার এখন-তখন অবস্থা হল।

১৯শে

ভোরবেলায় আগুয়ান দল বেরিয়ে গিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে লুকিয়ে রইল। তারপর আমরা বেরোলাম; আমাদের একাংশ গিয়ে আগুয়ান দলটিকে ছেড়ে দিল; তারা ফিরে গেল রাউলকে দেখাশুনো করতে এবং শেষে তাকে চৌরাস্তায় পৌঁছে দিল; মাঝের দলের অন্য অংশটি চলে গেল খনিজ জলের জায়গায় পিঠের বোঁচকা-বুঁচকিগুলো রেখে আসতে; তারা ফিরে এসে রাউলকে নিয়ে গেল; রাউল আস্তে আস্তে সুস্থ হচ্ছে। আন্তনিও খাঁড়ি বরাবর নেমে গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সৈন্যদের একটা পরিত্যক্ত ক্যাম্প দেখতে পেল—সেখানে আমরা কিছু শুক্‌নো-শাক্‌না রসদ পেলাম। নাকাহুয়াসু খুব কিছু দূর হওয়ার কথা নয় এবং আমার ধারণায়, আমরা গিয়ে পড়ব কংরির নিচে। সারারাত এক নাগাড়ে বৃষ্টি; ওস্তাদেরা দেখেশুনে হাঁ।

আমাদের হাতে আছে দশ দিনের খাবার; পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-গুলোতে ফুটি আর ভুট্টা আছে।

উচ্চতা = ৭৮০ মি·।

কামিলো

২০শে

আজ তথৈবচ অবস্থা। সকালে মাঝের দলটাকে পাঠানো হল ওৎ পেতে ব'সে থাকতে; বিকেলে আগুয়ান দলকে পাঠানো হল পম্বোর নেতৃত্বে; পম্বোর মতে, মিগোয়েল অতি যাচ্ছেতাই জায়গা বাছাই করেছে। ন্যাপস্যাক না নিয়ে মিগোয়েল খাঁড়ি বরাবর দু'ঘণ্টা হেঁটে নাকাহুয়াসু খুঁজে পেয়েছে। একটা গুলির আওয়াজ কানে এল, কে গুলি ছুঁড়েছে জানা নেই। নাকাহুয়াসুর ধারে আরেকটি ফৌজী আস্তানার চিহ্ন পাওয়া গেছে, তাতে আছে গোটা দুই প্লেটুন। লুইয়ের ওপর হুকুম হয়েছে ওৎ-পাতার দলে ও থাকতে পারবে না; কেননা সমানে সব কিছু সম্বন্ধেই ওর আপত্তি। ব্যাপারটা লুই ভালো মনেই নিয়েছে।

বারিয়েন্তস একটি সাংবাদিক বৈঠকে দেব্রেকে খবরের কাগজের লোক ব'লে মানতে অস্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে যে, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা পুনর্বহাল করবার জন্যে কংগ্রেসের অনুমোদন চাইবে। প্রায় প্রত্যেকটি সাংবাদিক এবং বিদেশীরা সবাই দেব্রে সম্পর্কে তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে; লোকটা যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে, তাতে বোঝা যায় লোকটা অসম্ভব মাথামোটা। লোকটা ধারণা করা যায় না এমন এক যৎপরোনাস্তি ষাঁড়ের নাদ।

২১শে

রবিবার। তথৈবচ। দুপুরে ১০ জন লোক বদ্‌লি হিসেবে পাঠিয়ে ওৎ-পাতার ব্যবস্থা বহাল রাখা হল। রাউল ধীরেসুস্থে সেরে উঠছে; দ্বিতীয়বার ওর ফোড়া গেলে ৪০ সি-সি পুঁজ বার করা

হয়েছে। ওর গায়ে জ্বর নেই, কিন্তু এখনও ব্যথা থাকায় তেমন হাঁটতে পারছে না; এখন আমার ওকে নিয়েই চিন্তা। রাত্রে আমরা বেশ ডেঁড়েমুষে খেলাম; সুরুয়া, ভুট্টার চিঁড়ে, শুঁট্‌কি মাংস আর কাঁকুড় দেওয়া ভুট্টাসেদ্ধ।

২২শে

যে লোকটা করাতকলের তদারকি করে, তার নাম গুজমান রবলেস; দুপুরে সে তার ড্রাইভার আর ছেলেকে নিয়ে খুব একটা ফ্যাশানদুরস্ত জীপে ক'রে এসে হাজির; তার আসাটা অপ্রত্যাশিত নয়। গোড়ায় এটা মনে হয়েছিল যে, সরকারী সেনাবাহিনীই তাকে পাঠিয়েছে এখানকার হালচাল দেখে আসবার জন্যে; কিন্তু আমরা যখন যা বলছিলাম তাই সে শুনতে লাগল এবং তার ছেলেকে জামিন হিসেবে রেখে রাত্রে গুতিয়েরেজে যেতে সে রাজী হল; কথা দিল কাল সে আসবে। আগুয়ান দল সারারাত ওৎ পেতে থাকবে এবং আমরা কাল বেলা তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ওরা বলছে এখান থেকে সরে পড়তে হবে, কেননা অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। লোকটা সম্পর্কে ওপরসা ধারণা হয়েছে যে, ও আমাদের ধরিয়ে দেবে না, তবে জানি না কেনাকাটা করতে গিয়ে সন্দেহের উদ্রেক ক'রে না বসে। আমরা এখানকার যা কিছু খরচ করেছি, তাকে তার দাম কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছি। ও আমাদের বলল তাতারেন্দা, লিমন, ইপিতা, এইসব জায়গার এখনকার খবরাখবর; ইপিতায় এক লেফটেনাণ্ট মোতায়েন থাকা ছাড়া, এসব জায়গার একটিতেও কোনো সৈন্যসামন্ত নেই। তাতারেন্দায় সে নিজে অবশ্য যায়নি, লোকমুখে শুনেছে।

২৩শে

সারাদিন একটা কী-হয় কী-হয় ভাব। করাতকলের ভারপ্রাপ্ত লোকটি দিনের শেষেও ফিরে এল না। যদিও শত্রুপক্ষের কোনো

সাড়াস্থড়ি পাওয়া যায় নি, তবু আমরা ঠিক করলাম রাত্রের অন্ধকারে আমরা এখান থেকে সরে পড়ব। ১৭ বছর বয়সের আধদামড়া ছেলেটাকে জামিন হিসেবে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব। চাঁদের আলোয় রাস্তা দেখে দেখে একটি ঘণ্টা আমরা হাঁটলাম। শুলাম রাস্তায়। আমাদের সঙ্গে আছে ১০ দিনের রসদ।

২৪শে

দু ঘণ্টায় আমরা নাকাহুয়াস্থতে পৌঁছে গেলাম; জায়গাটা বাধামুক্ত ছিল। কংরি খাড়ি বরাবর ভাটিমুখো হেঁটে যেতে আমাদের ঘণ্টা ৪ লাগল। রিকার্দো হাঁটছিল নেহাৎ দায়ে প'ড়ে, না হাঁটলে নয় এমনিভাবে; মোরোরও আজ সেই দশা; তার সঙ্গে তাল রেখে আমাদের ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলতে হচ্ছিল। আমাদের প্রথমবারের সফরে প্রথম দিন আমরা যেখানে ক্যাম্প করেছিলাম, সেই জায়গাতেই আমরা এসে পড়লাম। ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার সময় কোনোরকম চিহ্ন আমরা রেখে যাই নি, ইদানীংকার কোনো চিহ্নও আমাদের নজরে পড়ল না। রেডিওর খবরে বলল, দেব্রের হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন মঞ্জুর হবে না। আমার মনে হচ্ছে, সালাদিলো এখান থেকে আর এক বা দু ঘণ্টার পথ; পাহাড়ের মাথায় ওঠবার পর যথাকর্তব্য ঠিক করা যাবে।

২৫শে

কোনোরকম চিহ্ন না রেখে দেড় ঘণ্টায় আমরা সালাদিলোয় পৌঁছে গেলাম। খাঁড়ি বরাবর উজানপথে ঘণ্টা দুই হেঁটে আমরা নদীর উৎসের দিকে চলে গেলাম। সেখানে আমরা দক্ষিণহস্তের কাজ চুকিয়ে বেলা সাড়ে তিনটেয় হাঁটতে আরম্ভ করলাম; দু-ঘণ্টার মত হেঁটে ৬টা নাগাদ ১,১০০ মিটার উঁচুতে আমরা ডেরাডাণ্ডা ফেললাম; পাহাড়ের মাথার ওপরকার চৌরস জমিটা না ডিঙিয়ে। এর পর, ছেলেটির হিসেবে, ক্রোশ দুই আড়াই ছেলেটির দাদুর ফল-তরকারির বাগান, অথবা, বেনিগ্‌নোর হিসেবে, সারা

দিন হাঁটলে রিও গ্রান্দের ধারে ভার্গার বাড়ি। এ বিষয়ে কাল মন স্থির করা যাবে।

২৬শে

ঘণ্টা দুই হেঁটে এবং ১,২০০ মিটার উঁচু গিরিশিখর পেরিয়ে আমরা ছেলেটির দাদুর ভাইয়ের ফল-তরকারির বাগানে পৌঁছুলাম। যে দুজন বাগানে কাজ করছিল, তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসায় তাদের আটক করতে হল। জানা গেল, সম্পর্কে ওরা বুড়োর শালা হয়; ওদের এক দিদির সঙ্গে বুড়োর বিয়ে হয়েছে। ওদের একজনের বয়স ১৬, আরেকজনের ২০। ওদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, ছেলেটির বাবা সব কিছু কেনা-কাটা করেছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যায় এবং তখন সে সব কথা ফাঁস ক'রে দেয়। ইপিতায় ৩০ জন সৈন্য আছে, তারা শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়। ইপিতা থেকে পিপেয় ক'রে এখানে জল আনতে হয় ব'লে আমরা শুয়োরের মাংসভাজার সঙ্গে চর্বিতে ঝলসানো কাঁকুড় খেলাম। ৮ মাইল দূরে ছোকরাদের ফল-তরকারির বাগানে যাব ব'লে আমরা রাত্রে রওনা হলাম—৪ মাইল খোদ ইপিতার দিকে আর ৪ মাইল পশ্চিমের দিকে। পৌঁছুতে ভোর হয়ে গেল।

উচ্চতা - ১,১০০ মি.

২৭শে

আজকের দিনটা শুধু ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘোরাই সার হল, আর সেই সঙ্গে খানিকটা আশাভঙ্গ; অত সব রংচঙে কথার পর এসে দেখা গেল ওদের থাকার মধ্যে আছে শুধু গোছাকয়েক আখ এবং অকেজো আখমাড়াই কল। বাগিচার বুড়ো মালিক দুপুরে গড় গড় ক'রে গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির হল, গিয়েছিল শুয়োরদের জন্যে জল আনতে; বুড়ো আসবে আমরা জানতাম। তাকিয়ে যেই ওর কেমন-কেমন ঠেকেছে, অমনি সে ফিরে যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেটাই ওৎ পাতার জায়গা। বাগিচার মজুরসমেত বুড়োকে পাকড়াও করা হল। ওদের বিকেল ৬টা অবধি ধরে রেখে দিয়ে

তারপর ছোট ভাইটাকে সুদ্ধ ছেড়ে দেওয়া হল। ওদের আমরা বলে দিলাম সোমবার পর্যন্ত কাছে-পিঠে যেন থাকে এবং কাউকে কিছু যেন না বলে। আমরা টানা দুঘণ্টা হাঁটলাম। ঘুমিয়ে নিলাম ভুট্টাক্ষেতে। কারাগুয়াতেন্দায় যাবার রাস্তায় এবার আমরা এসে পড়েছি।

২৮শে

রবিবার। ভোর হতে না হতে উঠে-পড়ে আমরা পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছি। দেড় ঘণ্টার ভেতর আমরা কারাগুয়াতেন্দার ফল-তরকারির বাগিচাগুলোর সীমাসরহদ্দের মধ্যে এসে গেলাম; বেনিগ্নো আর কোকোকে পাঠানো হল খোঁজখবর নেওয়ার কাজে। একজন চাষী তাদের দেখে ফেলায় তাকে তারা আটক করল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, গ্রেপ্তারে গ্রেপ্তারে ছয়লাপ, কেউ তেমন ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক বুড়ি; থামতে বলায় বুড়ি চিলচিৎকার জুড়ে দিল। পাচো বা পাবলো, দুজনের কেউই বুড়িকে ধরে রাখতে পারল না; বুড়ি শহরের দিকে ছুট দিল। দু-প্রান্তে পাহারা বসিয়ে আমরা শহরটা বেলা দুটোয় দখল ক'রে নিলাম। ইয়াথিমিয়েন্তস থেকে আসা একটা জীপ কিছুক্ষণ পরে আমাদের হাতে এসে গেল; এমনিভাবে দুটো জীপ আর দুটো ট্রাক আমরা বাজেয়াপ্ত করে নিলাম, অর্ধেক ছিল ব্যক্তিবিশেষের আর বাকি অর্ধেক তেল কোম্পানির। খাবার-দাবারের সঙ্গে কফি খেলাম এবং ৫০ দফা তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর আমরা সন্ধ্যে সাড়ে ৭ টায় ইপিতাথিতোর দিকে রওনা হলাম। সেখানে একটা দোকানে সিঁদ কেটে আমরা ৫০০ ডলার দামের জিনিসপত্র বার করে খুব একটা জাঁকালো হলফনামার জোরে চাষীদের হাতে তুলে দিলাম। আমাদের তীর্থযাত্রা সামনে চলতে থাকল; ইতেয় এসে যে বাড়িতে খুব যত্নআত্যি ক'রে আমাদের নিয়ে গেল সেখানে যে শিক্ষকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল, ইপিতাথিতোর দোকানটির তিনিই মালিক; জিনিসপত্রের দরদস্তুর

যাচাই করা হল। কথাবার্তায় আমিও যোগ দিলাম; শুনে মনে হল, আমাকে ওরা চিনতে পেরেছে; ওদের কাছে পনীর আর খানিকটা পাঁউরুটি ছিল, কফির সঙ্গে তার কিছুটা আমাদের খেতে দেওয়া হল, কিন্তু সেই আদর-আপ্যায়নের মধ্যে একটা বেসুরো ভাব ছিল। আমরা সান্তাক্রুজের দিকে রেলরাস্তা ধরে এস্‌পিনোর দিকে চললাম; কিন্তু ফোর্ড ট্রাকটি থেকে ওরা পাওয়ারগিয়ার খুলে নিয়েছিল, ফলে ট্রাকটি বিকল হয়ে পড়ল; এস্‌পিনো থেকে তিন সাড়ে তিন ক্রোশ যেতে আমাদের সারা সকাল লেগে গেল। গাড়ির মোটর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়ায় সেখান থেকে সবসুদ্ধ দু-আড়াই ক্রোশ গিয়েই গাড়ি একদম অচল হয়ে পড়ল। আগুয়ান দল পশুর বাথানটি দখল করল এবং আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে ৪ দফা যেতে আসতে হল।

উচ্চতা = ৮৮০ মি.

২৯শে

এস্‌পিনোর লোকবসতি বেশিদিনের নয়; '৫৮ সালের ঢলে পুরনো লোকালয়টি ধুয়েমুছে গিয়েছিল। গুয়ারানি সম্প্রদায়ের বাস এখানে; গুয়ারানিরা পারতপক্ষে বাইরের লোকদের এড়িয়ে চলে, স্প্যানিশ প্রায় বলতেই পারে না অথবা না বলতে পারার ভাণ করে। কাছেই তেলকলের মজুরদের বাস; আমরা আরেকটি ট্রাক হস্তগত করেছিলাম, তাতে আমাদের সব কিছু তুলে দেওয়া যেত—কিন্তু সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল; রিকার্দো সেটাকে এমনভাবে কাদায় ফেলে দিয়েছে যে, শত চেষ্টাতেও টেনে ওঠানো গেল না। চারিদিকে এমন নিথর নিস্তব্ধ ভাব যে, মনে হচ্ছে আমরা যেন অন্য কোনো এক জগতে। কোকোর ওপর রাস্তার খবরাখবর নেওয়ার ভার দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু সে যা খবর এনেছে তা ভাসা-ভাসা এবং আবোল-তাবোল; তার খবর এতই বাজে যে, আরেকটু হলেই হেঁটে আমরা বিপদের মুখে গিয়ে পড়তাম এবং তাতে আমরা রিও গ্রান্দের কাছে চলে যেতাম—ভাগ্যিস, শেষ মুহূর্তে প্ল্যান বদলে

আমাদের মুচিরিতে চলে যেতে হল, যেখানে জল আছে। সংগঠনের চলতি সমস্যাগুলো ঘাড়ে নিয়ে আমরা রাত সাড়ে তিনটেয় রওনা হলাম, সামনের দলটি গেল জীপে (কোকোকে নিয়ে ৬, ৭) এবং বাকি সবাই হেঁটে।

রেডিওতে লোরোর পালিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেল।

৩০শে

দিনের আলোয় আমরা রেলরাস্তায় পৌঁছে দেখি মিচুরিতে যাওয়ার যে রাস্তাটি ম্যাপে দেখানো আছে, সে রাস্তার অস্তিত্বই নেই। চারদিকে ঘুরে ফিরে চৌমাথা থেকে ৫০০ মিটার তফাতে একটা সিধে রাস্তা পাওয়া গেল, এ রাস্তা দিয়ে তেলকলের মজুররা যাওয়া-আসা করে। আগুয়ান দল জিপে করে এ রাস্তা দিয়ে যায়। আন্তনিও ফেরবার সময় দেখে একটি ছোকরা সেই পথ দিয়ে আসছে, তার সঙ্গে একটি কুকুর এবং হাতে একটি ছট্‌রা বন্দুক। তাকে যেই বলা হয়েছে 'থামো'—অমনি সে ভোঁ দৌড়। খবরটা পেয়ে আন্তনিওকে আমি রাস্তার মুখে ওৎ পেতে বসিয়ে দিলাম; আমরা মোতায়েন রইলাম ৫০০ মিটার তফাতে। বেলা পৌণে বারোটায় মিগোয়েল এসে বলল, পুবদিক বরাবর ১২ কিলোমিটার হেঁটে কোনো-রকম বাড়িঘর বা জলের সে সন্ধান পায় নি; শুধু একটা উত্তরমুখো রাস্তা দেখেছে। মিগোয়েলকে আমি নির্দেশ দিলাম, সঙ্গে তিনজন লোক নিয়ে জীপে করে মিগোয়েল যেন উত্তরের এই ১০ কিলোমিটার খানেক পথঘাটের খোঁজখবর নিয়ে সন্ধ্যের আগে ফিরে আসে। বেলা তিনটের সময় যখন আমি সুখে নিদ্রা যাচ্ছি, ওৎ পাতার জায়গা থেকে গুলির শব্দে জেগে উঠলাম। দেখতে না দেখতে খবর এসে গেল; সরকারী সৈন্যেরা এগিয়ে আসতে গিয়ে ফাঁদে পড়ে। ফল সম্ভবত, তিনজন খুন আর একজন জখম। লড়াইতে ছিল আন্তনিও, আতু'রো, নাতো, লুই, ভিলি আর রাউল। রাউল এখনও সুস্থসবল নয়। আমরা সরে এসে চৌমাথার দিকে ১২ কিলোমিটার হাঁটলাম; মিগোয়েলের তবু দেখা নেই। এই পর্যন্ত এসে খবর পাওয়া

গেল, জলের অভাবে জীপ অচল হয়ে আছে। সেখান থেকে আরও প্রায় ৩ কিলোমিটার গিয়ে জীপ পাওয়া গেল ; আমরা সবাই তার ভেতর পেচ্ছাপ ক'রে এবং সেইসঙ্গে তাতে এক পাত্র জল ভ'রে কোনোরকমে তো এইভাবে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলাম ; সেখানে হুলিও আর পাবলো অপেক্ষা করছিল। রাত দুটোর মধ্যে সবাই এসে গেল। কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, আমরা তার চারদিকে ব'সে ৩টি টার্কি সেঁকে নিলাম এবং শুয়োরের মাংস ভেজে নিলাম। একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে খাবার জল পরখ করে দেখতে একটি জানোয়ার নিযুক্ত করা হল।

আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছি। ৭৫০ মিটার থেকে নেমে আজ আমরা ৬৫০ মিটারে এসে পৌঁচেছি।

৩১শে

গোটা দুই পাত্র জল আর কিছুটা পেচ্ছাপ—এই দিয়ে জীপ টিকির-টিকির ক'রে চলতে থাকল। দুটি ঘটনায় গতিবেগ চঞ্চল হল ; উত্তরমুখো রাস্তা এক জায়গায় এসে ফুরিয়ে গেল ; সেখানে মিগোয়েল আপাতত যাত্রা স্থগিত রাখল এবং নিরাপত্তা দলের একজন পাশের একটা রাস্তায় গ্রেগরিও ভার্গাস নামে এক চাষীকে আটক করল। সাইকেলে চেপে সে আসছিল ফাঁদ পেতে শিকার ধরবার ব্যাপারে। ওর মনের গতি পরিষ্কার বোঝা গেল না, তবে জলের জায়গা সম্পর্কে আমাদের সে মূল্যবান খবরাখবর দিল। একটি জলের জায়গা নাকি আমাদের পেছনদিকে আছে ; আমি একদল লোককে জলের খোঁজে আর রান্নাবান্নার কাজে পাঠিয়েছিলাম। সেই লোকটি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ; ওরা গিয়ে দেখে সৈন্যবাহিনীর দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে ; চট করে তারা লুকিয়ে প'ড়ে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে ; দেখে মনে হল, দুটি লোক জখম হয়েছে। ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী গ্রেনেড ছুঁড়বে ব'লে নাতো প্রথম যে ফাঁকা কার্তুজটি ব্যবহার করেছিল সেটি যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, তখন সে রীতিমত সামরিক বুলেট ব্যবহার করে ; বুলেটটি তার একেবারে নাকের নিচে ফেটে যায় ;

তাতে নাতো নিজে অবশ্য জখম হয় নি, কিন্তু ঢাকবাঁশীটির দফা রফা হয়। আমরা পিছু হটে চলে আসি ; এরোপ্লেন থেকে আমাদের ওপর কোনোরকম হামলা হয় নি। অন্ধকার সত্ত্বেও আমরা ১৫ কিলোমিটার হেঁটে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় জলের জায়গায় এসে পৌঁছুলাম। তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় এবং অত্যধিক তেতে ওঠায় জীপটার তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। রাতটা কেটে গেল খাওয়াদাওয়া করতে।

সৈন্যবাহিনী থেকে প্রচারিত খবরে একথা স্বীকার করা হয় যে, কাল সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট এবং একজন সৈনিক নিহত হয়েছে ; সেইসঙ্গে তাতে এও বলা হয় যে, আমাদের পক্ষের নাকি কয়েকজনকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে 'দেখা' গেছে। আগামীকাল পাহাড়পর্বতের খোঁজে আমি রেলরাস্তা পেরিয়ে যেতে চাই।

উচ্চতা=৬২০ মিটার।

মাসিক সংক্ষিপ্তসার

নঙর্থক ঘটনার মধ্যে এই যে, পাহাড়ের শৈলশিরাগুলো চষে ফেলা হয়েছে, তবু হোয়াকিনের কোনো পাত্তা করা সম্ভব হয় নি। উত্তরের দিকে সে যে সরে গেছে, এটা লক্ষণ দেখে আঁচ করা যাচ্ছে।

৩টি লড়াই আমরা লড়েছি ; তাতে শত্রুপক্ষেরই যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আমাদের কিছুই হয় নি ; পিরিরেন্দা আর কারাগুয়ারারেন্দায় আমরা অন্তর্ভেদ করেছি। কাজেই সামরিক দিক থেকে দেখলে. আমরা জিতেছি। ওরা বলেছে, কুকুরগুলো একেবারেই কোনো কর্মের নয় ; তাই এখন লড়াইতে কুকুর লাগানো ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রধান প্রধান ঘটনা বলতে ঃ

(১) মানিলা, লা-পাথ আর হোয়াকিনের সঙ্গে সব রকম সংশ্রব হারিয়ে ফেলা ; তার ফলে, গ্রুপের লোকসংখ্যা কমে কমে ২৫ জনে এসে ঠেকেছে।

(২) কৃষকেরা আমাদের সম্পর্কে ভয় কাটিয়ে উঠেছে, আমরা ক্রমশ তাদের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করতে পারছি; কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকদের আমরা আদৌ দলের মধ্যে টানতে পারছি না। আস্তে আস্তে ধৈর্য ধরে এ কাজ করতে হবে।

(৩) কোলে মারফত পার্টি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে; দৃশ্যত বিনা শর্তে।

(৪) দেব্রের মামলা নিয়ে ক্রমাগত যে হৈচৈ চলছে, তাতে ১০টা যুদ্ধ জিতে যা হত, তার চেয়েও ঢের বেশি হারে আমাদের আন্দোলনে আমরা সমর্থন পাচ্ছি।

(৫) গেরিলাদলের মনোবল ক্রমশ যেভাবে বাড়ছে এবং পাকাপোক্ত হচ্ছে, তাতে ঠিকমত চালনা করতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হব।

(৬) সরকারী সৈন্যবাহিনী অসংগঠিতভাবেই চলেছে এবং তার কলকৌশলেরও তেমন কিছু উন্নতি হয় নি।

এ মাসের সেরা খবর হল; লোরোর ধরা পড়া এবং পালানো। ইতিমধ্যে ওর হয় আমাদের এখানে চলে আসা উচিত, নয় লা-পাথে চলে গিয়ে যোগাযোগ করা উচিত।

মাসিকুরি অঞ্চলে যেসব কৃষক আমাদের সাহায্য করেছে, তাদের সবাইকে আটক করার ব্যাপারে সেনাবাহিনী থেকে ফতোয়া জারী করা হয়েছে। এবার এমন একটা সময় আসছে,যখন দু পক্ষ থেকেই কৃষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে—অবশ্য দুপক্ষ করবে দুভাবে; আমাদের জয়ী হওয়ার অর্থ হবে, লাফ দিয়ে এক অপরিহার্য গুণগত অবস্থান্তর।

জুন

১লা

অগ্রবর্তী দলকে পাঠিয়ে দিলাম পথ বরাবর মোতায়েন থাকতে এবং চৌমাথা অবধি ৩ কিলোমিটার ঢুঁড়ে দেখে আসতে। রাস্তাটা গেছে তেলের খনির দিকে। এরোপ্লেন আবার এলাকা ঘুরে টহল

দিতে শুরু করেছে, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে রেডিওতে যা বলা হয়েছে তা ঠিক। কেননা, গত কয়েকদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় কিছু করা কঠিন ছিল, কিন্তু এখন আবার কেঁচে গণ্ডুষ হবে। দুজন নিহত, তিনজন আহত—এই মর্মে একটা অদ্ভুত খবর রেডিওতে বলা হল; নতুন কোনো ঘটনা, না আগের কোনো ঘটনা, শুনে বোঝা গেল না। বেলা ৫টায় খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা রাস্তার দিকে এগোলাম; ৭।৮ কিলোমিটার আমরা পাড়ি দিলাম, পথে কিছুই ঘটল না। দেড় কিলোমিটার মত গেলাম রাস্তার ওপর দিয়ে এবং তারপর একটা পরিত্যক্ত সরু পথ ধরলাম। এখান থেকে আরও ৭ কিলোমিটার গেলে একটি ফলপাকুড়ের বাগান পাবার কথা। কিন্তু প্রত্যেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়ায় আমরা মাঝরাস্তায় এখানেই ঘুমোবার ব্যবস্থা করলাম। সারা রাস্তা হেঁটে মাত্র একবারই দূর থেকে একটা গুলির শব্দ কানে গিয়েছিল।

উচ্চতা=৮০০ মিটার

২রা

গ্রেগরিও গুণে বলেছিল ৭ কিলোমিটার। তার সেই পথ পেরিয়ে আমরা ফলপাকুড়ের বাগানে পৌঁছুলাম। সেখানে একটা নধরকান্তি শুয়োর ধরে মারা হল; আর ঠিক সেই সময় ব্রাউলিও রবলেসের গরুর রাখাল, তার ছেলে আর দুজন ক্ষেতমজুর নিয়ে, এসে হাজির হল; পরে জানা গেল, তাদের একজন হল বাগিচামালিকের সৎছেলে; তার নাম সাইমুনি।

জবাই-করা শুয়োরটাকে ওদের ঘোড়ায় চাপিয়ে ৩ কিলোমিটার যাওয়ার পর আমরা নদী পেলাম। সেখানে আমরা ওদের আটক করে রাখলাম; গ্রেগরিওকে ওদের চোখের আড়াল করে রাখা হয়েছিল; গ্রেগরিওর উধাও হওয়ার খবরটা লোকে জেনে ফেলেছিল। আমরা যখন প্রায় মাঝখানে এসে গিয়েছি, এমন সময় দুজন পুঁচকে সেপাই আর গোটা কয়েক পিপে নিয়ে সৈন্যবিভাগের একটি ট্রাক চলে গেল; সহজেই ওদের আমরা ট্যাঁকে পুরতে পারতাম, কিন্তু

দিনটা ছিল নেচেকুঁদে বেড়াবার আর শুয়োরের মাংস খাওয়ার।-রাত জেগে রান্নাবান্না হল, রাত সাড়ে তিনটেয় চারজন চাষীকে ১০ ডলার রোজ দিয়ে আমরা ছেড়ে দিলাম। সাড়ে চারটেয় গ্রেগরি যাবার জন্যে তৈরি, কিন্তু খেয়ে যাবে বলে দেরি করতে লাগল। তাকে আমরা ১০০ ডলার দিলাম। খাঁড়ির জল বিস্বাদ।

৩রা

সকাল সাড়ে ছটায় আমরা রওনা হলাম।

নদীর খাতের বাঁ পাড় ধ'রে বেলা ১২টা অবধি আমরা হাঁটলাম; রিকার্দো আর বেনিগ্‌নোকে রাস্তা দেখতে পাঠানো হল, ওৎ পেতে বসবার একটা যুৎসই জায়গা চাই। দুপুর ১টায় আমি আর রিকার্দো প্রত্যেকে একটি করে গ্রুপ নিয়ে মাঝখানে জায়গা নিলাম, সবশেষে পম্‌বো, এবং মিগোয়েল পুরো সামনের দলটাকে নিয়ে একটা তোফা জায়গায় মোতায়েন হল। বেলা আড়াইটের সময় শুয়োরভর্তি একটি ট্রাক চলে যেতে দেওয়া হল; বেলা সাড়ে চারটেয় খালি বোতল নিয়ে একটি ট্রাক চলে গেল এবং বেলা পাঁচটায় কালকের সেই ট্রাকটাই পেছনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসা পুঁচকে সৈন্য দুটিকে নিয়ে চলে গেল। ওদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আমার হাত উঠল না। এবং তাদের আটক করবার ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ মাথায় না খেলায় ওদের আমরা চলে যেতে দিলাম। বিকেল ৬টায় ওৎ পাতার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে খাঁড়িতে না পৌঁছুনো পর্যন্ত আমরা সমানে হাঁটলাম। আমরাও পৌঁচেছি আর ঠিক সেই সময় সার বেঁধে ৪টি ট্রাক এবং কিছু পরে আরও ৩টি, বেরিয়ে চলে গেল। বাইরে থেকে দেখে তাতে সৈন্যদল আছে বলে মনে হল না।

৪ঠা

তেমন সুবিধে দেখলে আরেক জায়গায় ওৎ পাতব ভেবে খাঁড়ির ধার বরাবর আমরা হাঁটতে লাগলাম, কিন্তু পশ্চিমমুখে পায়েচলার রাস্তা দেখতে পেয়ে সেই রাস্তা ধরে আমরা চলতে থাকলাম; পরে সেই রাস্তা একটা শুক্‌নো গিরিদরীর ওপর দিয়ে এগিয়ে দক্ষিণে

ঘুরে গেল। আমরা বেলা পৌণে তিনটের সময় একটা কাদাগোলা জলের ডোবার পাশে খানিকক্ষণের জন্যে গেলাম কফি আর ওট্ মিল খাব বলে ; তাতে এত সময় লেগে গেল যে, শেষ পর্যন্ত ওখানেই ক্যাম্প করবার সিদ্ধান্ত হল। রাত্রে দক্ষিণ থেকে জোর হাওয়া বইতে শুরু করল ; আর সেই সঙ্গে সারারাত ঠায় ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি।

৫ই

ঝির ঝির করে বৃষ্টি আর সমানে দক্ষিণের হাওয়া। তার মধ্যেই পায়ে-চলা পথ ছেড়ে বনবাদাড় কেটে এগোতে লাগলাম। এ অঞ্চলের পাহাড়ের ঢালে দুর্ভেদ্য সব জঙ্গল ; আমরা সেইসব বনবাদাড় ভেঙে বেলা ৫টা অবধি প্রকৃতপক্ষে সওয়া দু ঘণ্টা হেঁটেছি। আমাদের এই যাত্রায় আগুনই হল দেবাদিদেব। খাওয়াটা আজ আমাদের ফাঁক পড়ে গেল ; কাল সকালে প্রাতরাশের জন্যে মদের পাত্রে নোনা জল বাঁচানো গেছে।

উচ্চতা = ২৫০ মি

৬ই

যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাতরাশ হল ; তারপর মিগোয়েল, বেনিগ্নো আর পাব্লিতো বেরিয়ে গেল পথ বার করতে এবং খোঁজখবর নিতে। বেলা দুটো নাগাদ পাবলো ফিরে এসে জানাল যে, ওরা যে জায়গা অবধি গিয়েছিল সেখানে একটা পরিত্যক্ত ফলপাকুড়ের বাগান আর গরুঘোড়া আছে। আমরা সবাই চলতে শুরু করে দিলাম। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে, ফলপাকুড়ের বাগান পেরিয়ে এসে পড়লাম রিও গ্রান্দেতে। একটি দলকে পাঠানো হল কাছেপিঠে নিরিবিলিতে কোনো বাড়িঘর আছে কিনা খুঁজেপেতে দেখে আসতে। ওদের যাওয়াটা কাজের হল ; প্রথম খবরটা থেকে জানা গেল, আমরা পের্তো কামাকো থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে রয়েছি ; সেখানে ৫০ জন সৈন্য আছে। ওদের ওখানে যাওয়ার একটি রাস্তা আছে। রাতটা কেটে গেল শুয়োরের মাংস আর লোক্রো[১] রেঁধে। আজকের পদ-

১ ভাত, কাঁকুড়, আলু আর মুলো জাতীয় তরিতরকারি দিয়ে তৈরি স্যুপ ; বলিভিয়ার পূর্বাঞ্চলে বহুল প্রচলিত।

যাত্রা আমাদের যথেষ্ট আশানুরূপ হয় নি ; ভোরবেলায় ক্লান্ত শরীরে আমরা রওনা হলাম।

৭ই

আমরা হেঁটেছি খুব জোরেও নয়, খুব আস্তেও নয়। পুরনো বাথানগুলো একের পর এক বাতিল ক'রে। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল একটি বাথানের মালিকের ছেলে। শেষকালে সে বলল সামনে আর কোনো বাথান নেই। আমরা বালির চর বরাবর হেঁটে এসে আরেকটা ফলপাকুড়ের বাগান পেলাম ; তাতে কাঁকুড়, আখ, কলা আর কিছু বরবটি রয়েছে। এই বাগানটির কথা ছেলেটি কিন্তু চেপে গিয়েছিল। আমরা সেখানে ক্যাম্প বসালাম। পথ-প্রদর্শক ছেলেটি হঠাৎ বলতে আরম্ভ করল যে, তাব খুব পেট ব্যথা করছে ; সত্যিই করছে, না ভান করছে—ঠিক বোঝা গেল না।

উচ্চতা = ৫৬০ মি.

৮ই

বাগান আর বালুচর দুদিকে থেকেই যাতে নজরে না পড়ে, তার জন্যে ক্যাম্পটি আমরা প্রায় ৩৩০ মিটার সরিয়ে নিয়ে গেলাম। পরে অবশ্য আমরা দেখতে পেলাম, বাগানের মালিক কোনো রাস্তা রাখে নি এবং সব সময়ই সে বজরায় আসে। বেনিগ্‌নো, পাব্‌লো আর লিয়ন চলে গেল দুরারোহ পাহাড়-পেরনো রাস্তার খোঁজে ; কিন্তু বিকেলে ফিরে এসে বলল সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। হঠকারী আচরণের জন্যে উর্বানোকে আমায় ধমকাতে হল। আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম পাহাড়ের খাড়াইয়ের কাছে কাল একটা ভেলা বানাতে হবে।

অবরোধ করে রাখা এবং মাইন-পাতিয়েদের শাসানির বিষয়ে রেডিওতে খবর ছড়াচ্ছে ; কিন্তু সেসব কথার কোনোই মানে হয় না।

৯ই

দিনটা আজ চুপচাপ শান্ত ; আমরা ওৎ পেতে বসেছিলাম, কিন্তু সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসে নি ; শুধু একটা পুঁচকে প্লেন মিনিট

কয়েকের জন্যে এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে। এমন হতে পারে যে, রোসিতায় ওরা হয়ত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। পাহাড়ের ওপরকার সমতল পেরিয়ে পায়ে-চলা রাস্তাটা প্রায় চুড়ো অবধি ঠেলে উঠেছে। যে ভাবেই হোক কাল আমরা রওনা হব। এখনও হাতে ৫।৬ দিনের খাবার মজুত।

১২ই

রোসিতায় অথবা অন্ততপক্ষে আবার রিও গ্রান্দেতে আমরা পৌঁছুতে পারব, এই ভেবে আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম। একটা ছোট জলের জায়গায় পৌছে দেখা গেল, অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে; কাজেই খবরের অপেক্ষায় আমরা সেখানে থেকে গেলাম। বেলা তিনটের সময় আরেক খবর এল যে, আরও এগোলে এর চেয়ে বড় জলের জায়গা মিলবে; কিন্তু তখনও নিচে নামা সম্ভবপর নয়। আমরা থেকে যাব স্থির করলাম। দিনের হালচাল ক্রমেই খারাপ হতে হতে শেষকালে দক্ষিণের সাঁই সাঁই হাওয়ায় কন্‌কনে জলসিক্ত রাত নেমে এল। আজ রাত্রে রেডিওতে একটা মজার খবর বলল— প্রেজেন্থিয়া দৈনিক পত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শনিবারের সংঘর্ষে সৈন্যদলের ১ জন নিহত এবং আরেকজন আহত হয়েছে। চমৎকার খবর এবং প্রায় নির্ঘাত সত্যি, তার মানে আমরা মৃত্যু দিয়ে সংঘর্ষের দ্রুততাল বজায় রেখে চলেছি। রেডিওর আরেক দফার খবরে আরও তিনটি মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হয়েছে; তার মধ্যে অন্যতম গেরিলা দলপতি ইন্তি আছে। গেরিলা দলে বিদেশের লোক ক'জন তারও হিসেব দিয়েছে; ১৭ জন কিউবার, ১৪ জন ব্রেজিলের, ৪ জন আর্জেণ্টিনার, ৩ জন পেরুর। কোথা থেকে ওরা খবর পেল, সেটা খুঁজে বার করা দরকার; কিউবান আর পেরুভিয়ানদের সংখ্যা সঠিক।

উচ্চতা = ৯০০ মি.

১৩ই

পরের জলের জায়গায় পৌঁছুনো অবধি আমরা মাত্র এক ঘণ্টা হাঁটলাম; কেননা 'বাগিচাওয়ালা'রা রোসিতা বা নদী কোথাওই এসে

পৌঁছোয় নি। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। কাল ওরা এসে পড়তে পারে। যা খাবার আছে তাতে আর বড় জোর পাঁচদিন হবে।

দেশে যা রাজনৈতিক আলোড়ন চলেছে তা দেখবার মত; হাওয়ায় ভাসছে অযুত নিযুত চুক্তি আর প্রতিচুক্তি। গেরিলার পক্ষে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবার এমন সুস্পষ্ট সম্ভাবনা আগে খুব কমই দেখা গেছে।

উচ্চতা = ৮৪০ মি.

১৪ই

থেলিতা (৪ ?)

আগুনের ঠিক পাশেই ঠাণ্ডা জলের জায়গা, সারাদিন আমরা সেখানেই কাটালাম; 'বাগিচাওয়ালা' হল মিগোয়েল আর উর্বানো; ওদের কাছ থেকেই খবর আসবে বলে আমরা অপেক্ষা করছি। রওনা হবার সময় ঠিক হয়েছিল বেলা তিনটেয়, কিন্তু উর্বানো এল দেরিতে —রিও গ্রান্দেতে পৌঁছুনো যাবে এই ধারণা নিয়ে; কারণ একটা খাড়াইতে উঠে ওরা কয়েকটা পথচিহ্ন দেখতে পেয়েছে। আমরা সেখানেই থেকে গিয়ে সুরুয়া যা ছিল নিঃশেষে খেয়ে ফেললাম; আমাদের হাতে এখন বরাদ্দ বলতে রইল মটরশুঁটি আর ৩ ছড়া আলুনি ভুট্টাসেদ্ধ।

আজ আমার ৩৯ হল এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে এমন একটা বয়সের দিকে যাচ্ছি যা গেরিলাযোদ্ধা হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাকে ভাবতে বাধ্য করছে; এখনকার মত আমি অবশ্য ঠিকই আছি।

উচ্চতা = ৮৪০ মি.

১৫ই

রিও গ্রান্দের ধারটি আমাদের পূর্বপরিচিত; পায়ে হেঁটে এখানে এসে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টার চেয়ে খানিকটা কম সময় লাগল। আমার হিসেব, রোসিতা থেকে এখানে আসতে ঘণ্টা দুয়েক লাগে; কৃষক নিকোলাস বলল, ৩ কিলোমিটার। ওকে ১৫০ ডলার দিয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ হাওয়া। যেখানে এসে

পড়লাম, সেখানেই আমরা থাকলাম ; আনিথেতো খোঁজখবর নিয়ে এসে বলল নদীটা পার হওয়া যায়। আমরা মটরশুঁটির সুপ আর খানিকটা সেদ্ধ তালশাঁস চর্বির তেলে ভেজে খেলাম। আমাদের আর তিনদিনের মতন ভুট্টাসেদ্ধ আছে।

উচ্চতা = ৬১০ মি.

১৬ই·

এক কিলোমিটারের মত হেঁটে এসে ওপারে আগুয়ান দলের লোকজনদের আমরা দেখতে পেলাম। সন্ধান করতে করতে পাচো এই সোঁতাটা দেখতে পেয়ে ওপারে চলে যায়। এক কোমর কনকনে ঠাণ্ডা জল ভেঙে আমরা ওপারে গেলাম ; জলে রীতিমত টান ছিল, কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা হয় নি। এক ঘণ্টা পরে আমরা রোসিতায় এলাম ; সেখানে আমরা কয়েকটা পুরনো পদচিহ্ন দেখলাম, দেখে মনে হল সেনাবাহিনীর। তখন আমরা টের পেলাম, আমাদের যা ধারণা ছিল তার চেয়ে রোসিতা ঢের বেশি গভীর এবং ম্যাপে যে সব পথচিহ্ন দেওয়া আছে তার কোনোটারই পাত্তা নেই। বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ভেতর দিয়ে একটি ঘণ্টা হাঁটার পর ক্যাম্প ফেলার সিদ্ধান্ত হল, যাতে তালশাঁসভাজার ব্যবস্থা করা যায় এবং কাল তদন্তে বেরিয়ে মিগেল যে মৌচাকটা দেখেছিল সেটা যাতে খুঁজে বার করা যায় ; খুঁজে না পেয়ে শেষটায় শুধু ভুট্টাসেদ্ধ আর তালশাঁস চর্বি সহযোগে খেয়ে নেওয়া গেল। কাল এবং পরশুদিনের মত খাবার (ভুট্টাসেদ্ধ) আছে। রোসিতা বরাবর ৩ কিলোমিটার এবং আরও ৩ কিলোমিটার রিও গ্রান্দের ধার দিয়ে দিয়ে আমরা হাঁটলাম।

উচ্চতা = ৬১০ মি.

১৭ই

রোসিতার ধার দিয়ে দিয়ে সাড়ে ৫ ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার পথ আমরা পাড়ি দিলাম ; ৪টি খাড়াই আমাদের পার হতে হল—যদিও ম্যাপে একমাত্র আবাপোথিতোরই উল্লেখ রয়েছে। সম্প্রতি এখান দিয়ে লোক চলাচল করেছে, তার নানান লক্ষণ পাওয়া গেল।

রিকার্দো একটি তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণী মেরেছিল; তার সঙ্গে ভুট্টাসেদ্ধ দিয়ে আমাদের আজকের খানা। কালকের জন্যে কিছু পরিমাণ ভুট্টাসেদ্ধ ভাঁড়ারে থেকে গেল, তবু খুব সম্ভবত শিকারে বেরিয়ে কিছু না কিছু আমাদের ভাগ্যে জুটে যাবে।

১৮ই

প্রাতরাশে বসে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভুট্টাসেদ্ধ পুরো সাফ করে দিয়ে নিজেদের কপাল পুড়িয়েছে। আড়াই ঘণ্টা হেঁটে বেলা ১১টায় আমরা একটি ফলতরকারির বাগানে এসে পৌঁছুলাম; বাগানে পাওয়া গেল মুলোজাতীয় তরকারি, আখ আর আখমাড়াইয়ের কল, কাঁকুড় আর চাল। প্রোটিনযুক্ত খাবার তৈরি করে বেনিগ্‌নো আর পাব্‌লোকে পাঠানো হল খোঁজখবর নিতে। দু ঘণ্টা পরে ওরা এসে বলল, একজন চাষীর সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে, তার বাড়ি ৫০০ মিটার দূরে এবং অন্যেরা ছিল আরও পেছনে; তারা যখন এসে পড়ে, তখন তাদের পাকড়াও করা হয়।

রাত্রে আমরা ক্যাম্পের জায়গা বদলে ফেললাম; আমরা ঘুমোনোর ব্যবস্থা করলাম ছেলেটির বাথানে; আবাপো থেকে যে রাস্তাটা এসেছে, তার গোড়ার দিকে এই বাথান। আবাপো এখান থেকে ৭ লীগ দূরে। ওদের বাড়িগুলো অস্কুরা নদীর ওপর, মস্কেরা আর অস্কুরা নদীর সঙ্গম থেকে ১০।১৫ কিলোমিটার তফাতে।

উচ্চতা = ৬৮০ মি.

১৯শে

আমরা ১৫ কিলোমিটার খানেক হেঁটে একটি বাথানে পৌঁছুলাম; সেখানে তিন বাড়িতে থাকে তিনটি পরিবার। গালভেজ পরিবার থাকে ২ কিলোমিটার দূরে, মস্কেরা আর অস্কুরা নদীর সঙ্গমের কাছে। এখানকার বাসিন্দাদের গরুখোঁজা করে বার করতে হবে, তবে যদি তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা যায়। মোটের ওপর ভালোভাবেই আমাদের ওরা নিল। তবে ক্যালিক্স্‌তো আমাদের কাছে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস বিক্রির ব্যাপারে গাঁইগুঁই করল আর গেরামভারি

ভাব দেখাল ; হালে মাসখানেক আগে একটা মিলিটারি কমিশন এসে সবে তাকে পৌরপ্রধান বানিয়ে দিয়ে গেছে। সন্ধ্যের ঝোঁকে তিনজন শুয়োরের মাংসের ব্যাপারী এল, তাদের সঙ্গে একটি রিভলবার আর একটি মাউজার রাইফেল ; আগুয়ান দলের শান্ত্রী তাদের আসতে দিল। ইন্তি ওদের অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে না ফেলে ঐ অবস্থাতেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করল ; ওদের ওপর নজর রাখছিল আন্তনিও, তাও খুব অন্যমনস্কভাবে। ক্যালিক্স্‌তো এই বলে আমাকে ভরসা দিল যে, ওরা পোস্ত্রের ভালের ব্যবসায়ী এবং ক্যালিক্স্‌তো ওদের চেনে।

উচ্চতা = ৬৮০ মি.

আরেকটি নদী বাঁ পাশ থেকে রোসিতায় এসে পড়েছে ; নদীটির নাম সুস্‌পিরো ; এর দুপাশে কোনো মানুষজন থাকে না।

২০শে

নিচের দিকের বাথানের একটি ছোকরা পলিনো ; সকালে সে এসে আমাদের জানাল, লোক তিনজন ব্যবসায়ী নয় ; ওদের একজন এক লেফটেনান্ট এবং অন্য দুজন আদৌ মাংসের ব্যাপারী নয়। ক্যালিক্স্‌তোর মেয়ের সঙ্গে পলিনোর ভাবসাব ; তার কাছ থেকে পলিনো জেনেছে। কয়েকজন লোক নিয়ে ইন্তি চলে গিয়ে ওদের সকাল ৯টা অবধি সময় দিয়ে বলে, ওদের মধ্যে যে অফিসার আছে সে যেন কবুল করে। না করলে ওদের সবাইকেই গুলি করে মারা হবে। যে অফিসার, সে সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে কবুল করল। পুলিশবাহিনীর সে একজন সেকেণ্ড লেফটেনান্ট ; তাকে পাঠানো হয়েছে একজন ঘোড়সওয়ার সেপাই আর স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আসা পোস্ত্রের ভালের একজন শিক্ষক সঙ্গে দিয়ে। ওদের পাঠিয়েছে এক কর্নেল, যে ৬০ জন সৈন্য নিয়ে এই শহরে ঘাঁটি করে রয়েছে। ওদের ওপর লম্বা সফরের ভার পড়েছিল, তার জন্যে তারা ৪ দিন সময় পায় —অস্কুরা নদীর আর-আর জায়গাগুলোও তার অন্তর্ভুক্ত হয়। ওদের মারবার কথা ভাবা হয়, কিন্তু আমি পরে ঠিক করি যে, যুদ্ধের নিয়মকানুন সম্পর্কে একটা কড়া রকমের হুঁশিয়ারি দিয়ে ওদের

ছেড়ে দেওয়া হবে। কী করে ওরা পাহারা পেরিয়ে আসতে পারল, সে সম্বন্ধে খোঁজখবর করা হল; দেখা গেল, হুলিওকে ডাকবার জন্যে আন্তনিও পাহারা ছেড়ে চলে গিয়েছিল; ওরা সেই ফাঁকে ভেতরে চলে আসে। সেইসঙ্গে আনিথেতো আর লুইসকে পাহারার সময় ঘুমোতে দেখা যায়। ওদের রসুইশালায় ৭ দিনের ডিউটিতে জুতে দেওয়া হল এবং শুয়োরের মাংসের রোস্ট বা ভাজা বা স্টু কোনোটাই একদিন তারা পাবে না; অন্যদের জন্যে সেদিন ঢালাও ব্যবস্থা। বন্দীদের যথাসর্বস্ব গা থেকে খুলে নেওয়া হবে।

২৯শে
মা

দুটো দিন দাঁত তুললাম এন্তার। তার জন্যে আমার নামই হয়ে গেল ফার্নান্দো দাঁতুল্লা (ওরফে) চাকো। হেকিমখানার পাট চুকিয়ে দিয়ে বিকেল নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটলাম ঘণ্টাখানেকের কিছু বেশি। এ লড়াইতে এই প্রথম আমি খচ্চরের পিঠে চড়লাম। মস্‌কেরার রাস্তায় এক ঘণ্টা কি তার চেয়েও বেশি সময় ধ'রে তিন জন বন্দী আমাদের সঙ্গে ছিল; তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে নেওয়া হল—মায় ঘড়ি, জুতো অবধি। পৌরপ্রধান ক্যালিক্স্‌তোকে আমরা পথপ্রদর্শক হিসেবে পলিনোর সঙ্গে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তার শরীর ভালো নয়, অন্তত ভাব করল যে শরীর ভালো নয়। কাজেই কড়া রকমের হুঁশিয়ারি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তাতে খুব কাজ হবে বলে মনে হয় না। পলিনো কথা দিয়েছে যে, আমার বার্তা নিয়ে সে কাচাবাম্বায় যাবে। ইন্তির স্ত্রীকে দেবার জন্যে ওর হাতে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে মানিলাকে লেখা একটি সাঙ্কেতিক লিপি এবং চারটি বিজ্ঞপ্তি। চতুর্থটিতে গেরিলা দলের গঠন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা আছে এবং ইন্তির মৃত্যুর ব্যাপারটিও খোলসা করে বলা হয়েছে; এটা (খণ্ডিত)। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা এবার দেখতে হবে। পলিনো এমন ভান করছে যেন আমাদের হাতে সে বন্দী।

উচ্চতা = ৭৫০ মি.।

২২শে

ওস্কুরা বা মোরোকোস নদী ছেড়ে আমরা ঘণ্টা তিনেক পায়ে হাঁটলাম—যাতে পাসিওনেস নামে জায়গায় আমরা পৌছুতে পারি। আমরা খুঁটিয়ে ম্যাপ দেখলাম; সব দেখে শুনে মনে হল ফ্লোরিদা থেকে আমরা কমপক্ষে ৬ লীগ দূরে অথবা পিরাই তাই—পিরাই হল প্রথম সেই জায়গা যেখানে বাড়িঘর আছে; পলিনোর এক ভগ্নীপতি থাকে পিরাইতে, কিন্তু পলিনো সেখানে যাবার রাস্তাঘাট চেনে না। আমরা সমানে হাঁটব ভাবলাম, কেননা বেশ চাঁদনী রাত। কিন্তু দূরত্ব এত বেশি যে, হেঁটে কোনো লাভ হবে না।

উচ্চতা = ৯৫০ মি।

২৩শে

হাঁটার মত হাঁটা হল আমাদের মাত্র একটি ঘণ্টা; কারণ, পথরেখা কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না; আমাদের সারা সকাল আর অপরাহ্নের কিছুটা চলে গেল হারানো পথরেখা খুঁজে পেতে। দিনের বাকি সময়টা কেটে গেল কালকের জন্যে পথের বিলিব্যবস্থা করতে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ব'লে সেণ্ট জনের প্রাক্-সন্ধ্যার এত যে নাম, তেমন তো মনে হল না।

উচ্চতা = ১০৫০ মি।

আমার আবার বেশ হাঁপানির টান দেখা দিচ্ছে, অথচ মজুত ওষুধ প্রায় ফুরিয়ে এল।

২৪শে

আমরা মোটের ওপর ১২ কিলোমিটার হেঁটেছি, তার মধ্যে ৪ ঘণ্টাই যা হয়েছে কাজের মত কাজ। মাঝে মাঝে ফাঁকা পড়ছিল, সেখানে রাস্তা পেতে অসুবিধে হচ্ছিল না; কোনো কোনো জায়গায় আবার একেবারে আন্দাজে এগোতে হচ্ছিল। একদল লোক গরু চরাচ্ছিল; তাদের পায়ে-চলা রাস্তা দেখে দেখে একটা অবিশ্বাস্য রকমের খাড়াই বেয়ে আমরা নামলাম। থেরো ছুরানের টালের ওপর ছোট যে পাহাড়ী

নদী, তার ধারে আমরা ছাউনি করলাম। রেডিওতে খনিমজুরদের সংগ্রামের খবর বলল। আমার হাঁপানি ক্রমশ বাড়ছে।

উচ্চতা = ১২০০ মি.।

২৫শে

রাখালদের তৈরি করা রাস্তা ধ'রে আমরা এগোলাম বটে, কিন্তু আমরা তাদের নাগাল পেলাম না। সকাল খানিকটা গড়াবার পর দেখা গেল একটা গোচারণের মাঠে আগুন জ্বলছে এবং দেখা গেল একটা এরোপ্লেন সেই এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। দুটি ঘটনার মধ্যে কী যোগসূত্র আমরা জানি না ; এ সত্ত্বেও আমরা সমানে হেঁটে বেলা চারটের সময় পিরাইতে পলিনোর দিদির বাড়িতে এসে পৌঁছুলাম। এলাকাটিতে তিনটি বাড়ি, একটি পরিত্যক্ত, অন্য বাড়িটিতে কেউ ছিল না এবং তৃতীয়টিতে পলিনোব দিদি থাকে তার ৪টি ছেলেমেয়ে নিয়ে। অন্য বাড়ির প্রতিবেশী পানিয়াগুয়ার সঙ্গে তার স্বামী গেছে ফ্লোরিদায়। সব ঠিক ঠাক মনে হচ্ছে। পানিয়াগুয়ার মেয়ে থাকে এক কিলোমিটার দূরে। আমরা সেখানেই ক্যাম্প বসাব ঠিক করলাম। একটা বাছুর কেনা হযেছিল ; বিনা বাক্যব্যয়ে সেটিকে জবাই করা হল। কিছু জিনিসপত্তর কেনাকাটার জন্যে কোকোকে ফ্লোরিদায পাঠানো হল ; তার সঙ্গে গেল হুলিও, কাম্বা আর লিয়ন। কিন্তু তারা গিয়ে শোনে সেখানে সৈন্যবাহিনী এসে ঘাঁটি করেছে—জনা পঞ্চাশেক সৈন্য ; আরও ৭০।৮০ জন শিগ্‌গিরই নাকি এসে পড়বে। দোকানদার একজন বুড়োমানুষ ; তার নাম ফেনেলন কোকা।

আর্জেন্টাইন রেডিও থেকে খবর দেওয়া হয়েছে ৮৭ জন হতাহত হয়েছে ব'লে ; বলিভিয়ান রেডিওতে সংখ্যার বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্যই করে নি (সিগ্‌লো ২০ নং)। আমার হাঁপানি ক্রমশ বেয়াড়া হয়ে উঠছে ; এখন ভালো করে ঘুমোতেও পারছি না।

উচ্চতা = ৭৮০ মি.।

২৬শে

আজ আমার ভারি দুঃখের দিন। কোথাও কোনো গোলমাল নেই ভেবে ফ্লোরিদার রাস্তায় ওৎ পেতে বসবার জায়গায় ৫ জন লোককে বদ্‌লী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। অকস্মাৎ গুলির শব্দ। আমরা তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সেখানে গিয়ে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য : নদীর নিথর নিঝুম বালিয়াড়িতে রোদ্দুরের মধ্যে ৪ জন পুঁচকে পল্টনের লাশ পড়ে রয়েছে। শত্রুপক্ষ কোথায় আছে জানি না বলে আমরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিতে পারছি না। তখন বেলা ৫টা বাজে; রাত্তির হওয়া অবধি আমাদের ঘাপটি মেরে থাকতে হল। মিগোয়েল একজন লোক মারফত খবর দিল যে, সে তার বাঁদিকে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ পেয়েছে। আন্তনিও আর পাচোকে খোঁজ নিতে পাঠানো হল, তাদের পই পই করে বলে দেওয়া হল যে, চোখে না দেখে তারা যেন গুলি না ছোঁড়ে। প্রায় তৎক্ষণাৎ গুলির আওয়াজ শোনা গেল; আস্তে আস্তে সেই শব্দ ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই ছড়িয়ে পড়ল। সবাইকে পিছু হটতে বলা হল; না হলে এ অবস্থায় আমরা নির্ঘাৎ হেরে যাব। পশ্চাদপসরণে কিছুটা সময় লাগল এবং খবর পাওয়া গেল দুজন জখম হয়েছে; পম্‌বোর পায়ে আর তুমার তলপেটে চোট লেগেছে। আমাদের যা আছে তাই দিয়েই অস্ত্রোপচার করার জন্যে তাড়াতাড়ি তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল; পম্‌বোর আঘাতটা সামান্যই; খোঁড়া হয়ে বড় জোর ও আমাদের ভোগাবে। তুমার লিভারটি পিষে গিয়ে তলপেট ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল; অস্ত্রোপচার হওয়ার সময়ই তুমা মারা গেল। গত কয়েক বছর ও কখনই আমার কাছছাড়া হয় নি, শেষদিন পর্যন্ত ও ছিল একান্ত অনুগত, পুত্রের মতই ওর অভাব সর্বদা আমি অনুভব করব। যুদ্ধ করতে করতে গুলি লেগে ও যখন পড়ে যায়, তখন ওর ঘড়িটা আমাকে দেবার কথা বলে। ওর চিকিৎসার ব্যাপারে সবাই ব্যস্ত থাকায় হাত থেকে ওর ঘড়িটা কেউ খুলে নিতে পারে নি। ও তখন নিজেই ঘড়িটা খুলে আর্তুরোর হাতে দেয়। তার ভাবভঙ্গি থেকে প্রকাশ পায় যে, ঘড়িটা সে তার ছেলেকে

দিয়ে যেতে চেয়েছিল, যে ছেলেকে সে কখনও চোখেও দেখে নি। নিহত আরও দুজন কমরেডের ঘড়ির বেলাতেও আমি তাই করেছিলাম। যতদিন যুদ্ধ হবে, ততদিন এটা আমি নিজের কাছেই রাখব। তুমার মৃতদেহটা কবর দেবার জন্যে আমরা বহুদূর বয়ে নিয়ে গেলাম।

আরও দুজন গুপ্তচরকে আমরা আটক করলাম। তাদের একজন ঘোড়সওয়ার বাহিনীর এক লেফটেনাণ্ট এবং আরেকজন সাধারণ ঘোড়সওয়ার। ওদের কানে খানিকটা মন্ত্র দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। আমাদের যা যা দরকার ওদের কাছ থেকে নিয়ে রেখে দেবার আমার হুকুম ছিল, কিন্তু উল্টা বুঝিলি রাম হওয়ার ফলে শুধু জাঙিয়াটুকু পরে ওদের চলে যেতে হল।

২৭শে

তুমাকে বিশ্রীভাবে কবর দেওয়ার দুঃখজনক কাজটা আমাকেই করতে হল। আমরা তারপর চলতে চলতে দিনমানের মধ্যে তেহেরিয়াতে এসে পড়লাম। আগুয়ান দল ১৫ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দেবার জন্যে দুপুর দুটোয় বেরিয়ে পড়ল আর আমরা বার হলাম আড়াইটায়। পরে যারা বার হল, তাদের সময় বেশি লাগল—কারণ, যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেল এবং তার জন্যে চাঁদ ওঠা অবধি অপেক্ষা করতে হল। পালিৎসার বাড়িতে পৌঁছুতে রাত আড়াইটে হল; যারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে তারা ওখানকারই লোক।

তেহেরিয়ার বাড়ির যে মালিক, সে হল পানিয়াগুয়া বুড়ির বোনপো। ওর কাছে দুটো জানোয়ার আমরা ফেরত দিলাম। জানোয়ার দুটিকে সে তার মাসির কাছে পাঠিয়ে দেবে।

উচ্চতা=৮৫০ মি.।

২৮শে

রাস্তা দেখানোর একজন লোক পাওয়া গেল, ৪০ ডলার নিয়ে সে আমাদের চৌমাথা অবধি পৌঁছে দেবে; ঐ দিক দিয়ে দোন লুকাসের বাড়িতে যেতে হয়। অবশ্য আমরা ঠিক করলাম অন্য একটা

বাড়িতে গিয়ে উঠব, কারণ সেখানে জলের সংস্থান আছে। আমাদের বেরোতে দেরি হল, এবং শেষের দুজন মোরো আর রিকার্দো, এমন বিষম দেরি করল যে, তার ফলে আমার আর রেডিওর খবরটা শোনা হল না। আমরা হেঁটেছি ঘণ্টায় গড়ে ২ কিলোমিটার। সৈন্যবাহিনী কিংবা কোনো রেডিও স্টেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মস্‌কেরা এলাকায় গেরিলাদের সঙ্গে লড়াইতে না'কি ৩ জন নিহত এবং ২ জন আহত হয়েছে। খবরটা নিশ্চয় আমাদেরই লড়াই সংক্রান্ত; তা যদি হয়, তাহলে আমরা তো ৪ জনের নিহত হওয়ার ব্যাপার প্রায় সন্দেহাতীত ভাবেই জানি—যদি না তাদের মধ্যে একজন মড়ার মত ভান করে থাকে।

আমরা জনৈক হিয়ার বাড়ি দেখতে পেলাম; বাড়িতে কোনো লোকজন ছিল না—শুধু কয়েকটা গরু দেখতে পাওয়া গেল, তাদের বাছুরগুলো ভেতরে বাঁধা ছিল।

উচ্চতা = ১১৫০ মি।

২৯শে

দেরি হওয়ার ব্যাপার নিয়ে মোরো আর রিকার্দোর সঙ্গে, বিশেষ করে রিকার্দোর সঙ্গে, গুরুতরভাবে আলোচনা হল। আগুয়ান দলের কোকো আর দারিও তাদের পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে মোরোর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল। এল্‌-নাতোর ওপর জন্তুজানোয়ারের ভার; আমার আর পম্‌বোর এবং সেইসঙ্গে তার নিজের পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে সে খচ্চরের পিঠে রওনা হল। পম্‌বো অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে ঘোটকীর পিঠে চড়ে এসে পৌঁছুতে পারল; আমরা তাকে দোন লুকাসের বাড়িতে তুললাম। দোন লুকাস তার দুই মেয়েকে নিয়ে থাকে ১৮০০ মিটার উঁচু পাহাড়ের চুড়োয়; ওর এক মেয়ের আছে গলগণ্ড। জায়গাটাতে আরও দুটো বাড়ি আছে; একটি বাড়ি একজন মজুরের, কখনও কাজ পায় কখনও বেকার। অন্য বাড়িটা যার, সে বেশ শাঁসালো। রাত্তিরটা যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি ছিঁচকাঁদুনে। খবর হল, বাচে'লন মোটে আধবেলার রাস্তা। আবার ওদিকে

পথচলতি দুজন চাষীর মুখে শোনা গেল, বার্চেলনের রাস্তা নাকি অতি যাচ্ছেতাই। বাড়ির মালিক বললেন অন্য কথা; তিনি আমাদের এই বলে ভরসা দিলেন যে, রাস্তাটা অনায়াসে মেরামত করা যাবে। অন্য বাড়ির মালিকের কাছে একদল চাষী এসেছিল সন্দেহপরায়ণ হওয়ায় তাদের আটকে রাখা হল।

আমাদের দলে এখন ২৪ জন লোক; যেতে যেতে তাদের নিয়ে আমি কথাবার্তা বলছিলাম। লোকজনদের মধ্যে আদর্শ হিসেবে আমি চিনোকে দেখালাম; যে মৃত্যুগুলো ঘটল, তার মর্মার্থ আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম; যাকে আমি প্রায় পুত্রতুল্য মনে করতাম, সেই তুমাকে হারিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি কতটা আঘাত পেয়েছি তাদের বললাম। আত্মসংযমের অভাব এবং অভিযানের ঢিমেতেতালা ভাবের আমি নিন্দে করলাম এবং আমি ওদের কথা দিলাম, ওৎ পাতার জায়গায় যা ঘটেছে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্যে আমি গোটাকতক মূলনীতি বলে দেব। নিয়ম না মানার ফলে অনর্থক কয়েকটা যে জীবনহানি হল, আমার কথা শুনে চললে তা আর হবে না।

৩০শে

বুড়ো লুকাস তার পাড়াপড়শীদের বিষয়ে কয়েকটা খবরাখবর দিল। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সৈন্যবাহিনী আগে থেকেই এখানে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। তার এই পাড়াপড়শীদের মধ্যে একজন হল আনুভুল্‌ফো দিয়াথ, আঞ্চলিক ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক, বারিয়েন্তসের পক্ষের লোক; আরেকজন বুড়ো আছে, বেজায় বক বক করা তার স্বভাব, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। আরেকজন ভয়কাতুরে লোক আছে, তার সহকর্মীরা বলল, সে পেটে কথা রাখতে না পারলেও তাতে কোনো ঝঞ্ঝাট হবে না। বুড়ো কথা দিল আমাদের সঙ্গে গিয়ে বার্চেলনের রাস্তা বার করতে সাহায্য করবে। চাষী দুজন আমাদের পিছু পিছু

যাবে। প্যাচপেচে বিচ্ছিরি বৃষ্টির দিন বলে আমরা শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম।

রাজনৈতিক দিক থেকে, সবচেয়ে বড় খবর হল—ওভান্দো সরকারী ঘোষণা মারফত জানিয়ে দিয়েছে যে, আমি এখানে আছি। এ ছাড়াও সে বলেছে যে, সরকারী সৈন্যবাহিনীকে নিখুঁতভাবে সুশিক্ষিত এমন এক গেরিলাদলের মহড়া নিতে হচ্ছে, যে দলে এমন কি সেইসব মেজর পর্যন্ত আছে যারা উত্তর আমেরিকার সেরা সেরা রেজিমেণ্টকে কুপোকাৎ করেছে। দেব্রের জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করে এসব বলা হয়েছে ; মনে হয় দেব্রের জবানবন্দীতে অত কথা না বললেও চলত। আমরা অবশ্য এর কতটা কী তাৎপর্য জানি না ; আমরা এও জানি না যে, কোন্ অবস্থার মধ্যে পড়ে তাকে তার কার্যকলাপের কথা বলতে হয়েছিল। এ রকমও একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে, লোরোকে নাকি ওরা মেরে ফেলেছে। খনিগুলোতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, তার সঙ্গে মিলিয়ে নাকাহুয়াসুতে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান জুড়ে দেওয়া—এসবের মন্ত্রণাদাতা হিসেবে আমাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ক্রমেই আশার আলো ফুটছে ; শিগ্‌গিরই দিন আসছে, যখন আর আমি ফার্নান্দো দাঁতুল্লা থাকব না। কিউবা থেকে একটা খবর এসেছে, তাতে পেরুর পরিস্থিতি কেন এত ঢিমেতালে চলেছে তার ব্যাখ্যা আছে ; সেখানে ওদের অস্ত্রবল বা লোকবল একেবারেই নামমাত্র এবং ওরা দেদার টাকা খরচ করেছে এবং পাথ এস্তেনসোরাতে আছে তথাকথিত গেরিলা সংগঠন, এক করোনেল সিয়ানো এবং পান্দো অঞ্চলের পয়সাওয়ালা মুভিস্তা জনৈক রুবেন হুলিও ; করবে (অস্পষ্ট) মিঠে আলু এটা।

মাসিক বিশ্লেষণ

নঙর্থক জিনিসগুলো এই : হোয়াকিনের সঙ্গে সংযোগ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না ; ক্রমশ লোকক্ষয় হচ্ছে, প্রত্যেকটি প্রাণ-

হানিতেই হচ্ছে গুরুতর রকমের পরাজয়, সরকারী সৈন্যবাহিনী সে কথা জানে না। এ মাসে আমরা দুটো ছোটখাটো লড়াই করেছি, তাতে সরকারী সৈন্যদলের ৪ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হয়েছে, তাদের নিজেদেরই প্রচারিত খবর অনুযায়ী।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো এই ঃ

(১) এখনও সেই একই রকম যোগাযোগের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব থেকে যাচ্ছে ; তার ফলে, আমরা ২৭ জনে এসে ঠেকেছি, তার মধ্যে পম্‌বো আহত এবং চলৎশক্তি সংকুচিত।

(২) আমাদের দলে এখনও আমরা কৃষকদের টেনে আনতে পারি নি। ঘুরে ফিরে আমরা সেই একই সমস্যায় এসে পড়ছি : কৃষকদের দলে টানতে গেলে জনবহুল জায়গাগুলোতে আমাদের এক-নাগাড়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হয় ; তা করতে গেলে আবার আরও বেশি লোকবলের দরকার হয়।

(৩) গেরিলার ব্যাপারটা লোকমুখে ক্রমেই অতিকথার আকার ধারণ করছে ; লোকে মনে করছে আমরা বুঝি অপবাজেয় অতিমানবের দল।

(৪) আমাদের যোগাযোগের অভাব পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ; আমরা অবশ্য পলিনোর মারফত একটা চেষ্টা চালিয়েছি, সে চেষ্টা সফলও হতে পারে।

(৫) দেব্রের খবর নিয়ে এখনও খুব হৈ চৈ হচ্ছে, এখন অবশ্য হচ্ছে আমার মামলার সূত্রে ; এই মামলায় আমাকেই এই আন্দোলনের পাণ্ডা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। সরকারের গৃহীত এই ব্যবস্থাক্রমে কী ফল হয় দেখা যাক। পরে হিসেব কষে বার করা যাবে সেটা হাঁ-ধর্মী, না না-ধর্মী।

(৬) গেরিলাদের মনোবল অটুট রয়েছে এবং সংগ্রামের সংকল্প ক্রমশ বাড়ছে। কিউবার লোকগুলো সবাই যেভাবে লড়ছে তা দেখে শেখবার মত ; এবং দলে বলিভিয়ান দুতিনজনই যা দুর্বলচিত্ত।

(৭) সামরিক দিক দিয়ে সরকারী সৈন্যদল এখনও সেই আগের

মতই কিছুই না, কিন্তু কৃষকদের ওরা যেভাবে তাতিয়ে তুলছে সেটা মোটেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। কেননা কৃষক সমাজের সবাইকে ওরা পাল্টে দিচ্ছে হয় ভয় দেখিয়ে, নয় আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে ভাঁওতা দিয়ে।

(৮) খনিগুলোতে নির্বিচারে মানুষ খুন করার ফলে আমাদের সম্পর্কে লোকের ধারণাটা ঢের পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং আমাদের ঘোষণাগুলো জনসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারলে লোকে অনেক কিছু ঠিকভাবে বুঝতে পারবে।

আমাদের সামনে সবচেয়ে জরুরি কাজ এখন, লা পাথের সঙ্গে সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, সামরিক সাজসরঞ্জাম এবং ওষুধপত্র আবার নতুন করে পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং সক্রিয় যোদ্ধার সংখ্যা—১০—২৫ জনে এসে ঠেকলেও শহর থেকে নতুন ৫০—১০০ জনকে জুটিয়ে বলবৃদ্ধি করা।

জুলাই

১লা

রাত ভালো করে ফর্সা হওয়ার আগেই আমরা বার্চেলনের দিকে রওনা হলাম—ম্যাপে আছে বার্থেলোনা। বুড়ো লুকাস রাস্তা মেরামতের কাজে হাত লাগাল বটে, কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও রাস্তা তেমনি এবড়োখেবড়ো আর তেমনি পিছল থেকে গেল। আগুয়ান দল রওনা হয়েছিল সকালে, আমরা বেরোলাম দুপুরে। সারা বিকেলটা কেটে গেল গিরিখাতে চড়াই উৎরাইয়ের রাস্তায়। পথে প্রথম যে ফল-তরকারির বাগিচা পড়ল, সেখানেই আমাদের থাকতে এবং ঘুমোতে হল। সামনের দল আগে চলে যাওয়ায় তাদের থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। বাগানে ছিল ইয়েপেথ পরিবারের তিনটি ছেলে, তারা বেজায় মুখচোরা লাজুক। বারিয়েন্তস এক সাংবাদিক সম্মেলনে এখানে আমার থাকবার কথা কবুল করেছে, তবে সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছে যে, আর দিনকয়েকের মধ্যে আমাদের অস্তিত্বই নাকি

মুছে ফেলা হবে। সেইসঙ্গে তার মাথামুণ্ডুহীন কথাবার্তাগুলো তো আছেই। ইঁদুর, কালসাপ ইত্যাদি বলে আমাদের গালাগাল দিয়েছে। আরেক দফা বলেছে, দেব্রেকে সে সাজা দিতে চায়।

উচ্চতা = ১,৫৫০ মি ।

একজন চাষী ; তার নাম আন্দ্রেস কোকা ; রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়ায় তাকে আমরা আটক করলাম। রোকে আর তার ছেলে পেদ্রোকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

২রা

সকালবেলায় আগুয়ান দলের সঙ্গে আমরা এসে মিললাম ; পাহাড়ের ওপর যেখানে কমলালেবুর বাগান, সেখানে তারা দোন নিকোমেদেস আর্তেয়াগার বাড়িতে এসে উঠেছিল। ওরা আমাদের কাছে সিগারেট বিক্রি করল। আদত বাড়িটা পিওহেরা নদীর ধারে আরও খানিকটা দূরে। আমরা সেখানে গিয়ে চর্বচোষ্য করে খেলাম। পিহজেরা নদীটা খুব সরু আর খাড়া গিরিখাতের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে ; পায়ে হেঁটে ভাটিমুখো যেতে হলে আঙ্গোস্তুরার দিকে যেতেই হবে। এই নদীরই আরেক মুখ হল হুস্তা, সেটা বেশ উঁচু একটা পাহাড় ভেদ করে গেছে ; আমাদের বেরোতে হবে হুস্তার দিকের রাস্তা ধরে। জায়গাটা সন্ধিস্থল বলে গুরুত্বপূর্ণ। ৯৫০ মিটার উঁচু এই জায়গাটা ঢের বেশি নাতিশীতোষ্ণ ; এখানে গারাপাতিলা দিয়ে মারিগুই বিনিময় হয়। আর্তেয়াগা আর তার ছেলেপুলেদের বাড়িঘর নিয়ে এখানকার জনপদ। এদের একটা ছোট কফিবাগিচা আছে ; সেখানে আশপাশের গাঁ থেকে লোকে ভাগচাষ করতে আসে। এখন এই বাগানে সান হুয়ান এলাকা থেকে আসা ৬ জন ক্ষেতমজুর আছে।

পম্‌বোর পায়ের ঘা শুকোতে বড্ড সময় নিচ্ছে ; অন্তহীনভাবে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর দরুনই বোধহয়। এ ছাড়া ওর আর কোনো উপসর্গ নেই ; ভবিষ্যতে হওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই।

৩রা

আমরা সারাটা দিন সেখানে কাটালাম; পম্বোর ঠ্যাং তবু যা হোক খানিকটা বিশ্রাম পাবে। সওদাপত্রের জন্যে চড়া দর দেওয়া হচ্ছে; চাষীরা এতে ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের টানও খানিকটা অনুভব করবে এবং জিনিসগুলো আমাদের যোগাড় করে দেবে। আমি গোটাকয়েক ফটো তুললাম; এতে তাদের মধ্যে সাড়া জাগল। ফটোগুলো ডেভেলপ করে, এনলার্জ করে ওদের হাতে দেওয়া, এই তিন সমস্যা; দেখা যাক, কিভাবে কি করা যায়। বিকেলে একটা এরোপ্লেন উড়ে যেতে দেখা গেল, রাত্রে একজন বলল নৈশ বিমান আক্রমণের ভয় আছে। প্রত্যেকেই কোনোমতে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়েছিল, আমরা তাদের নিরস্ত করলাম এবং ভয়ের যে কোনো কারণ নেই তা বোঝালাম। আমার হাঁপানিটা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছি।

৬ই

আমরা সকাল-সকাল পেনা কোলোরদার দিকে বেরিয়ে পড়লাম; পথে পড়েছিল একটি লোকালয়, আমাদের দেখে সেখানকার বাসিন্দারা বেজায় ভয় পেয়েছিল। সন্ধ্যের ঠিক আগে আমরা ১৬০০ মিটার উঁচু পালের্মোতে পৌঁছে তারপর নেমে যে জায়গাটাতে এলাম সেখানে একটা ছোট দোকান পাওয়া গেল। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে সেখান থেকে আমরা কিছু কেনাকাটা করলাম। এর পর যখন আমরা সড়কপথে এসে পড়লাম তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রীতিমত রাত্তির। রাস্তার ধারে একটিমাত্র ছোট বাড়ি, এক বিধবা বুড়ির। মন স্থির করতে না পারায় আগুয়ান দল এ কাজটা যুৎমত করে উঠতে পারে নি। কথা ছিল, সুমাইপাতা থেকে আসা একটা গাড়ি ধরে উপস্থিত অবস্থাটা বুঝে নিতে হবে এবং গাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে সেখানে গিয়ে আমরা ডি-আই-সি দখল করব, ওষুধের দোকানে কেনাকাটা করব, হাসপাতালে হানা দেব,

কিছু কিছু টিনজাত জিনিস আর মুখরোচক খাবারদাবার সওদা করে ফিরে যাব।

সুমাইপাতা থেকে কোনো গাড়িই এল না; খবর পাওয়া গেল, ঐ এলাকায় ওরা কোনো গাড়ি আটকাচ্ছে না; তার মানে, রাস্তার অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে। কাজেই প্ল্যান বদলাতে হল। রিকার্দো, কোকো, পাচো, আনিথেতো, ছলিও আর চিনোকে ডেকে কাজের ভার দেওয়া হল। সান্তা ক্রুজ থেকে একটা ট্রাক আসছিল, ওরা সেটাকে থামাল; কোনো ঝামেলা হল না। কিন্তু আরেকটি ট্রাক তার পিছু পিছু আসছিল, সেটা থেমে পড়ে আগের ট্রাকটিকে সাহায্য করতে চাইল; সুতরাং সেটিকে আটকাতে হল। এই ট্রাকে একজন মহিলা ছিলেন; তিনি তাঁর মেয়েকে গাড়ি থেকে নামাতে রাজী হলেন না বলে তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হল। তৃতীয় একটি ট্রাক এসে থামল কী ব্যাপার হচ্ছে দেখবার জন্যে; লোকজনদের অস্থিরমতির দরুন চতুর্থ ট্রাক এসে দাঁড়িয়ে গেল। রফা হওয়ার পর চার চারটি গাড়ি রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার কারণ জিগ্যেস করলে একজন ড্রাইভার বলল—এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। আমাদের লোকজনেরা একটি ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল; সুমাইপাতায় পৌঁছে প্রথমে দুজন অশ্বারোহী সৈন্যকে, তারপর ঘাঁটির অধিনায়ক লেফটেনান্ট ভাকাফ্লুরকে বন্দী করা হল; সার্জেন্টকে ধরে জোর করে তার কাছ থেকে সঙ্কেতশব্দটি জেনে নেওয়া হল। বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ চালিয়ে ১০ জন সৈন্যের সেই ঘাঁটি দখল করে নেওয়া হল; একজন সৈনিক বাধা দেওয়ায় প্রচণ্ড রকমের গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি করতে হল। আমাদের লোকজনেরা ৫টি মাউজার আর ১টি জেড-বি-৩০ হস্তগত করল এবং ১০ জন বন্দীকে ট্রাকে চড়িয়ে সুমাইপাতা থেকে ১ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে কাপড়চোপড় কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল। ঘটনাক্রমের দিক থেকে, এই লড়াইটা কাজের হয় নি; চিনোর দোষ এই যে, সে ছলিওর কথামত চলেছে এবং কোনো কাজের জিনিস

কেনা হয় নি। আমার জরুরি ওষুধটা ওরা কেনে নি, যদিও গেরিলাদলের পক্ষে যেটা অপরিহার্য সেটা ঠিকই কিনেছে। লড়াইটা হয়েছে বড় একদল পর্যটক এবং সারা শহরের লোকের চোখের ওপর; সুতরাং খবরটা দাবানলের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। দুটো নাগাদ আমরা লুটের মাল নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

৭ই

আমরা একটুও না বসে সমানে হেঁটে একটা মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। গতবার ঠিক এই মাঠেই আমরা এসেছিলাম; একজন স্থানীয় লোক আমাদের খুব আদর আপ্যায়ন করেছিল। এই জায়গাটা রামনের বাড়ি থেকে এক লীগ দূরে। এখানকার লোকের মধ্যে এখনও প্রচণ্ড ভয়। একজন আমাদের কাছে একটি শুয়োর বিক্রি করল; লোকটি অমায়িকও। ও এই বলে আমাদের সাবধান করে দিল যে, লস্ আহোসে ২০০ জনের একটি দল রয়েছে এবং সান হুয়ান থেকে তার ভাই এসে বলেছে যে, সেখানে ১০০ জন সৈন্য আছে। আমি ওর কয়েকটা দাঁত তুলে দিতে চাইলাম, কিন্তু আমাকে দিয়ে তোলাতে ও রাজী হল না। আমার হাঁপানিটা দিন দিন বেশিরকম জ্বালাচ্ছে।

৮ই

যে বাড়িতে আখ ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে চোখকান খাড়া রেখে আমরা পিওহেরা নদীর দিকে হাঁটবার সময় দেখলাম রাস্তা ফাঁকা; সৈন্যদের সম্পর্কে একটা গুজব অবধি কানে এল না; পথে যেসব লোক সান হুয়ান থেকে আসছিল তারা একবাক্যে বলল সেখানে কোনো সৈন্য নেই। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা আমাদের ভাগাবার মতলবে ঐ চাল চেলেছিল। এল্ পাভো নদীর ধার দিয়ে দিয়ে দু লীগ হেঁটে গিয়ে তারপর গুহার দিকে আরও এক লীগ হাঁটলাম। গুহাতে যখন পৌঁছুলাম তখন রাত হয়ে আসছে। আমরা এল্-ফিলোর কাছে এসে গিয়েছি।

যাতে চলতে সমর্থ হই তার জন্যে বার কয়েক নিজে নিজে ইঞ্জেকশন নিলাম; শেষটায় সুর্মার জন্যে তৈরি একটি ১ : ৯০০ আড্রেনালিন সলিউশন ব্যবহার করলাম। পলিনো যদি কাজটা করে উঠতে না পারে, তাহলে নাকাহুয়াসুতে ফিরে গিয়ে আমার হাঁপানির ওষুধটা নিতে হবে।

সৈন্যবাহিনী যে খবর প্রচার করেছে, তাতে লড়াইতে একজনের নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে; ছোট সামরিক ঘাঁটিটি দখল করবার সময় রিকার্দো, কোকো আর পাচো যেগুলি চালিয়েছিল, তার ফলেই বোধ হয় একজন মারা গেছে।

৯ই

বেরিয়ে পড়ার পর আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। সারাটা সকাল আমাদের রাস্তা খোঁজাখুজি করে কাটল। দুপুরে একটা রাস্তা ধরে এগোলাম; রাস্তাটা খুব স্পষ্ট নয়। চড়াই ভেঙে যেখানে আমরা ঠেলে উঠলাম, এ যাবৎ আমাদের যাত্রাপথে সেটাই সবচেয়ে উঁচু—১,৮৪০ মিটার। তার একটু পরেই পরিত্যক্ত একটা টুঙি পাওয়া গেল। সেখানেই আমরা রাতটা কাটালাম। এল্-ফিলো যাওয়ার রাস্তা সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

রেডিওর খবরে বলল, কাতাভি আর সিগ্‌লো ২০-র মজুরদের সঙ্গে কমিবল এণ্টারপ্রাইজের ১৪ দফা সম্বলিত একটা চুক্তি হয়েছে; এর অর্থ, মজুররা ডাহা হেরেছে।

১০ই

একটা ঘোড়া হারিয়ে যাওয়ায় আমাদের বেরোতে দেরি হয়ে গেল। পরে অবশ্য ঘোড়াটা এসে হাজির হয়। লোকে বড় একটা যায় না এমন একটা রাস্তা দিয়ে ১,৯০০ মিটার উঁচু সর্বোচ্চ তুঙ্গ আমরা পেরিয়ে এলাম। বেলা সাড়ে তিনটের সময় একটা টুঙি পাওয়া গেল। রাতটা আমরা সেখানেই কাটাব ঠিক

করেছিলাম, কিন্তু আমাদের চক্ষু চড়কগাছ হল যখন শুনলাম সামনে আর রাস্তা নেই। অচেনা অজানা পথে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, কোনো গন্তব্যে পৌঁছুনো যায় না। সামনের দিকে কয়েকটা ফল-তরকারির বাগান ; এল্-ফিলো হতে পারে।

এল্-ডোরাডো অঞ্চলে গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, রেডিওতে বলল। ম্যাপে এল্-ডোরাডো দেওয়া নেই.; জায়গাটা সুমাইপাতা আর রিও গ্রান্দের মধ্যে কোথাও ; নিজেদের একজন আহত হয়েছে, এটা যেমন স্বীকার করেছে, তেমনি আবার দাবি করছে আমাদের পক্ষের দুজন নিহত হয়েছে।

অপর পক্ষে, দেব্রে আর পেলাদোর জবানবন্দীগুলো সুবিধের হয় নি ; বিশেষ ক'রে যেখানে তারা গেরিলাদলের আন্তর্মহাদেশীয় অভিপ্রায় সম্পর্কে দোষ কবুল করেছে—এ কাজটা করা তাদের উচিত হয় নি।

১১ই

একে কুয়াশা, তায় বৃষ্টির দিন ; তার মধ্যে ফিরে এসে রাস্তার সমস্ত দিশে আমরা হারিয়ে ফেললাম। আগুয়ান দল গিয়েছিল একটা পুরনো পথরেখা নতুন ক'রে বার করতে ; তাদের সঙ্গে আমাদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আমরা একটা বাছুর মারলাম।

১২ই

মিগোয়েল খবর দেবে, এই আশায় সারাটা দিন আমাদের অপেক্ষা করে কাটল। খবর এল, কিন্তু তখন বেলা গিয়েছে। হুলিও এসে খবর দিল, উৎরাইপথে দক্ষিণবাহী একটা খাড়ি পাওয়া গেছে। আমরা একই জায়গায় থেকে গেলাম। হাঁপানির টান উঠেছিল, কী কষ্টটাই না পেতে হল।

রেডিওতে এখন অন্যরকম খবর দিচ্ছে। মোদ্দা কথাটা ঠিক ব'লেই মনে হচ্ছে। ইকিরায় যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তার কথা বলল। আমাদের তরফের একজন নিহত হয়েছে ব'লে ওরা দাবি করছে।

মৃতদেহটি ওরা লাগুনিলাসে নিয়ে চলে গেছে। মৃতদেহের ব্যাপারে ওদের উল্লাসের ভাব দেখে মনে হচ্ছে হয়ত এর মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে।

১৩ই

সকালবেলায় আমরা যখন বেরোলাম, আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। খাড়া পাহাড়ের পিছল গা বেয়ে নেমে গিয়ে বেলা সাড়ে ১১ টায় মিগোয়েলকে খুঁজে পাওয়া গেল। খাঁড়ির পাশ দিয়ে দিয়ে যে ক্যাক্ড়া পথ চলে গেছে, সেই পথ ধ'রে পাচোকে আমি পাঠিয়েছিলাম খবর আনতে। এক ঘণ্টা বাদে খবর এল, ফলের বাগান আর ঘরবাড়ি দেখতে পাওয়া গেছে; একটা খালি বাড়িতে তারা ঢুকেছে। আমরা সেখানে চলে গিয়ে ছোট একটা খাঁড়ির পথ ধ'রে যে প্রথম বাড়ি পেলাম, সেখানেই রাত্রিবাস করলাম। বাড়ির যিনি মালিক, তিনি পরে এসে গেলেন। তিনি এসে বললেন, এক মহিলা—পৌর-প্রধানের মা—আমাদের দেখে ফেলেছেন। এল্-ফিলোর ধর্মশালায় যে সরকারী সৈন্যের দল আস্তানা করেছে, তিনি তাদের ইতিমধ্যেই নিশ্চয় খবরটা পৌঁছে দিয়েছেন। জায়গাটা এখান থেকে এক লীগ দূরে। সারারাত পাহারা রাখার ব্যবস্থা করা হল।

১৪ই

রাতভর একনাগাড়ে বৃষ্টি। পরদিনও সারাদিন ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি। তবু বেলা ১২ টায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিলাম তুজন পথপ্রদর্শক; পৌরপ্রধানের সম্বন্ধী পাবলো আর প্রথম বাড়ির গৃহস্থ আরলিও মানুচিলা। মেয়েরা কান্নাকাটি করতে থাকল। আমরা এসে পৌঁছুলাম একটা তেমাথায়ঃ একটি রাস্তা চলে গেছে ফ্লোরিদা আর মোরাকোর দিকে, আরেকটি গেছে পাম্পায়। যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা পাম্পা যাওয়ার রাস্তাটা ধরতে বলল; তাহলে নাকি মস্কেরা অভিমুখের একটি নতুন খোলা ফালি পথ ধরে এগোনো যাবে। তথাস্তু ব'লে আমরা তো হাঁটতে লাগলাম। আধ কিলোমিটার খানেক যাবার পরই দেখি

এক পুঁচকে সেপাই আর এক কৃষক সেই রাস্তায়। ঘোড়ার পিঠে একবস্তা ভুট্টাদানা আর পাম্পা থেকে এল্-ফিলোয় সেকেণ্ড লেফটেনাণ্টের কাছে লেখা বার্তা নিয়ে তারা চলেছে। পাম্পায় মোতায়েন আছে ৩০ জন সৈন্য। আমরা ঠিক করলাম অন্য পথ ধরব। সেইমত আমরা এসে পড়লাম ফ্লোরিদার রাস্তায়। কিছুক্ষণ পর আমরা এক জায়গায় এসে তাঁবু ফেললাম।

বিপ্লবী ফ্রন্ট থেকে পি-আর-এ আর পি-এল্-বি বেরিয়ে গেছে এবং ফালাঞ্জ্-এর সঙ্গে হাত মেলাবে ব'লে কৃষকেরা বারিয়েন্তসকে শাসিয়েছে। সরকার খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে খসে পড়ছে; ঠিক এই সময় আমাদের আরও ১০০ জন লোক না থাকাটা ভারি দুঃখের।

১৫ই

বহু বছর ধ'রে পরিতক্ত রাস্তাটা বেজায় খারাপ ফলে আমরা বেশি দূর হাঁটতে পারলাম না। অরেলিওর কথামত আমরা পৌর-প্রধানের একটি গরু মেরে বেশ চর্ব্যচোষ্য করে খেলাম। আমার হাঁপানিটা একটু নরম আছে।

বারিয়েন্তস এক ঘোষণায় বলেছে, থিস্তিয়া কার্যক্রমে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে।

১৬ই

ভেতরে হাত চালিয়ে আগাছার জঙ্গল কাটতে হচ্ছিল; রাস্তা খারাপ হওয়ায় গরু-ঘোড়াগুলোর চলতে বেদম কষ্ট হচ্ছিল। ফলে, আমাদের যাত্রারম্ভ হল খুবই ধীর গতিতে। আমরা শেষকালে এক জায়গায় এসে থামলাম। এর মধ্যে তেমন বড় রকমের কিছু ঘটে নি। এমন একটা গিরিদরীতে আমরা এসে পড়লাম মালসুদ্ধ ঘোড়া নিয়ে যার ভেতর দিয়ে যাওয়া সম্ভবই নয়। মিগোয়েল আর সামনের দলের ৪ জন এগিয়ে চলে গিয়ে আলাদাভাবে ঘুমুল।

গা লাগিয়ে শোনবার মত কোনো খবর রেডিওতে ছিল না। আমরা পৌছুলাম ১,৬০০ মিটার তুঙ্গে; কাছেই আমাদের বাঁ পাশে দুরান শৃঙ্গ।

১৭ই

আমরা সমানে হাঁটতে লাগলাম; তবে পথ দেখে এগোনো শক্ত হচ্ছিল ব'লে আমরা হাঁটছিলাম আস্তে আস্তে। গাইড দূর থেকে একটা কমলালেবুর বাগান দেখিয়েছিল; অনেক আশা নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেখি গাছগুলো বিলকুল শুক্‌নো। একটা পুকুর পাওয়া গেল, তার পাশে ছাউনি ফেলা যায়। আমরা হাঁটার মত হেঁটেছি খুব বেশি হলে ৩ ঘণ্টা। পিরাইতে যেতে আমরা যে পথে গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছে সেই রাস্তাতেই আমরা শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকব। আমাদের ঠিক পাশেই এল্‌-তুরান।

উচ্চতা = ১,৫৬০ মি.

১৮ই

এক ঘণ্টা পাড়ি দেবার পর আমাদের গাইড রাস্তা হারিয়ে ফেলল। বলল আর কোন রাস্তা তার জানা নেই। শেষ অবধি একটা পুরনো পথরেখা পাওয়া গেল। জঙ্গল কেটে পথ হাসিল করতে করতে মিগোয়েল এগিয়ে চলল। পিরাইতে যাবার যে রাস্তা, তার মোড়ে গিয়ে ঠেলে ওঠা গেল। একটা খাঁড়িতে পৌঁছে আমরা তাঁবু ফেললাম। কানে বেশ ক'রে মন্ত্র দিয়ে ৩ জন চাষী আর সেই পুঁচকে সৈন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। গর্তে পলিনো কিছু রেখে গেছে কিনা দেখবার জন্যে পাবলিতো আর পাচোকে নিয়ে কোকো চলে গেল; কোনো গোলযোগ না ঘটলে কাল রাত্রেই ওদের ফেরা উচিত। পুঁচকে সৈন্যটি বলল, ও মরুভূমিতে যাবে।

উচ্চতা = ১,৩০০ মি.

১৯শে

আমরা একটু হাঁটতেই পেলাম পুরনো ক্যাম্প। সেখানেই আমরা রয়ে গেলাম। পাহারার কাজে আরও লোকজন বাড়িয়ে কোকোর জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কোকো বিকেল ৬টায় এসে গেল। বলল, সব যেমন ছিল তেমনি আছে। রাইফেলটার কোনো নড়চড় হয় নি। আর পলিনোর কোনো পাত্তা মেলে নি, অন্যদিকে ও

অঞ্চল দিয়ে সৈন্যেরা যে গেছে, তার বিস্তর চিহ্ন দেখা গেল এবং আমরা এখন রাস্তার যে অংশে, সেখানে তাদের পায়ের ছাপ পড়ে রয়েছে।

রাজনৈতিক খবর হল, প্রচণ্ড সংকট দেখা দিয়েছে; এর ফলাফল কী হবে এখনই বলা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে কোচাবাম্বার কৃষি সমিতি-গুলো 'খ্রীস্টীয় প্রেরণাসম্ভূত' একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে; এই দল বারিয়েন্তসকে সমর্থন করছে। বারিয়েন্তস চাইছে, '৪ বছরের জন্যে তাকে সরকার চালাতে দেওয়া হোক'; এটা প্রায় একটা হাতে-পায়ে ধরার মত ব্যাপার। সিইলেস সালিনাস বিরোধীপক্ষকে এই ব'লে শাসাচ্ছে যে, আমরা ক্ষমতায় এলে ওদেরও ঘাড়ে মাথা থাকবে না; দেশে যুদ্ধাবস্থা জারি ক'রে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে সালিনাস সমানে কাড়ানাকাড়া বাজাচ্ছে।

২০শে

খুব দেখেশুনে হুঁশিয়ার হ'য়ে আমরা প্রথম দুটো বাড়ি অবধি গেলাম। ছোট ছোট বাড়ি দুটোতে পাওয়া গেল পানিয়াগুয়ার একটি ছোকরাকে এবং পলিনোর জামাইকে। পলিনোর কোনো খবর ওরা রাখে না; শুধু এইটুকু জানে যে, আমাদের গাইডগিরি করার দরুন ওকে সৈন্যবাহিনী থেকে খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল, আমরা এ অঞ্চল ছেড়ে ফ্লোরিদার দিকে রওনা হওয়ার এক সপ্তাহ পরে ১০০ জন লোকের একটি দল এখান দিয়ে গেছে। মনে হয়, আত্মগোপনকারীদের অতর্কিত আক্রমণে সৈন্যদলের ৩ জন নিহত এবং ২ জন আহত হয়েছে। কোকোর ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কাম্বা, লিয়ন আর হুলিওকে নিয়ে ফ্লোরিদায় সে যাবে খোঁজখবর নিতে এবং যতটা যা পাবে কেনাকাটা করবে। ওরা ফিরল ভোর ৪টেয়; সঙ্গে আনল কিছু খাবারদাবার এবং মেল্‌গার নামে একটি লোককে। আমাদের দুটি ঘোড়ার মালিক সে। ও নিজে থেকেই বলেছে আমাদের কাজে লাগতে চায়। ও সবিস্তারে এবং সংশয়াতীতভাবে যেসব খুঁটিনাটি খবর দিল, তা থেকে স্বচ্ছন্দে এ কথা

বলা যায় : আমাদের যাওয়ার ৪ দিন বাদে জানোয়ারে-খাওয়া তুমার শবদেহ লোকের দৃষ্টিগোচর হয়; সংঘর্ষ হওয়ার একদিন পর এবং হৃতবস্ত্র লেফটেনান্টের আবির্ভাবের পরই শুধু সৈন্যদল এগিয়ে আসে। সুমাইপাতার লড়াইয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ, উপরন্তু আরও কিছু কিছু খবর লোকে জানে এবং চাষীরা এই নিয়ে নানারকম কৌতুক করে; ওরা তুমার পাইপ এবং দু চারটে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছে; সোপের্না নামের এক মেজর আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কিংবা আমাদের অনুরাগী; কোকোর যে বাড়িতে তুমা মারা যায়, সৈন্যবাহিনী সেই পর্যন্ত গিয়ে তারপর সেইখান থেকে তেহেরিয়া হয়ে ফ্লোরিদায় ফিরে যায়। কোকো ওকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কথা ভেবেছিল; কিন্তু আমার মনে হল, তার আগে কিছু ওষুধপত্র কিনতে পাঠিয়ে ওকে বাজিয়ে নেওয়া ভালো। মেলগার কথায় কথায় আমাদের বলল, এখানে একদল লোক আসছে, তাদের মধ্যে একজন মহিলা আছে; এখানে একজনকে লেখা রিও গ্রন্দাদের পৌরপ্রধানের চিঠি থেকে এটা সে জেনেছে। লোকটা ফ্লোরিদায় যাচ্ছিল বলে তার সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে ইন্তি, কোকো আর হুলিওকে আমরা পাঠালাম। অন্য গ্রুপটির খবরের ব্যাপার সে অস্বীকার করলেও তার কথায় মোটের ওপর সেই লোকটির কথাবার্তার সমর্থন পাওয়া গেল। জলের জন্যে রাতটা খুব কষ্টে কাটল। মৃত গেরিলার শবদেহটিকে ময়জেজ গেভেরা বলে শনাক্তকরণের খবর রেডিওতে দিয়েছে, কিন্তু এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওভান্দো এ ব্যাপারে ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভাব করেছে এবং শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। এমন হতে পারে যে, গোটা ব্যাপারটাই একটা প্রহসন অথবা তথাকথিত শনাক্তকরণের ব্যাপারটাই সাজানো।

উচ্চতা = ৬৮০ মি.।

২১শে

দিনটা নিরুপদ্রবে গেছে। বুড়ো কোকা আমাদের একটা গরু বেচেছিল, গরুটা ওর ছিল না; পরে বলে কি আমরা নাকি পয়সা দিই

নি। এই নিয়ে ওর সঙ্গে কথা হল। কিছুক্ষণ পরে জোরের সঙ্গে ও টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করল। আমরা ওকে বললাম গরুর মালিককেও ওরই টাকা দিতে হবে।

একটা ধাড়ি শুয়োর আর চিনির মিঠাই কিনে নিয়ে আমরা তেহেরিয়ায় গেলাম। ইন্তি, বেনিগ্‌নো আর আনিথেতো—এরাই গিয়েছিল কিনতে। ব্যবহার বেশ ভাল পেয়েছে।

২২শে

লোকজন আর জন্তুজানোয়ারদের ঘাড়ে ভারী বোঝা চাপিয়ে আমরা সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়লাম—লোকে যাতে এখানে আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা করে। মোরোকো যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আমরা জলায় যাওয়ার রাস্তা ধরলাম—দক্ষিণে এক কি দু কিলোমিটার হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাকি রাস্তাটুকু আমাদের জানা ছিল না। তাই অনুসন্ধানীর দল পাঠাতে হল। ইতিমধ্যে মানথিলা আর পানিয়াগুয়ার ছেলে জলার ধারে গরু চরাতে এল। ওদের সাবধান করে দেওয়া হল, ওরা যেন কাউকে কিছু না বলে; তবে এখন আর ঠিক সে অবস্থা নেই। খাঁড়ির ধারে ঘুমিয়ে নিয়ে আমরা ঘণ্টা দুয়েক ধরে হাঁটলাম; দক্ষিণ-পূর্ব দিকে খাঁড়ির পাশ দিয়ে দিয়ে যে রাস্তা এবং দক্ষিণমুখো অন্যান্য অনতিস্পষ্ট রাস্তা ধরে আমরা হাঁটলাম।

রেডিওর খবরে বলল, আমি যে এখানে আছি এটা পাকাপাকি-ভাবে জানা গেছে বুস্তস্ (পেলাও)-এর স্ত্রীর মুখ থেকে; আমাকে নাকি এখানে দেখেছে, তবে বলেছে ওর এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল অন্য।

উচ্চতা=৬৪০ মি.।

২৩শে

সম্ভাব্য দুটি পথরেখা সম্বন্ধে যখন খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছিল, আমরা তখন সেই আগের ক্যাম্পেই রয়েছি। একটি পথ গেছে রিও সেকোর দিকে, যে জায়গাটাতে তখনও বালিতে না শুষে নেওয়া পিরাইয়ের জল রিও সেকোতে এসে পড়ছে—অর্থাৎ, আমাদের ওৎ পাতার জায়গা আর ফ্লোরিদার মধ্যে। অন্য পথটি ধরে ২।৩ ঘণ্টা হাঁটলে একটা টুঙি

পড়বে ; এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছিল মিগোয়েল ; তার মতে সেখান থেকে রোসিতায় গিয়ে পড়া সম্ভব হবে। কাল আমরা ঐ পথটি ধরব ; কোকোকে অরে হুলিওকে মেলগার যা সব বলেছে, তাতে ওটা ওর পথ হতে পারে।

২৪শে

সন্ধান-করা পথটা ধরে আমরা ঘণ্টা তিনেকের মত হাঁটলাম ; এই পথে আমাদের ১,০০০ মিটার উঁচু চড়াই ভেঙে তারপর একটা খাঁড়ির ধারে ১৪০ মিটার উঁচুতে ক্যাম্প করতে হল। রাস্তা এখানেই শেষ। কাল এখান থেকে বাইরে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো রাস্তাটা বার করতে হবে ; সারাটা দিন তাতেই যাবে। এখানে পরের পর কয়েকটি ফল-তরকারির বাগান ; ফ্লোরিদার সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে, তা এ থেকে বোঝা যায় ; এ জায়গাটা সেই কানালোনেস হতে পারে। মানিলার কাছ থেকে একটা সাঙ্কেতিক দীর্ঘ বার্তা এসেছে, আমরা তার পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করছি। মাক্সিমো গোমেথ স্কুলে অফিসারদের স্নাতক উপাধি দান উপলক্ষে রাউল বক্তৃতা দিয়েছে এবং অন্যান্য কথার মধ্যে, একাধিক ভিয়েতনাম সংক্রান্ত আমার বক্তব্যে চেকদের যেসব আপত্তি, রাউল তা খণ্ডন করেছে। রক্তপাত হয়েছে বলে এবং ৩।৪টি ভিয়েতনাম হলে আরও রক্তপাত হবে বলে বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হয়ে আমার নাম দিয়েছেন নয়া বাকুনিন।

২৫শে

আজকের দিনটা আমরা শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম। কোকো, বেনিগ্‌নো আর মিগোয়েলের ওপর ভার দিয়ে তিন জোড়া লোককে আমরা আলাদা আলাদা জায়গায় তত্ত্বতালাস করতে পাঠিয়ে দিলাম। কোকো আর বেনিগ্‌নো একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছুল এবং সেখান থেকে মোরোকোর রাস্তা ধরা সম্ভব। মিগোয়েল যা বলল তাতে বোঝা গেল এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, খাঁড়িটা গিয়ে পড়েছে রোসিতায় এবং তার ধার দিয়ে কাটারি দিয়ে জঙ্গল কেটে হেঁটে যাওয়া সম্ভব।

ছুটি সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেল ; একটি তাপেরাসে, আরেকটি সান হুয়ান দেল্ পোত্রেরোতে; ছুটোই একা একটি দলের পক্ষে করা সম্ভব নয় ; ব্যাপারটা অদৌ ঘটেছে কিনা, এবং ঘটে থাকলে, তথ্য-গুলো সত্যি কিনা—জানা যাচ্ছে না।

২৬শে

মোরোকোকে একপাশে ফেলে যে খাঁড়িটা চলে গেছে, তার পাশে রাস্তা বানাবার ভার দেওয়া হয়েছে বেনিগ নো, কাম্বা আর উর্বানোর ওপর। দলের বাকি সবাই ক্যাম্পে থেকে গেল এবং মাঝের দলটি পেছনদিকে ওৎ পেতে বসল। কাঁচকলা হল। সান হুয়ান দেল্ পোত্রেরোর সংঘর্ষের খবর বিদেশের রেডিওগুলোতে সবিস্তারে বলল : ১৫ জন সৈন্য এবং একজন কর্নেল বন্দী, মালপত্র হাতিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া, কায়দাকানুনগুলো আমাদেরই। কোচাবাম্বা-সান্তাক্রুজের পাছরাস্তার ওদিকে সেই জায়গা। রাত্রে আমি ২৬শে জুলাইয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে একটা ছোট বক্তৃতা দিলাম ; মুষ্টিমেয়তন্ত্র এবং বৈপ্লবিক বেদবাক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ফিদেল বলিভিয়ার উল্লেখ করেছেন।

২৭শে

আমরা রওনা হব বলে তৈরি ; ওৎ পাতার জায়গায় যারা ছিল, তাদের বেলা ১১টায় সেখানে স্বয়ংচল ব্যবস্থা পত্তন করতে বলা হল। ভিলি এল তার ঠিক মিনিট কয়েক আগে ; এসে বলল, সৈন্যেরা এসে পড়েছে। ভিলি, রিকার্দো, ইন্তি, চিনো, লিয়ন আর ইউস্তাকিও সেখানে চলে গিয়ে আন্তনিও, আতু'রো আর চাপাকোর সঙ্গে দল বেঁধে লড়াই শুরু করে দিল। ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে : পাহাড়ের মাথায় ৮ জন সৈন্যের দর্শন পাওয়া গেল, তারা পুরনো পথ ধরে দক্ষিণের দিকে হাঁটা দিল ; কয়েকটা মর্টার শেল ছুঁড়ে এবং একখণ্ড কাপড় নাড়িয়ে সংকেত করে তারা ফিরে এল। একবার মেলগার নামটা ধরে ডাকল ; ফ্লোরিদার সেই লোকটি হতে পারে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ৮ জন ক্ষুদে সৈন্য ওৎ-পাতার জায়গাটার দিকে তালে তালে পা ফেলে

চলল। মাত্র ৪ জন ফাঁদে পড়ল, কারণ বাকি সবাই ঢিমেতালে হাঁটছিল; নির্ঘাৎ ৩ জন মরেছে, চতুর্থও একজন ছিল--সে মারা না গেলেও জখম হয়েছে। ওদের অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম না নিয়েই আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম—তার কারণ কাজটা কঠিন ছিল এবং আমরা খাঁড়ি বরাবর ভাটিমুখে নেমে গেলাম। অন্য একটা গিরিখাতের ফ্যাকড়া পেরিয়ে একটা নতুন ওৎ পাতার ব্যবস্থা হল; ঘোড়াগুলো এগিয়ে গেল রাস্তা অবধি। আমার হাঁপানিটা ভারি জ্বালাচ্ছে এবং সেই বিশ্রী ঘুমের ওষুধগুলো প্রায় সমস্তই খাওয়া হয়ে গেছে।

২৮শে

নদীর মুখের জায়গাটা, আমাদের ধারণায় সুস্‌পিরো; সেখানে পাচো, রাউল আর আনিথেতোকে সঙ্গে দিয়ে কোকোকে পাহারা দিতে পাঠানো হয়েছে। আমরা খানিকটা সরু গিরিদরীর ভেতর দিয়ে রাস্তা বার করে কিছুক্ষণের জন্যে হাঁটলাম। সামনের দলটা থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে আলাদাভাবে আমরা ক্যাম্প করলাম। কেননা মিগোয়েল বড় বেশি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। ফলে, হয় ঘোড়ার পা বালির ভেতর বসে গেছে, নয় পাথর থাকায় ঘোড়াগুলোর প্রাণ বেঁরিয়ে যাবার দাখিল হয়েছে।

উচ্চতা—৭৬০ মি.।

২৯শে

যে গিরিদরীর ভেতর দিয়ে আমরা হাঁটতে থাকলাম, সেটা চলে গেছে দক্ষিণে। এর পাশে আছে গা ঢাকা দেবার ভালো ভালো জায়গা। এলাকাটাতে জলও সুপ্রচুর। বেলা চারটে নাগাদ পাবলিতোর দেখা পাওয়া গেল। ও বলল, আমরা সুস্‌পিরোর নির্গমনপথে এসে গিয়েছি। কিন্তু কিছুই নতুন ঠেকছে না। খানিকক্ষণের জন্য আমার মনে হল, এটা সুস্‌পিরোর গিরিদরী নয়;

কারণ, এটা সটান দক্ষিণে গেছে, তবে এর শেষ বাঁকটা পশ্চিমের দিকে মুখ ক'রে রোসিতায় গিয়ে পড়েছে।

বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ পিছনকার দল এসে পৌঁছুল ; আমি ঠিক করেছিলাম নির্গমনপথ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে আমরা আরও হাঁটব। চেষ্টা করলেই পলিনোর ফলতরকারির বাগানের খিড়কিতে পৌঁছুনো যায়। কিন্তু অন্যদের ওপর এ ব্যাপারে আমি জোর খাটাতে চাই নি। রাস্তার সীমান্তে এসে আমরা ছাউনি করলাম। সুস্‌পিরোর নির্গমনপথ থেকে এ জায়গাটা হাঁটাপথে এক ঘণ্টা। রাত্রে আমি চিনোকে তার দেশের স্বাধীনতার কথা মনে করালাম—তারিখটা ছিল ২৮শে জুলাই। আর যেখানে আমরা ক্যাম্প ফেলেছি, সে জায়গাটা কেন আদৌ সুবিধের নয়, তাও বুঝিয়ে বললাম। সবাইকে ব'লে দিলাম ভোর ৫টায় উঠতে। আমরা পলিনোর বাগিচায় আস্তানা গাড়ব।

রেডিও হাবানা থেকে বলল, সরকারী সৈন্যদের একটা দল অজান্তে ফাঁদে পড়েছিল ; পরে হেলিকপ্টার এসে তাদের উদ্ধার করে। খবরটা ভালোভাবে ধরা যায় নি।

৩০শে

হাঁপানির টানের জন্যে ভারি কষ্ট পেয়েছি। সারা রাত এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। ভোর সাড়ে চারটের সময় মোরো যখন কফি তৈরি করছিল, তখন নদীর ওপার থেকে ও নাকি এদিকে আলো ফেলতে দেখছে। পাহারা বদলের সময় ব'লে মিগোয়েলও তখন জেগে ছিল। মোরো আর মিগোয়েল দুজনেই চলে গেল ; যাকেই এদিকে আসতে দেখবে তাকেই তারা সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করবে। রান্নাঘর থেকে দুজনের এই সংলাপটি আমার কানে এল :

'এইও, কে যায় ?'

'দেস্তাকামেন্তো ত্রিনিদাদ।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই গুলি ছোঁড়া শুরু হয়ে যায়। পরক্ষণেই

একজন আহত সৈন্যের একটা এম-১ আর কার্তুজের বেল্ট নিয়ে মিগোয়েল এসে উপস্থিত হল এবং সেইসঙ্গে খবর দিল ২১ জন গেছে আবাপোর দিকে আর ১৫০ জন মোরোকোতে। প্রতিপক্ষের আরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তবে তখনকার হট্টগোলের মধ্যে পরিষ্কারভাবে সব বোঝা যায় নি। ঘোড়াগুলোর পিঠে লটবহর চাপাতে বেশ সময় লাগল; একটা বলদের সঙ্গে একটা কালো ঘোড়া এবং শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটা ছোট কামান খোয়া গেছে। ৬টা প্রায় বাজতে যায়, এদিকে মালপত্র পড়ে যাওয়ায় বেশ খানিকটা সময় আরও নষ্ট হল। শেষটায় তার ফল দাঁড়াল এই যে, শেষবার পেরিয়ে যেতে গিয়ে গুলির মুখে আমাদের পড়ে যেতে হল। গুলি ছুঁড়ছিল পুঁচকে সৈন্যগুলো; ওদের দেখছি খুব সাহস বেড়ে গেছে। পলিনোর বোন তার বাগানে ছিল, শান্তভাবে সে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। পলিনোর বোন বলল, মোরোকোতে যারা ছিল সবাই ধরা পড়েছে, তারা আছে লা-পাথে।

তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে আবার গুলিবৃষ্টির মধ্যে পম্‌বোর সঙ্গে আমরা রওনা হয়ে গেলাম। রাস্তা শেষ হয়ে যেখানে নদীর গিরিখাতে গিয়ে পড়েছে, সেখানে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। কোকো আর হুলিওকে সঙ্গে দিয়ে মিগোয়েলকে আমি পাঠিয়ে দিলাম এগিয়ে থাকবার জন্যে; তারপর আমি ঘোড়সওয়ারদের খোঁচাতে লাগলাম তাড়া করার জন্যে। নিরাপদে যাতে সরে পড়া যায়, তা দেখবার জন্যে আগুয়ান দল থেকে ৭ জনকে, পিছনকার দল থেকে ৪ জনকে এবং রিকার্দোকে ছেড়ে দেওয়া হল; প্রতিরক্ষার দল ভারী করার জন্যে রিকার্দো পিছিয়ে এসেছিল। দারিও, পাবলো আর কাম্বাকে সঙ্গে নিয়ে বেনিগ্‌নো থাকল ডান পাশে, বাকি সবাই আসছিল বাঁয়ে। একটা যুৎসই জায়গায় পৌঁছে সবে আমি জিরিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়েছি, এমন সময় কাম্বা এসে খবর দিল, নদী পেরোতে গিয়ে রিকার্দো আর আনিথেতো মারা পড়েছে; ছুটো ঘোড়া দিয়ে সেইসঙ্গে নাতো আর লিয়নকে সঙ্গে দিয়ে উর্বানোকে আমি পাঠিয়ে

দিলাম এবং কোকোকে সম্মুখস্থলের পাহারায় রেখে দিয়ে মিগোয়েল আর হুলিওকে পাঠিয়ে দিতে বললাম। আমার কাছ থেকে নির্দেশ না নিয়েই ওরা বেরিয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর কাম্বা আবার এসে খবর দিল যে, মিগোয়েল আর হুলিও সমেত ওদের ওপর অতর্কিতে হামলা হয়েছে এবং সৈন্যের দল অনেকখানি এগিয়ে এসেছে; মিগোয়েল পিছিয়ে গিয়ে নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে। ইউস্তাকিওকে সঙ্গে দিয়ে কাম্বাকে আমি আবার তার কাছে পাঠালাম; থাকলাম শুধু ইন্তি, পম্‌বো, চিনো আর আমি। বেলা ১টার সময় আমি মিগোয়েলকে আসবার জন্যে খবর পাঠালাম, বলে দিলাম হুলিওকে যেন সামনে পাহারায় রেখে আসা হয়। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে সদলবলে আমি সরে এলাম। কোকো যেখানে মোতায়েন ছিল, পাহাড় বেয়ে যখন আমি সেখানে উঠছি, আমাকে খবব দেওয়া হল—দলের লোকজন লড়াই থেকে ফিরেছে; রাউল মারা গেছে এবং রিকার্দো আর পাচো জখম হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে এইভাবে: খোলা জায়গা দিয়ে রিকার্দো আর আনিথেতো বেকুবি করে পার হয়, রিকার্দোর চোট লাগে। আন্তনিও তখন গুলি চালিয়ে ওদের হটিয়ে রাখে এবং সেই ফাঁকে আর্তুরো, আনিথেতো আর পাচো রিকার্দোকে উদ্ধার করে আনে। কিন্তু এদিকে পাচো জখম হয় এবং ওরা মুখে গুলি চালিয়ে রাউলকে মেরে ফেলে। আহত দুজনকে নিয়ে অতি কষ্টে তারা পিছিয়ে আসে—এ ব্যাপারে ভিলি আর চাপাকোর, বিশেষ করে চাপাকোর, কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় নি। এরপর উর্বানো তাদের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে সদলবলে যোগ দেয় এবং অন্য পাশ ছেড়ে লোকজন নিয়ে বেনিগ্‌নো এসে পড়ে—সেইখান দিয়েই সৈন্যেরা এসে চকিতে মিগোয়েলকে আক্রমণ করে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অতিকষ্টে তারা নদীর ধারে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

পাচো ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছিল, রিকার্দো ঘোড়ায় চড়তে পারে নি। ওকে দড়ির ঝোলানো বিছানায় শুইয়ে ধরাধরি করে

আনতে হয়েছিল। পাবলিতো, দারিও, কোকো আর আনিথেতোকে দিয়ে আমি মিগোয়েলকে ডান ধারের প্রথম খাঁড়ির বহির্মুখটি দখল করতে বলে দিলাম। আমরা ব্যস্ত থাকলাম আহতদের চিকিৎসার ব্যাপারে। পাচোর আঘাতটা ওপরসা ধরনের—ওর পাছা আর অণ্ডকোষের চামড়া ভেদ করে গেছে; কিন্তু রিকার্দোর আঘাতটা খুবই মারাত্মক। তার ওপর শেষ প্ল্যাজ্‌মাটা ছিল ভিলির ন্যাপ্‌স্যাকে; ন্যাপ্‌স্যাক্‌টা খোয়া গেছে। রাত ১০টায় রিকার্দো মারা গেল; সৈন্যেরা যাতে খুঁজে না পায়, তার জন্যে নদীর কাছে একটা লুকানো জায়গায় আমরা ওকে কবর দিলাম।

৩১শে

রাত চারটেয় বেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে গিয়ে তারপর এক জায়গায় পথ সংক্ষেপ করে পায়ের ছাপ মুছে ফেলে ভাটিমুখো আমরা এলাম। সকাল নাগাদ আমরা খাঁড়িতে পৌঁছে গেলাম। এই খাঁড়ির জায়গাটাতেই মিগোয়েলের ওপর অতর্কিতে হামলা হয়েছিল। ওকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ও তা বোঝে নি। পথের চিহ্ন রেখে গিয়েছিল। আমরা উজানপথে ৪ কিলোমিটার মত হেঁটে বনের মধ্যে ঢুকলাম। পায়ের ছাপগুলো মুছে ফেলা হল। খাঁড়ি থেকে একটা যে ফ্যাকড়া বেরিয়ে গেছে, তার কাছাকাছি এসে আমরা আস্তানা গাড়লাম। লড়াই সংক্রান্ত আমাদের ভুলগুলো আমি বুঝিয়ে বললাম: (১) ক্যাম্পের জায়গাটা খুব খারাপ ছিল (২) ভুলভাবে সময় কাটানোর ফলে ওরা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার মওকা পেয়ে গেল; (৩) নিজেদের ওপর অতিরিক্ত আস্থার ফলে রিকার্দোর চোট লাগল আর তাকে উদ্ধার করে আনতে গিয়ে রাউল গুলি খেল; (৪) সাজসরঞ্জামগুলো বাঁচাবার ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাব; ১১টি ন্যাপস্যাক খোয়া গেল। তাতে ছিল ওষুধপত্র, দূরবীন; মানিলার কাছ থেকে আসা বার্তাগুলো যাতে তুলে রাখা হয়েছিল, সেই টেপরেকর্ডার; দেব্রের বই, যাতে আমার নিজের নানা

মন্তব্য লেখা ছিল ; ট্রট্‌স্কির লেখা একটি বই। তাছাড়া এইসব জিনিস পাওয়াটা সরকারের দিক থেকে তো রীতিমত একটা রাজনৈতিক ভাগ্যের কথা। এতে ওদের সৈন্যদের মনোবল বেড়ে যাবে। আমরা গুণে দেখেছি ওদের পক্ষের দুজন মরেছে আর ৫ জন অবধি জখম হয়েছে, কিন্তু দুটো পরস্পরবিরোধী খবর পাওয়া যাচ্ছে ; এক, ২৮ তারিখের লড়াইতে ৪ জন নিহত আর ৪ জন আহত হয়েছে বলে সৈন্যবাহিনী স্বীকার করেছে, এবং অন্যদিকে চিলি থেকে প্রচারিত একটি খবরে বলছে, ৩০ তারিখের লড়াইতে ৬ জন আহত আর ৩ জন নিহত। পরে সৈন্যবাহিনীর আরেকটি বার্তায় বলা হয়েছে যে, একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবং একজন সেকেণ্ড লেফটেনান্ট জীবনাশঙ্কা কাটিয়ে উঠেছে। আমাদের পক্ষের মৃতদের মধ্যে, রাউলকে তালিকাভুক্ত করা শক্ত—ওর আত্মমগ্নতার জন্যে : সংগ্রামী বা কর্মী হিসেবে রাউল এমন কিছু ছিল না, তবে এটা দেখা গিয়েছে যে, রাজনৈতিক প্রশ্নে সব সময়ই সে আগ্রহ অনুভব করত—মুখ ফুটে সব সময়ে বেশি কথা না বললেও। কিউবা থেকে আসা দলটার মধ্যে সবচেয়ে শৃঙ্খলার অভাব ছিল রিকার্দোর এবং রোজ রোজ আত্মত্যাগ করার মত তেমন মনের জোর তার ছিল না—কিন্তু তা সত্ত্বেও রিকার্দো ছিল অসাধারণ যোদ্ধা এবং কঙ্গোর সেগুন্দোর সেই প্রথম বিপর্যয় থেকে আজ এখানেও সে অভিযানের পর অভিযানে পুরনো সাথী। এ রকম গুণী মানুষকে হারিয়ে আমাদের আরও একটা বড় রকমের ক্ষতি হল। আমরা ২২ জনে এসে ঠেকলাম, ২ জন আহত, পাচো, পম্‌বো, এবং আমার হাঁপানির টান চলেছে পুরোদমে।

মাসিক বিশ্লেষণ

নেতিবাচক দিকগুলো, আগের মাসের মতই, একভাবেই চলেছে ; অর্থাৎ, হোয়াকিনের সঙ্গে বা বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের

অসম্ভাব্যতা এবং লোকক্ষয় ; এখন আমরা ২২ জন আছি, আমাকে নিয়ে তিনজন পঙ্গু, এবং এতে আমাদের চলৎশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। সুমাইপাতা দখল করা নিয়ে আমরা তিনটে লড়াই লড়েছি, তাতে সৈন্যবাহিনীর মারা গেছে ৭ জন, জখম হয়েছে ১০ জন—নানা রকমের গোলমেলে খবর থেকে এটা একটা আনুমানিক হিসেব।

আমরা দলের তুজনকে হারিয়েছি এবং একজন জখম হয়েছে।

প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলো এই ঃ

(১) আগের মতই সংযোগের একান্ত অভাব।

(২) কৃষকদের দলে টানতে না পারার অক্ষমতা এখনও সেই রকম মালুম হচ্ছে ; অবশ্য পুরনো পরিচিত কৃষকেরা যেভাবে আমাদের আদর-অভ্যর্থনা করছেন, তাতে খানিকটা আশার লক্ষণ ফুটে উঠছে।

(৩) গেরিলার নামডাক মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ; ওঙ্গানিয়া সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে এবং পেরু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

(৪) পলিনো মারফত সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা।

(৫) প্রত্যেকটি সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে গেরিলাদলের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আর মনোবল বাড়ছে ; কাম্বা আর পাচাকো এখনও তুর্বল।

(৬) সৈন্যবাহিনী এখনও গোলে হরিবোল দিয়ে চালাচ্ছে ; ওদের তু একটা ইউনিট বেশ রোখের সঙ্গে লড়ছে।

(৭) সরকারের রাজনৈতিক সংকট বাড়ছে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অল্পস্বল্প ঋণ পেয়ে বলিভিয়ার দিক দিয়ে যথেষ্ট সুবিধে হচ্ছে এবং অসন্তোষ প্রশমনে সাহায্য হচ্ছে।

এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ হল ঃ যোগাযোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যোদ্ধাদের দলভুক্ত করা এবং ওষুধপত্র সংগ্রহ করা।

১লা

দিনটা নিরুপদ্রবে কাটল। মিগোয়েল আর কাম্বা পথ কেটে চলল, কিন্তু এমন ভূখণ্ড আর এমন জঙ্গল যে, সেই দুর্গম রাস্তায় মাত্র এক কিলোমিটারের বেশি এগোনো সম্ভব হল না। একটা ধূর্ত অশ্বশাবক মারা হল ; ৫।৬ দিন তার মাংসে চলবে। সৈন্যের দল এসে পড়লে তাদের ওপর যাতে অতর্কিতে হামলা করা যায়, তার জন্যে ছোট ছোট ট্রেঞ্চ খোঁড়া হল। ওরা যদি কাল কিংবা পরশু আসে, শিবিরটি যদি ওদের চোখে না পড়ে, তাহলে চুপচাপ থেকে আগে ওদের যেতে দেওয়া হবে, তারপর ওদের ওপর গুলি ছোঁড়া হবে।

উচ্চতা=৬৫০ মিটার।

২রা

রাস্তা অনেকখানি এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বেনিগ্‌নো আর পাবলো পথ ধরে এগোনোর ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। রাস্তার শেষ প্রান্ত থেকে ক্যাম্পে ফিরে আসতে ওদের প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লাগল। একজন 'সমাজবিরোধী'র লাশ সরানোর কথা ঘোষণা করার পর রেডিওতে আমাদের সম্পর্কে আর কোনো খবর ওরা দেয় নি। হাঁপানি আমাকে সজোরে কাবু করেছে ; হাঁপানি দমনের শেষ ইঞ্জেকশনটাও ফুরিয়ে ফেলেছি ; এখন শুধু থাকার মধ্যে আছে ১০ দিনের মত বড়ি।

৩রা

রাস্তাটা আমাদের একদম বসিয়ে দিয়েছে ; মিগেল আর উর্বানোর আজ ফিরে আসতে ৫৭ মিনিট লাগল ; ওরা খুবই ঢিমে-তালে এগিয়েছে। কোনো খবর আসে নি। পাচো তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে ; আমিই বরং অসুস্থ। দিনটা আর রাত্তিরটা আমাকে ভারি কষ্ট দিচ্ছে ; তাড়াতাড়ি সেরে উঠবার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। শিরার মধ্যে নোভোকেন ইঞ্জেকশন নিয়েছিলাম, কোনো ফল হয় নি।

৪ঠা

দক্ষিণ পশ্চিমবাহী গিরিদরীটা হয়ত রিও-গ্রান্দেগামী কোনো না কোনো খাঁড়িতে গিয়ে পড়েছে ; আমাদের দলবল সেখানে এল। কাল জন দুয়েকের দুটো দল যাবে লতাগুল্ম কাটতে এবং মিগোয়েল আমাদের গিরিদরী বেয়ে উঠে একটা পুরনো বাগিচার মত জায়গার সন্ধান নেবে। আমার হাঁপানি কিছুটা নরম পড়েছে।

৫ই

বেনিগ্‌নো, কাম্বা, উর্বানো আর লিয়ন—কাজ আরও এগোবে ভেবে দুজন দুজন করে দল বেঁধে নিয়েছিল ; তবে রোসিতাতে গিয়ে মেশা একটা খাঁড়িতে তারা এসে পড়ে ; তাই আজ তারা মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটে। মিগোয়েল সেই বাগিচাটির সন্ধানে গিয়েছিল, কিন্তু খুঁজে পায় নি। ঘোড়ার মাংস সব শেষ ; কাল আমরা মাছ ধরার চেষ্টা দেখব এবং পরশু আবার একটা জীবহত্যা করা যাবে। কাল আমরা নতুন জলের জায়গা অবধি হাঁটব। আমার হাঁপানির প্রশমন এখন অসাধ্য। আলাদা হয়ে যেতে আমার ইচ্ছে নেই ; তা সত্ত্বেও একটি দলকে আমায় আগাম পাঠাতেই হবে। বেনিগ্‌নো আর হুলিও নিজে থেকেই যেতে চাইল। নাতো কী বলতে চায় দেখতে হবে।

৬ই

শিবির স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হল ; দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা গেল, রাস্তার কাজ তিন ঘণ্টার বদলে হয়েছে একঘণ্টা ; তার মানে, এখনও অনেকখানি রাস্তা পড়ে থাকছে। বেনিগ্‌নো, উর্বানো, কাম্বা আর লিয়ন সমানে রাস্তা কেটে চলেছে ; আর মিগোয়েল আর আনিথেতো গেছে রোসিতার সঙ্গমস্থল অবধি নতুন খাঁড়িটা দেখেশুনে আসতে। রাত হয়ে গেল, তবু তারা ফিরল না দেখে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হল—আরও এই কারণে যে, বহু দূরে আমি মর্টার ছোঁড়ার একটা আওয়াজ পেয়েছি। বলিভিয়ার আজ স্বাধীনতা দিবস ; ইন্তি, চাপাকো আর আমি সে বিষয়ে দু-চার কথা বললাম।

৭ই

সকাল ১১টার সময় আমি ধরেই নিলাম, মিগোয়েল আর আনিথেতোকে আমরা হারিয়েছি। সেইমত বেনিগ্‌নোকে আমি বলেছি রোসিতা অবধি সাবধানে অগ্রসর হতে এবং যদি তারা অতদূর যেতে পারে তাহলে যেন দিক্‌নিশানাগুলো ভালো করে নজর করে। যাই হোক, বেলা ১টায় নিখোঁজের দল এসে হাজির হল। রাস্তার কষ্ট ছাড়া আর কোনোরকম মুশকিলে তাদের পড়তে হয় নি; রোসিতায় পৌঁছুবার আগেই রাত হয়ে গিয়েছিল। আমার খুবই খারাপ লেগেছিল, কিন্তু মিগোয়েলের এ ব্যাপারটা হজম করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে গেলাম; তবে পথসন্ধানীর দল অন্য একটা খাঁড়ি খুঁজে পেয়েছে। কাল আমরা সেইখানে যাব। আজ আমাদের বুড়ো ঘোড়া আনসেল্‌মো মরে গেল। এখন থাকল আমাদের মাল বইবার একটিমাত্র ঘোড়া। আমার হাঁপানি আগের মতই এবং ওষুধপত্র ফুরিয়ে এসেছে। নাকাহুযাসুতে একটা দলবল পাঠানোর ব্যাপারে কাল মনস্থির করব। আমরা এসেছি এবং গেরিলাবাহিনী গড়েছি আজ ঠিক ন' মাস। প্রথম ছ মাসে মারা গেছে দুজন, নিখোঁজ হয়েছে একজন এবং জখম হয়েছে দুজন; আমার এই হাঁপানি কী করে যে আমি নিবারণ করব জানি না।

৮ই

প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা জোর কদমে হাঁটলাম—ছোট ঘোটকীটার ক্লান্তিকর চলার দরুন আমার কাছে মনে হল দু ঘণ্টারও যেন বেশি। মেজাজ বিগ্‌ড়ে যাওয়ায় ওর গলায় আমি এমন সজোরে চাবুক কষিয়েছিলাম যে, বিশ্রীভাবে ওর গা কেটে গেল। রোসিতায় বা রিও গ্রান্দেতে পৌঁছুবার আগে নতুন ক্যাম্পটিই হবে শেষ জায়গা যেখানে আমরা জল পাব। 'কাটারিওয়ালা'দের আস্তানা এখান থেকে মিনিট চল্লিশের (২।৩ কিলোমিটার) পথ। ৮ জন লোকের একটি দলের ওপর এই কাজের ভার দেওয়া হল: তারা কাল এখান থেকে

বেরিয়ে পড়ে সারাদিন হাঁটবে ; পরদিন কাম্বা ফিরে এসে বলবে কী ঘটেছে না ঘটেছে ; তার পরের দিন পাবলিতো আর দারিও ফিরে এসে খবরাখবর দেবে ; বাকি ৫ জন ভার্গাসের বাড়ি অবধি যাবে এবং সেখান থেকে কোকো আর আনিথেতো ফিরে এসে বলবে কী ঘটেছে না ঘটেছে ; বেনিগ্‌নো, হুলিও আর নাতো নাকাহুয়াসু অবধি গিয়ে আমার ওষুধের খোঁজ করবে। অতর্কিত হামলার হাত এড়িয়ে লোকজনেরা খুব সাবধানে এগোবে ; আমরা ওদের পেছন পেছন যাব এবং আমাদের সঙ্গে ওদের দেখা হওয়ার জায়গা হবে—হয় ভার্গাসের বাড়ি, নয় আরও এগিয়ে—সেটা নির্ভর করবে আমাদের চলবার গতিবেগের ওপর ; এবং রিও গ্রান্দে, মাসিকুরি (ওনোরাতো) বা নাকাহুয়াসুর গুম্ফার সম্মুখবর্তী সেই খাঁড়ি। সৈন্যবাহিনী থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমাদের একটি শিবির থেকে নাকি বেশ কিছু মজুত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।

রাত্তিরে সবাইকে ডেকেডুকে এক জায়গায় জড়ো করলাম এবং তারপর এই বক্তৃতাটা দিলাম ঃ আমরা একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছি ; পাচো আজ আগের চেয়ে ভালো কিন্তু আমার হয়েছে একেবারেই মড়ার হাল, এবং বাচ্চা মাদী ঘোড়ার ব্যাপারটা থেকে বোঝা যায় মাঝে মাঝে আমি সংযম হারিয়েছি ; সেটা শোধরানো যাবে, কিন্তু এ অবস্থার ভার সবাইকে সমানভাবে বইতে হবে এবং কেউ যদি মনে করে এতটা চাপ সে সইতে পারবে না তাহলে সে মুখ ফুটে বলুক। এ হল এমন একটা সন্ধিক্ষণ যখন দারুণ দারুণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে ; এই ধরনের লড়াইতে আমরা পাই বিপ্লবী হয়ে ওঠার সুযোগ ; মনুষ্য জাতির সেটাই তো সর্বোচ্চ স্তর ; তাছাড়া এর ভেতর দিয়েই আমরা মানুষ হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারি ; এ দুয়ের একটিতেও পৌঁছুনো যাদের ক্ষমতার বাইরে, তারা সে কথা স্বীকার করে লড়াই ছেড়ে চলে যাক। কিউবানরা সবাই এবং বলিভিয়ানদের কয়েকজন বলল যে তারা শেষ অবধি চালিয়ে যেতে চায় ; ইউস্তাকিও একই কথা বলল, তবে জ্বালানি কাঠের বদলে নিজের ন্যাপস্যাক-

ঘোড়ার পিঠে চাপানোর জন্যে সেইসঙ্গে সে মৃগাঙ্গাকে তুড়ল এবং সেই শুনে মৃগাঙ্গাও আবার খুব চটে মটে তার জবাব দিল ; হুলিও একই ধরনের ব্যাপারের জন্যে মোরো আর পাচোকে বেজায় ঠুকল এবং এক্ষেত্রেও নতুন ক'রে ক্রুদ্ধ জবাব এল, এবার পাচোর তরফ থেকে। আমি এই ব'লে আলোচনা শেষ করে দিলাম যে, এখানে দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস নিয়ে তকাতর্কি হয়েছে ; একটি হল লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মতন ইচ্ছাশক্তি আছে কি নেই ; অন্যটি হল ছোট-খাটো মন কষাকষি অথবা গেরিলাদের ঘরোয়া সমস্যার এমন এমন ব্যাপার যা ঐ ধরনের গুরুতর সিদ্ধান্তের মহত্ব চটিয়ে দেয় ; ইউস্তাকিও আর হুলিও নানা প্রশ্ন তুলেছিল, সেসব আমার ভালো লাগে নি ; তাই ব'লে মোরো আর পাচোর উত্তরগুলোও আমার পছন্দ হয় নি। আসল কথা হল, আরো বেশি বিপ্লবী হওয়া এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

উ=৭৮০

৯ই

৮ জন সন্ধানকারী সকালে রওনা হল। মিগোয়েল, উর্বানো আর লিয়ন কাটারি হাতে শিবির ছেড়ে দূরে আরও ৫০ মিনিট তক ঝোপজঙ্গলে রাস্তা কাটার কাজ চালিয়ে গেল। আমার গোড়ালির বিষফোড়াটা চিরে দেওয়ায় আমি পা পাততে পারছি, কিন্তু এখনও সাংঘাতিক ব্যথা এবং গায়ে জ্বরভাব। পাচো বেশ ভালো আছে।

১০ই

আন্তনিও আর চাপাকো শিকারে বেরিয়েছিল। ওরা পেয়েছে একটা হরিণছানা আর একটা টার্কি ; ওরা প্রথম শিবিরটা হাতড়ে নতুন জিনিস কিছু না পেয়ে এক কাঁড়ি কমলালেবু নিয়ে এসেছে। আমি দুটো খেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল খানিকটা হাঁপানির টান। দুপুর দেড়টায় ৮ জনের একজন কাম্বা এই খবর নিয়ে এসে পৌঁছুল : গতকাল তারা নির্জলা অবস্থায় ঘুমিয়েছে এবং আজ সকাল

৯টা অবধি খোঁজ করেও জলের হদিশ করতে পারে নি। বেনিগ্‌নো আগেই ও জায়গায় তত্ত্বতাবাশ করেছিল এবং জলের যোগাড়ের জন্যে রোসিতার দিকে সে এগিয়ে চলেছে। পাব্‌লো আর দারিও যদি জলের নাগাল পায় একমাত্র তাহলেই ফিরে আসবে।

ফিদেলের এক দীর্ঘ বক্তৃতা শোনা গেল। তাতে প্রথাগত পার্টিগুলোকে এবং, বিশেষ ক'রে, ভেনেজুয়েলার পার্টিকে সে বজায় ঠুকেছে ; শুনে মনে হয়, নেপথ্যে ঝগড়া বড় আকার নিয়েছে। ওরা আবার আমার পায়ের চিকিৎসা করল। শরীরের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো, কিন্তু এখনও সেরে উঠি নি। সে যাই হোক, কাল আমাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে যাতে আমাদের ঘাঁটিটা কাটারি-ওয়ালাদের কাছাকাছি আমরা নিয়ে ফেলতে পারি—পথ কাটার দলটা আজ মাত্র ৩৫ মিনিট এগিয়েছে।

১১ই

কাটারিওয়ালা দলটি আজ অত্যন্ত শ্লথ গতিতে এগিয়েছে। বেলা ৪টের সময় বেনিগ্‌নোর কাছ থেকে একটা চিরকুট নিয়ে পাব্‌লো আর দারিও এসে হাজির হল। বেনিগ্‌নো জানিয়েছে যে, সে এখন রোসিতা নদীর কাছাকাছি আছে এবং তার ধারণা, ভার্গাসের বাড়ি আর তিন দিনের পথ। ওরা রাত্তিরে ছিল জলের জায়গায় ; সেখান থেকে পাবলিতো রওনা হয়েছে সকাল সওয়া আটটায় এবং মিগোয়েলের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে বেলা তিনটেয়, সুতরাং গন্তব্য-স্থলে পৌঁছুতে এখনও তাদের দীর্ঘ পথ যেতে হবে। মনে হচ্ছে টার্কির মাংস আমার শরীরে সহ্য হয় নি, কেননা খানিকটা হাঁপানির ভাব দেখা দিয়েছে—আমি তাই ওটা পাচোকে উপঢৌকন দিলাম। নতুন এক খাঁড়িতে নিজেদের স্থিতির জন্যে আমরা ক্যাম্প বদল করলাম। এই খাঁড়িটা দুপুরে উঠে গিয়ে মাঝরাত্তিরে আবার উদয় হয়। বৃষ্টি হল বটে, কিন্তু তেমন ঠাণ্ডা পড়ল না। এখানে প্রচুর মারিগি।

উ=৭৪০ মিঃ

১২ই

বিবর্ণ দিন। কাটারিওয়ালারা সামান্য এগিয়েছে। এখানে নতুন কিছু ঘটে নি এবং খাবারও বিশেষ কিছু মেলে নি; কাল আমরা আরেকটি ঘোড়া জবাই করব, তাতে ৬দিন চলা উচিত। আমার হাঁপানির হাল তেমন খারাপ নয়। বারিয়েন্তস ঘোষণা করেছে গেরিলারা কাবু হয়ে পড়েছে এবং সেইসঙ্গে সে কিউবার ওপর চড়াও হবে ব'লে শাসিয়েছে; বারিয়েন্তস আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি মাথামোটা।

রেডিওর খবরে বলল, মন্তেয়াগুদোর কাছে এক সংঘর্ষে আমাদের তরফের একজন খুন হয়েছেঃ তারাতা-র আন্তনিও ফের্নান্দেথ। পেদ্রোর আদত নামের মতন শোনাচ্ছে, ওর বাড়ি তারাতায়।

১৩ই

মিগোয়েল, উর্বানো, লিয়ন আর কাম্বা চলে গেল বেনিগ্‌নোর খুঁজে-বার-করা জলের জায়গায় ক্যাম্প বসাবার জন্যে এবং সেখান থেকে তারা এগোবে। পাচোর জবাই-করা ঘোড়ার মাংসের কয়েকটা টুকরো ওরা সঙ্গে নিল, তাতে ওদের ৩ দিন হেসেখেলে চলবে। হাতে রইল আর চারটি প্রাণী এবং সব কিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে ওদের আরও একটিকে রাতের খাবারের আগেই জবাই করতে হবে। কোথাও কোনো গড়বড় না হলে কোকো আর আনিথেতো কালকেই এসে পড়বে। আতু'রো দুটো টার্কি শিকার করেছিল, আমাকে তা দেওয়া হল—কারণ ভুট্টাদানা আর ছিল না বললেই হয়।

চাপাকোর মাথা খারাপের আরও লক্ষণ ক্রমশ ধরা পড়ছে। পাকো বেশ দ্রুত সেরে উঠছে কিন্তু কাল থেকে আমার হাঁপানির টান বেড়েছে: এখন আমি দিনে ৩টি ক'রে বড়ি খাচ্ছি। আমার পা এখন প্রায় ভালো হয়ে গেছে।

১৪ই

এক অপয়া দিন। কাজকর্মের দিক থেকে বিবর্ণ এবং নতুনত্বহীন কিন্তু রাত্তিরে বেতার-ঘোষক যে বিবরণ দিল তাতে আমাদের

বার্তাবহদের যেখানে যাবার কথা ছিল সেই গুহাটি বেহাত হওয়ার খবর রয়েছে। খুঁটিনাটিগুলো এত নিখুঁত যে, সংশয়ের অবকাশ থাকছে না; এখন অনির্দিষ্টকাল ধ'রে হাঁপানিতে ভোগা আমার কপালের লিখন। ওরা সমস্ত ধরনের দলিল এবং সব ধরনের ফটো সেইসঙ্গে নিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত আমাদের ওপর এটাই ওদের সবচেয়ে বড় আঘাত; কেউ না কেউ পেটের কথা বার করেছে। কে সে? সেটাই তো আমাদের জানা নেই।

১৫ই

খুব ভোরে উঠে পাবলিতোকে আমি মিগোয়েলের কাছে খবর দিয়ে পাঠিয়েছিলাম— কোকো আর আনিথেতো না এসে থাকলে সে যেন দুজন লোক নিয়ে বেনিগ্‌নোকে আনতে যায়, কিন্তু রাস্তায় ওদের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায় এবং তাই তিনিজনেই ফিরে আসে। মিগোয়েল জানিয়ে দেয় যে, যেখানেই রাত হবে সেখানেই সে থেকে যাবে এবং তাকে যেন খানিকটা জল পাঠানো হয়। দারিওকে এই হুঁশিয়ারি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল যে, কাল খুব ভোরে যেভাবেই হোক আমাদের চলে যেতে হবে, কিন্তু রাস্তায় লিয়নের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়— রাস্তার কাজ শেষ হয়ে গেছে লিয়ন সেই খবরটা দিতে আসছিল।

সান্তাক্রুজে যে রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশন, সেখান থেকে প্রচারিত খবরে বলা হল যে, মুয়ুপাম্পার গ্রুপ থেকে দুজনকে সৈন্যবাহিনী বন্দী করেছে। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, ওটা হল হোয়াকিনের গ্রুপ। ওদের নিশ্চয়ই খুব বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে এবং, তার ওপর, বন্দী দুজন সব বলে দিয়েছে। খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল, তা সত্ত্বেও রাত্তিরটা খুব খারাপ ছিলাম না; একই পায়ে আরেকটা ফোড়া হয়েছে, ছুরি না চালিয়ে উপায় নেই। পাচো সম্বন্ধে বলেই দিয়েছে, ও এখন সম্পূর্ণ নিরাময়।

খবরে বলল, চুয়ুইয়াকোয় আরেকটি সংঘর্ষ হয়েছে, সৈন্যবাহিনীর কেউ হতাহত হয় নি।

১৬ই

অপেক্ষাকৃত ভালো রাস্তায় তিন ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর আরেক ঘণ্টা আমরা ব'সে জিরিয়ে নিলাম। ছপ্‌টির বাড়ি খেয়ে ঘোটকীটা জিনের ওপর থেকে সোজা আমাকে ছিট্‌কে ফেলে দিল, তাতে অবশ্য আমার কিছু হয় নি। আমার পা ক্রমশ ভালোর দিকে। মিগোয়েল, উর্বানো আর কাম্বা কাটারি চালাতে চালাতে শেষ অবধি রোসিতায় পৌঁছে গেছে। আজকের দিনটাতে সদলবলে বেনিগ্‌নোর পৌঁছুবার কথা এবং এলাকাটার ওপর দিয়ে বিমানগুলো বেশ কয়েকবার উড়ে গেল। এর কারণ হয়ত এই যে, ভার্গাসের কাছে ওরা কোনোরকম আভাষ-ইঙ্গিত পেয়েছে অথবা কোনো সৈন্যদল রোসিতার দিক থেকে আসছে কিংবা রিও গ্রান্দে বরাবর এগোচ্ছে। রাত্তিরে আমি সবাইকে সম্‌ঝে দিলাম যে, ওরা পেরিয়ে এলে আমরা বিপদে পড়ব এবং আমরা কালকের জন্যে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করলাম।

উচ্চতা = ৬০০ মি।

১৭ই

আমরা খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ে বেলা ৯টায় রোসিতার ধারে পৌঁছুলাম। সেখানে গোটা দুই গুলির শব্দ শুনেছে ব'লে কোকোর মনে হল এবং ওৎ পেতে বসার ব্যবস্থা হল, তবে শেষ পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। ভুল ব্যাখ্যার দরুন ক্রমাগত দিশেহারা হয়ে বাকি রাস্তা পাড়ি দিতে অনেক সময় লেগে গেল এবং বেলা সাড়ে চারটেয় রিও গ্রান্দেতে পৌঁছে ওখানেই আমরা ঠাঁই নিলাম। রাত্তিরে চাঁদের আলোর সুবিধেটা নেওয়ার কথা আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু লোকজনেরা বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘোড়ার মাংসের যা বরাদ্দ আছে, তাতে দুদিন যথেষ্ট কুলিয়ে যাবে এবং আমার কাছে শুকনো খোসা-ছাড়ানো যে আলুনি ভুট্টাদানা আছে তাতে একজনেরই খাবার হবে। যে রকম যা মনে হচ্ছে তাতে আমাদের কিছু জীবহত্যা করতে হবে। রেডিওর খবরে বলল, নাকাহুয়াসুর ৪টি

গুহায় পাওয়া দলিলপত্র আর তথ্যপ্রমাণ বেতারে পেশ করা হবে—এ থেকে মনে হয় ওরা বানর গুম্ফাটিরও হদিশ পেয়েছে। চতুর্দিকের যা অবস্থা, সে তুলনায় বলতে হবে আমার হাঁপানিটা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করছে।

উচ্চতা=৬৪০ মি (গতকাল যদি ৬০০ মিটার হয়ে থাকে, তাহলে এটা অযৌক্তিক)।

১৮ই

সাধারণত যে সময় আমরা বেরোই, তার চেয়ে ঢের আগেই বেরিয়েছি, কিন্তু খাঁড়িটা আমাদের ৪ বার পেরোতে হল, এক জায়গায় সেটা ছিল বেশ গভীর, এবং সেইসঙ্গে জায়গায় জায়গায় আমাদের রাস্তা বার করতে হল। এইসব কারণের দরুন খাঁড়িতে আমরা পৌঁছুলাম বেলা দুটোয়। লোকজনদের শরীর আর বইছিল না। কাজকর্মও সব চুকে গিয়েছিল। এ অঞ্চলটাতে পেঁজা তুলোর মত মেঘ করে আছে এবং রাতগুলো এখনও ঠাণ্ডা। ইন্তি আমাকে বলল যে, কাম্বা চলে যেতে চায়; ওর মতে, ওর যা শরীরের অবস্থা তাতে আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং তাছাড়া ওর মনে হচ্ছে না যে, এর আর কোনো ভবিষ্যৎ আছে। স্বভাবতই, এটা একটা নিছক কাপুরুষতার ব্যাপার এবং ওকে চলে যেতে দিলে দলের পক্ষেই সেটা ভালো হত, কিন্তু হোয়াকিনের সঙ্গে ভবিষ্যতে যে রাস্তায় আমরা সংযোগ করব সেটা ওর জানা হয়ে গেছে ব'লে ওকে ছাড়া যাবে না। কাল আমি ওর সঙ্গে আর চাপাকোর সঙ্গে কথা বলব।

উচ্চতা=৬৮০ মি।

১৯শে

ভার্গাসের বাড়িতে পৌঁছুনোর একটা অপেক্ষাকৃত ভালো রাস্তা বার করার চেষ্টায় মিগোয়েল, কোকো, ইন্তি আর আনিথেতো বেরিয়ে পড়ল। আমরা মনে করি ঐ বাড়িটাতে সৈন্যদের একটা অংশ আছে। কিন্তু সেখানে নতুন কিছু চোখে পড়ল না এবং দেখেশুনে মনে হচ্ছে, পুরনো পায়ে-চলা-পথ ধরেই এগোতে হবে। আতুঁরো

আর চাপাকো শিকারে বেরিয়ে একটা হরিণছানা পায় এবং উর্বানোর সঙ্গে পাহারায় মোতায়েন থাকার সময় আতুরো একটা বল্লা-হরিণ মারে এবং এই সময় ৭টা গুলির আওয়াজ শুনে শিবিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বল্লা-হরিণের মাংসে ৪ দিনের খোরাক হবে এবং হরিণ-ছানার মাংসে আরেকদিন, এবং মজুত আছে বিন্ আর সার্ডিন ; সব মিলিয়ে ৬ দিনের খাদ্য। এ থেকে মনে হয় তালিকায় এর পরেই যে সাদা ঘোড়াটিকে ধরা আছে, সেটা বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি কাম্বার সঙ্গে কথা বলেছি। ওকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমাদের এর পরের পদক্ষেপ হল হোয়াকিনের সঙ্গে দেখা করা—সে কাজ হাসিল না হওয়া অবধি ও যেতে পারবে না। চাপাকো বলল ও কিছুতেই ছেড়ে যাবে না, কারণ সেটা হবে কাপুরুষতা। তবে ও এমন একটা আশা ভরসা চায় যাতে ছ মাস বা এক বছর পরে চলে যেতে পারে। ভরসা আমি তাকে দিলাম। চাপাকো একের পর এক অসংলগ্ন জিনিসের কথা বলে গেল। ও ঠিক সুস্থ নেই।

খবরের পুরোটাই হল দেব্রেকে নিয়ে।

অন্যদের বিষয়ে কিছুই বলল না। বেনিগেনোর কাছ থেকে কোনো সংবাদ আসে নি ; ইতিমধ্যেই ওর এখানে এসে পড়া উচিত ছিল।

২০শে

কাটারিওয়ালা মিগোয়েল আর উর্বানো এবং আমার 'পূর্ত বিভাগ', ভিলি আর দারিও, সামান্যই এগিয়েছে ; কাজেই আমরা ঠিক করলাম, আরেকটা দিন এখানেই থেকে যাব। শিকারে কোকো আর ইন্তির ভাগ্যে কিছুই জোটে নি, কিন্তু চাপাকো পেয়েছে একটা বাঁদর আর একটা হরিণছানা। আমি হরিণছানার মাংস খেয়েছিলাম, মাঝরাত্তিতে শুরু হল প্রচণ্ড হাঁপানির টান। মেদিকো এখনও ভুগছে, দেখে মনে হচ্ছে মাজায় বাত হয়েছে। ওর যা অবস্থা, তাতে এখন কাজের বাইরে। বেনিগনোর কোনো খবর নেই ; রীতিমত দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

সুক্রে থেকে ৮৫ কিলোমিটার দূরে গেরিলার দল এসে গেছে—রেডিওতে বলল।

২১শে

একই জায়গায় আরও একটা দিন থেকে যেতে হল এবং বেনিগ্‌নো আর তার সঙ্গীসাথীদের খবর না পেয়ে আরও একটা দিন কেটে গেল। ইউস্তাকিও মেরেছে পাঁচটা বাঁদর আর ১টা মেরেছে মোরো। মোরোর কোমরে এখনও খুব ব্যথা, ওকে মেপেরিডিনা ইঞ্জেকশন করা হয়েছে। হরিণছানার মাংস আমার সহ্য হচ্ছে না, হাঁপানি বেড়ে যাচ্ছে।

২২শে

শেষ পর্যন্ত আমরা বেরিয়ে পড়লাম; কিন্তু তার আগে একটা ঘটনায় আমরা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—কেননা হঠাৎ দেখা গেল, একটা লোক জলের ধার দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। পরে বোঝা গেল, সে লোকটা হল উর্বানো—ও আসলে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। ওষুধ দিয়ে মেদিকোর কোমরটা আমি অসাড় করে দিয়েছিলাম ব'লে ঘোড়ায় চড়া ওর পক্ষে সম্ভব হল—যদিও যখন গিয়ে পৌঁছুল, তখন তার কোমরে বেশ ব্যথা। আগের চেয়ে এখন সামান্য ভালো ব'লে মনে হচ্ছে। পাচো এবার পায়ে হেঁটেছে। ডানহাতি জায়গায় আমরা ক্যাম্প করলাম এবং ভার্গাসের বাড়িতে যাবার পথ করবার জন্যে আরও খানিকটা জঙ্গল হাসিল করতে হল। হরিণের মাংস যা আছে, তাতে কালকের দিনটা আর পরশু দিনটা চলে যাবে। কিন্তু কাল থেকে আর শিকার করা সম্ভব হবে না। আজও বেনিগ্‌নোর কাছ থেকে কোনো খবর এল না; পথে কোকোর সঙ্গে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সে আজ ১০ দিন আগে।

উচ্চতা ৫৮০ মি.

২৩শে

একটা বিশ্রী দুরারোহ পাহাড় বেড় দিতে গিয়ে আজ আমাদের জিভ বেরিয়ে গেছে। সাদা ঘোড়াটা এগোতে না চাওয়ায় ওরা তার হাড়গুলোকে অবধি কাজে না লাগিয়ে তাকে কাদার মধ্যে ডুবে যেতে দিল। যেতে যেতে শিকারীদের একটা টং পাওয়া গেল; লক্ষণ

দেখে মনে হল, কিছু সময় আগে ওর মধ্যে লোক ছিল। আমরা ওৎ পেতে রইলাম, কিছুক্ষণ বাদে দুজন লোক আমাদের জালে পড়ল। ওরা এই অজুহাত দিল যে, ওরা আগে থেকে ১০টা ফাঁদ পেতে রেখেছিল—সেই পাতা ফাঁদগুলো ওরা দেখে আসতে গিয়েছিল। ওরা বলল—ভার্গাসের বাড়িতে, তাতারেন্দায়, কারাগুয়াতারেন্দায়, ইপিতায় আর ইয়ামনে সরকারী সৈন্যেরা মোতায়েন আছে। দিন দুই আগে কারাগুয়াতারেন্দায় একটা সংঘর্ষ হয়, তাতে একজন সৈন্য জখম হয়। খেতে না পেয়ে বা বেড়াজালে পড়ে এ বেনিগ্‌নো হতে পারে। লোকগুলো বলল, সৈন্যেরা কাল মাছ ধরবে এবং ওরা ১৫।২০ জনের একেকটি দল বেঁধে আসবে। হরিণের মাংস আর ছালা-ডুবিয়ে-ধরা কিছু মাছ বিলিবণ্টন করা হল; ভাত খেলাম, ভাত খেয়ে ভালো বোধ করলাম। মেদিকো কিছুটা ভালো আছে। রেডিওতে বলল, দেব্রের স্থগিত মামলা আদালতে উঠবে সেপ্টেম্বরে।

উচ্চতা = ৫৮০ মি.

২৪শে

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠে প'ড়ে পূর্বনির্দিষ্ট গিরিখাতের দিকে আমরা চললাম। আগুয়ান দল চলল আগে; কয়েক মিটার যেতে না যেতেই ওপারে জন তিনেক চাষীর দর্শন পাওয়া গেল। মিগোয়েলকে সদলবলে ডেকে আনা হল; তারপর আমরা সবাই ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে পড়লাম। এরপর ৮ জন সৈন্যকে আসতে দেখা গেল। সবাইকে বলা ছিল, সামনে জল ভেঙে নদী পার হওয়ার জায়গাটা দিয়ে এসে সৈন্যেরা এদিকে মুখ করে যখন এগোতে থাকবে তখনই যেন গুলি করা হয়। কিন্তু সৈন্যের দল নদী পার হল না; তারা এপাশ ফিরে আমাদের রাইফেলের সামনে দিয়ে চলে গেল। আমরা গুলি ছুঁড়লাম না। যে বেসামরিক লোকগুলোকে আমরা আটকে-ছিলাম, তারা শিকারী ব'লে নিজেদের পরিচয় দিল। কাম্বা আর দারিওকে এবং সেইসঙ্গে শিকারী হুগো গুথমানকে সঙ্গে দিয়ে

মিগোয়েল আর উর্বানোকে সোজা পশ্চিমমুখো একটি পায়ে-চলা-পথ ধরে পাঠানো হয়েছে। পথটা কোথায় গেছে আমরা জানি না। আমরা সারাদিন ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকলাম। বেলা পড়ে এলে কাটারিওয়ালারা ফিরে এল; ওদের ফাঁদে ধরা পড়ছে একটা ইয়া বড় হাড়গিলে আর একটা বিকট বেড়াল। হরিণের মাংসটুকু সমেত যা ছিল সমস্তই খেয়ে ফেলা হয়েছে, এখন থাকার মধ্যে আছে শুধু বরবটি এবং শিকারের আর যা কিছু পাওয়া যাবে।

কাম্বার মানসিক অধঃপতন প্রায় চরম সীমায় এসে ঠেকেছে; সৈন্যদের কথা ভাবলেই তো এখন তার পিলে চমকায়। মেদিকোর বাতের ব্যথা ছাড়ে নি; এখনও সমানে ট্যালমোনাল চলেছে। আমি বেশ ভালোই আছি, তবে হাঁউ-মাউ ক্ষিধে। সৈন্যবাহিনীর প্রচারিত খবরে বলল, ওরা আরও একটা গুম্ফা দখল করেছে এবং ওদের তরফে দুজন সামান্য আহত হয়েছে, 'গেরিলা ক্ষয়ক্ষতি'। রেডিও হাবানার খবর হল, তাপেরিয়াসের অসমর্থিত যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর পক্ষের একজন আহত হয়েছে।

২৫শে

দিনটা এমনি কেটে গেল। নতুন কিছু ঘটে নি। আমরা উঠে পড়েছি ভোর ৫টায়; কাটারিওয়ালারা খুব সকালে চলে গেছে। আমরা যেখানে ছিলাম, তার কয়েক পা-র মধ্যে সাত জন পল্টন এসে গিয়েছিল; কিন্তু তারা পেরিয়ে আসার চেষ্টা করে নি। কাল আমরা ওদের ওপর আক্রমণ করব, যদি তেমন অবস্থা ঘটে। আমরা আর পায়ে-চলা-পথ ধরে এগোই নি। উর্বানোর সঙ্গে সংযোগ করবার নির্দেশ দিয়েছিল মিগোয়েল; উর্বানো ভুলভাবে খবরটা পাঠায় —এমন একটা সময়ে, যখন আর কিছুই করবার উপায় ছিল না।

রেডিওর খবরে বলল, মন্তে দোরাদোতে একটা সংঘর্ষ হয়েছে। জায়গাটা হোয়াকিনের এলাকার মধ্যে পড়ে ব'লে মনে হচ্ছে। রেডিওতে এও বলল যে, গেরিলাদল কামিরির ৩ কিলোমিটারের ভেতর এসে গেছে।

২৬শে

সব গড়বড় হয়ে গেল; সেই ৭ জন এল বটে, কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে ৫ জন গেল ভাটিমুখে আর ২ জন পেরিয়ে এল। ওৎ পাতার দলের ভারপ্রাপ্ত ছিল আন্তনিও; ঠিক সময়ের আগেই সে হুম্ ক'রে গুলি ছুঁড়ে বসল; গুলিও হল লক্ষ্যভ্রষ্ট। মওকা পেয়ে লোকদুটি পিট্টান দিল এবং আরও দল-বল জুটিয়ে আনতে গেল। অন্য ৫ জনও দে-ছুট। ইন্তি আর কোকো তাদের পেছনে ধাওয়া করেছিল, কিন্তু তারা পাঁচিলের আড়ালে চলে গিয়ে উল্টে ওদের দিকে গুলি করে। আমি তো দেখে অবাক, আমাদের পক্ষের গুলি ওদের চারপাশে ছুটে যাচ্ছে। দৌড়ে বাইরে এসে দেখি—ওদের ওপর গুলি ছুঁড়ছে ইউস্তাকিও, কারণ আন্তনিও ওকে সাবধান করে নি। আমি রাগ সামলাতে না পেরে আন্তনিওকে যাচ্ছেতাই করে বকলাম।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম; কিন্তু মেদিকো থাকায় আমাদের আস্তে আস্তে যেতে হল। সৈন্যেরা পূর্বাবস্থায় ফিরে ২০।৩০ জনের দল ক'রে আমাদের সামনে দিয়ে চর বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের মহড়া নিয়ে লাভ নেই। ওদের দলে বড় জোর দু জন আহত থাকতে পারে। কোকো আর ইন্তিকে সাবাস দিই, ওরা ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। মেদিকোর দম ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল—তার পরই শুরু হল খুঁড়িয়ে চলা। মিগোয়েল যেখানে আছে, সেখানে পৌঁছুবার আগেই বিকেল সাড়ে ৬টায় আমাদের থেমে পড়তে হল। মিগোয়েল আছে অবশ্য আমাদের চেয়ে কয়েক মিটার আগে; আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও করেছে। চড়াইয়ের শেষ পথটা উঠতে না পেরে মোরো থেকে গেল একটা গিরিখাতের মধ্যে। আমরা ৩ জনের একেকটি দল ক'রে আলাদা হয়ে ঘুমোলাম। আমাদের পিছু নেওয়ার কোনো চিহ্ন নেই।

উচ্চতা = ৯০০ মিটার।

মরীয়া হ'য়ে আমরা সারাদিন সমানে চেষ্টা করলাম রাস্তা খুঁজে বার করতে; রাস্তা এখনও মেলে নি। আমরা ছিলাম রিও গ্রান্দের কাছে এবং অনেক আগেই আমরা ইউমন পার হয়ে এসেছি। হেঁটে নদী পার হবার একটাও জায়গা পাওয়া গেল না, অথচ আছে ব'লে শোনা গিয়েছিল। এ অবস্থায় মিগোয়েলের খাড়া পাহাড়টা বেড় দিয়ে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। খচ্চরগুলো থাকায় সেটাও সম্ভব নয়। একসার ছোট পাহাড় পেরিয়ে তারপর রিও গ্রান্দে-মাসিকুরির দিকে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেটা করা যাবে কিনা কালকের আগে বোঝা যাবে না। আমরা ১,৩০০ মিটার অবধি পাহাড় ডিঙিয়েছি, বোধহয় এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়; ১,২৪০ মিটার উচ্চতায় ঠাণ্ডার মধ্যে ঘুমিয়েছি। আমার শরীর এখন দিব্যি ভালো, তবে মেদিকোকে অসুস্থই বলতে হয়; জল যা ছিল খরচ হয়ে গেছে, সামান্য যেটুকু আছে তা মেদিকোর জন্যে।

ভালো খবরের মধ্যে বা সবচেয়ে সুসংবাদ হল—বেনিগ্‌নো, নাতো আর হুলিওর পুনর্দর্শন পাওয়া। ওদের দীর্ঘ পথে পদে পদে ছিল বিপদ; ভার্গাসে আর ইউমনে আরেকটু হলেই সৈন্যদের সঙ্গে ওদের ঠোকাঠুকি হতে যাচ্ছিল। সালাদিলোর ধার দিয়ে একদল সৈন্য যাচ্ছিল, ওরা তখন তাদের পিছু নিয়ে নাকাহুয়াসু অবধি চলে আসে, এবং এসে দেখতে পায় যে, কংরি খাঁড়ির তিন জায়গায় সৈন্যেরা এসে ঘাঁটি করেছে। ওসো গুম্ফায় ওরা বিকেল ছ-টায় পৌঁছোয়, সেখানে গেরিলাবিরোধী শিবিরে প্রায় ১৫০ জন সৈন্য থাকে। ওরা আরেকটু হলেই সেখানে তাদের হাতে ধরা পড়ে যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ওরা ফিরে আসতে পারে। ওরা দাদুর বাগিচায় ছিল, সেখানে কাঁকুড় জুটেছে, অন্য কিছু ছিলও না—কারণ সবই ছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়। ওদের আবার সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের গুলির শব্দ ওদের কানে গিয়েছিল। ওরা ঘুমোবার জন্যে কাছাকাছি থেকে যায়,

যাতে পায়ের ছাপ দেখে পিছু নিয়ে আমাদের ধরতে পারে। বেনিগ্‌নোর মতে, নাতোর আচরণ খুব ভালো ছিল; হুলিও দু-দুবার হারিয়ে যায় এবং সৈন্যদের সম্পর্কে ওর মধ্যে একটু ভয়ের ভাব ছিল। বেনিগ্‌নোর ধারণা দিন কয়েক আগে হোয়াকিনের দলের কিছু লোক আশপাশেই কোথাও ছিল।

২৮শে

মনে জ্বালা ধরানো একটা ধূসর দিন। কাবলী ডুমুর মুখে ফেলে আমরা পিপাসা নিবারণ করলাম—গলাটাকে বোকা বানানো ছাড়া কিছু নয়। শিকারীদের একজনকে সঙ্গে দিয়ে মিগোয়েল পাবলিতোকে একা পাঠাল জলের খোঁজে; তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হল, ওর কাছে একটা শুধু ছোট রিভলবার। বেলা সাড়ে চারটে বেজে গেল তবু পাবলিতো ফেরে না দেখে, আমি তার খোঁজে কোকো আর আনিথেতোকে পাঠালাম। সারা রাত গেল, তবু ওরা ফিরল না। পেছনের দল বিশ্রামস্থলে থাকায় রেডিও শোনা হল না: নতুন বার্তা আছে বলে মনে হচ্ছে। ছোট ঘোটকীটা দুটো মাস আমাদের সঙ্গে সমানে কষ্ট করেছে; তাকে আজ কাটতে হল। আমি কত চেষ্টা করেছি ওকে বাঁচাতে; কিন্তু ক্রমেই পেট মানতে চাইছে না। অন্তত-পক্ষে এখন তো আমাদের শুধু তেষ্টায় ছাতি ফাটার কষ্ট। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, আসছে কালও আমরা জলের জায়গায় পৌঁছুতে পারব না।

রেডিওতে তাতারেন্দা এলাকায় একজন জখম হওয়া সৈন্যের কথা বলল। আমার খুব জানবার ইচ্ছে: নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব জাহির করার ব্যাপারে ওদের যখন এত নজর, ওদের বিবৃতির বাকি অংশগুলোতে এসে কেন ওরা মিথ্যাচরণ করে? আর যদি মিথ্যে না বলে, তাহলে যারা কোথায় সেই কারাগুয়াতারেন্দা আর কোথায় তাপেরিলাস এই সব দূর দূর জায়গায় তাদের মারছে ধরছে, তারা কারা? হোয়াকিনের দল যদি দুটো অংশে ভাগ হয়ে থাকে

অথবা যদি আলাদা আলাদা নতুন দল গজিয়ে থাকে একমাত্র তাহলেই এমন হওয়া সম্ভব।

উ — ১,২০০

২৯শে

দিনটা নিরানন্দের। মনে আদৌ সুখ নেই। কাটারিওয়ালার দল খুব সামান্যই এগিয়েছে এবং মাসিকুরির দিকে যাচ্ছে মনে ক'রে একবার তো তারা ভুল রাস্তাতেই চলে গেল। ১,৬০০ মিটার উঁচুতে অপেক্ষাকৃত একটা আর্দ্র জায়গায় আমরা তাঁবু ফেললাম। জায়গাটাতে ছোট ছোট আখগাছ; তাতে তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়। কোনো কোনো কমরেড—চাপাকো, ইউস্তাকিও আর চিনো—জলের অভাবে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে। কাল সোজা সেই জায়গায় যেতেই হবে, যেখানে গেলে জল পাওয়া যায়। খচ্চরের সহিসদের বেশ সহ্যশক্তি আছে।

রেডিওতে বড় রকমের কোনো খবর নেই। সবচেয়ে বড় খবর হল, দেব্রের মামলা। এ সপ্তাহ নয়, পরের সপ্তাহে এমনিভাবে কেবলি স্থগিত থেকে যাচ্ছে।

৩০শে

অবস্থাটা শোকাবহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাটারিওয়ালারা থেকে থেকে মূর্ছা যাচ্ছে। মিগোয়েল আর দারিও তাদের নিজেদের পেচ্ছাপ খেয়েছে এবং চিনোও তাই শুরু করেছে। ফল যা হবার তাই, ওদের পেট ছেড়ে দিয়েছে এবং হাতে পায়ে খিল ধরছে। উর্বানো, বেনিগ্‌নো আর হুলিও একটা গিরিদরী ধ'রে চলে গিয়ে জল পেয়েছে। ওরা আমাকে খবর পাঠিয়েছে যে, খচ্চরগুলোর পক্ষে নামা সম্ভব হয় নি; আমি নাতোর সঙ্গে থকে যাব ঠিক করলাম, কিন্তু ইন্তি জল নিয়ে আবার উঠে এল। আমরা ৩ জন সেখান থেকে গিয়ে ঘোটকীর মাংস খেলাম।

রেডিও রয়ে গেছে নিচেয়। কাজেই কোনো খবর মিলল না।

উচ্চতা — ১,২০০

৩১শে

সকালে আনিথেতো আর লিয়ন চলে গেল নিচের দিকে খোঁজ খবর নিতে। ফিরল বেলা চারটেয়। ওরা বলল, এরপর ক্যাম্প থেকে জলের জায়গায় যাবার এমন রাস্তা মিলবে, যে রাস্তা দিয়ে খচ্চর নিয়ে যাওয়া যাবে। আমি যাচাই ক'রে দেখলাম, গোড়ার অংশটা সবচেয়ে খারাপ এবং খচ্চরগুলো খুব সম্ভবত তার ভেতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং আমি মিগোয়েলকে বললাম, কাল শেষ খাড়াইতে যেন আমাদের জন্যে পথ-সংক্ষেপের একটা ব্যবস্থা করে এবং সেই পথে এগিয়ে যায়। ওকে বললাম, খচ্চর-গুলোকে আমরা নামিয়ে নিয়ে যাব। মানিলা থেকে একটা বার্তা এসেছে, কিন্তু সেটা টুকে নেওয়া সম্ভব হয় নি।

এ মাসের সংক্ষিপ্তসার

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত এটা নিঃসন্দেহে জঘন্যতম মাস। দলিলদস্তাবেজ আর ওষুধপত্রভর্তি গুহাগুলো শত্রুপক্ষের হাতে চলে যাওয়ায় আমরা জোর আঘাত পেয়েছি আঘাতটা সবচেয়ে বেশি লেগেছে আমার মনে। মাস শেষ হওয়ার মুখে দুজনের প্রাণহানি হওয়া এবং তারপর ঘোড়ার মাংস খেয়ে পথ চলা—এতে দলের লোকজনেরা মুষড়ে পড়ে। এরই ফলে হাল ছেড়ে দেওয়ার প্রথম ঘটনাটি ঘটে—কাম্বার ব্যাপারটা। অন্য রকম অবস্থায় ঘটলে এতে সুবিধেই হত, কিন্তু এখানে ক্ষেত্রটা ছিল আলাদা। বাইরের সঙ্গে সংযোগের অভাব, হোয়াকিনের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না এবং তার দলের যারা ধরা পড়েছে তাদের স্বীকারোক্তি—এইসব কারণে দলের মধ্যে খানিকটা নির্বীর্যের ভাব দেখা দিয়েছে। আমার অসুস্থতায় অনেকের মধ্যে দ্বিধাদুর্বলতার ভাব ফুটে উঠেছে; আমাদের একমাত্র মুখোমুখি লড়াইতে সেটা ধরা পড়ে। তা না হলে, শত্রুপক্ষকে আমরা ঢের বেশি ঘায়েল করতে পারতাম; কিন্তু তা হয় নি, ওদের একজন মাত্র জখম হল। অন্যদিকে বিনা জলে

পাহাড়পর্বতের ভেতর দিয়ে দুঃসাধ্য কঠিন পদযাত্রায় লোকজনদের গুণের কিছু কিছু অভাব প্রকাশ পেল।

প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলো এই ঃ

(১) কোনোরকম সংযোগ ছাড়া আমরা চালিয়ে যাচ্ছি; অদূর-ভবিষ্যতে এই বিচ্ছিন্নতা কাটাবার কোনো আশাও দেখা যাচ্ছে না।

(২) কৃষকদের আজও আমরা দলে টানতে পারি নি; ইদানীং তাদের সঙ্গে আমাদের বড় একটা যোগাযোগ না হওয়া থেকেই তা বোঝা যায়।

(৩) লড়াইয়ের মনোবলে কিছুটা ভাঁটা পড়েছে, আশা করি এটা সাময়িক।

(৪) সরকারী সৈন্যবাহিনীর কার্যক্ষমতা বা সংগ্রামশক্তি বৃদ্ধি পায় নি।

আমাদের মনোবলে এবং বিপ্লবী মহিমায় ইদানীং টান পড়েছে। আগামী দিনের সবচেয়ে জরুরী কাজগুলো গত মাসেরই মত—অর্থাৎ, সংযোগগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা; দলে যোদ্ধা ভর্তি করা; ওষুধপত্র এবং সাজসরঞ্জাম জোটানো।

এটা উল্লেখ করা দরকার যে, বিপ্লবী এবং সামরিক কর্মী হিসেবে ইন্তি আর কোকো আগের চেয়েও জোরালোভাবে নিজেদের উৎকর্ষ প্রমাণ করছে।

সেপ্টেম্বর

১লা

আমরা উঠেছি খুব সকালে। খচ্চরগুলোকে আমরা নিচে নামিয়ে এনেছি। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। তার মধ্যে আছে একটা খচ্চরের ঠ্যাং উল্টে খাদে পড়ে যাওয়া। মেদিকো এখনও কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু আমি ভালো হয়ে গিয়েছি। খচ্চরের আগে আগে তোফা পথ দেখিয়ে চলেছি। পায়ে চলার রাস্তা এত দীর্ঘ হবে আমরা ভাবি নি। বিকেল সওয়া ৬টার সময় আমরা বুঝলাম খাঁড়িতে এসে গিয়েছি—যেখানে ওনোরাতোর বাড়ি।

মিগোয়েল একটানা পুরোদমে হেঁটে এসে যখন সবে বড় রাস্তায় পা দিয়েছে, ততক্ষণে চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বেনিগ্‌নো আর উর্বানো চোখকান খাড়া রেখে এগোচ্ছিল ; সন্দেহ করবার মত কিছু তাদের চোখে পড়ল না। সরকারী সৈন্যবাহিনী বাড়িটা খালি করে আপাতত চলে গেছে ; সৈন্যদের থাকার জন্যে বাড়িটা বড় করা হয়েছে। খালি বাড়ি দেখে ওরা বাড়িটা দখল করে বসল। ভুট্টা, চর্বি আর নুন পাওয়া গেল। দুটো ছাগল মেরে ভুট্টা দিয়ে ভালো খ্যাঁটের ব্যবস্থা হল ; রান্নাবান্না করতে গিয়ে সারা রাত অবশ্য আমাদের জেগে পাহারা দিতে হল। ছোট বাড়িটাতে এবং রাস্তার প্রবেশপথে একজনকে পাহারায় রেখে আমরা খুব সকালে বেরিয়ে পড়লাম।

উচ্চতা = ৭৪০ মি.

২রা

খুব সকালবেলায় আমরা ফলতরকারির বাগান অবাধ পিছিয়ে চলে এলাম। কোকো, পাবলো আর বেনিগ্‌নোকে বাড়িটাতে ওৎ পেতে বসিয়ে রেখে আসা হল ; মিগোয়েলের ওপর থাকল দায়িত্ব। অন্য দিকটাতে একজনকে পাহারায় রাখা হল। সকাল ৮টার সময় কোকো আমাদের এই বলে হুঁশিয়ার করতে এল যে, একজন খচ্চর-চালক ওনোরাতোর খোঁজ করতে এসেছে ; দলে তারা ৪ জন। কোকোকে বলা হল বাকি ৩ জনকে যেন চলে যেতে দেওয়া হয়। এতে বেশ খানিকটা সময় গেল ; কারণ, আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে সেই বাড়িটা এক ঘণ্টার রাস্তা। বেলা দেড়টা নাগাদ বেশ কয়েকটা গুলির শব্দ পাওয়া গেল ; পরে জানা গেল, একজন পল্টন আর একটি ঘোড়া নিয়ে একজন চাষী আসছিল। পম্‌বো আর ইউস্তাকিওকে সঙ্গে নিয়ে পাহারায় মোতায়েন ছিল চিনো। 'পল্টন' বলে চেঁচিয়ে উঠে চিনো তার রাইফেলটা সোজা তুলে ধরল। সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে গুলি ছুঁড়ে ছুটে পালাল। সেই সময় পমবোর গুলিতে ঘোড়াটা মারা পড়ল। আমার প্রতিক্রিয়াটি হল

দেখবার মত। কেননা এটা একেবারে চরম অপদার্থতা। চিনো বেচারা কেমন যেন থ' মেরে গেছে। ৪ জনকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি, সেইসঙ্গে আমাদের দুজন বন্দীকে। সবাইকে চড়াই ভেঙে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মাসিকুরিতে। ৭০০ ডলার দিয়ে খচ্চরচালকদের কাছ থেকে বছরখানেকের একটা খচ্চর কেনা হয়েছে, হুগোকে তার কাজ বাবদ ১০০ ডলার আর তার কাছ থেকে কিছু জিনিসপত্র নেওয়া বাবদ ৫০ ডলার দেওয়া হয়েছে। যে ঘোড়াকে মারা হয়েছে, পরে দেখা গেল পঙ্গু বলে তাকে আমরা ওনোরাতোর বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছিলাম। খচ্চরচালকেরা বলল ওনোরাতোর স্ত্রী এই বলে তাদের কাছে নালিশ জানিয়েছে যে, সরকারী সৈন্যেরা তার স্বামীকে মারধর করেছে এবং বাড়িতে যা ছিল সমস্তই খেয়ে নিয়েছে। ৮ দিন আগে খচ্চরচালকেরা যাবার সময় ভালে গ্রান্দেতে ওনোরাতোকে দেখেছে। ওনোরাতোকে বাঘে কামড়েছিল ; তখন সে আরোগ্যলাভের পথে । আমরা এসে দেখি আগুন জ্বলছে ; বাড়িতে নিশ্চয় কেউ ছিল। চিনোর ভুলের দরুন আমি ঠিক করলাম খচ্চরচালকের রাস্তা ধরেই আমি প্রথম বাড়িটাতে যাবার চেষ্টা করব ; এটা আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, সৈন্য থাকলেও সেখানে জনকয়েকের বেশি থাকবে না এবং যারা আছে তারাও চলে যাচ্ছে। আমরা অনেক দেরিতে বেরোলাম। শেষ রাতে পৌনে চারটে নাগাদ আমরা খাঁড়ি পার হলাম, কিন্তু বাড়িটা খুঁজে না পেয়ে ভোর হওয়া অবধি গরু-চলার রাস্তার ওপরই আমরা গড়িয়ে নিলাম।

রেডিওতে খবরটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল , কামিরি অঞ্চলে হোয়াকিন নামে জনৈক কিউবানের অধীনে পরিচালিত ১০ জনের একটি গ্রুপকে নাকি শেষ করে ফেলা হয়েছে। খবরটা অবশ্য প্রচার করছে ভয়েস অব আমেরিকা। স্থানীয় স্টেশনগুলো এ সম্বন্ধে কিছু বলে নি।

আজ রবিবার। একটা সংঘর্ষ হয়েছে। আমরা মাসিকুরির নির্গমন পথ অবধি দেখে নিয়ে রিও গ্রান্দের উজানপথ ধরে খানিকটা রাস্তা হেঁটে গেলাম। বেলা -টার সময় ইন্তি, কোকো, বেনিগ্‌নো, পাবলিতো, ছুলিও আর লিয়ন বাড়িটার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। সৈন্যের দল না থাকলে ওরা সেখান থেকে এমন কিছু জিনিস কেনা-কাটা করবে যাতে জীবনটা কিছুটা সুখের হয়। প্রথমেই ওরা দুজন মাহিন্দারকে পাকড়াও করল। লোকদুটো বলল, বাড়ির মালিকও নেই, সৈন্যরাও নেই এবং খাবারদাবার প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যাবে। আরেকটি খবর হল, ৫ জন সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে; তারা বাড়িটাতে এসে ওঠে নি। দিন দুই আগে ওনোরাতো তার দুই ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। জমিদারের বাড়িটাতে পৌঁছে ওরা দেখে ৪০ জন সৈন্য সরে এসে হাজির হয়েছে; এর ফলে, একটা গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়—আমাদের দলের লোকদের গুলিতে অন্তুতপক্ষে একজন সৈন্য মারা যায়; সৈন্যটি একটি কুকুর সঙ্গে করে এনেছিল। সৈন্যের দল ওদের ঘিরে ফেলেছিল, কিন্তু গুলি চালানোর ফলে পরে সেখান থেকে সরে পড়ে; চালের একটি দানাও নিতে পারা যায় নি। এলাকার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে একটি এরোপ্লেন ছোট ছোট কয়েকটা রকেট ছোঁড়ে—দেখে মনে হয় নাকাহুয়াসুর ওপর। চাষীরা আরও বলল যে, এই এলাকার আশপাশে কোথাও তারা গেরিলাদের দেখে নি এবং গেরিলা সংক্রান্ত প্রথম খবর তারা পেয়েছে গতকাল—এখান দিয়ে একদল খচ্চরচালক যাচ্ছিল, তারা বলেছে।

সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে নাকি সংঘর্ষ হয়েছে—এবারও ভয়েস অব আমেরিকারই খবর। দশজনের একটি দলের মধ্যে একজনই নাকি বেঁচেছে—তার নাম বলেছে এবার জোস্ কারিলো। কারিলো বলতে পাকো, ভেসে-যাওয়াদের একজন এবং উধাও হওয়ার ব্যাপারটা ঘটে-

ছিল মাসিকুরিতে ; এ থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, খবরটা নিছক বানানো।

উচ্চতা = ৬৫০ মিটার।

৪ঠা

মাসিকুরি থেকে ওনোরাতোর রাস্তায় মিগোয়েলের নেতৃত্বে ৮ জনের একটি দলকে বেলা ১টা পর্যন্ত ওৎ পেতে বসিয়ে রাখা হয় ; কিন্তু বসে থাকাই সার হল। ইতিমধ্যে নাতো আর লিয়ন প্রাণপণে চেষ্টা করছিল একটা গরু জুটিয়ে আনতে। পরে অবশ্য রাড়ির পোষা দুটো চমৎকার বলদ পাওয়া গেল। উর্বানো আর কাম্বা ১০ কিলোমিটার রাস্তা উজিয়ে চলে গেল। ৪ জায়গায় জল ভেঙে তারা নদী পার হল, একটা জায়গায় জল বেশ গভীর ছিল। এক বছরের কচি জানোয়ারটাকে মারা হল এবং জিগ্যেস করা হল খাবার আর খবরের খোঁজে কারা কারা স্বেচ্ছায় যেতে চায়। ইন্তি, কোকো, হুলিও, আনিথেতো, চাপাকো আর আতুঁরোকে বাছাই করা হল ; ইন্তিকে করা হল দলপতি। পাচো, পম্‌বো, আন্তনিও আর ইউস্তাকিও—এরাও সঙ্গে যেতে চাইল। খুব ভোরে বাড়িটাতে পৌঁছুতে হবে. ভাবগতিক লক্ষ্য করতে হবে এবং সৈন্যেরা না থাকলে যাবতীয় রসদ নিয়ে চলে আসতে হবে—ইন্তিকে এই নির্দেশ দেওয়া হল। বাড়িটাতে সৈন্য থাকলে তারা তাদের ঘিরে ফেলে এগিয়ে যাবে এবং একজনকে পাকড়াবার চেষ্টা করবে ; আসল কথা মনে রাখতে হবে, যেন ক্ষয়-ক্ষতি না হয় এবং যেন সবাই পুরোমাত্রায় সাবধান থাকে।

রেডিওর খবরে বলল, ভাদো দেল ইয়েসোতে নতুন এক সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে, যেখানে ১০ জনের দলটিকে নিকেশ করা হয়েছিল তার কাছেই ; এ থেকে মনে হচ্ছে, হোয়াকিন সম্পর্কিত খবরটা মিথ্যে। অন্য দিকে ওরা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে বলছে যে, পেরুর ডাক্তার নেগ্রো পালমারিতোতে মারা গেছে এবং তাকে কামিরিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাকে শনাক্তকরণ করেছে পেলাদো। এটা সত্যিকারের মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে ; অন্যগুলো বানানো হতে

পারে অথবা হয়ত ভেসে যাওয়াদের কেউ। ঘটনাস্থল বদলে এখন হয়েছে মাসিকুবি আর কামিরি—সে যাই হোক, খবরগুলো কানে যেন কেমন কেমন ঠেকছে।

৮ই

নতুন কোনো ঘটনা ছাড়াই দিনটা কেটে গেল। কী ফলাফল হয় দেখবার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে থাকলাম। শেষ রাত্তিরে সাড়ে চারটের সময় একটা খচ্চর আর কিছু সওদা নিয়ে দলের লোকজনেরা ফিরে এল। বাগিচামালিক মোরনের বাড়িতে সৈন্যেরা ছিল; কুকুর লাগিয়ে আরেকটু হলেই দলটাকে তারা ধরে ফেলত। দেখেশুনে এই ধারণা হয় যে, লোকগুলো রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করে। বাড়িটা তারা ঘিরে ফেলেছিল এবং মন্তানোর বাড়িতে কেউ ছিল না, যা ফসল ছিল তা থেকে একশো পাউণ্ডের মত তারা নিয়ে এসেছে। বেলা ১২টার সময় তারা নদী পার হয় এবং ওপারে দুটি বাড়ি দেখতে পায়। একটি বাড়ি থেকে সবাই পালিয়ে যায়: সে বাড়ির খচ্চরটি জবরদখল করা হয়, দ্বিতীয় বাড়িটাতে কোনো রকম সহযোগিতা পাওয়া যায় নি বললেই চলে এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ভয় দেখাতে হয়। ওরা যেটুকু খবর বলল তা এই: মেলা-পরবের আগে পেরেথের বাড়িতে যারা গিয়েছিল (আমরা), তাদের ছাড়া গেরিলাদের দেখে নি। বেলাবেলি ফিরে এসে রাত অবধি অপেক্ষা করে তারপর তারা মোরনের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যায়। আতু´রো দলছুট হয়ে হারিয়ে গিয়ে পায়ে-চলা রাস্তায় ঘুমিয়ে নেয়। তাকে খুঁজতে গিয়ে এইভাবে তাদের দু ঘণ্টা সময় চলে যায়। এ ছাড়া আর তাদের কোনো বিঘ্ন ঘটে নি। তারা এমনভাবে কয়েকটা পায়ের ছাপ ফেলেছে যে, গরুর পাল এসে মুছে না ফেললে ছাপ দেখে যে কেউ পিছু নিয়ে তাদের ধরে ফেলতে পারবে; সেইসঙ্গে রাস্তার ধারে তাদের দু চারটে জিনিসও হাত থেকে পড়ে গেছে। লোকজনদের হঠাৎ মেজাজ বদ্‌লে গেল। রেডিওর খবরে বলল, গেরিলাদের শনাক্ত করা যায় নি—

তবে যে কোনো মুহূর্তে খবর এসে যাবে। একটি সাংকেতিক বার্তা পেয়ে সম্পূর্ণভাবে তার পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। খবর এই যে, ও-এল-এ-এস্ বাজি মাৎ করেছে, কিন্তু বলিভিয়ার প্রতিনিধিদলটি একেবারে ষাঁড়ের নাদ ; বি-সি-পির আল্‌দো ফ্লোরেস নিজেকে (ই, এল, এন)-এর প্রতিনিধি বলে জাহির করেছিল, পরে তার ভাঁওতাটা ধরা পড়ে গেছে। তারা বলেছে কোলের দলের একজন যেন আলোচনা করতে আসে। লোথানোর বাড়িতে হামলা হয়েছে ; সে এখন গা-ঢাকা দিয়ে আছে। তার ধারণা, দেব্রের সঙ্গে বন্দীবিনিময়ে তারা রাজী হতে পারে। এই ওর্যন্ত খবর। বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের শেষ বার্তাটি ওরা পায় নি।

৬ই

বেনিগ্‌নো।

বেনিগ্‌নোর জন্মদিনটা মনে হচ্ছে ভালোভাবেই যাবে। ভোর-বেলায় আমরা ভুট্টার খিচুড়ি আর চিনি দিয়ে ভুট্টার মাড় খেলাম। এরপর ৮ জন লোক নিয়ে মিগোয়েল চলে গেল গোপনে ওৎ পেতে বসবার জন্যে ; লিয়ন এদিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে আরও একটি বাছুর ধরে আনল। সকাল ১০টা হয়ে গেল তবু ওরা আসছে না দেখে আমি উর্বানোকে পাঠালাম। বেলা ১২টায় ওরা যেন ওৎ পাতার জায়গাটা ছেড়ে সাময়িকভাবে চলে আসে—উর্বানোকে পই পই করে বলে দিলাম। মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই একটা গুলির আওয়াজ পেলাম, তারপর এলোমেলো বন্দুক ছোড়ার শব্দ এবং একটি গুলির আওয়াজ আমাদের লক্ষ্য করে। আমরা যখন যে যার জায়গায় খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছি, উর্বানো ছুটতে ছুটতে এল ; একদল সৈন্য কুত্তার দল নিয়ে আসছিল, উর্বানোর সঙ্গে তাদের লড়াই বাধে। ওপারে ৯ জন সৈন্য, তারা ঠিক কোথায় আছে জানা নেই আমি ভারি সঙ্গিন অবস্থায় পড়লাম। রাস্তাটা এখন আগের চেয়ে ভালো. তবে নদীর ধার অবধি নয়—এ অবস্থায় কোকোর সঙ্গে মোরো, পম্‌বো আর কাম্বাকে পাঠানো যাবে। যদি সুযোগ পাই, তাহলে তল্পিতল্পাগুলো

সরিয়ে ফেলব এবং পেছনের দলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করব, যতক্ষণ না তারা গ্রুপে এসে পুনর্বার যোগ দেয়; অন্যদিকে গ্রুপটির ওৎ পাতার গোপন জায়গায় এসে পড়বার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, জঙ্গল কেটে মিগোয়েল সদলবলে ফিরে এল। যেটা ঘটেছিল তা এই : আমাদের রাস্তাটাতে পাহারায় কাউকে না রেখেই মিগোয়েল এগিয়ে গিয়েছিল এবং সে নিজে গরুছাগল খুঁজে বেড়াচ্ছিল। লিয়ন কুকুরের ডাক শুনতে পায় এবং পাছে কিছু ঘটে এই ভেবে মিগোয়েল ঠিক করে ফিরে যাবে; ঠিক সেই মুহূর্তে তারা গুলির আওয়াজ শুনতে পায় এবং লক্ষ্য করে যে, তাদের আর জঙ্গলের মাঝখানে যে পায়ে-চলার পথ, সেই পথ দিয়ে একদল টহলদার সৈন্য চলে গেছে সৈন্যেরা তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। এই দেখে তারা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে আসে। তিনটি খচ্চর আর গুটি তিনেক গরু নিয়ে আমরা স্বচ্ছন্দে সেখান থেকে চলে এসে ৪ জায়গায় হেঁটে নদী পার হই—দু জায়গায জোরালো স্রোত ছিল। আগের জায়গা থেকে ৭ কিলো-মিটার দূরে চলে এসে আমরা ক্যাম্প করি। একটা গরু মেরে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া করলাম। পেছনকার দলের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, ক্যাম্পের ওদিকে অনেকক্ষণ ধরে একটানা গুলি ছোঁড়ার এবং প্রবল গোলাবর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গেছে।

উ=৬৪০

৭ই

একটুখানি রাস্তা। মাত্র এক জায়গায় নদী পার হওয়া। তারপরই খাড়া পাহাড় হওয়ায় আমাদের মুশকিলে পড়তে হল। কাজেই মিগেল ক্যাম্প করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল। কাল ভালো করে সুলুকসন্ধান করা যাবে। অবস্থাটা এখন এই : ক্যাম্পে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও এবং আমিই যে দলের প্রধান এ কথা রেডিওতে প্রচার হওয়া সত্ত্বেও আকাশ থেকে এদিকে কোথাও আমাদের খোঁজখবর করা হচ্ছে না। এখন কথাটা হল : ওরা কি ভয় পেয়েছে? খুব সম্ভবত নয়। পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারটা

কি ওরা অসম্ভব বলে মনে করে? আমরা কী করেছি ওদের বিশেষ অজানা নয়। সেক্ষেত্রে ওরা যে এটাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেবে, আমি তা মনে করি না। ওরা কি ভাবছে, আমরা আরও এগোই, তারপর ঝোপ বুঝে ওরা কোপ মারবে? হতে পারে। ওরা কি মনে করছে, আমরা যে করেই হোক মাসিকুরি অঞ্চল থেকেই আমাদের রসদ সংগ্রহ করব? তাও হতে পারে। মেদিকো আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। বরং আমিই আবার পট্‌কেছি। সারা রাত আমি দু চোখের পাতা এক করতে পারি নি।

জোস্ কারিলো (পাকো) দামী দামী খবর ফাঁস করে দিয়েছে, এ কথা রেডিওতে বলল; ওকে এমন শাস্তি দেওয়া দরকার যাতে কেউ আর বেইমানি না করতে পারে। পাকো দেব্রে সম্বন্ধে যেসব চুকলি করেছে, দেব্রে এই বলে তার জবাব দিয়েছে যে, রাইফেল নিয়ে তাকে দেখা গেছে তার কারণ, মাঝে মাঝে সে শিকারে যেত। ক্রুজ দেল্ সুর রেডিও থেকে বলেছে যে, রিও গ্রান্দের ধারে গেরিলা যোদ্ধা তানিয়ার লাশ পাওয়া গেছে; নেগ্রো সংক্রান্ত খবরের মতই এ খবরটার মধ্যেও সত্যতা বলে কিছু নেই। এই রেডিও স্টেশনের খবর হল, তানিয়ার লাশ সান্তাক্রুজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; আলতিপ্লানোর খবরে তা বলে নি।

উচ্চতা = ৭২০ মি।

হুলিওর সঙ্গে আমি কথা বলেছি, বেশ ভালোই আছে—তবে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় এবং দেশের লোক আমাদের দলে যোগ না দেওয়ায় মনে মনে সে কষ্ট পাচ্ছে।

৮ই

দিনটা নিরুপদ্রবে কাটল। সকাল থেকে রাত্তির অবধি আন্তনিও আর পম্‌বোর অধীনে ৮জন লোক ওৎ পেতে বসে রইল। জানোয়ার-গুলো একটা বাঁশবনে মনের সুখে খেয়ে বেড়াল। খচ্চরটা তার আঘাত অনেকটা সামলে উঠেছে। আনিথেতো আর চাপাকো উজানপথে গিয়ে দেখেশুনে এসে বলল, জানোয়ারদের পক্ষে রাস্তা অপেক্ষাকৃত

ভালো। কোকো আর কাম্বা বুকজল ভেঙে নদী পেরিয়ে সামনের একটা পাহাড়ে উঠেছিল—কিন্তু নতুন কোনো খবর যোগাড় করতে পারে নি। আনিথেতোর সঙ্গে মিগোয়েলকে আমি পাঠিয়েছিলাম; ঢের বেশিক্ষণ ধরে খোঁজখবর নিয়ে এসে মিগোয়েল জানাল, জানোয়ার-গুলোকে নিয়ে রাস্তা পার হওয়া খুবই কষ্টকর হবে। কাল আমরা এ দিকটার ওপর জোর দেব, কেননা বিনা মোটঘাট নিয়ে জানোয়াররা জল পেরোতে পারবে—এ সম্ভাবনা সব সময়ই আছে।

রেডিওর খবরে বলল যে, গেরিলা যোদ্ধা তানিয়াকে কবর দেওয়ার সময় বারিয়েন্তস উপস্থিত ছিল—তানিয়াকে 'খ্রীস্টীয় মতে সমাধিস্থ' করা হয়; তারপর বারিয়েন্তস যায় পুয়ের্তো মরিথিওতে, যেখানে ওনোরাতোর বাড়ি। প্রতিশ্রুত বেতন না দিয়ে যেসব বলিভিয়াবাসীকে ঠকানো হয়েছে, বারিয়েন্তস তাদের এই মর্মে উপদেশ দেয় যে, যদি তারা কপালে হাত ঠেকিয়ে সামরিক ঘাঁটি গুলোতে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না। বারিয়েন্তসের খাতিরে একটা ছোট উড়োজাহাজে ওনোরাতো থেকে নিচে বোমা ফেলে।

বুদাপেস্তের এক দৈনিক পত্রিকা চে গেভারাকে ঠুকে লিখেছে যে, লোকটার জন্যে মায়া হয় এবং দেখলেই বোঝা যায় একটা কাণ্ড-জ্ঞানহীন লোক। চিলির পার্টির মার্ক্সবাদী মনোভাবের তারিফ করে বলেছে যে, বাস্তবক্ষেত্রে ঐ পার্টি হিসেবী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। আমি ক্ষমতা হাতে পেতে চাই যাতে কাপুরুষ আর পা-চাটাদের মুখোশগুলো খুলে দিতে পারি, যাতে ওদের নিজেদেরই নোংরামির আঁস্তাকুড়ে ওদের নাকগুলো ঘষে দিতে পারি।

৯ই

মিগোয়েল আর নাতো বেরিয়েছিল খোঁজখবর নিতে। ফিরে এসে ওরা জানাল, আমরা যেতে পারি; তবে জানোয়ারগুলোকে জলে সাঁতার কাটিয়ে পার করতে হবে। নদীর মধ্যে এমন জায়গা আছে

যেখান দিয়ে মানুষ হেঁটে পার হতে পারবে। বাঁ উপকূলে বড় গোছের একটা খাঁড়ি আছে, সেখানে ক্যাম্প করা যাবে। ওৎ পাতার ব্যবস্থায় এখনও ৮ জন লোক রয়েছে; আন্তনিও আর পম্‌বোর ওপর তার ভার। নতুন কিছুই ঘটে নি। আনিথেতোর সঙ্গে আমি কথা বলেছি; ওর মন বেশ শক্ত আছে বলে মনে হল; ও অবশ্য মনে করে, বলিভিয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ মুষড়ে পড়ছে। আনিথেতোর মতে, কোকো আর ইন্তি রাজনৈতিক দিক থেকে কিছুই করছে না। গরুটা আমরা সাবাড় করে ফেললাম; থাকল শুধু চারটে ঠ্যাং, সকাল বেলায় তাই দিয়ে সুরুয়া হবে। রেডিওর একমাত্র খবর হল, অন্ততপক্ষে ১৭ই সেপ্টেম্বর অবধি দেব্রের মামলা স্থগিত থাকছে।

১০ই

বিশ্রী দিন। শুরুতে লক্ষণ ভালোই ছিল, কিন্তু তারপর থেকেই এমন খারাপ রাস্তায় এসে পড়া গেল যে, জানোয়ারগুলো খোঁড়াতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত আর চলতে না পেরে খচ্চরটা দাঁড়িয়ে পড়ল; তাকে আমাদের ওপারে ফেলে রেখে আসতে হল। তাড়াতাড়ি নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় কোকো এই সিদ্ধান্ত না নিয়ে পারে নি। ৪টি অস্ত্র, তার মধ্যে আছে মোরোর কয়েকটা এবং বেনিগ্‌নোর ৩টি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলা—সমস্তই ওপারে থেকে গেল। খচ্চরের সঙ্গে সাঁতরে আমি নদী পার হলাম। মাঝের থেকে আমার জুতোটা খোয়া গেল। এখন আমার রইল শুধু একজোড়া কাঠখোট্টা জুতো। ভাবতেও খারাপ লাগছে। জল যখন হুড়মুড় হুড়মুড় করে পাগলের মত বাড়ছে, নাতো সেই সময় কাপড়চোপড়ের একটা পুঁটুলি পাকিয়ে আর অস্ত্র-শস্ত্রগুলো অয়েলক্লথে মুড়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নদী পার হতে গিয়ে ওর সঙ্গের সব কিছু ডুবে যায়। আরেকটি যে খচ্চর ছিল, সে নিরুপায় হয়ে নিজেই সাঁতরে পার হবে বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু পথ না থাকায় ওকে সঙ্গে করে আনতে হল। লিয়নের সঙ্গে নতুন করে নদী পেরোতে গিয়ে হুড়মুড় করে এমনভাবে জল

এসে পড়েছিল যে আরেকটু হলে লিয়ন আর খচ্চর একসঙ্গে দুটোরই সলিলসমাধি হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই লক্ষ্যে পৌঁছে গেলাম—লক্ষ্য বলতে, খাঁড়ি। তবে মেদিকোর খুবই কাহিল অবস্থা হল ; পরে সারা রাত হাতেপায়ে বাতের ব্যথায় ওকে ছটফট করতে হল। এ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা ছিল, জানোয়ারগুলোকে সাঁতার কাটিয়ে ওপারে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু জল বাড়ার দরুন আপাতত আমাদের সে মতলব ত্যাগ করতে হল—অন্তত যতক্ষণ না নদীর জল কমে যাচ্ছে। তাছাড়া, এলাকার ওপর দিয়ে উড়োজাহাজ আর হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে ; হেলিকপ্টার দেখলেই আমার গা জ্বালা করে—কেননা ওরা হয়ত নদীতে ওদের ওৎ-পাতার লোক ফেলে যেতে পারে। নদী আর খাঁড়ি উজিয়ে কালকে সন্ধানীর দল পাঠাতে হবে, আমরা *ঠিক* কোথায় আছি, সেটা বার করবার চেষ্টা করতে হবে।

উচ্চতা = ৭৮০ মিটার। রাস্তা = ৩-৪ কিলোমিটার।

বলতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, মাস ছয়েক বাদে আজ আমি স্নান করলাম। এটা একটা রেকর্ড, ইতিমধ্যেই যা আরও কয়েক জন ছুঁই-ছুঁই করছে।

১১ই

শান্ত দিন। সন্ধানীর দল গেল নদী আর খাঁড়ির উজানপথে। যারা নদী উজিয়ে গিয়েছিল, তারা এসে বলল জল নেমে যাবার পর খুব সম্ভবত নদী পার হওয়া যাবে এবং বেলাভূমির ওপর দিয়ে জানোয়ারের দল হেঁটে যেতে পারবে। বেনিগ্‌নো আর হুলিও গিয়েছিল খাঁড়িটা দেখে আসতে, কিন্তু ওদের দেখাটা হয়েছে খুবই ওপর-ওপর ; বেলা ১২টায় ওরা ফিরে এল। পেছনকার দলটাকে সঙ্গে নিয়ে নাতো আর কোকো গিয়েছিল ফেলে-আসা জিনিসগুলোর খোঁজে ; খচ্চরটাকে ওরা পার করে এনেছে এবং একমাত্র জিনিস যা রেখে এসেছে, তা হল মেশিনগানের বুলেট রাখার বেল্টের একটা বাণ্ডিল।

একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটেছে। চিনো এসে আমাকে বলে যে,

নাতো নাকি দাবনার পুরো একটা মাংস রোস্ট করে খেয়ে নিয়েছে। চিনোর ওপর আমি রেগে আগুন হলাম—কেননা ওর উচিত ছিল এটা ঠেকানো; পরে তদন্ত করতে গিয়ে ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ল; কেননা চিনো তাকে ওটা খাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিল কি দেয় নি, এটা ঠিক পরিষ্কারভাবে জানা গেল না। চিনো বলল তার জায়গায় আর কাউকে দেওয়া হোক এবং আমি পম্‌বোকে তার জায়গায় নিযুক্ত করলাম। তা সত্ত্বেও, ব্যাপারটা হাসিমুখে মেনে নেওয়া চিনোর পক্ষে শক্ত হল।

সকালবেলায় রেডিওর খবরে বলল, বারিয়েন্তস জোর গলায় বলেছে যে, অনেকদিন আগেই আমি পটল তুলেছি এবং সব কিছুই ঢাক-পেটানো ব্যাপার। রাত্রে বলা হল, খবর দিয়ে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমাকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে ৫০,০০০ (যুক্তরাষ্ট্রীয় ৪,২০০) ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সামরিক বাহিনী বারিয়েন্তসকে 'কাঁটার মুকুট' পরিয়েছে। ওরা সম্ভবত আমার বর্ণনা দিয়ে সারা এলাকায় ইস্তাহার ছড়িয়েছে। রেকেতেরান বলছে, বারিয়েন্তস বোধহয় চাইছে এইভাবে পুরস্কার ঘোষণা ক'রে মনের ওপর ছাপ ফেলতে—কেননা গেরিলারা ধরলে ছাড়ে না, এটা সবাই জানে এবং তারা দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

পাবলিতোর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে আমি কথা বললাম। অন্য সকলের মতই বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগের অভাবে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং তার ধারণা, মহানগরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাটাই আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। অবশ্য, 'হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু' এই সংকল্পে সে যে অবিচলিত তাতে সন্দেহ নেই।

১২ই

দিনটা শুরু হল একটা করুণ প্রহসন দিয়ে: সকাল ৬টায় যখন সবে আমরা উঠেছি, ইউস্তাকিও এসে জানাল—খাঁড়ির ধার দিয়ে লোকজন আসছে। ইউস্তাকিও আমাদের সবাইকে অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বলল; সবাই এসে সামিল হল। লোকগুলোকে

আন্তনিও দেখেছে; আমি ওকে ক'জন লোক জিগ্যেস করায় হাতের ৫টা আঙুল দেখিয়ে দিল। শেষে দেখা গেল, একেবারেই গাঁজাখুরি ব্যাপার; সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেভাবে বলা কওয়া করতে লাগল যে, এটা মানসিক রোগের লক্ষণ—দলের মনোবলের দিক দিয়ে সেটা বিপজ্জনক। তখন আমি আন্তনিওর সঙ্গে কথা বললাম; দেখেই বোঝা যায়, ও ঠিক স্বাভাবিক নেই। ওর দু চোখ জলে ভরে উঠল; কিন্তু ও যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, এ কথা ও মানতে চাইল না। বলল: ওর একমাত্র অস্বস্তির কারণ ঘুম না হওয়া; পাহারা দেওয়ার সময় ঘুমিয়ে পড়ায় এবং সে কথা অস্বীকার করায়, ৬ দিন ধরে এক নাগাড়ে ওকে বাড়তি ডিউটি দিতে হয়েছে যে। চাপাকো একটি নির্দেশ অমান্য করেছিল, তাকেও ৩ দিনের বাড়তি ডিউটি দেওয়া হয়েছে। রাত্তিরে আমাকে সে বলল আগুয়ান দলে তাকে যেন বদলি করে দিই, কারণ আন্তনিওর সঙ্গে তার ঠিক পোষাচ্ছে না; আমি তার প্রস্তাবে রাজী হলাম না। দূরে যে বড় গিরিশ্রেণীটি দেখা যাচ্ছে তার ওপারে ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে কিনা দেখবার জন্যে ইন্তি, লিয়ন আর ইউস্তাকিও গেল খাঁড়িটার সুলুকসন্ধান নিতে। কোকো, আনিথেতো আর হুলিও উজানমুখো চলে গেল নদীটা কোথায় কোথায় হেঁটে পার হওয়া যায় দেখতে এবং যদি আমরা সেখান দিয়ে যাই তাহলে জানোয়ারগুলোকে নিয়ে যাবার রাস্তা বার করতে।

দেখে মনে হচ্ছে, বারিয়েন্তসের ঘোষণায় খানিকটা সাড়া পড়ে গেছে; যাই হোক, এক অনুকম্পক সংবাদপত্রসেবীর মতে, আমার মত অমন বিপজ্জনক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪,২০০ যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার অতীব সামান্য টাকা। রেডিও হাবানা থেকে বলা হয়েছে যে, ই-এল-এনের কাছ থেকে ও-এল-এ-এস্ একটি সমর্থনসূচক বার্তা পেয়েছে; মনোরথ-যোগে এ আমার অসাধ্য সাধন।

১৩ই

সন্ধানীর দল ফিরে এসেছে: ইন্তি তার দলবল নিয়ে সারাদিন খাঁড়িতে কাটিয়েছে; পাহাড়ের খুব উঁচু জায়গায় ওরা ঘুমিয়েছিল

এবং জায়গাটা রীতিমত ঠাণ্ডা ছিল। খাঁড়িটির উৎস স্পষ্টতই সামনের একটি গিরিশ্রেণী এবং তার যাত্রাপথ উত্তরমুখী। খাঁড়িটির আশপাশে কোথাও জানোয়ার যাওয়ার জায়গা নেই। কোকো আর তার সঙ্গী-সাথীরা নদী পেরোবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। ১১টি খাড়াই বেড় দিয়ে তারপর তারা যে গিরিদরীতে গিয়ে পৌঁছোয়, সেটা লা পেস্‌কা নদী না হয়ে যায় না—সেখানে জীবনযাত্রার হদিস পাওয়া যায়, ফল-তরকারির দগ্ধ বাগিচা আর একটি বলদ। জানোয়ারগুলোকে জল পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। না হলে, সকলে মিলে ভেলায় চড়ে পার হওয়া—সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

দারিওর সঙ্গে আমি কথা বলেছি ; ওর চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে আমি বললাম, ইচ্ছে কবলে ও স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। গোড়ায় ও বলল, চলে গেলে ওর বিপদে পড়বার খুব ভয়। আমি ওকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললাম, মাথা বাঁচাবার জায়গা এটা নয় এবং ও যদি থাকতে চায় তাহলে বরাবরের মত ওকে থেকে যেতে হবে। তাতে দারিও হ্যাঁ বলল এবং নিজেব ত্রুটি শুধবে নেবে বলল। দেখা যাক।

রেডিওর একমাত্র খবর হল, দেব্রের বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে এবং তাঁর ছেলের কাছ থেকে তার মামলার প্রস্তুতি-পর্বের সমস্ত নথিপত্র বাজেয়াপ্ত কবা হয়েছে। তার জন্যে তারা এই অজুহাত দেখিয়েছে যে, এটাকে রাজনৈতিক ইস্তাহারে পরিণত করতে দিতে তারা চায় না।

১৪ই

শরীরের ওপর দিয়ে আজ খুব ধকল গেছে। সকাল ৭টায় আগুয়ান দলের সবাইকে নিয়ে মিগোয়েল নাতোকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল। ওদের বলে দেওয়া হল, ওদিকটাতে ওরা যেন যতদূর পারে হেঁটে যায় এবং যদি দেখে যেতে অসুবিধে হচ্ছে, তাহলে যেন একটা ভেলা বানিয়ে নেয়। পেছনের পুরো দলটাকে নিয়ে আস্তনিও গা ঢাকা দিয়ে ওৎ পেতে রইল। নাতো আর ভিলির জানা একটা

ছোট গুহায় এক জোড়া এম-১ সরিয়ে রাখা হল। দুপুর দেড়টায় যখন দেখা গেল কিছুই ঘটে নি, তখন আমরা আবার চলতে শুরু করলাম।

ওরা খচ্চরের পিঠে উঠে এগোতে পারে নি; আমার হাঁপানির দমক শুরু হতেই বাধ্য হয়ে আমাকে নেমে পড়ে সে জায়গায় লিয়নকে ওঠাতে হল; আমি চললাম পায়ে হেঁটে। পেছনের দলের ওপর হুকুম হল, অন্য রকমের কোনো নির্দেশ না পেলে তারা যেন বেলা তিনটের সময় চলা শুরু করে। প্রায় সেই সময়টাতেই পাবলিতো এসে খবর দিল যে, নদী পার হওয়ার যে জায়গা—বলদটা আছে তার ঠিক সামনে; এবং এক কিলোমিটার উজানী রাস্তায় ভেলা তৈরি করা হচ্ছে। জানোয়ারদের পথ চেয়ে আমি অপেক্ষা করে থাকলাম। ওদের আনতে লোক পাঠাতে হল; শেষ পর্যন্ত ওরা এসে গেল বিকেল সওয়া ৬টা নাগাদ। ঠিক সেই সময় খচ্চরগুলো জল পেরিয়ে ওপারে গেল (বলদটা আগেই পার হয়ে গিয়েছিল); আমরা ক্লান্ত পায়ে গুটি গুটি হেঁটে যেখানটাতে ভেলা ছিল সেখানে গেলাম, দেখলাম এপারে তখনও ১২ জন লোক। মাত্র ১০ জন গেছে নদী পেরিয়ে ওপারে। সেখানে আলাদা আলাদা জায়গায় আমরা রাত কাটালাম। শোয়ার আগে আধপচা ষাঁড়ের মাংসের শেষ বরাদ্দটা খেয়ে নেওয়া গেল।

উ=৭২০ মি।—পথ পরিক্রমা ২।৩ কিলোমিটার।

১৫ই

এবারে বেরিয়ে আরও কিছুটা দূরে আমরা পাড়ি দিলাম; ৫।৬ কিলোমিটার রাস্তা। কিন্তু লা পেস্‌কা নদীতে আমরা পৌঁছোই নি। জানোয়ারগুলোকে দুবার নদী পার করাতে হল; একটা খচ্চর বেঁকে বসল, কিছুতেই সে নদী পার হবে না। আরও একবার নদী পেরোতে হবে; আমাদের খানিকটা খোঁজখবর নিয়ে দেখতে হবে—খচ্চরগুলো পার হতে পারবে কিনা।

রেডিওতে লোয়োলার ধরা পড়ার খবর বলল। যত নষ্টের

গোড়া সেই ফটোগুলো। আমাদের শেষ যে বলদটা ছিল, কশাইয়ের হাতে স্বভাবতই তাকে খুন হতে হল।

উ=৭৮০ মি।

১৬ই

ভেলা তৈরি করে নদী পার হতেই দিনটা চলে গেল। আমরা উজানপথে ৫০০ মিটার মত হেঁটে ক্যাম্পে গেলাম; সেখানে ছিল ছোট মতন একটা ঝরনা। তোফা একটা ভেলায় করে নির্বিঘ্নে নদী পার হওয়া গেল; দুপাশ থেকেই দড়ি ধরে ভেলাটাতে টানবার ব্যবস্থা ছিল। আন্তনিওর সঙ্গে চাপাকোর আরেক দফা লেগে গেল; চাপাকো আন্তনিওকে অপমান করায় আন্তনিও চাপাকোকে ৬ দিনের সাজা দেয়। সাজা দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা জানি না, তবে আমি তার অন্যথা করি নি। সে রাত্তিরে আরো একটা ঘটনা ঘটল; ইউস্তাকিও অভিযোগ করল, নাতো নাকি বাড়তি খাবার খেয়েছে। দেখা গেল, জিনিসটা চামড়ার সঙ্গে লাগা খানিকটা চর্বি ছাড়া কিছু নয়। এও সেই খাবার নিয়ে নতুন এক জ্বালা। মেদিকো আরেকটা তুচ্ছ ব্যাপারের কথা আমাকে এসে বলল; ওর অসুখের ব্যাপার নিয়ে হুলিও কী নাকি মন্তব্য করেছে, তাতে লোকজনদের মনে কী ধারণা গড়ে উঠেছে, এইসব—গোটা ব্যাপারটাই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

উ=৮২০ মি।

পাবলিতো

১৭ই

দাঁত তোলার দিন। আমি আতু'রো আর চাপাকোর দাঁত তুললাম। মিগোয়েল নদী অবধি গিয়ে খোঁজখবর নিল আর বেনিগ্‌নো পায়ে-চলা রাস্তার সুলুকসন্ধান করে এল; ওরা বলল খচ্চরের দল নিঃসন্দেহে যেতে পারবে তবে তার আগে নদীটাকে তাদের বারকয়েক সাঁতরে পেরোতে হবে। পাবলিতোর বয়স হবে

আজ ২২ বছর এবং গেরিলাদলে সেই সকলের ছোট ; তাই তার জন্যে কিছুটা ভাত রান্না করা হল।

মোকদ্দমা স্থগিত হয়ে নতুন তারিখ পড়েছে এবং লোয়োলা গুথমানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ হয়েছে—রেডিওতে এছাড়া আর খবর নেই।

১৮ই

আমাদের পরিক্রমা শুরু হল সকাল ৭টায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মিগোয়েল এসে খবর দিল যে, বাঁকের কাছে জন তিনেক চাষীকে দেখা গেছে। ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে কিনা আমরা জানি না; কাজেই ওদের আটক করবার নির্দেশ দেওয়া হল। চাপাকো আবারও প্রবল চেঁচামেচি শুরু করে দিল ; তার অভিযোগ, আতুঁরো নাকি তার খোপ থেকে ১৫টি বুলেট চুরি করে নিয়েছে। চাপাকো বেজায় কুচুটে ; একমাত্র ভাল এই যে, কিউবানদের সঙ্গেই ওর সব সময় লাগে—বলিভিয়ানরা কেউ ওকে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। খচ্চরগুলো সারা রাস্তা গেল সাঁতার না কেটে ; কিন্তু আমরা যখন একটা খাদ পেরোচ্ছি, সেই সময় কালোরঙের খচ্চরটা আমাদের চোখের বাইরে চলে গিয়ে প্রায় ৫০মিটার নিচে গড়িয়ে পড়ে এবং চোট পায়। এক লীগ উজিয়ে গেলে একটা নদী পড়ে, তার নাম পিরেপান্দি ; চারজন চাষী তাদের পুঁচকে পুঁচকে গাধাগুলোকে নিয়ে সেই নদীতে যাবার পথে আমাদের হাতে ধরা পড়ে। ওদের মুখ থেকে খবর পাওয়া গেল, আলাদিনো গুতিয়েরেথ তার দলবল নিয়ে রিও গ্রান্দের ধারে শিকার করে আর মাছ ধরে বেড়াচ্ছে। বেনিগ্‌নো মহা অন্যায় করেছে ; ও সাবধান না হওয়ায় গুতিয়েরেথ ওকে দেখে ফেলেছে এবং গুতিয়েরেথ, তার স্ত্রী আর একজন চাষীকে ও হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। আমি যখন এটা শুনলাম, আমার মাথায় খুন চেপে গেল ; বললাম এ হচ্ছে একদম বেইমানি। ফলে, বেনিগ্‌নো কেঁদে কেটে হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। চাষীদের সবাইকে বলে দেওয়া হল, আমাদের সঙ্গে ওদের থিতানোতে যেতে হবে ;

এখান থেকে ৬।৮ লীগ দূরের বাথানে—যেখানে ওরা থাকে। আলাদিনো আর তার বউ বেজায় ধূর্ত লোক ; ওরা আমাদের খাবারদাবার বিক্রি করল বটে, কিন্তু একেবারে ছুইয়ে নিল। রেডিওতে এখন খবর দিল যে, 'গেরিলাদের তরফ থেকে প্রতিহিংসার ভয়ে' লোয়োলা ছবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে ; এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষককে আটক করা হয়েছে—যারা আমাদের সঙ্গে জড়িত না হলেও, আমাদের প্রতি অন্তত সহানুভূতিশীল। লোয়োলার বাড়ি থেকে ওরা অনেক কিছু নিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে এবং এটা হওয়া আশ্চর্য নয় যে, গুহা থেকে ফটোগুলো হাতানো থেকে এসব কিছুরই সূত্রপাত।

সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে একটা ছোট উটকো প্লেন এলাকার ওপর দিয়ে সন্দেহজনকভাবে উড়ে গেল।

উ=৮০০ মি

১৯শে

চাষীর দল তাদের গরুঘোড়াগুলোকে খুঁজে না পাওয়ায় আমরা খুব সকালবেলায় বেরোতে পারি নি। শেষকালে বেশ জোর একটা বক্তৃতা দিয়ে আমরা বন্দীর দল নিয়ে রওনা হলাম। মোরোর সঙ্গে আমরা ঢিমেতালে হাঁটলাম ; নদীর ধারে, একটা ঘাঁটিতে এসে থামবার পর আমরা খবর পেলাম—আরও তিনজনকে বন্দী করা হয়েছে ; আগুয়ান দল সদ্য রওনা হয়ে গেছে এবং দু লীগ দূরে আখের ক্ষেতগুলোতে তাদের পৌঁছুবার কথা। দু লীগ হলেও, প্রথম দুটির মতই বেশ দূরের রাস্তা। রাত ন'টা নাগাদ যেখানে আমরা পৌঁছুলাম, সেখানে মনে হল মাত্র একটাই আখের ক্ষেত। পেছনকার দলটি এসে পৌঁছুল রাত ৯টারও পরে।

খাওয়ার ব্যাপারে ইন্তির কিছু দুর্বলতার বিষয়ে তার সঙ্গে আমার কথা হল ; খুব বেজার হয়ে ও বলল, কথাটা সত্যি এবং নিজেদের মধ্যে বসে সবাইকার সামনে ও আত্মসমালোচনা করবে বলল ; তবে ওর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, সেসব ও অস্বীকার

করল। ১,৪৪০ মিটার উঁচু জায়গা পেরিয়ে এসে এখন আমরা ১,০০০ মিটারে। এখান থেকে লুসিতানোতে যেতে ৩ ঘণ্টা লাগে; যারা নৈরাশ্যবাদী, তাদের মতে হয়ত চার ঘণ্টা। শেষ পর্যন্ত আমরা শুয়োরের মাংস খেতে পেলাম; যারা মিষ্টির ভক্ত, তারা পেট পুরে খেল চিনির মিঠাই।

রেডিওতে ঘ্যানর ঘ্যানর করে লোয়োলার ব্যাপার আউড়ে চলেছে; শিক্ষকেরা পুরোপুরি ধর্মঘট জারী করেছে। হিগেরাস যেখানে কাজ করত সেই হাইস্কুলের ছাত্রেরা অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। তেলের কারবারের কর্তাদের জন্যে তেলকলের মজুররা ধর্মঘটের পথে পা বাড়াচ্ছে। এটা সময়েরই চিহ্ন, আমার কলমের কালি ফুরিয়ে এসেছে।

২০শে

ওরা বলেছিল লুসিতানোর বাথানে আমরা হেসে-খেলে ৩ ঘণ্টায় পোঁছে যাব; সেইমত সন্ধ্যের মুখে পোঁছে যাব বলে আমরা ঠিক করেছিলাম বেলা তিনটেয় বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু নানা ঝামেলার মধ্যে পড়ে গিয়ে বেলা ৫টার আগে আমরা রওনা হতে পারলাম না। যখন আমরা পাহাড়ের ওপর, তখন চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল। তুফানী বাতি জ্বালিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও আলাদিনো গুতিয়েরেথের বাড়িতে আমাদের পৌছুতে রাত ৯টা হল। দোকান বলতে তেমন কিছু নয়। কিছু সিগারেট পাওয়া গেল এবং কিছু টুকিটাকি জিনিস; কাপড়চোপড় পাওয়া গেল না। খানিকটা চোখ মট্‌কে নিয়ে রাত তিনটের সময় আল্‌তো সেকোয় যাব বলে আমরা রওনা হলাম; ওরা বলল, ৪ লীগ দূরে। আমরা পৌরপ্রধানের টেলিফোন নিয়ে এলাম; কিন্তু দেখা গেল বহু বছর ধরে টেলিফোনটি অকেজো হয়ে আছে; তাছাড়া, টেলিফোনের তার মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। পৌরপ্রধানের নাম ভার্গাস এবং এ-পদে সে খুব বেশিদিন নেই।

রেডিওতে আজ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর নেই; আমরা ১,৮০০ মিটার উঁচুতে উঠে এসেছি; লুসিতানোর উচ্চতা ১,৪০০ মিটার।

বাথানে পৌঁছুতে আমাদের দু লীগ হাঁটতে হয়েছে।

২১শে

রাত তিনটের সময় আমরা চাঁদের আলোয় রওনা হলাম। পায়ে-চলা রাস্তাটা আগেই আমরা খুঁজে বার করেছিলাম। প্রায় সকাল ন'টা অবধি আমরা সমানে হেঁটেছি, ২,০৪০ মিটার উঁচু জায়গাও আমরা ডিঙিয়ে এলাম ; এপর্যন্ত এত উঁচুতে আমরা কখনও উঠি নি। পথে জনপ্রাণীরও দেখা মিলল না। ন'টা নাগাদ জন দুই খচ্চরচালকের সঙ্গে দেখা হল, তারা আমাদের আল্‌তো সেকোর রাস্তা দেখিয়ে দিল। দু লীগ আরও হাঁটতে হবে। মাত্র দু লীগ হাঁটতে রাতের খানিকটা আর সকালেরও খানিকটা লেগে গেল। নিচে নেমে প্রথম কয়েকটা বাড়ি থেকে খাবার জিনিস সওদা করে পৌরপ্রধানের বাড়িতে যাওয়া গেল খানা পাকাতে। পরে আমরা গেলাম পিরেমিনির (১,৪০০ মিটার উঁচু) ধারে জলবিদ্যুৎচালিত একটা ভুট্টাকলে। স্থানীয় লোকজনেরা আমাদের দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ; তারা আমাদের এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করল। আমাদের সীমাবদ্ধ চলৎশক্তির দরুন আমাদের অনেকখানি সময় নষ্ট হল। আল্‌তো সেকোর দু লীগ রাস্তা পাড়ি দিতে আমাদের সওয়া ১২টায় বেরিয়ে সকাল ৫টা বেজে গেল।

২২শে

আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোকজনেরা আল্‌তো সেকোয় এসে দেখি পৌরপ্রধান হাওয়া—আমরা এর শোধ নিলাম ওর দোকান থেকে যথাসর্বস্ব তুলে নিয়ে। আল্‌তো সেকো একটা ছোট গ্রাম ; মোট ৫০ ঘর লোক থাকে। ১,৫০০ মিটার উঁচুতে এই গ্রাম। গ্রামের লোকজনেরা ভয়মেশানো কৌতূহল নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। রসদ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গেল। জলের জায়গার কাছে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে আমরা ক্যাম্প করেছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই ক্যাম্পে প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র যোগাড় হয়ে গেল। ভালে গ্রান্দে থেকে একটা ছোট ট্রাক এসে যাওয়া উচিত ছিল ; ট্রাক না

আসায় এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, পৌরপ্রধান সত্যিই আমাদের সম্বন্ধে খবর দিতে গেছে। তার বউ ভগবানের নাম ক'রে, তার ছেলেমেয়েদের নাম ক'রে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিল—আমাকে মন শক্ত করতে হল। জিনিসগুলোর সে দাম চাইছিল—আমি কিছুতেই রাজী হই নি। রাত্তিরে ইন্তি স্থানীয় ইস্কুলে (১ম ও ২য় গ্রেড) ১৫ জন হতভম্ব নির্বাক চাষীর জমায়েতে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিল ; তাতে আমাদের বিপ্লবের সম্বন্ধে খুলে বলা হল। একমাত্র শিক্ষকটিই তার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে তাকে জিগ্যেস করল আমরা শহরে শহরে লড়াই চালাব কিনা। ধড়িবাজ চাষী আর ছেলেমানুষী অকপটতা—লোকটার মধ্যে এ দুটো ভাবই মিশে আছে ; সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সে অনেক কিছু জানতে চাইল। বড় মতন একটি ছেলে আমাদের পথপ্রদর্শক হতে চাইল এবং শিক্ষকটি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, ও বেজায় ফন্দিবাজ লোক। রাত দেড়টায় বেরিয়ে আমরা সান্তা এলেনায় পৌঁছুলাম সকাল ১০টায়।

উ=১,৩০০ মি।

বারিয়েন্তস আর ওভান্দো এক সাংবাদিক বৈঠকে দলিলপত্র থেকে যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করল এবং বলল, হোয়াকিনের দল বলতে আর কিছু নেই।

২৩শে

এ জায়গায় কমলালেবুর একটা বাগান। গাছে গাছে এখনও অজস্র ফল। দিনের বেলাটা শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কাটল ; তবে ভালোরকম পাহারার ব্যবস্থা রাখতে হল। রাত ১টার সময় উঠে দুটোর সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম ; হেঁটে লোমা লার্গায় আমরা পৌঁছুলাম রাত ফরসা হওয়ার সময়। আমরা ১,৮০০ মিটার উঁচু জায়গা পেরিয়ে এলাম। ভারী বোঝা টানতে হচ্ছিল বলে সকলেরই পা চলছিল আস্তে। বেনিগ্‌নোর রান্না খেয়ে আমার পেটে হজম হয় নি।

২৪শে

লোমা লার্গা নামের বাথানটিতে আমরা এসে পড়লাম। আমার লিভার বিগ্‌ড়েছে, কেবলি বমি করছি; অন্য যারা, তাদেরও আর শরীর বইছে না—দীর্ঘ পথ তারা হেঁটে এসেছে, কিন্তু বিশেষ ফয়দা হয় নি। আমি ঠিক করলাম পুজিওতে যাবার রাস্তার সন্ধিস্থলে আজকের রাতটা কাটাব। চাষীদের মধ্যে একমাত্র সস্তেনেস ভার্গাস তার বাড়িতে ছিল; তার কাছ থেকে একটা শুয়োর কিনে মারা হল। বাকি চাষীরা সবাই আমাদের দেখতে পেয়ে দে ছুট।

উ = ১,৪০০ মি।

২৫শে

পুজিওতে আমরা বেশ সকাল সকালই পৌঁচেছিলাম কিন্তু কিছু কিছু লোক তার আগের দিনই নিচে আমাদের দেখেছে। এ নিশ্চয় সেই 'রেডিও বেম্‌বা'র ঢোলশহরতের ব্যাপার। খানিকটা উঁচু জায়গায় ছোট একটি বাথান এই পুজিও। যেসব লোকজন গোড়ায় আমাদের দেখে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা পরে অনেকে কাছে এসেছে এবং আমাদের সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করেছে। সেরানো থেকে চুকুইসাকাতে এসেছিল এক সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার একজন দেনদারকে গ্রেপ্তার করতে—খুব ভোরবেলায় সে চলে গেছে। আমরা যে এলাকায়, সেখানে তিনটি বিভাগ এসে এক জায়গায় মিশেছে। খচ্চর সঙ্গে নিয়ে পথ হাঁটা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। কিন্তু শরীর দুর্বল বলে মেদিকোকে আমি এখনও যথাসম্ভব সেইভাবে চলতে দিচ্ছি। চাষীরা বলছে যে এই গোটা এলাকায় পল্টনদের সম্বন্ধে তারা নাকি কিছুই জানে না। আমরা মাঠঘাট পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত (ফাঁক) পৌঁছুলাম; সেখানে আমরা রাস্তার ধারে শুয়ে পড়লাম—কেননা আমি পই পই করে বলা সত্ত্বেও মিগোয়েল সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি। হিগেরাসের পৌরপ্রধান এই এলাকায় আছে; শান্ত্রীদের আমরা বললাম তাকে গ্রেপ্তার করতে।

উ=১,৮০০ মি।

ইন্তি আর আমি কাম্বার সঙ্গে কথা বললাম; পুকারার কাছাকাছি একটি জায়গা হিগেরা; আমাদের সঙ্গে সেই পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে সান্তাক্রুজ রওনা হওয়ার চেষ্টা করতে সে রাজী হল।

২৬শে

পরাজয়। যখন ভোর হচ্ছে, তখন আমরা পিকাচোয় পৌঁছুলাম; সেখানে সবাই উৎসবে মত্ত (আমাদের পৌঁছুনো সবচেয়ে উঁচু জায়গা, ২,২৮০ মিটার)। চাষীরা আমাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করল। ওভান্দো জোর করে বলেছিল বটে যে, আমি যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারি—তা সত্ত্বেও আমরা ওসব নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা করি নি। হিগেরাতে আসতেই সব পাল্টে গেল; পুরুষের দল হাওয়া, শুধু জনকয়েক স্ত্রীলোক রয়েছে। কোকো তার ঘরে চলে গেল, কারণ সেখানে একটা টেলিফোন ছিল; কোকো সেখান থেকে ২২ তারিখের একটা বার্তা নিয়ে এল, তাতে ভালে গ্রান্দের ছোট দারোগা পৌরপ্রধানকে জানাচ্ছে যে, এই এলাকায় গেরিলারা রয়েছে এই মর্মে খবর পাওয়া গেছে; কোনো খবর থাকলে যেন ভালে গ্রান্দেতে জানানো হয় এবং সেখান থেকে সমস্ত খরচখরচা দেওয়া হবে। পৌরপ্রধান সট্‌কে পড়েছে এবং তার স্ত্রী জোর দিয়ে বলল যে, আজ তারা কোনোরকম বলা কওয়া করে নি—কারণ, এর পরের শহর জাগেইতে আজ উৎসবের দিন। বেলা ১টার সময় আগুয়ান দল বেরিয়ে পড়ল জাগেইতে পৌঁছুবার চেষ্টা করবার জন্যে; সেখানে পৌঁছে তারা মেদিকো আর খচ্চরগুলোর ব্যাপারে একটা কোনো সিদ্ধান্ত নেবে। শহরে থেকে গিয়েছিল মাত্র একটি পুরুষমানুষ, সেও বেদম ভয় পেয়েছিল। খানিক পরে লোকটার সঙ্গে যখন আমি কথা বলছি, সেই সময় একজন কোকোর কারবারী এসে হাজির হল; সে নাকি ভালে গ্রান্দে আর পুকারা হয়ে আসছে; ওসব জায়গায় সে-রকম কিছুই সে দেখে নি। এ লোকটারও দেখলাম বেশ ঘাবড়ে-যাওয়া ঘাবড়ে-যাওয়া ভাব, কিন্তু বলল তার কারণ নাকি আমাদের দেখে। আমাদের কাছে ওরা স্রেফ মিছে কথা বলল, তা সত্ত্বেও

আমি ওদের কিছু বললাম না। বেলা দেড়টা নাগাদ বেরিয়ে আমি যখন পাহাড়ের চুড়োর দিকে যাচ্ছি, পাহাড়ের মাথার ওপরকার সমতল জমির চারদিক থেকে গুলির শব্দ শুনে বুঝলাম আমাদের লোকজনেরা আচমকা আক্রমণের মুখে পড়েছে। ছোট শহরটাতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে জীবিত সঙ্গীসাথীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং সেই সঙ্গে রিও গ্রান্দেতে যাবার একটি রাস্তা ঠিক করে রাখলাম যেখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। কিছুক্ষণ পরে আহত অবস্থায় এল বেনিগ্‌নো, তারপর আনিথেতো আর পাবলিতো। পাবলিতোর পায়ের পাতার অবস্থা খারাপ। মিগোয়েল, কোকো আর হুলিও খুন হয়েছে এবং কাম্বা তার ন্যাপস্যাক রেখে উধাও হয়ে গেছে। পেছনের দল তাড়াতাড়ি পথরেখা ধরে চলল এবং তখনও দুটি খচ্চরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আমি তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম। যারা একেবারে পেছনে ছিল, খুব কাছ থেকে তাদের ওপর গুলিবৃষ্টি হওয়ায় তাদের আসতে দেরি হল এবং ইন্তি দলচ্যুত হয়ে পড়ল। একটা ছোট ঝোপের মধ্যে আমরা ওর জন্যে আধঘণ্টা দাঁড়ালাম, কিন্তু পাহাড় থেকে আবারও গুলি ছুঁড়তে থাকায় আমরা ঠিক করলাম ওকে পেছনে ফেলে রেখেই আমরা এগিয়ে যাব। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ইন্তি এসে আমাদের ধরে ফেলল। সেই সময় আমরা দেখতে পেলাম লিয়ন নিখোঁজ হয়েছে এবং ইন্তি জানাল যে লিয়নের ন্যাপস্যাক সে গিরিখাতের মধ্যে দেখেছে—যেখান থেকে আমাদের চলে আসতে হয়েছে। আমরা গিরিদরীর ভেতর দিয়ে একজনকে দ্রুত ছুটে যেতে দেখে ভাবলাম—নিশ্চয় লিয়ন। শত্রুপক্ষকে ভুল বোঝাবার জন্যে খচ্চরদুটোকে আমরা গিরিদরীর রাস্তায় নেমে যেতে দিলাম; পরে আমরা অন্য একটা ছোট গিরিদরীর পথ ধরলাম—তার জলটা তিতকুটে। পা আর কিছুতেই চলছিল না বলে রাত ১২টার সময় আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

২৭শে

রাত ৯টার সময় আবার আমরা চলা শুরু করলাম। আমরা

এমন একটা জায়গা পেতে চেষ্টা করছি, যেখান দিয়ে ওপরে ওঠা যাবে। শেষ পর্যন্ত সকাল ৭টায় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল বটে, কিন্তু যেটা আমরা চাইছিলাম হল তার বিপরীত। সামনে ছিল একটা ন্যাড়া পাহাড়; জায়গাটা ভয়ের নয় বলেই মনে হল। আমরা বিমান-হানার হাত থেকে বাঁচার জন্যে আরও খানিকটা উঠে ছড়ানো-ছিটানো বনজঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম; এসে দেখি পাহাড়ের ওপর একটা পথরেখা—যদিও সারাদিনের মধ্যেও সে রাস্তা দিয়ে কেউ যায় নি। গোধূলিবেলায় একজন চাষী আর একজন পল্টন পাহাড় বেয়ে মাঝ বরাবর উঠে খানিকক্ষণ কামক্রীড়া ক'রে চলে গেল—ওরা আমাদের দেখে নি। আনিথেতো স্বলুকসন্ধান নিয়ে সবে ফিরেছে; কাছেই একটা বাড়িতে সে একদল সৈন্য দেখে এসেছে—তারা দলে বেশ ভারী। ও রাস্তাটা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধের ছিল, ওটা এখন বরবাদ গেল। সকালবেলায় দেখলাম একসার সৈন্য কাছেই একটা পাহাড়ে উঠছে; তাদের গায়ে রোদ প'ড়ে ঝিকমিক করছিল। পরে দুপুরবেলায় ছাড়া ছাড়া কয়েকটা গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল এবং কয়েকটা গোলা ফাটার আওয়াজ হল; পরে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল; "ঐ তো বেটা"; "বেরিয়ে আয় বলছি"; "আসবি কিনা বল", সেইসঙ্গে আরও কয়েকটা গুলির শব্দ। লোকটা বাঁচল কি মরল জানি না; আমরা ভাবলাম লোকটা হয়ত কাম্বা হতে পারে।

ওপরে নেমে জলের দিকে যাবার জন্যে আমরা সন্ধ্যের ঠিক মুখে বেরিয়ে পড়লাম। যে জঙ্গলের মধ্যে আমরা থাকলাম, সেটা আগেরটার চেয়ে কিছুটা ঘন। একই গিরিদরীতে জলের চেষ্টায় যেতে হল, কারণ খাদ থাকার দরুন এখানে সেটা সম্ভব নয়।

রেডিওর খবরে বলল, গালিন্দো কোম্পানির সঙ্গে আমার সংঘর্ষ হয়েছে; দলের তিনজনের লাশ আমি ফেলে গিয়েছি। ভালে গ্রান্দেতে শনাক্তকরণের জন্যে লাশ তিনটি পাঠানো হচ্ছে। মনে হয়. কাম্বা আর লিয়ন ধরা পড়ে নি। এবারে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি খুব

সাংঘাতিক রকমের হয়েছে। কোকো গিয়ে আমাদের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মিগোয়েল আর হুলিও ছিল বিরাট যোদ্ধা; মানবিকতার মূল্যে তিনজনেরই প্রশংসনীয়তার শেষ নেই। লিয়নের ব্যাপারে আশা হচ্ছে।

উ=১,৪০০ মি।

২৮শে

দিনটা কেটেছে উদ্বেগের ভেতর দিয়ে। একটা সময়ে মনে হয়েছিল এরপর আর দুশ্চিন্তা থাকবে না। খুব ভোরবেলায় জল নিয়ে আসা হল এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ ইন্তি আর ভিলি গিরিদরীতে নামবার অন্য একটা সম্ভাব্য পথের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল; ওরা বেরিয়েই আবার ফিরে এল, কারণ সামনের গোটা পাহাড়েই একটা পথরেখা ফুটে উঠেছিল এবং ঘোড়ায় চড়ে একজন চাষী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের সুমুখ দিয়ে ৪৬ জন সৈন্য ঘাড়ে ন্যাপস্যাক নিয়ে সকাল ১০টায় পাড়ি দিয়েছিল—ওরা দূরে বিলীয়মান হতে যেন কয়েক শো বছর লাগিয়ে দিল। বেলা ১২টা নাগাদ আরেক দলের উদয় হল। এবার ওরা ৭৭ জন এবং তদুপরি একটা গুলির আওয়াজ কানে যেতেই ওরা সেই মুহূর্তে যে যার জায়গায় খাড়া হয়ে গেল। নেমে গিরিখাতে ঢোকার জন্যে অফিসারটি ওদের নির্দেশ দিল—ওরা নিশ্চয়ই ওটা আমাদের ভেবেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা রেডিওতে খবর চালাচালি ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছে ব'লে মনে হল; তারপর আবার ওরা যাত্রা শুরু করল। আমরা এমন এক জায়গায় ঢুকে বসে আছি যে, ওপর থেকে আক্রমণ হলে আমরা ঠেকাতে পারতাম না এবং ওরা আমাদের দেখে ফেললে আমাদের পালানোর সম্ভাবনা হত সুদূরপরাহত। পেছনে পড়ে যাওয়া এক পল্টন একটা হাঁপিয়ে-পড়া কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেল; কুকুরটাকে হাঁটানোর জন্যে ওরা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; খানিকক্ষণ বাদে একজন চাষীকে ফিরে আসতে দেখা গেল। ব্যস, তারপর সব চুপচাপ। কিন্তু গুলির আওয়াজের সেই মুহূর্তে আমাদের তো

আক্কেল-গুড়ুম হওয়ার যোগাড়। বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে সৈন্যদের যেতে দেখে মনে হল, ওরা সদলবলে ঘাঁটি ছেড়ে সরে পড়ছে। রাত্তিরে ছোট বাড়িটাতে কোথাও আগুন জ্বলবার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না ; সচরাচর গুড়ুম গুড়ুম ক'রে গুলি চালিয়ে সন্ধ্যে দেওয়া ওদের রেওয়াজ ; কিন্তু গুলিরও কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। কাল বাথানে গিয়ে সারাদিন ধ'রে আমরা খোঁজখবর নেব। ঝির-ঝিরিয়ে খানিকটা বৃষ্টি হল ; তবে আমার মনে হয় না, এত হালকা বৃষ্টিতে পথরেখা মুছে যাবে।

রেডিওতে বলল, কোকোর লাশ শনাক্ত করা হয়েছে এবং হুলিওর খবরটা একটু গোলমেলে। মিগোয়েলকে ওরা আন্তনিও ব'লে ভুল করেছে—মানিলায় সে কী ছিল তা বলল। আমি খুন হয়েছি ব'লে গোড়ার দিকে ওরা চাউর ক'রে দিয়েছিল, পরে প্রত্যাহার করে।

২৯শে

উদ্বেগে আকুল হওয়া আরেকটা দিন। তত্ত্বতালাশ : সাতসকালে ইন্তি আর আনিথেতো বেরিয়ে গেল সারাদিন বাড়িটার ওপর নজর রাখার জন্যে। সকাল হওয়ার পরই রাস্তায় নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। সকালবেলার মাঝামাঝি ঝাড়া-হাতপা হয়ে সৈন্যদের যেতে এবং আসতে দেখা গেল ; নিচে থেকে কিছু এল গাধার পাল সঙ্গে নিয়ে, পরে তারা মোটঘাটসুদ্ধ ফেরত গেল। ইন্তি বিকেল সওয়া ৬টায় ফিরে এসে বলল, সৈন্য ১৭ জন নেমে এসে ফলতরকারির বাগানে ঢোকে, তাদের আর পরে দেখতে পাওয়া যায় নি এবং গাধা-গুলোর পিঠে মাল চাপানো হয়েছে সম্ভবত সেখানেই। সে যা খবর এনেছে, তাতে এই রাস্তাটা ব্যবহার করার ব্যাপারে মন স্থির করা শক্ত হচ্ছে ; কেননা এ রাস্তায় সৈন্যরা ঝোপেঝাড়ে ওৎ পেতে থাকতে পারে ; তাছাড়া বাড়িটাতে যে কুত্তাগুলো আছে, তারা ঘেউ ঘেউ ক'রে আমাদের উপস্থিতি টের পাইয়ে দেবে। কাল দুজন সন্ধানী রওনা হবে ; একজন যাবে সেই একই জায়গায় এবং আরেকজন পাহাড়ের ওপরকার সমতল জমি বরাবর যত দূর পারে এগোবার চেষ্টা করবে ;

সৈন্যের দল যে পায়ে-চলা পথটি ব্যবহর করে, সম্ভবত সেটা পার হয়ে গিয়ে তারা দেখবে বেরোবার কোনো রাস্তা আছে কিনা।

রেডিওতে আজ কোনো খবর দেয় নি।

৩০শে

আজকের দিনটাও খুব দুশ্চিন্তায় কাটল। সকালবেলায় চিলির রেডিও বাল্‌মাসেদা জানাল, সৈন্যবাহিনীর উচ্চমহল থেকে বলা হয়েছে যে, ঘোর জঙ্গলময় গিরিদরীতে চে গেভারাকে তারা বেড় দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। স্থানীয় রেডিও স্টেশনগুলো এ বিষয়ে নীরব। হয়ত, রাজদ্রোহিতা হবে ব'লে কিংবা এ অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতি প্রমাণসিদ্ধ হবে ব'লে। কিছুক্ষণের মধ্যে এদিক থেকে ওদিকে সৈন্যদের চলাচল শুরু হয়ে গেল। বেলা ১২টায় অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে ধ'রে আলাদা আলাদা ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে ওরা ৮০ জন পেরিয়ে চলে গেল ; যে ছোট বাড়িটাতে ওরা ঘাঁটি গেড়েছিল, সেইখানে গিয়ে ওরা উঠল এবং ভীতত্রস্তভাবে পাহারা বসাল। এই খবরটা দিল আনিথেতো আর পাচো। ইস্তি আর ভিলি ফিরে এসে বলল যে, রিও গ্রান্দে এখান থেকে সিধে রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার এবং গিরিদরীর রাস্তায় তিনটি বাড়ি আছে ; এমন এমন জায়গায় ক্যাম্প করা যাবে, যা কোনোদিক থেকেই কারো দৃষ্টিগোচর হবে না। জল যোগাড় করা গেছে এবং রাত ১০টার সময় আমরা ক্লান্তিকর নৈশ পদযাত্রা শুরু করলাম ; অন্ধকারে চিনো ভালো হাঁটতে পারে না ব'লে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল। বেনিগ্‌নো বেশ ভালো আছে, কিন্তু মেদিকো এখনও সেরে ওঠে নি।

মাসিক বিশ্লেষণ

এ মাসটাতে আমরা আমাদের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারতাম ; একটুর জন্যে তা হল না ; মিগোয়েল, কোকো আর হুলিও অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়ে গিয়ে সব মাটি ক'রে দিল—আমাদের ফেলে

দিল মহা বিপদে, ওদিকে লিয়নকেও হারাতে হল। কান্বার দিক দিয়ে হয়েছে নীট লাভ।

ছোটখাটো সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে; তাতে আমরা একটি ঘোড়া মেরেছি, খুন করেছি আর ঘায়েল করেছি একজন সৈন্যকে এবং একদল টহলদারের সঙ্গে উর্বানোর গুলি বিনিময়, সেইসঙ্গে লা হিগেরায় অলক্ষুণে চোরা আক্রমণ। খচ্চরের পালটাকে আমরা ফেলে রেখে চলে এসেছি; আমার বিশ্বাস, ঐ ধরনের কোনো জন্তুজানোয়ার আর আমরা সঙ্গে নেব না, যদি না আবার আমি হাঁপানির পাল্‌টানে পড়ি।

অন্য গ্রুপটি সম্বন্ধে অবশ্য ওদের খবরটা সত্যি ব'লেই মনে হচ্ছে এবং এটাকে খেল্‌ খতম ব'লেই ধরে নিতে হবে। যদিও এও হতে পারে যে, একটা ছোট্ট দল সৈন্যবাহিনীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কারণ, পাইকারীভাবে ৭ জনের মৃত্যুসংবাদ মিথ্যেও হতে পারে অথবা অন্তত অতিরঞ্জিত।

এ মাসের বৈশিষ্ট্য গত মাসেরই মত; শুধু তফাৎ এই যে, সৈন্য-বাহিনী লড়াইতে আগের চেয়েও বেশি সাফল্য দেখাচ্ছে এবং কৃষক-সাধারণ আমাদের একেবারেই কোনো সাহায্য তো করছেই না, উপরন্তু ওদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে।

লা-পাথের পুরো সংগঠনটা বিশ্রীভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে এবং সেখানেও ওরা আমাদের ওপর জবর ঘা দিয়েছে। এ সত্ত্বেও এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হল, এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে এর চেয়ে একটা যুৎসই জায়গা বার ক'রে হারানো সংযোগগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বাকি লোকজনদের মনোবল ভালোভাবেই বজায় আছে। ভিলির সঙ্গে আমার একটু কথাবার্তা বলতে হবে; তা নইলে একটা কোনো সংঘর্ষের সুযোগে নিজে থেকেই ও কেটে পড়তে পারে। আমার একমাত্র সংশয় ভিলিকে নিয়ে।

উ=১,৬০০ মিটার।

১লা

মাসপয়লাটা চলে গেল, নতুন কিছুই ঘটল না। ভোরবেলায় আমরা একটা বনের ভেতর ঢুকলাম, সেখানে গাছ খুব কম। সেখানে ক্যাম্প ক'রে বিভিন্ন প্রবেশমুখে আমরা পাহারা বসালাম। ৪০ জন লোক কয়েকটা গুলি ফুটিয়ে যে গিরিদরী দিয়ে চলে গেল, সেটা আমরা দখল করব ভেবেছিলাম বেলা ত্নটোর সময় শেষ গুলির শব্দ পাওয়া গেল; ছোট বাড়িটাতে কেউ আছে ব'লে মনে হল না, যদিও উর্বানো ৫ জন সৈন্যকে নেমে আসতে দেখেছিল—তারা বিশেষ কোনো একটা রাস্তা ধ'রে এগোয় নি। জায়গাটা ভালো এবং শত্রুসৈন্যের চলাচল আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায় ব'লে এখান থেকে নির্বিঘ্নে পালানো যাবে; এইসব ভেবে আমি ঠিক করলাম এখানে আমরা আরও একটা দিন থেকে যাব। নাতো, দারিও আর ইউস্তাকিওকে নিয়ে পাচো জলের খোঁজে গিয়ে রাত ৯টায় ফিরল। বেগুনি ফুলুরি ধরনের কিছু ভেজে খানিকটা শুঁটকি মাংস ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে নিয়ে আমরা কতকটা খিধে মেটালাম। রেডিওতে নতুন কোনো খবর নেই।

২রা

আন্তনিও

সারাদিন সৈন্যদের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। তবে কয়েকটা বাচ্চা ছাগলকে কয়েকটা কুকুর আমাদের জায়গাটা দিয়ে চরাতে নিয়ে যাচ্ছিল—কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকছিল। গিরিদরীর কাছঘেঁষা ফলতরকারির একটা বাগানের পাশ দিয়ে আমরা যাবার চেষ্টা করব ব'লে ঠিক করলাম। বিকেল ৬টায় পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা নামতে শুরু ক'রে দিলাম। হাতে আমাদের অনেকখানি সময়; হেসেখেলে পৌঁছুতে পারব এবং গিরিদরী পেরোবার আগে রান্নাবান্না সারতে পারব। হলে হবে কি, নাতো এদিকে পথ হারিয়ে ফেলল—চলতে চলতে সে হয়রান।

যখন আমরা ঠিক করলাম ফিরব, তখন রাস্তা গেল হারিয়ে; পাহাড়ের মাথার ওপর রাতটা কাটাতে হল—না হল রান্না, না হল খাওয়া। ৩০ তারিখে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের কারণ দর্শানো হল আজকের রেডিওর খবরে; লা ক্রুজ দেল্ সুর্ থেকে পাঠানো খবরে প্রকাশ, সৈন্যবাহিনী জানিয়েছে আব্রা দেল্ কিন্-এ আমাদের একটা ছোট দলের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছে, কোনো পক্ষেই কেউ হতাহত হয় নি। ওরা অবশ্য বলেছে যে, আমাদের পিছু হটার রাস্তায় ওরা রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে। একই খবরে এও বলা হয় যে, দলে ছ'জন লোক ছিল।

৩রা

অনাবশ্যক রকমের প্রচণ্ড, দীর্ঘ দিন। যখন আমরা মূল ঘাঁটিতে ফিরব ব'লে যোগাড়যন্ত্র করছি, উর্বানো এসে বলল—আমরা যখন রাস্তায়, সে শুনেছে জনকয়েক চাষী বলতে বলতে যাচ্ছিল: "ওই ওরা, কাল রাত্তিরে ওরাই কথা বলছিল।" মনে হচ্ছে, ওর বিবরণ ঠিক যথাযথ নয়; কিন্তু ওর কথা ঠিক ব'লে ধ'রে নিয়েই আমি এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং তৃষ্ণা নিবারণ না ক'রেই আমরা আবার পাহাড় বেয়ে উঠে এমন একটা সমতলের ওপর এলাম যেখান থেকে সৈন্যবাহিনীর রাস্তাটা নজরে পড়ে। বাকি দিনটা কাটল একেবারে নিরুপদ্রবে এবং আলো পড়ে এলে আমরা সবাই নিচে চলে গিয়ে কফি বানালাম। জল তিতকুটে এবং কফির কেটলিটা তেলতেলা হওয়া সত্ত্বেও মুখে দিয়ে মনে হল যেন স্বর্গসুখ পাচ্ছি। এরপর আমরা এখানে ব'সে খাওয়ার জন্যে ভুট্টাদানা ফুটিয়ে নিলাম এবং সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে হরিণের মাংস দিয়ে ভাত রেঁধে নিলাম। লোক পাঠিয়ে আগে একবার চারদিক দেখেশুনে নিয়ে আমরা রাত তিনটের সময় চলতে শুরু ক'রে দিলাম। বাগিচাগুলোর পাশ কাটিয়ে যাওয়া শক্ত হল না। বাঞ্ছিত গিরিখাতটিতে আমরা এসে গেলাম; সেখানে জল ছিল না, তবে সৈন্যরা যে এ জায়গাটা ঘুরে দেখে গেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

রেডিওতে দুজন বন্দীর খবর বলল: আন্তনিও দমিনুগেথ ফ্লোরেস (লিয়ন) এবং ওলান্দো হিমেনেথ বাথান (কাম্বা); শেষের জন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়েছে ব'লে স্বীকার করেছে; প্রথমোক্ত জন বলেছে যে, প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় আস্থাবান হয়ে সে আত্ম-সমর্পণ করেছে। দুজনেই ফের্নান্দো সম্পর্কে প্রচুর খবর দিয়েছে; তার অসুস্থতার কথা এবং সব কিছুই বলেছে; তাছাড়া প্রকাশ হয় নি এমন অনেক কথা বলেছে তো বটেই। দুজন বীর গেরিলার কথা এইভাবে ফুরুল।

উঃ = ১,৩০০ মিটার।

দেব্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনলাম; দেব্রে একজন ছাত্র প্ররোচনাকারীর মোকাবেলা করল খুব সাহসের সঙ্গে।

৪ঠা

গিরিখাতে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা আধ ঘণ্টা ধ'রে তার ভেতর দিয়ে নিচের দিকে নেমে চললাম; শেষকালে আরেক গিরি-খাতের মুখে এসে প'ড়ে এবার চড়াইয়ের রাস্তা ধ'রে ওপরে উঠলাম। তারপর রোদ এড়াবার জন্যে বেলা তিনটে অবধি জিরিয়ে নিলাম। এবার যাত্রা শুরু ক'রে আধঘণ্টারও কিছু বেশিক্ষণ ধ'রে হাঁটলাম। কোথাও জল না পেয়ে ছোট গিরিদরীর প্রান্তে এসে পৌঁচেছিল সন্ধানীরা; সেখানে আমরা তাদের নাগাল পেলাম। বিকেলে ৬টার সময় আমরা গিরিখাত ছেড়ে সন্ধ্যে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত গরুছাগল যাওয়ার রাস্তা ধ'রে হাঁটলাম; চারদিক এমন অন্ধকার যে চোখে কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। রাত তিনটের সময় আমরা পথ-চলায় ক্ষান্ত দিলাম।

রেডিওতে জানাল, ৪র্থ ডিভিশনের সেনাধ্যক্ষের আগুয়ান ঘাঁটি লাগুনিলাস থেকে পাদিলাতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে—যাতে সেরানো অঞ্চলের ওপর ভালোভাবে নজর রাখা যায়, গেরিলার দল সেখান দিয়েই পালাবে ব'লে মনে করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে ভাষ্য ক'রে বলা হল, আমি যদি ৪র্থ ডিভিশনের হাতে ধরা পড়ি তাহলে কামিরিতে

আমার বিচার হবে এবং ৮ম ডিভিশনের হাতে ধরা পড়লে আমার বিচার হবে সান্তাক্রুজে।

উঃ = ১,৬৫০ মিটার।

৫ই

যাত্রা আরম্ভ ক'রে অনেক কষ্টে ভোর সওয়া ৫টা অবধি আমরা হাঁটলাম। তারপর সেই গোপথ ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা শীর্ণ জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলাম, গাছগুলোর আড়ালে কোনোরকমে আমরা নিজেদের আড়াল ক'রে রাখলাম, কেউ যাতে বাইরে থেকে দেখতে না পায়। বেনিগ্‌নো আর পাচো জলের খোঁজে বার কয়েক দেখেশুনে এল; কাছেই যে বাড়িটা, তার চারপাশে ঘুরে কোথাও কিছু খুঁজে পেল না। তবে বাড়ির ধারেই বোধহয় একটা ছোটমত কুয়ো আছে। খোঁজাখুজি শেষ ক'রে ওরা দেখতে পায় ৬ জন সৈন্য সম্ভবত রাস্তা থেকে এসে ঐ বাড়িটাতে ঢুকল। আমরা শেষ রাতে বেরিয়ে পড়লাম, জলের অভাবে লোকজনেরা এলিয়ে পড়েছে এবং ইউস্তাকিও এক ঢোঁক জলের জন্যে কেঁদেকেটে সে এক কাণ্ডই ক'রে বসল। বার বার থেমে থেমে আমরা যেভাবে গেলাম তাকে ঠিক যাওয়া বলে না। সকাল হওয়ার পর আমরা বন দেখতে পেলাম, তার কাছেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শোনা যাচ্ছিল। তার অদূরে একটা উঁচু ন্যাড়া পাহাড়ের মাথা।

বেনিগ্‌নোর ক্ষতে পুঁজ জমেছিল, বার ক'রে দেওয়া হল। মেদিকোকে আমি ইঞ্জেকশন দিলাম। খোঁচাখুঁচির দরুন বেনিগ্‌নো রাত্তিরে ব্যথায় খুব কষ্ট পেল। রেডিওতে বলল, আমাদের দুই কাম্বাকে কামিরিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে—ওরা যাতে দেব্রের মামলায় সাক্ষী হতে পারে।

উচ্চতা = ২,০০০ মিটার।

৬ই

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, আমাদের কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে; সেইসঙ্গে আবার এও জানা গেল যে, আরও খানিকটা

গেলে গিরিখাতে জল মিলবে। আমরা সেখানে চলে গেলাম। মাথার ওপর ছাদের মত বড় একটা শিলাফলকের নিচে সারাদিন ব'সে আমরা রান্নাবান্না করলাম; আমি অবশ্য সারাক্ষণ মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করেছি, কারণ পুরো দিনের আলোয় আমরা বেশ কিছুটা লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছি এবং যেখানে আমরা আছি সেটা একটা খোঁদল। রাতের খাবার খেতে খেতে ভোর ৬টা বেজে গেল ব'লে আমরা ঠিক করলাম সকাল হওয়ার পর আমরা এই ছোট খাঁড়ির কাছেই একটা উপনদীতে চলে যাব এবং সেখান থেকে এর সামনের গতিপথ নির্ণয় করার ব্যাপারে আরও খুঁটিয়ে খোঁজখবর নেব।

লা ক্রুথ্ দেল্ সুর্ রেডিওতে কাম্বাদের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের খবর দেওয়া হল; ওল'ান্দো ততটা ধড়িবাজ নয়। চিলির রেডিও থেকে যে সেন্সর-করা খবর দিল, তাতে দেখা যাচ্ছে এ অঞ্চলে ১,৮০০ লোকের দলবল আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

উ=১,৭৫০ মিটার।

৭ই

গেরিলাদল গড়া হয়েছিল এগারো মাস আগে: সেই দিনটি আজ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটছিল, এমন কি দেশোয়ালীভাবে। বেলা সাড়ে ১২টায় হল কাণ্ড: এক বুড়ি ছাগল চরাতে চরাতে এসে পড়ল আমাদের গিরিখাতে—যেখানে আমরা ক্যাম্প ক'রে আছি। বুড়িকে পাঁকড়াও না ক'রে উপায় রইল না। সৈন্যদের সম্পর্কে তার কাছ থেকে কোনো খাঁটি খবর বার করা গেল না; বলল সে কিছুই জানে না—কেননা ওদের ওখানে সে গিয়েছে বহুদিন আগে। বুড়ি শুধু পথঘাটের খবর দিল। তার কথা অনুসারে, আমরা আছি হিগেরা থেকে এক লীগ দূরে এবং জাগেই থেকে আরও এক এবং পুকারা থেকে দূরত্ব প্রায় ২লীগ। বিকেল সাড়ে ৫টায় ইন্তি, আনিথেতো আর পাবলিতো গেল বুড়ির বাড়িতে; বুড়ির দুই মেয়ে, একজন পঙ্গু এবং আরেকজন আধা-বামন। বুড়িকে পঞ্চাশ পেসো দিয়ে বলা

হল, কাউকে যেন সে না বলে, বুড়ি যে কথা রাখবে এমন আশা কম। আমরা ১৫জন লোক ক্ষীয়মাণ চাঁদের আলোয় হেঁটে চলেছি, পা এলিয়ে আসছে ক্লান্তিতে—যে গিরিখাতে আমরা ছিলাম, সেখানে আমাদের থাকার প্রচুর চিহ্নপ্রমাণ আমরা রেখে এসেছি। কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর নেই, তবে সেই একই খাঁড়ি থেকে জল নিয়ে চাষ করা কয়েকটা আলুর ক্ষেত রয়েছে। রাত দুটোর সময় আমরা জিরিয়ে নেবার জন্যে থামলাম, কেননা আর এগিয়ে যাওয়া নিরর্থক হয়ে পড়ল। রাত্তিরে হাঁটতে হলে চিনো হয়ে পড়ে আমাদের সত্যিই একটা দায়।

সৈন্যবাহিনী অদ্ভুত খবর দিচ্ছে। যাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে, সংখ্যায় তারা নাকি ৩৭ জন, তারা যাতে পালাতে না পারে, তার জন্যে সেরানোতে নাকি ২৫০ জনের দলবল মোতায়েন আছে, আসিরো আর ওরো নদীর মাঝখানে নাকি আমরা আত্মগোপন ক'রে আছি। মনে হচ্ছে, খবরটার উদ্দেশ্য চোখে ধুলো দেওয়া।

উ=২,০০০ মি।

ডায়রি প্রসঙ্গে

সম্প্রতি চে-র এক জীবনী বেরিয়েছে। লিখেছেন সোভিয়েতের একজন ইতিহাস-লেখক আই. লাভ্‌রেৎস্কি। এতে বিস্তর খবর মিলবে। বিশেষত এই ডায়রি প্রসঙ্গে।

ডায়রির শেষ তারিখের লেখাটা চে লিখেছিলেন শেষরাত্রে দুটো থেকে চারটের মধ্যে। ৭ই অক্টোবর রাত-বারোটার পরে ব'লে লেখার তারিখটাকে ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৭ বলেই ধরতে হবে।

চে-র দল মোটে দু ঘণ্টা জিরোবার ফুরসত পেয়েছিল। ভোর চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১৭ জনের সেই দল আবার পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। দলের যে অংশটা আগে আগে যাচ্ছিল তারা হঠাৎ একটা আলো দেখতে পায়। কেউ যেন টর্চ জ্বালিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা দাঁড়িয়ে প'ড়ে লক্ষ্য করতে থাকে। কিন্তু আলোটা অদৃশ্য হয়ে যায়। গেরিলার দল ভাবে ওটা নিশ্চয় ওদের চোখের ভুল। এই ভেবে ওরা আবার চলতে শুরু করে। (আসলে ওরা ঠিকই দেখেছিল। টর্চ নিয়ে যে হেঁটে যাচ্ছিল সে একজন চাষী। মোটা টাকা পাওয়ার লোভে সেপাইদের কাছে গিয়ে গেরিলাদের উপস্থিতির কথা সে ব'লে আসে। আগের দিন যে বুড়িকে ৫০ পেসো দিয়ে পই পই ক'রে বারণ করা হয়েছিল যে, কাউকে যেন সে না বলে— সেপাইদের কাছে গিয়ে সেও লাগানি-ভাঙানি করে এসেছিল।)

সকালের আলোয় গেরিলারা দেখতে পেল যে এমন এক গর্তে তারা এসে পড়েছে যেখানে গা ঢাকা দেবার মতন কোনো ঝোপঝাড় নেই। জায়গাটা যে খুব বিপজ্জনক চে সেটা বুঝেছিলেন। খোঁজ নিয়ে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ জানা গেল—শত্রুসৈন্যরা চারদিক ঘিরে ফেলেছে। চে নির্দেশ দিলেন, যে যেমন ক'রে পারো ঘাপটি মেরে থাকার ব্যবস্থা করো—তারপর সন্ধ্যে হলে এখান থেকে অন্ধকারে কেটে পড়ার চেষ্টা করো।

বেলা দেড়টায় আনিথেতো আর নাতোকে বলা হল ওরা বাঁ

পাশে পাহাড়ের গায়ে উঠে গিয়ে পম্‌বো আর উর্বানোর জায়গা নিক। যেতে গিয়ে আনিথেতো শত্রুর গুলি খেয়ে মারা গেল।

এরপর শুরু হয়ে গেল গুলি, গোলা আর হাতবোমার তাণ্ডব। সন্ধ্যে সাতটা অবধি সমানে চলল। গেরিলা পার্শ্বরক্ষীর দল এরপর চে-র খোঁজে নিচে নেমে এসে দেখে গর্ত একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই। এক জায়গায় শুধু চে-র পিঠের বোঁচকাটা পড়ে আছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো কাগজপত্র বা টাকা পয়সা নেই। একটু দূরে পাওয়া গেল দোমড়ানো মোচড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের একটা থালা। ছিটকে পড়ে আছে কিছু খাবার-দাবার। পালিয়ে যেখানে সবাইকার জড়ো হওয়ার কথা ছিল, গিয়ে দেখা গেল সেখানেও কেউ নেই। ইন্তি আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা তখন বেশ চিন্তায় পড়ল। চে-র পায়ের জুতোর ছাপ দেখে দেখে তারা চলে এল হিগেরায়। সেখানে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। তার অদূরেই ছিল একটা গ্রাম্য ইস্কুল। তখন কি আর ইন্তির দল জানত যে, আহত অবস্থায় বন্দী হয়ে চে তখন ঐ ইস্কুলেই রয়েছেন ?

চে-র ধরা পড়া এবং তারপর

৮ই অক্টোবর দুপুরে সরকারী সেপাইদের গোলাগুলি আর হাত-বোমা ছোঁড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চে তাঁর গেরিলা যোদ্ধাদের দুটো দলে ভাগ করে দিলেন। একটি দলে থাকল অসুস্থ কয়েকজন— ডাক্তার, ইউস্তাকিও আর চাপাকো। পাবলিতোকে তাদের ভার দিয়ে চে বলে দিলেন ওরা যেন কোনোরকমে পিদেলপারগো নদীর দিকে সট্‌কে পড়ে। চে, ভিলি, আন্তনিও, আর্তুরো, পাচো আর সেইসঙ্গে কাঁধে-ভর-দিয়ে-চলা চিনো শত্রুপক্ষের নজর নিজেদের দিকে টেনে প্রথম দলটার পালানোর রাস্তা করে দিলেন। গোলাগুলি থেমে যেতে দেখা গেল আন্তনিও, আর্তুরো আর পাচো মারা গেছে আর চে-র পায়ে গুলি লেগেছে। এরপর চে আর ভিলিকে পাতলা ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে খুঁজে বার ক'রে সৈন্যের দল সহজেই তাদের বেঁধে ফেলল। এর কয়েক ঘণ্টা পরে ধরা পড়ল চিনো।

আহত বন্দীটিকে দেখেই চে গেভারা ব'লে চিনতে পেরেছিল রক্ষী বাহিনীর কর্তা ক্যাপ্টেন প্রাদো। পরে সে বলেছিল, 'চে-কে দেখে আমি এত অবাক যে, মূর্ছা যাই আর কি।' রেডিওতে সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল, 'চে ধরা পড়েছেন।' সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে কড়া পাহারায় হিগেরাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চে হেঁটে গেলেন। ভিলির দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। হিগেরাতে পৌঁছুতে রাত হল। ইস্কুলের চালাঘরে পাশাপাশি দুটো ঘরে দুজনকে রাখা হল। পৌঁছুবার পর চে-র হাতও বেঁধে দেওয়া হল। পরদিন চিনোকে ধরে এনে ভিলির ঘরে রাখা হল।

স্কুলবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে চে-কে স্পঞ্জ করিয়ে তাঁর পায়ের ক্ষতস্থানে জীবাণুনাশক ওষুধ দেওয়া হয়। ভোর হতে না হতে সৈন্য বিভাগ আর গোয়েন্দা দপ্তরের বড় বড় চাঁই সেইসঙ্গে সি-আই-এর দালালেরা একটার পর একটা হেলিকপ্টারে হিগেরাতে চলে আসে। তারা চে-র পেট থেকে কথা বার করার চেষ্টা করে।

কথা উনি বলেন কিন্তু ওদের সঙ্গে নয়। ঐ ইস্কুলের একজন তরুণী শিক্ষিকার সঙ্গে। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা একটি স্প্যানিশ বাক্যে একটা বানান ভুল চে ধরিয়ে দেন। তারপর কিভাবে কিউবা শিক্ষার দিক দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তার একটা বিবরণ দেন।

সি-আই-এর এক দালাল গন্থালেথ তাঁকে জেরা ক'রে কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে জিগ্যেস করে, 'এখন কী ভাবছেন?'

'বিপ্লবের মৃত্যু নেই, এই কথাটাই আমি ভাবছি।'

এটাই বোধহয় মৃত্যুর আগে চে-র শেষ কথা।

চে-র শত্রুরা সারা সকাল একদিকে প্রেসিডেণ্ট বারিয়েন্তস আর অন্যদিকে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে রেডিওযোগে শলাপরামর্শ করে। তারপর দুপুরে দুজন বাদে সমস্ত কর্তাব্যক্তি চলে যায় ভালে গ্রান্দেতে।

আর ঠিক বেলা দেড়টায় বনরক্ষীর দল ঘরে ঢুকে টমিগান

চালিয়ে ভিলি আর চিনোকে খুন করে। মারা যাওয়ার আগে ভিলি চিৎকার ক'রে বলে, 'আমার গর্ব—মৃত্যুর সময় আমি চে-র পাশে।'

আর তার সঙ্গে সঙ্গে একছুটে পাশের ঘরে ঢুকে একজন সেকেণ্ড লেফটেনান্ট চে-কে সামনাসামনি তাক ক'রে একটার পর একটা গুলি ক'রে গেল।

সরকারপক্ষ পরে বন্দী চে-কে গুলি ক'রে মারার কথা একেবারে অস্বীকার করে। ওরা বলে, চে জখম হওয়ার ফলেই মারা যান। চে-র মৃতদেহে ছিল ন-টা বুলেট বেঁধার দাগ। তার মধ্যে দুটো মোক্ষম। লাগার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাওয়ার কথা। লড়াইয়ের সময় ঐসব গুলি বিঁধে থাকলে হিগেরাতে পৌঁছুনো এবং কোনোরকম কথাবার্তা বলা সম্ভবই হত না। কাজেই ওঁর মৃত্যু সম্বন্ধে সরকারপক্ষের কোনো সাফাই কেউ বিশ্বাস করে নি। পাছে চে-কে কোথাও কবর দিলে সে জায়গাটা লোকের কাছে তীর্থস্থান হয়ে ওঠে, সেইজন্যে কাউকে না জানিয়ে সরকারপক্ষ চে-র মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু লোকে যদি চে-র মৃত্যুর কথা বিশ্বাস না করে? যদি ভাবে, চে অপরাজেয় হয়ে বেঁচে আছেন! সেটা হবে শত্রুপক্ষের দিক থেকে আরও বেশি আতঙ্কের কারণ। তাই ভেবেচিন্তে সে ব্যবস্থাও তারা আগে থেকে করে রেখেছিল। চে-র দেহটাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার আগে তারা তাঁর মুখের ছাপ তুলে রাখে আর হাতদুটো কেটে রাখে। লোকে অবিশ্বাস করলে চে-র মৃত্যুর প্রমাণের জন্যে তাদের হাতে থাকছে তিনটে রঙের তুরুপ—প্ল্যাস্টারে চে-র মুখের ছাপ, কব্জি অবধি দুটো হাত আর নিজের হাতে লেখা ডায়রি।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই খোদ কিউবাতেই চে-র মৃত্যুসংক্রান্ত নানা সূত্রের খবর বেরিয়ে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করলেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চে খুন হয়েছেন। সে খবরে সারা দুনিয়ার মুক্তিপ্রিয় মানুষ শোকে অধীর হল। কিউবায় তিন দিন ধ'রে পালন করা হল শোক দিবস। ৮ই অক্টোবরকে 'বীর গেরিলা দিবস' হিসেবে প্রতি বছর পালন করার শপথ নেওয়া হল।

পরের বছর জুলাই মাসে সারা ছুনিয়াকে অবাক ক'রে দিয়ে কিউবা থেকে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল চে গেভারার 'বলিভিয়ার ডায়রি'। এতে বলিভিয়ার উচ্চপদস্থ আমলাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়ল—কারণ, এতদিন ধ'রে তারা সমানে চেষ্টা করছিল এক কোটিরও বেশি টাকায় চে-র ডায়রি বিদেশী প্রকাশকদের বেচে দিতে।

বলিভিয়ার সরকারপক্ষ আর তাদের ইয়াঙ্কি মুরুব্বিরা বলতে লাগল—এটা জাল ডায়রি। কেননা আসল ডায়রি তো তাদের কাছে!

ফিদেল কাস্ত্রো ফটো দেখিয়ে প্রমাণ করে দিলেন—এটাই চে-র আসল ডায়রি।

সি-আই-এ মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। গোড়ায় তারা ডায়রিটা চেপে দিতে চেয়েছিল। কেননা ডায়রিটা হুবহু ছাপিয়ে দিলে তাদের অনেক জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায়। পরে তারা চেষ্টা করে লেখার ভেতর অদলবদল ক'রে এমনভাবে ডায়রিটা ছাপাতে, যাতে মার্কিনরা কিউবার ওপর সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আর নিজের দেশের প্রগতিশীল জনমতকে টুঁটি টিপে মারার সুযোগ পায়।

কিন্তু ডায়রি ছাপিয়ে দেওয়ার চেয়েও বড় কথা, কিউবার হাতে এই ডায়রি গেল কেমন ক'রে?

শুধু কি ডায়রি? রঙের বাকি তুরুপ ছুটোও চলে গেছে কাস্ত্রোর হাতে। কাস্ত্রো সেটা ফাঁস করলেন আরও ছু বছর পরে।

খুব ওপরওয়ালা বিশ্বস্ত লোক ছাড়া আর কারো পক্ষে এ জিনিস-গুলোর নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বেঁধেছিল কে?

এর উত্তর পেতে দেরি হল না।

গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর

ফিদেল কাস্ত্রো হাভানার দূরদর্শনে ডায়রির ব্যাপারটা ফাঁস করলেন আর তার *ঠিক* ষোলদিন পরেই বলিভিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তনিও আর্গেদাস দেশ থেকে হাওয়া হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন বারিয়েন্তসের সবচেয়ে বিশ্বস্তদের একজন।

তাঁর খোঁজ মিলল চিলিতে। সেখানে তিনি চিলির সাংবাদিকদের বললেন যে, বেশ কয়েক বছর ধ'রে তিনি ছিলেন সি-আই-এর একজন এজেন্ট। এই মানববিরোধী চক্রান্তের জাল-বোনা শয়তানদের দ'লটা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে তিনিই হাভানায় চে-সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র পাঠিয়েছেন।

এরপর তিনি চিলি থেকে যান লণ্ডন, তারপর নিউইয়র্ক, তারপর লিমায়। এইভাবে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি বিস্তর বিবৃতি দেন, তার মধ্যে উল্টোপাল্টা কথাও থাকে অনেক।

লিমাতে থাকতে থাকতেই তিনি হঠাৎ লা-পাথে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা ক'রে বলেন, স্বদেশের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর কৃতকর্মের জবাবদিহি দেবেন।

লা-পাথে ফিরে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। সামরিক আদালতের রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপনে তাঁর বিচার হয়। সে সময় মামলার কোনো বিবরণ বেরোয় নি। এইটুকু শুধু জানানো হয় যে, আদালত কোনো রায় দেয় নি এবং আর্গেদাসকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই গোপন বিচারের লিখিত দলিল পরে ফাঁস হয়ে যায়। তাতে দেখা যায়, আর্গেদাস তাঁর জবানবন্দীতে বলেন—'আমি দেশ ত্যাগ করি, কারণ স্বরাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হই যে, আমার দেশ বহুলাংশে তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বলিভিয়ায় উত্তর আমেরিকার এজেন্সিগুলো সর্বশক্তিমান। আমি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের শিকার হই।'

আর্গেদাস তাঁর জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে, হাভানায় চে-র ডায়রি তিনিই পাঠান। দেশপ্রেমের তাগিদেই তিনি এ কাজ করেন। এর জন্যে তিনি একটি পয়সাও নেন নি।

সেই গোপন বিচারের দলিলে আরও ছিল :

ট্রাইব্যুনালের সভাপতি আর্গেদাসকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি কমিউনিস্ট ?'

আসামী অকুণ্ঠভাবে জবাব দেন, 'আমি একজন মার্ক্সিস্ট মানবতাবাদী।'

'গেভারা সম্পর্কে আপনার কী মত?'

'উনি একজন বীর এবং সারা আমেরিকার কাছে তিনি আদর্শ।'

'আদালতকে বলুন, আপনি কি এর্নেস্তো চে গেভারাকে এবং পেরেদো ভ্রাতৃদ্বয়কে চিনতেন এবং যদি তা হয়, তাহলে তাঁদের সঙ্গে আপনার কী রকমের সম্পর্ক ছিল?'

'ব্যক্তিগতভাবে এর্নেস্তো চে গেভারাকে আমার কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। মেজর ইন্তি পেরেদোর সঙ্গে ছিল নিছক মুখচেনা সম্পর্ক। মেজর রবের্তো পেরেদোর (কোকো) ব্যাপারে এটা বলা যায় যে, আমি তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম, যদিও আমাদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না।'

আর্গেদাস এক অসাধারণ সাহসী মানুষ। প্রাণ হাতে নিয়ে তিনি হাভানায় গিয়ে চে-র ডায়রি আর সেইসঙ্গে মৃত্যুর পর প্ল্যাস্টারে ছাপ-তোলা তাঁর মুখ আর অ্যালকোহলে ভেজানো দুটো কাটা হাত নিজেই পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

বিচারে ছাড়া পাওয়ার পর আর্গেদাস বলিভিয়াতেই থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক বছর পর প্রকাশ্য দিবালোকে একদল অজ্ঞাত আততায়ী লা-পাথের রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থেকে তাঁকে গুলি ক'রে মারার চেষ্টা করে। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছাড়া পেয়ে তিনি মেক্সিকোর দূতাবাসে আশ্রয় নেন।

১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বলিভিয়া ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে সপরিবারে তিনি মেক্সিকোতে যান। কিছুকাল পরে হাভানায় চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস শুরু করেন।

১৯৭০-এর ২৬শে জুলাই চে-র বার্ষিক স্মরণ সভায় ফিদেল কাস্ত্রো নাম ক'রে আর্গেদাসের প্রতি সকলের হয়ে কৃতজ্ঞতা জানান।

৮ই অক্টোবরের পর শেষ দশ জন

চে আর উইলি খুন হওয়ার পর ছ জন আর চার জনের বিচ্ছিন্ন

দুটি দলে মোট দশ জন গেরিলা যোদ্ধা তখনও বেঁচে। সৈন্যের দল তখনও তাদের পেছনে ধাওয়া করছে।

চে-র সঙ্গে রণস্থলে যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জীবিত তখন ছ জন : পম্‌বো, বেনিগ্‌নো, নাতো, উর্বানো, ইন্তি আর দারিও।

আর চে যাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেই অন্য দলটাতে ছিলেন বাকি চারজন : কিউবার ডাক্তার মোরো, বলিভিয়ার পাবলিতো আর চাপাকো এবং পেরুর রেডিও-ইঞ্জিনিয়ার ইউস্তাকিও।

১২ই অক্টোবর মিথ্‌কে নদীর উৎসস্থলে সৈন্যদলের সঙ্গে এক লড়াইতে চার জনের এই পুরো দলটাই মারা পড়ল।

বাকি থাকল পম্‌বোর দলের ছ জন। তখনও তারা ঠিক করে রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যাবে।

শত্রুসৈন্যের দু-দুটো বেষ্টনী ভেঙে তারা ১৪ই নভেম্বর এসে উঠল কোচাবাম্বা সান্তাক্রুজ হাইওয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে। পিছু নেওয়া সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে বলিভিয়ার ৩০ বছর বয়সী কমিউনিস্ট এবং সর্বকর্মবিশারদ নাতো খুন হলেন। বাকি রইল পাঁচ জন।

যে এলাকায় তাঁরা এসে পড়েছিলেন, সেখানে অনেকেই ছিল গেরিলা দলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। গেরিলাদের ধরিয়ে দেবার জন্যে বলিভিয়ার সরকার চার-পাঁচ কোটি টাকা পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছিল। কিন্তু একজন কৃষককেও তারা টলাতে পারে নি। সারা বলিভিয়ায় চে-র কথা তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। কৃষকদের মধ্যে অনেকেই তখন চে-র দলের বাকি লোকদের সাহায্য করাটাকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করছে।

শহরে শহরে যারা সমর্থক তারা ততদিনে জেনে গিয়েছে যে, ইন্তি আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা কোচাবাম্বা-সান্তাক্রুজ হাইওয়ের আশপাশে কোথাও আছেন। তারা তখন ঐ রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। ইন্তি একদিন এই রকমের একটা গাড়ির খোঁজ পেলেন। সেই গাড়িতে ক'রে তাঁরা একসঙ্গে পাঁচজন

চলে এলেন কোচাবাম্বায়। সেখানে তাঁরা বিশ্বস্ত লোকজনদের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন।

১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে কিউবার তিনজন পম্‌বো, বেনিগ্‌নো আর উর্বানো—বলিভিয়ার পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে গেলেন চিলিতে।

চিলিতে তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই ঈস্টার দ্বীপে চালান ক'রে দিল। সেখান থেকে একটি এরোপ্লেন প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে তাঁদের পৌঁছে দিল প্যারিসে। তার দিন কয়েক পরেই তাঁরা নিজের দেশ হাভানায় এসে পা দিলেন।

ইন্তি আর দারিও থেকে গেলেন বলিভিয়ায়। তাঁরা ছিলেন সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পে অটল। লা-পাথে ইন্তি যেখানে লুকিয়ে ছিলেন, ১৯৬৯-এর ৯ই মার্চ পুলিশ সেই বাড়ি ঘিরে ফেলল। বন্দুক হাতে লড়াই করতে করতে শত্রুপক্ষের গুলির মুখে ইন্তি প্রাণ দিলেন। ঐ বছরেরই শেষ দিনে ৩১শে ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে শেষ পর্যন্ত বীরের মৃত্যু বরণ করলেন দারিও।

ইন্তির দলকে খতম করার জন্যে যে পুলিশ এজেন্টকে ভার দেওয়া হয়েছিল, তার নাম রবের্তো কুইন্তানিলা। পরে তাকে পুরস্কার হিসেবে হামবুর্গে বলিভিয়ার কন্সাল ক'রে পাঠানো হয়। কিন্তু তাতেও সে বাঁচে নি। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে হামবুর্গের পুলিশ তার তিনটি গুলি-বেঁধা মৃতদেহ এক জায়গায় খুঁজে পায়।

দুই বিদেশী : তানিয়া আর দেব্রে

চে তাঁর দলে পেয়েছিলেন কিছু অসাধারণ মানুষ। চে-র ডায়রিতে শুধু তাঁদের উল্লেখ আছে। তাঁদের কারো কারো সংক্ষিপ্ত পরিচয় মনে রাখলে চে-র ডায়রি পড়তে পড়তে নামের পেছনকার মানুষগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

এঁদের একজন তানিয়া। তাঁর আসল নাম তামারা। বাবা-মা দুজনেই ছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। হিটলার ক্ষমতায় এলে ওঁরা আর্জেন্টিনায় ওঁদের আত্মীয়দের কাছে পালিয়ে চলে

যান। ১৯৩৭ সালে তামারার জন্ম হয় আর্জেন্টিনায়। রাজনীতি ছাড়াও তামারা গানবাজনা ব্যালে নাচ খেলাধুলো আর সাহিত্যে ছিলেন চৌকস। ওঁর বাবা-মা আর্জেন্টিনায় বেআইনী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ওঁদের বাড়িতে কমিউনিস্টদের গোপন বৈঠক হত। অক্টোবর বিপ্লবের কথা, সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের শৃঙ্খলমুক্ত জীবনের কথা—এইসব শুনে শুনে তিনি বড় হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি এটাও জানতেন যে, বাড়ির কথা বাইরে ফাঁস হলে বিপদ হবে।

তামারার মা-বাবা, ১৯৫২ সালে গণতান্ত্রিক জার্মানিতে ফিরে আসেন। তামারা বার্লিনের হুম্‌বোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমক ভাষাগুচ্ছ (ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ফরাসী, রোমানিয়ান ইত্যাদি) নিয়ে পড়াশুনো করেন। তামারা পরে জার্মানির সোশালিস্ট ইউনিটি পার্টিতে যোগ দেন।

১৯৫৯ সালে কিউবায় বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর থেকে তামারার মনপ্রাণ জুড়ে বসে কিউবায় গিয়ে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানোর কাজে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার বাসনা। গণতান্ত্রিক জার্মানিতে যখন এই সময় কিউবার সরকারী কাজে হিমেনেথ আর চে আসেন, তামারা ছিলেন তাঁদের দোভাষী। ১৯৬১ সালে তামারার স্বপ্ন সফল হল। কিউবায় থাকতে থাকতেই তামারা ঠিক করেন যে তিনি হবেন গেরিলা যোদ্ধা আর বেআইনী আন্দোলনের কর্মী—এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র হবে লাতিন আমেরিকা। মা-বাবা জার্মান হলেও তামারা নিজেকে আর্জেন্টিনার মানুষ বলেই মনে করতেন।

এই সময় বেআইনী কাজকর্মের জন্যে তামারার নতুন নাম হয় তানিয়া। তারপর গোপন কোড, লিপি, রেডিও সিগন্যাল এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজের নিয়মকানুন—এইসব বিষয়ে পুরো এক বছর ধরে তাঁকে তালিম নিতে হয়। এরপর চে-র সঙ্গে তানিয়ার দেখা হয়। তখনই চে বলেন যে, তাকে বলিভিয়ায় যেতে হবে। সেখানে তানিয়ার কাজ হবে সামরিক আর সরকারী লোকজনদের

সঙ্গে যোগাযোগ করা, দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশের হালচালগুলো জেনে নেওয়া, বলিভিয়ার খনিমজুর, কৃষক আর শিল্পশ্রমিকদের কী কায়দায় এবং কী ধাঁচের শোষণ করা হয় তার খবর যোগাড় করা, এমন সব লোকজন ঠিক করা যাদের কাজে লাগানো যাবে। মাঝে তানিয়া নিজের নাম ভাঁড়িয়ে মাস কয়েক পশ্চিম ইউরোপে থেকে গোপন কাজের তালিম নিয়ে আসেন। তারপর ১৯৬৪ সালের শেষদিকে তানিয়া জাল পাসপোর্ট নিয়ে বলিভিয়ার লা-পাথে পৌঁছোন। বলিভিয়ায় এস্তেনসোরোর পতন ঘটিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বারিয়েন্তস তখন ক্ষমতায় বসেছে। এ সত্ত্বেও তানিয়া আস্তে আস্তে অনেককেই তাঁর জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেন। হাভানা এই সময় লোক পাঠিয়ে কখনও বলিভিয়ায়, কখনও তার বাইরে তানিয়ার সঙ্গে সমানে যোগাযোগ রেখে চলছিল।

ফ্রান্সের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র ২৩ বছর বয়স্ক রেজিস দেব্রে এই সময় বলিভিয়া আর তার সংলগ্ন দেশগুলোতে স্বনামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। দেব্রে কিউবায় যান ১৯৫৯ সালে। কিউবার বিপ্লব সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র ঘেঁটে 'বিপ্লবের ভেতর বিপ্লব' নাম দিয়ে তাঁর লেখা বই ১৯৬৭ সালে কিউবা থেকে বার হয়। লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংক্রান্ত সেই সময়কার মতপার্থক্যের পরিচয় এই বইতে পাওয়া যাবে। বলিভিয়াতে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর দিক থেকে কয়েকটা অসুবিধের কথা দেব্রে তাঁর বইতে তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঃ যেসব জায়গায় গেরিলাদের ঘাঁটি হতে পারে, সেখানে লোকজন এবং লোকালয় খুব কম। বাইরে থেকে কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে লোকের চোখে পড়বে। আদিবাসী কৃষকেরা বাইরের লোকদের সম্বন্ধে স্বভাবতই ভীতসন্ত্রস্ত— কেননা তারা জানে যে সেপাই-পল্টনেরা যখন আকাশ থেকে বোমা ফেলবে তখন শুধু ভালো ভালো কথা দিয়ে তাদের বাঁচানো যাবে না। এখানকার গরিব কৃষকেরা সব দুঃখকষ্ট মুখ বুঁজে মেনে নেয়। সেপাই, চৌকিদার, জমিদার, পুলিশকে তারা যমের মত ভয় করে।

এই ভয় ভাঙাতে হলে দেখানো দরকার যে, গেরিলাদের বন্দুকের সামনে সেপাই-পুলিশরাও কি রকম ভয়ে কেঁচো হয়ে যায়।

দেব্রের এই বই চে পড়েছিলেন। অবশ্য দেব্রের বক্তব্যের সঙ্গে চে একমত হন নি।

চে-র ডায়রিতে উল্লিখিত দানৃতন আসলে দেব্রের ছদ্মনাম। ১৯৬৭-র এপ্রিলে শত্রুপক্ষ দেব্রেকে ধরে ফেলে। প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের হস্তক্ষেপের ফলে দেব্রেকে মেরে ফেলা সম্ভব হয় নি। মামলায় দেব্রের ৩০ বছর কারাবাসের সাজা হয়। ১৯৭১ সালের গোড়ায় পাইকারীভাবে বন্দীমুক্তি হওয়ায় দেব্রে খালাস পান। বলিভিয়ার সরকার তাঁকে চিলিতে পাঠিয়ে দেয়। এরপর দেব্রে কিউবায় চলে যান এবং তার অল্প কিছুদিন পর ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে আলেন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিষয় নিয়ে একটি বই লেখেন।

প্রস্তুতিপর্ব: কালমিনা খামার

রিকার্দো ছিলেন কিউবার লোক। ডায়রিতে তাঁর আরেক নাম চিনৃচু। লা-পাথে তিনি এসে পৌঁছোন ১৯৬৬-র মার্চ মাসে। পাসপোর্ট জাল ক'রে গোপন কাজের ভার নিয়ে আসেন ১৯৬৩ সালে।

প্রথমবারের সফরে রিকার্দো বলিভিয়ার দুই বিপ্লবী ইন্তি আর তাঁর ভাই কোকোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইন্তি ছিলেন বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং লা-পাথের পার্টি সেক্রেটারী। কোকো ছিলেন যুব লীগের নেতা। নদীতে নৌকো চালনা, কুমির শিকার আর ট্রাক চালানোতে কোকো ছিলেন দক্ষ।

রিকার্দো কিউবায় ফিরে গিয়ে বছর আড়াই পরে আবার বলিভিয়ায় চলে এসে তানিয়া, ইন্তি, কোকো এবং বলিভিয়ায় তাঁর পরিচিত অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

১৯৬৬-র জুলাইয়ের শেষাশেষি কিউবা থেকে লা-পাথে আসেন পম্বো আর তুমা। চে-র ডায়রিতে তুমার উল্লেখ আছে তুমাইনি আর রাফায়েল নামে।

পম্বোর দলের প্রধান কাজ ছিল গ্রামাঞ্চলে একটি খামার অথবা মহাল খুঁজে বার করা, যেখানে গেরিলা লড়াইয়ের তালিম দেওয়া হবে। আর্জেন্টিনার সীমান্তের কাছাকাছি এক এলাকায় এই দল নিজেদের পত্তন করল। সুবিধের দিক থেকে এ অঞ্চলে ছিল খুব ঝোপঝাড়, লোকের বসতিও কম। যারা থাকত তাদের জীবিকা ছিল শিকার আর পশুপালন, কাছেই ছিল আমেরিকান বলিভিয়া গাল্‌ফ অয়েল কোম্পানির তেলের খনি। খনিমজুররা গেরিলাদের সমর্থন করবে এটা আশা করা গিয়েছিল। অসুবিধেও ছিল অনেক; জল ছিল দুষ্প্রাপ্য, একমাত্র ভরসা নদী; পোকামাকড়ের উৎপাতে বসবাস ছিল দুষ্কর। খনিশিল্প আর জঙ্গী খনিশ্রমিকদের কেন্দ্র থেকে জায়গাটা ছিল অনেক দূরে। স্থানীয় বাসিন্দা বলতে প্রধানত গুয়'রাণী ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়; তারা রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই অজ্ঞ এবং পিছিয়ে-পড়া। কাছেই কামিরি শহরে ছিল সেপাইদের একটা ঘাঁটি।

এই জায়গায় কোকো পেরেদো ১৯৬৬-র জুলাইতে একটি মহাল কেনেন। তার নাম কালামিনা।

কালামিনায় যাতায়াতের রাস্তায় এক আলগারানাথের ছিল কশাইখানা। আলগারানাথ আগে ছিল কামিরি শহরের পৌরপ্রধান। কালামিনায় যারা আসা-যাওয়া করত তাদের ওপর সে নজর রাখত। তার গোয়েন্দাগিরির খবর গেরিলারা অনেক পরে জানতে পারে।

চে ব্রেজিল থেকে বিমানে ক'রে বলিভিয়ার লা-পাথে আসেন ১৯৬৬-র নভেম্বরে। চে-কে দেখে চেনবার কারো সাধ্য ছিল না। গোঁফ-দাড়ি কামানো, ব্যাকব্রাশ করার দরুন চওড়া কপাল, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, রং করার ফলে সাদা চুল, গলায় টাই বাঁধা—যেনএক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সঙ্গে দু নামের দুটো পাসপোর্ট। এক নাম রামন, অন্য নাম আদল্‌ফো। দুজনেরই পরিচয় হল উরুগুয়ের ব্যাবসাদার।

১৩ বছর আগে চে যে বলিভিয়া দেখে গিয়েছিলেন, এবার এসে দেখলেন তার সেই একই অবস্থা। ভাড়াটে লোকগুলো তখনও দেশ শাসন করছে, খনি মজুররা তেমনি দুঃখে দিন কাটাচ্ছে এবং

চাষীর দল, যারা অধিকাংশই স্প্যানিশ-না-জানা আদিবাসী ইণ্ডিয়ান, আগের মতই দীনদরিদ্র আর অন্ধ।

চে যখন বলিভিয়ায় পদার্পণ করেন, তখন কিউবা থেকে গেরিলাদলের ১৭ জন এসে গেছে। পাচোকে নিয়ে চে লা-পাথ থেকে কালামিনায় এসে পৌঁছোন ১৯৬৬-র ৭ই নভেম্বর। সেইদিন থেকেই চে গেভারার 'বলিভিয়ার ডায়রি' লেখা শুরু।

কিউবা থেকে চে-র অন্তর্ধানের পর দেড় বছর ধ'রে অনেক চেষ্টা ক'রেও সি-আই-এ যে তাঁর কোনো হদিশ করতে পারে নি, এটা কম কথা নয়। কিউবা থেকে একে একে ১৭ জন গেরিলা সকলের অজান্তে এসে হাজির হল কালামিনায়। সেখানে মজুত করা হল অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, ওষুধপত্র, ক্যামেরা, রেডিও আর খবর চালাচালির অন্যান্য সরঞ্জাম, রসদ, বই এবং গেরিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। ক্যাম্পে ছিল নিজেদের বানানো রুটি তৈরির উনুন, বেঞ্চি আর টেবিল। রোজ বিকেলে ৪টে থেকে ৬টা রাজনীতির পাঠচক্র বসত। চে বলতেন কিউবার বিপ্লবের অভিজ্ঞতার কথা আর সেই সঙ্গে শেখাতেন গেরিলাযুদ্ধের কায়দাকানুন, অন্যেরা কেউ বলিভিয়ার ইতিহাস আর ভূগোল, কেউ স্প্যানিশ, কেউ আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের ভাষা শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক গেরিলাকেই এসব শিখতে হত। সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার পর যারা চাইত চে তাদের ফরাসী ভাষা শেখাতেন।

বলিভিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন তখন আর আগের অবস্থায় নেই। ট্রটস্কিপন্থী, মাওপন্থী, অ্যানার্কিস্ট—এমনি সব নানা দলে ভাগ হয়ে যাওয়ায় বিপ্লবী শক্তি তখন দুর্বল। এসত্ত্বেও চে ছিলেন আশাবাদী। তিনি ভাবতেন, গেরিলা লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে বলিভিয়ার বিপ্লবী অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে।

বলিভিয়ার যারা চে-র সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তার একাংশ ছিল খনিশ্রমিকদের নেতা ময়জেজ গেভারা-র অনুগামী। ময়জেজ আগে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, পরে তিনি দল ছেড়ে মাওপন্থীদের

সঙ্গে ভেড়েন। কিন্তু কিউবার সঙ্গে মাখামাখি করার অপরাধে মাওপন্থীরা তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিরও অনেকে দলের অনুমতি নিয়ে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে, গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

লা-পাথ আর অন্যান্য শহরে সাহায্যকারী গোপন সংগঠন গড়ার ভার যাঁর ওপর ছিল তিনি হলেন বলিভিয়ার মেয়ে লোয়োলা।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়ার একমাসের মধ্যেই সবাই টের পেতে লাগল গেরিলা লড়াইয়ের ধকল সকলের সহ্য হবে না। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত লোকদের মন ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগল। ময়জেজের দলের তিনজন শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে কালামিনার খবর ফাঁস ক'রে দেয়। তারপর পুলিশ বাহিনী সদলবলে সেখানে হানা দেয়।

লড়াইয়ের শুরুতেই দেখা গেল, ময়জেজের অনুগামীদের কেউ কেউ খুবই ঘাবড়ে গেছে। কথা না শোনায় পেপে, পাকো, চিঙ্গোলো আর ইউসেবিওকে গেরিলা বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হল। পেপে পরে শত্রুর হাতে ধরা দেয় এবং গেরিলাদের সমস্ত খবরাখবর শত্রুপক্ষকে দেয়। তাতেও সে বাঁচে নি। লোরো দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কাম্বাও চেয়েছিল চলে যেতে।

গোড়ার দিকের লড়াইতে বীরের মত মৃত্যু বরণ করলেন রুবিও আর রোলান্দো।

এক সন্দেহজনক ইংরেজ সাংবাদিকের সাহায্যে পালাতে গিয়ে দেব্রে আর বুস্তস শত্রুর হাতে ধরা পড়ে।

এক সময়ে সরকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় ইউসেবিও আর চিঙ্গোলো পালিয়ে গিয়ে সোজা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সমস্ত গোপন খবর বলে দেয়।

হোয়াকিনের দল রিও গ্রান্দেতে এসে এক কৃষকের শরণাপন্ন হয়। তার নাম ওনোরাতো রোহাস। তার আটটি ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় সংসার। খুবই অভাবগ্রস্ত। এক সময় রসদ, জামা-কাপড় আর ওষুধপত্র কিনে এনে দিয়ে গেরিলাদের সে সাহায্য

করেছে। পরে সেপাইরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে অত্যাচার করে। তবু তার কাছ থেকে একটি খবরও বার করা যায় নি। কিন্তু যখন তাকে মোটা টাকার লোভ দেখানো হল, তখন আর সে নিজেকে সামলাতে পারল না। রোহাস সরকারের চর হয়ে গেল।

হোয়াকিনের দল গ্রামে এসে পড়লে রোহাস তার এক ছেলেকে পাঠিয়ে সে খবর সৈন্যবাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়। ৩১শে অগস্ট ভোরবেলা সৈন্যের দল এসে পড়ে। রোহাস শেষ মুহূর্তে সপরিবারে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভার্গাসের নেতৃত্বে সৈন্যরা এসে পড়ায় তাকে থেকে যেতে হয়। হোয়াকিনের দল বিকেলে এসে খাওয়া দাওয়া ক'রে মালপত্র নিয়ে যখন নদী পার হচ্ছে সেই সময় এপারে ওপারে ওৎ-পেতে-থাকা সৈন্যের দল দুদিক থেকেই তাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। দুজন ধরা পড়েন—ডাঃ এর্নেস্তো আর পাকো। হোয়াকিনের দলের বাকি সবাই বীরের মত সেখানেই মারা যান। এই মৃতের দলে ছিলেন বীরাঙ্গনা তানিয়া। বন্দী করার পর কোনো কথা বার করতে না পেরে সৈন্যরা ডাঃ এর্নেস্তোকে মেরে ফেলে। বেইমানি ক'রে বেঁচে যায় একমাত্র পাকো।

রোহাসকে মোটা টাকা দেওয়ার বদলে সান্তাক্রুজে দেওয়া হল ছোট একটা খামার। তাও সে ভোগ করতে পারে নি। দু এক বছরের মধ্যেই এক অজ্ঞাতনামার গুলিতে সে মারা পড়ল। সরকারী বাহিনীর ক্যাপ্টেন আর ভার্গাস এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই পাগল হয়ে গেল।

হোয়াকিনের দলটিকে কচু-কাটা করার ঠিক পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় চে তাঁর দলবল নিয়ে রোহাসের খালি বাড়িতে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। চে কিন্তু বাড়িটা দেখে বুঝতেই পারেন নি যে, আগের দিন এ রকম একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। তাঁরা আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে এলে হোয়াকিনের দলের ভাগ্যে এরকম একটা অঘটন ঘটতে পারত না।

এরপর পুরো একটা মাস গেরিলাদের অসম্ভব কষ্টে কেটেছে। স্থানীয় কৃষকেরা গেরিলাদের সাহায্য করা দূরে থাক, বরং সরকারী বাহিনীর সঙ্গেই সহযোগিতা করেছে। রাজনৈতিক জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেও কোনো ফল হয় নি। গেরিলা দলের লোকেরা আহার নিদ্রা আর বিশ্রামের অভাবে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে নি। তুচ্ছ কারণে পরস্পরে ঝগড়া করেছে, পরস্পরকে সন্দেহ করেছে। কিন্তু তা সত্বেও তাদের অধিকাংশই শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি ছিল।

ইতিমধ্যে লড়াইতে মারা পড়েছেন কোকো, মিগোয়েল আর হুলিও। কাম্বা আর লিয়ন স্বেচ্ছায় শত্রুর হাতে ধরা দিয়ে দলের খবর ফাঁস করে দিয়েছে।

এরপর সরকারী বাহিনী চে-র দলকে ঘিরে ফেলে। ধরা পড়ার আগের দিনও চে রাত জেগে তাঁর ডায়রি লেখেন। বলিভিয়ার ডায়রির সমাপ্তি সেখানেই।

এই ডায়রি পড়লেই বোঝা যাবে চে ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। বিপ্লবই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। ধনতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে তিনি চেয়েছিলেন শ্রমজীবী সর্ব মানবের মুক্তি।

বিপ্লব ছিল চে-র স্বপ্ন। চে ছিলেন বিপ্লবী রোমান্টিক। লেনিন বলেছিলেন, স্বপ্ন ছাড়া বিপ্লবীদের চলে না। স্বপ্ন কম দেখার চেয়ে বেশি দেখা অনেক ভালো। বিপ্লবী রোমান্টিকদের সঙ্গে মতের অমিল হলেও, লেনিন বলতেন, সব সময় ওদের প্রতি আমরা প্রাণের টান অনুভব করি।